সহীহ
মুসলিম
সপ্তম খণ্ড

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র)

সহীহ মুসলিম

[সপ্তম খণ্ড]

অনুবাদক

মাওলানা আফলাতুন কায়সার

মুহাম্মদ আবদুর রশীদ

আবদুল মান্নান তালিব

আবু জাফর মকবুল আহমদ

মুহাম্মাদ মূসা

সম্পাদনায়

মুহাম্মাদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-31-0930-9 set

প্রথম প্রকাশ
জিলকদ ১৪২৪
পৌষ ১৪১০
ডিসেম্বর ২০০৩

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

নির্ধারিত মূল্য : দুইশত ত্রিশ টাকা মাত্র

Sahih Muslim Vol. VII
Published by A K M Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Masjid Campus New Elephant Road Dhaka-1000 First Edition December 2003 Price : Tk. 230.00 only.

প্রকাশকের কথা

মুসলিম উম্মাহর সার্বিক দিক-নির্দেশনা লাভের প্রধান উৎস আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) সুন্নাহ। সহীহ হাদীস সংকলনসমূহ রাসূলের সুন্নাহর আকর গ্রন্থ। এক্ষেত্রে সু-প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ 'সহীহ মুসলিম'-এর গুরত্ব অপরিসীম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক 'সহীহ মুসলিম' বাংলা অনুবাদের সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হলো। এর অনুবাদ সহজ ও প্রাঞ্জল। উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থে মূল হাদীসটি পূর্ণ সনদ সহকারে মুদ্রিত হয়েছে আর বাংলা অনুবাদে শুধু মূল রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম-এর অনুবাদ, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শ্রমকে আল্লাহ তাঁর দীনের খিদমাত হিসাবে কবুল করুন এবং বাংলাভাষী পাঠক মহলকে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে সৌভাগ্যের অধিকারী হবার তাওফীক দান করুন!

কে কতটুকু অনুবাদ করেছেন—

মাওলানা আফলাতুন কায়সার	:	হাদীস নং ৪৯০৮-৫২২৩
মুহাম্মদ আবদুর রশীদ	:	হাদীস নং ৫২২৪-৫৭১৯
আবদুল মান্নান তালিব	:	হাদীস নং ৫৭২০-৫৭৬৯
আবু জাফর মকবুল আহমদ	:	হাদীস নং ৫৭৭০-৬১৩৩
মুহাম্মদ মূসা	:	হাদীস নং ৬১৩৪-৬১৭৬

সূচীপত্র

ছত্রিশতম অধ্যায় : কিতাবুল আদাহী (কুরবানী)

সাইত্রিশতম অধ্যায় : কিতাবুল আশরিবাহ (পানীয় দ্রব্য)

ছেচল্লিশতম অধ্যায় : সাহাবীদের মর্যাদা

ছত্রিশতম অধ্যায়

كتاب الأضاحي

কিতাবুল আদাহী (কুরবানী)

অনুচ্ছেদ : ১

কুরবানীর ওয়াক্ত (সময়)।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ؛ ح: وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ: حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّىٰ وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَىٰ لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ - أَوْ نُصَلِّيَ - فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَىٰ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ».

৪৯০৮। জুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কুরবানীর ঈদের নামাযে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি নামায পড়ে তখনো ফিরেননি। নামায শেষ করে সালাম ফেরাতেই তিনি কুরবানীর গোশত দেখতে পেলেন, যা নামায শেষ হওয়ার আগেই যবেহ করা হয়েছিলো। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার নামাযের অথবা আমাদের নামায পড়ার আগে কুরবানীর পশু যবেহ করেছে, সে যেন তদস্থলে আরেকটি পশু যবেহ করে। আর যে লোক যবেহ করেনি সে যেন বিস্‌মিল্লাহ বলে যবেহ করে।

টীকা : সচ্ছল ব্যক্তির কুরবানী করা ওয়াজিব না সুন্নাত– এ নিয়ে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। জমহুর উলামাদের মতে, সচ্ছল ব্যক্তির কুরবানী করা সুন্নাত। সে বিনা ওজরে তা পরিত্যাগ করলে গুনাহগার হবে না এবং তাকে এর কাযাও করতে হবে না। এই মত পোষণকারীদের মধ্যে রয়েছেন আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা), উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), বিলাল (রা), আবু মাসউদ বদরী (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, আলকামা, আসওয়াদ, আতা, ইমাম মালিক, আহমাদ, আবু ইউসুফ, ইসহাক, আবু সাওর, মুযানী, ইবনুল মুনযির এবং দাউদ যাহেরী। ইমাম আবু হানীফা, মালিকী মাযহাবের কতিপয় বিশেষজ্ঞ, রবীআ, আওযাঈ, লাইস এবং নাখঈর মতে সচ্ছল ব্যক্তির কুরবানী করা ওয়াজিব। (স)

যবেহ করার সময়, কুরবানী করার সময় এবং শিকারের প্রতি তীর, বন্দুক, শিকারী কুকুর, পাখি ইত্যাদি ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে– এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য রয়েছে। তবে বিসমিল্লাহ বলা কি ওয়াজিব না সুন্নাত– এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ ও একদল আলেমের মতে ঐ সময় আল্লাহর নাম নেয়া সুন্নাত। যদি ভুলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে তাসমিয়া না পড়া হয় তাহলে শিকার

অথবা যবেহকৃত প্রাণী খাওয়া জায়েয হবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে ইমাম মালিক ও আহমাদের একটি মত রয়েছে। আহলে যাওয়াহেরের মতে ভুলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে তাসমিয়া না বললে তা খাওয়া হালাল হবে না। ইমাম আবু হানীফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী ও জমহুরের মতে ভুলবশত তাসমিয়া পরিত্যক্ত হলে যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, আর স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলে হালাল হবে না। (স)

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَىٰ غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَىٰ اسْمِ اللهِ».

৪৯০৯। জুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'ঈদুল আযহার' নামাযে হাযির ছিলাম। তিনি লোকদের সাথে নামায শেষ করেই একটি বক্‌রীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন তা যবেহ করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন : যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে যবেহ করেছে সে যেন তদস্থলে আরেকটি বকরী যবেহ করে। আর যে ব্যক্তি এখনও যবেহ করেনি সে যেন আল্লাহর নামে যবেহ করে।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا: عَلَىٰ اسْمِ اللهِ. كَحَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ.

৪৯১০। আবু আওয়ানা ও ইবনে উয়াইনা থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আসওয়াদ ইবনে কায়েস (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তারা উভয়েই আবুল আহ্ওয়াসের হাদীসের অনুরূপ বলেছেন যে, 'আল্লাহর নামে যেন যবেহ করে'।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ سَمِعَ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ يَوْمَ أَضْحَى، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ».

৪৯১১। আস্‌ওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি জুনদুব আল বাজালীকে (রা) বলতে শুনেছেন, কুরবানীর দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের নামাযে

উপস্থিত ছিলাম। তিনি নামায পড়ার পর খুতবা (ভাষণ) দিলেন এবং বললেন : নামায পড়ার আগে যে ব্যক্তি যবেহ করেছেন সে যেন তদস্থলে আরেকটি পশু যবেহ করে। আর যে লোক যবেহ করেনি সে যেন আল্লাহর নামে যবেহ করে।

টীকা : ঈদের নামাযের সালাম ফেরানোর পরই ভাষণ (খুতবা) দিতে হয়। এটাই সুন্নাত তরীকা। ব্যাপারে উম্মাতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইমাম শাফেঈর মতে, ১০ যিলহজ্জ এবং তার পরের তিন দিন (আইয়ামে তাশরীক) পর্যন্ত কুরবানী করা জায়েয। আলী ইবনে আবু তালিব (রা), জুবায়ের ইবনে মুতঈম (রা), ইবনে আব্বাস (রা), আতা, হাসান বসরী, উমার ইবনে আবদুল আযীয, সুলায়মান ইবনে মূসা (সিরিয়াবাসীদের ফিকহবিদ), মাকহুল ও দাউদ যাহেরী এই মত ব্যক্ত করেছেন। আবু হানীফা, মালিক এবং আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে ১০ যিলহজ্জ এবং তার পরের দুইদিন পর্যন্ত কুরবানী করা জায়েয। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), আলী (রা), ইবনে উমার (রা) এবং আনাস (রা) থেকে এই মত বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে জুবায়েরের মতে, শহরবাসীদের জন্য কেবল ১০ যিলহজ্জ এবং গ্রামবাসীদের জন্য ১০ যিলহজ্জ ও তার পরের তিনদিন পর্যন্ত কুরবানী করা জায়েয। কাযী আইয়ায একদল আলেমের মত উল্লেখ করে বলেছেন, সারা যিলহজ্জ মাসই (১০ তারিখ থেকে) কুরবানী করা জায়েয। ইবনে সীরীনের মতে, সবার জন্য কেবল ১০ তারিখেই কুরবানী করা জায়েয।

ইমাম আবু হানীফা, শাফেঈ এবং আমাদের মতে রাতের বেলা কুরবানী করা জায়েয কিন্তু মাকরূহ। ইসহাক, আবু সাওর ও জমহুরেরও এই মত। ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মত এবং এই মাযহাবের সকল আলেমের মতানুযায়ী রাতের বেলা কুরবানী করা জায়েয নয়। এর সমর্থনে ইমাম আহমাদেরও একটি মত রয়েছে। (স)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৪৯১২। শো'বা থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ضَحَّىٰ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ. فَقَالَ: «ضَحِّ بِهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ ضَحَّىٰ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ».

৪৯১৩। বারাআ' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আবু বুরদা (রা) ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানীর পশু যবেহ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তো গোশতের বকরী (অর্থাৎ গোশ্‌ত পেয়েছো, কিন্তু কুরবানী হয়নি)। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট আরেকটি ছয় মাসের মেষশাবক আছে (সুতরাং তা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয হবে কি?)। জবাবে তিনি বললেন, তুমি সেটা যবেহ করো। তবে তোমার পর আর কারো জন্যে তা জায়েয হবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগে

যবেহ্ করলো, সে তা নিজের জন্যেই যবেহ্ করলো (অর্থাৎ আল্লাহর জন্যে কুরবানী হয়নি)। আর যে ব্যক্তি নামাযের পর যবেহ করলো, তার কুরবানী সম্পূর্ণ হয়ে গেলো এবং সে মুসলমানদের নিয়মমাফিক তা করলো।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هَـٰذَا يَوْمٌ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعِدْ نُسُكًا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَقَالَ: «هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتِكَ - وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

৪৯১৪। বারাআ' ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর মামা আবু বুরদা ইবনে নায়ার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগেই কুরবানী করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজকের দিনতো গোশত খাবার দিন। সুতরাং এ দিনে গোশত খেতে বিলম্ব করা অপছন্দ লেগেছে। তাই আমি আমার পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের গোশত খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে নামাযের আগেই আমার বক্‌রী যবেহ করে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "তদস্থলে আরেকটি বক্‌রী কুরবানী করো।" আমার মামা বললেন, আমার নিকট এক বছরের কম বয়সের একটি দুধের বক্‌রী আছে, যা গোশতের দিক থেকে দু'টি বকরীর চেয়ে উত্তম। নবী (সা) বললেন : তোমার কুরবানীর জন্যে সেটাই উত্তম। তবে তোমার পরে আর কারো জন্যে ছয় মাসের বকরী দ্বারা (কুরবানী) যথেষ্ট হবে না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّىٰ نُصَلِّيَ» قَالَ فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هَـٰذَا يَوْمٌ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ هُشَيْمٍ.

৪৯১৫। বারাআ' ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাদের নামায পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন কুরবানীর জানোয়ার যবেহ না করে। বারাআ' (রা) বলেন, আমার মামা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজকের দিন তো গোশত খাওয়ার দিন। সুতরাং এ দিন গোশ্‌ত খাওয়ায় দেরী করাটা অপছন্দনীয়। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ হুশাইম বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّىٰ صَلَاتَنَا، وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ» فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي. فَقَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ» قَالَ: إِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ. قَالَ: «ضَحِّ بِهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَتِهِ».

৪৯১৬। বারাআ' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়লো, আমাদের কেবলামুখী হলো, এবং আমাদের কুরবানী করলো সে যেন আমাদের নামায শেষ হওয়ার আগে পশু যবেহ না করে। তখন আমার মামা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আমার এক পুত্রের পক্ষ থেকে (নামাযের আগে) যবেহ করে ফেলেছি। তিনি বললেন, সেটা তো এমন জিনিস, যা তুমি তোমার পরিজনের জন্যে অতি তাড়াতাড়ি করে ফেলেছো। আমার মামা বললেন, আমার নিকট একটি বক্‌রী আছে যা দু'টি বকরীর চেয়ে উত্তম। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সেটাই যবেহ করো। মূলত কুরবানীর জন্যে এমন বক্‌রীই অধিক উত্তম।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَٰذَا، أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ، فَقَالَ: عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ «اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

৪৯১৭। বারাআ' ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আজকের দিন আমরা সর্বপ্রথম নামায পড়বো, অতঃপর বাড়ি ফিরে গিয়ে কুরবানী করবো। সুতরাং যে ব্যক্তি এভাবে কাজ করলো সে আমাদের সুন্নাত পেয়ে গেলো (অর্থাৎ আমাদের তরীকা মতে কুরবানী করলো)। আর যে ব্যক্তি (নামাযের আগে) কুরবানীর পশু যবেহ করলো, সেটা কেবল গোশ্‌তই হলো যা সে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্যে তাড়াহুড়া করে আগাম ব্যবস্থা করলো। কুরবানীর কিছুই হলো না।" আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা) নামাযের আগেই কুরবানী করেছিলেন। তখন

তিনি (আবু বুরদা) বললেন, আমার নিকট ছয়মাসের একটি বকরীর বাচ্চা আছে যা এক বছরের বাচ্চার চেয়েও উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন : "তুমি এটাই যবেহ করে দাও। তবে তোমার পরে আর কারো জন্যে এমন করাটা যথেষ্ট হবে না।"

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৪৯১৮। বারাআ' ইবনে আযিব (রা) থেকে এ সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

৪৯১৯। বারাআ' ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন নামাযের পর খুতবা (ভাষণ) দিলেন... হাদীসের বাকী অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ [بْنِ صَخْرٍ] الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ نَحْرٍ، فَقَالَ «لَا يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ» قَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. قَالَ «فَضَحِّ بِهَا، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

৪৯২০। বারাআ' ইবনে আযিব (রা) বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা (ভাষণ) দিলেন এবং বললেন : কেউ যেন নামায পড়ার পূর্বে কুরবানী না করে। এক ব্যক্তি বলল, আমি তো নামাযের আগেই যবেহ করে ফেলেছি। তবে আমার কাছে একটি দুধের বাচ্চা আছে, এটি আমার গোশতের বকরীর চেয়ে উত্তম। তিনি বললেন : তুমি এটাই কুরবানী করে দাও। কিন্তু তোমার পরে এটা (অর্থাৎ ছ'মাসের বাচ্চা) আর কারো জন্যে যথেষ্ট হবে না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَبْدِلْهَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنُّهُ قَالَ - وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

৪৯২১। বারাআ' ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বুরদা নামাযের আগেই কুরবানী করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি এর পরিবর্তে আরেকটি পশু কুরবানী করো। তখন আবু বুরদা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার কাছে ছ'মাসের একটি বকরীর বাচ্চা আছে। শো'বা বলেন, আমার ধারণা তিনি (সালামা) এ কথাটিও বলেছেন : এটা এক বছরের বক্‌রীর চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ঐটির বদলে এটিকে যবেহ করে নাও। কিন্তু তোমার পর আর কারো জন্যে এরূপ করা যথেষ্ট হবে না।

وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ.

৪৯২২। শো'বা থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সূত্রে এই সন্দেহপূর্ণ কথার উল্লেখ নাই : "এটা এক বছরের বাচ্চার চেয়ে উত্তম।"

وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَوْمَ النَّحْرِ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهَىٰ فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ، كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَدَّقَهُ. قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ فَرَخَّصَ لَهُ. فَقَالَ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، فَقَامَ النَّاسُ إِلَىٰ غُنَيْمَةٍ، فَتَوَزَّعُوهَا. أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوهَا.

৪৯২৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন বললেন : যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবেহ করে সে যেন অবশ্যই পুনরায় যবেহ করে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটি তো এমন দিন যাতে গোশত খাওয়ার শখ হয়ে থাকে। সে তার প্রতিবেশীদের কথাও উল্লেখ করলো। মনে হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা বিশ্বাস করলেন। সে আরো বললো, আমার কাছে ছ'মাসের একটি ছাগল-ছানা আছে, তা আমার কাছে আমার গোশতের বক্‌রীর চেয়েও উত্তম। আমি কি এটা যবেহ করতে পারি? বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করলেন। আমার জানা নেই, এ অনুমতি এই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্যেও ছিলো কিনা? অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি দুম্বার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তা যবেহ করলেন। এরপর লোকে তাদের নিজ নিজ বক্‌রীর দিকে এগিয়ে গেলো এবং সেগুলো নিজেদের মধ্যে বণ্টনের পর তারাও তা যবেহ করে নিলো।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

৪৯২৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথমে) নামায পড়লেন, অতঃপর খুতবা দিলেন। তাতে তিনি নির্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগে (কুরবানীর পশু) যবেহ করেছে সে যেন আরেকটি পশু যবেহ করে। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইবনে উলাইয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ وَرْدَانَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ [ابْنِ مَالِكٍ] قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى - قَالَ - فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا، قَالَ: «مَنْ كَانَ ضَحَّىٰ، فَلْيُعِدْ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

৪৯২৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় তিনি গোশতের ঘ্রাণ পেলেন। তিনি লোকদের নামাযের আগে যবেহ করতে নিষেধ করলেন। তিনি অরো বললেন : যে কেউ (নামাযে আগে) যবেহ করেছে সে যেন দ্বিতীয়বার কুরবানী করে। হাদীসের অবশিষ্ট বিবরণ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ২
কুরবানী পশুর বয়স সম্পর্কে।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».

৪৯২৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক বছরের কম বয়সের বক্‌রী কুরবানীতে যবেহ করো না। তবে তা সংগ্রহ করা কষ্টকর হলে ছ'মাসের বাচ্চা যবেহ করতে পারো।

টীকা : কুরবানীর জন্যে দুম্বার বয়স এক বছর হতে হবে। অনুরূপ ছাগল ও ভেড়ার বয়সও এক বছর হতে হবে। তবে এক বছরের কম বয়সের দুম্বা দেখতে যদি এক বছরের দুম্বার ন্যায় দেখায়, তবে তাও কুরবানী করা জায়েয হবে। কিন্তু ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি কোনো অবস্থায়ই এক বছরের কম হলে কুরবানী জায়েয হবে না। আর গরু, মহিষ ইত্যাদি দু'বছরের কম হলে কুরবানী হবে না। উটের বয়স পাঁচ বছর হতে হবে। (অনুবাদক)

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: صَلَّىٰ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ، أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّىٰ يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ.

৪৯২৭। আবু যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন : কুরবানীর দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আমাদের ঈদের নামায পড়ালেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর আগেই নিজেদের কুরবানীর জানোয়ার যবেহ করে ফেললো। তাদের ধারণা ছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী করে ফেলেছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন, যে কেউ তাঁর আগে কুরবানী করে ফেলেছে সে যেন তার পরিবর্তে আরেকটি কুরবানী করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী করার পূর্বে কেউ যেন কুরবানী না করে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَىٰ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ أَنْتَ». قَالَ قُتَيْبَةُ: عَلَىٰ صَحَابَتِهِ.

৪৯২৮। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কয়েকটি মেষ কুরবানী করে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য দিলেন। বিতরণের পর এক বছর বয়সের একটি মেষ অবশিষ্ট থেকে গেলো। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তা বললেন। তিনি বললেন। : হে উকবা, এটা তুমি নিজেই কুরবানী করো।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَٰرُونَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ [الْجُهَنِيِّ] قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينَا ضَحَايَا، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ. فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ».

৪৯২৯। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে কুরবানীর পশু বিতরণ করলেন। আমার অংশে ছ'মাসের একটি দুম্বা পড়ল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভাগে একটি ছ'মাসের দুম্বা পড়েছে। তিনি বললেন, এটাই কুরবানী করো।

وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ. بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

৪৯৩০। বা'জাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, উকবা ইবনে আমের আল জুহানী (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বিতরণ করলেন।... হাদীসের বাকী অংশ উপরের হাদীসের সমার্থবোধক।

অনুচ্ছেদ : ৩

নিজ হাতে কুরবানীর পশু যবেহ করা মুস্তাহাব। এছাড়া 'বিসমিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলে কুরবানীর জানোয়ার যবেহ করা মুস্তাহাব।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّىٰ وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا:

৪৯৩১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি ধূসর বর্ণের বা সাদা-কালো রংয়ের শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানী করেছেন। তিনি নিজ হাতেই তা যবেহ করেছেন। তিনি তাঁর নিজের এক পা দিয়ে এর পাঁজর দাবিয়ে রেখে বিস্‌মিল্লাহ্ ও আল্লাহু আকবার বলে যবেহ করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ - قَالَ -: وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا - قَالَ -: وَسَمَّىٰ وَكَبَّرَ.

৪৯৩২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধূসর বর্ণের এবং শিং বিশিষ্ট দু'টি দুম্বা যবেহ করেছেন। আমি দেখেছি, তিনি জানোয়ার দু'টিকে স্বহস্তেই যবেহ করেছেন। আমি আরো দেখেছি, তিনি তাঁর একটি পা দিয়ে এর পাঁজর দাবিয়ে রেখেছেন এবং বিস্‌মিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলে যবেহ করেছেন।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: ضَحَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

قَالَ قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

৪৯৩৩। শো'বা (রা) বলেন, কাতাদা আমাকে বলেছেন, আমি আনাসকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী করেছেন... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। শোবা' বলেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এ হাদীসটি আনাস (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ।

টীকা : কাতাদাহ্ 'মুদাল্লিস' রাবী হিসেবে সকলের নিকট প্রসিদ্ধ। مُدَلِّسْ (মুদাল্লিস) হাদীসবিশারদের পরিভাষায় কোনো রাবীর দোষ গোপনকারীকে বলা হয়। আর শোবা হাদীসের মধ্যে দোষ গোপন করাটা যেনার চেয়েও মহাপাপ মনে করেন। এখানে কাতাদাহ যদিও 'আমি শুনেছি' শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবুও শো'বার সন্দেহ দূরীভূত হয়নি। সম্ভবতঃ কাতাদাহ সরাসরি আনাস থেকে না শুনেও 'শুনেছি' বলেছেন, তাই তিনি সেই সন্দেহ দূর করার জন্য কাতাদাকে জিজ্ঞেস করেছেন, সত্যই কি আপনি আনাস থেকে হাদীসটি শুনেছেন? (অ)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَيَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ».

৪৯৩৪। আনাস (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে আছে : যবেহ করার সময় তিনি 'বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার' বলেছেন।

وَحَدَّثَنَا هَـٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ. قَالَ لِعَائِشَةَ «هَلُمِّي الْمُدْيَةَ». ثُمَّ قَالَ «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ» فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، اللّٰهُمَّ! تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» ثُمَّ ضَحَّىٰ بِهِ.

৪৯৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কালো পা, কালো পেট এবং কালো চোখ বিশিষ্ট বক্‌রী আনার নির্দেশ দিলেন (অর্থাৎ কালো বর্ণের বক্‌রী আনার নির্দেশ দিলেন)। অতএব তাঁর কুরবানীর জন্য তা নিয়ে আসা হল। অতঃপর তিনি আয়েশাকে (রা) বললেন : একটি ছুরি নিয়ে আস। তিনি পুনরায় বললেন : পাথরে ঘষে তা ধারাল করে দাও। তিনি তাই করলেন। অতঃপর ছুরিখানা নিয়ে তিনি বক্‌রীটিকে যমীনে শুইয়ে দিলেন এবং যবেহ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। অতঃপর তিনি এই দু'আ পড়লেন : "আল্লাহর নামে যবেহ করলাম। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজন ও মুহাম্মাদের উম্মাতের পক্ষ থেকে তুমি কবুল করে নাও।" এই দু'আ বলেই তিনি তা যবেহ করলেন।

অনুচ্ছেদ : ৪

দাঁত, নখ এবং হাড় ব্যতীত যে জিনিস দ্বারা রক্ত প্রবাহিত করা যায় এরূপ যে কোন অস্ত্র দ্বারা যবেহ করা জায়েয।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى. قَالَ ﷺ: «أَعْجِلْ أَوْ أَرِنْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشِ» قَالَ: وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ

بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِهَٰذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا».

৪৯৩৬। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আগামীকাল আমরা দুশমনের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হব। অথচ আমাদের কাছে ছুরি নেই। তিনি বললেন : তাড়াতাড়ি করো অথবা যত্নবান হও (ছুরি সংগ্রহ করার ব্যাপারে), যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং এর ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়। তা খেতে পারো, কিন্তু দাঁত ও নখ। আমি তোমাকে এর কারণ বলছি : দাঁত হলো হাড্ডি বিশেষ এবং নখ হলো হাব্শীদের ছোরা। রাফে (রা) বললেন, একবার গনীমাতের মাল হিসেবে কিছুসংখ্যক উট ও বক্রী আমাদের হাতে আসে। এ থেকে একটি উট পালিয়ে যায়। এক ব্যক্তি এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। ফলে উটটি ধরা পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই উটগুলোর মধ্যেও বন্য পশুর স্বভাব আছে। যখন কোনো উট তোমাদের ওপর প্রবল হয়ে যায়, তখন তার সাথে এরূপ আচরণই করবে।

وحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا، فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

৪৯৩৭। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তিহামার যুল-হুলাইফায় ছিলাম। আমরা কিছুসংখ্যক মেষ এবং উট পেয়ে গেলাম। লোকেরা তাড়াহুড়া করে হাঁড়ি-পাতিল চড়িয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী গোশতের হাঁড়িগুলো উল্টে দেয়া হল। তিনি (তা বণ্টনের জন্য) দশটি ছাগলকে একটি উটের সমান ধার্য করলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ. ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ [بْنِ مَسْرُوقٍ] عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَنُذَكِّي بِاللِّيطِ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَقَالَ: فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِنْهَا، فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّىٰ وَهَصْنَاهُ.

৪৯৩৮। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আগামীকাল আমরা শত্রুর সাথে মুকাবিলা করবো– অথচ আমাদের সাথে কোন ছুরি নেই। তাই আমরা কি গাছের ধারাল বাকল দ্বারা যবেহ করবো। অতঃপর হাদীসের পুরা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, আমাদের একটি উট ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলো। আমরা তীর ছুড়ে মারলাম এবং এটাকে কাবু করে ফেললাম।

وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، الْحَدِيثَ إِلَىٰ آخِرِهِ بِتَمَامِهِ وَقَالَ فِيهِ: وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ.

৪৯৩৯। সাঈদ ইবনে মাস্‌রুক থেকে এই সিলসিলায় পূর্বের হাদীসটি আদ্যোপান্ত বর্ণিত হয়েছে। এতে আছে, রাবী বলেন, আমাদের সাথে কোন ছোরা নেই। কাজেই আমরা কি বাঁশের ধারালো বাকল দ্বারা যবহে করতে পারি?

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ [بْنِ رَافِعٍ]، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى. وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ. وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَّةِ.

৪৯৪০। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আগামীকাল আমরা দুশমনের সাথে মুকাবিলায় লিপ্ত হবো। অথচ আমাদের নিকট কোনো ছোরা নেই। এরপর গোটা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনায় "লোকেরা তাড়াহুড়া করে গোশতের হাঁড়ি চড়িয়ে দিলো এবং তা পাক হতে লাগলো, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম করলে সমস্ত হাঁড়ি-পাতিল উল্টে ফেলে দেয়া হলো"– এ কথাগুলো বর্ণনা করেননি। অতঃপর গোটা হাদীসের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৫

ইসলামের প্রথম যুগে কুরবানীর গোশ্‌ত তিন দিনের অধিক খাওয়া নিষেধ ছিলো। পরে এই নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে। এখন যতদিন ইচ্ছা তা রাখা ও খাওয়ার অনুমতি আছে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ.

৪৯৪১। আবু উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিবের (রা) সঙ্গে ঈদের নামাযে শরীক হয়েছি। তিনি খুত্‌বার আগে নামায পড়লেন। তিনি (পরে খুত্‌বা দিলেন এবং) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক খেতে নিষেধ করেছেন।

টীকা : এ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসগুলোর একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি রয়েছে। হাদীসগুলো থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি তা অধিক দিন খাওয়ার এবং সঞ্চয় করে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে– দারিদ্রের কারণে অধিকাংশ লোক কুরবানী করতে সক্ষম ছিল না। তাই সচ্ছল ব্যক্তিদের কোরবানীর গোশত যাতে তাদের কাছেও পৌঁছতে পারে– সেজন্য তিনি কুরবানীকারীদের তিন দিনের খাবার পরিমাণ গোশত রেখে বাকিটা দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে যখন লোকদের মধ্যে সচ্ছলতা ফিরে আসে এবং অধিক সংখ্যক লোক কুরবানী করতে সক্ষম হয়, তখন তিনি এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। অতঃএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নিষেধাজ্ঞা বা অনুমতি স্থায়ী নয় বরং সাময়িক। জনগণের আর্থিক অবস্থান শোচনীয় হয়ে পড়লে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে এবং তাদের মধ্যে সচ্ছলতা ফিরে এলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হবে।

আমাদের দেশের জনগণের বর্তমান আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে পড়েছে যে, শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ পরিবারই কুরবানী দিতে অক্ষম। তাই আমাদের সমাজে বর্তমানে হাদীসের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে। কুরবানী করতে সক্ষম ব্যক্তিগণ তিন দিনের অধিক তাদের গোশত জমা করে রাখতে পারবে না। এই ক'দিনের পরিমাণ গোশত রেখে বাকিটা কুরবানী দিতে অক্ষম লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। আমাদের সমাজে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসলে তখন এই নিষেধাজ্ঞা আবার প্রত্যাহৃত হবে। (স)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ؛ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - قَالَ -: ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ -: فَصَلَّىٰ لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَا تَأْكُلُوا.

৪৯৪২। ইবনে আযহারের আযাদকৃত গোলাম আবু উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) সঙ্গে ঈদের নামায পড়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিবের (রা) সঙ্গেও ঈদের নামায পড়েছি। তিনি খুতবার আগে আমাদের নামায পড়ালেন, অতঃপর লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কুরবানীর গোশ্‌ত তিন দিনের অধিক খেতে নিষেধ করেছেন। কাজেই তোমরা তিন দিনের অধিক তা খেও না।

وحَدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ [ابْنُ إِبْرَاهِيمَ]: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৪৯৪৩। যুহরী থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».

৪৯৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোনো ব্যক্তি যেন তিন দিনের অধিক তার কুরবানীর গোশত না খায়।

وحَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

৪৯৪৫। ইবনে জুরাইজ ও ইবনে উস্‌মান উভয়ে নাফের মাধ্যমে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন... লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ.

قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: بَعْدَ ثَلَاثٍ.

৪৯৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর গোশ্‌ত তিন দিনের পরে খেতে নিষেধ করেছেন। সালেম বলেন, (আমার পিতা) ইবনে উমার (রা) কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক খেতেন না। ইবনে আবু উমারের বর্ণনায় আছে : তিন দিনের পর খেতেন না।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حِضْرَةَ الْأَضْحَىٰ، زَمَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادَّخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيُجْمِلُونَ فِيهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ: «[إِنَّمَا] نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا».

৪৯৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর গোশত তিন দিনের পর খেতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি এ বিষয়টি আমরাহকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ইবনে ওয়াকিদ ঠিকই বলেছেন। কেননা আমি আয়েশাকে (রা) বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কুরবানীর ঈদের সময় মরু বেদুইনদের অনেকগুলো পরিবার অভাব-অনটনে পড়ে শহরে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লোকদের সাহায্য করার জন্য বলেছেন : তিন দিনের পরিমাণ গোশত জমা রাখো এবং অবশিষ্ট যা থাকে তা সদকা করে দাও। পরবর্তীকালে মুসলমানরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা তো কুরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে মশক তৈরী করে নিচ্ছে এবং তাতে চর্বি গলিয়ে সংরক্ষণ করছে। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাতে কি হয়েছে? তখন তারা বললো, আপনি তো কুরবানীর গোশত তিন দিনের পর খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন : যেহেতু সে বছর গরীব লোকেরা অভাবের তাড়নায় দলে দলে মদীনায় এসে জড়ো হয়েছিল, তাই

আমি তোমাদের নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা খেতে পারো, জমা করতে পার এবং সদকাও করো।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا».

৪৯৪৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন : তোমরা তা (তিন দিনের পরও) খেতে পারো এবং জমা করে রাখতেও পার।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى، فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا».

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابِرٌ: حَتَّىٰ جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

৪৯৪৯। আতা (রা) বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছি : আমরা মিনায় আমাদের কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক খেতাম না। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন : তোমরা তা খাও এবং জমা করে রাখো। ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি 'আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, জাবির (রা) কি এ কথাও বলেছেন, আমরা মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত (কুরবানীর গোশ্ত জমা করে রেখেছিলাম)? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا، وَنَأْكُلَ مِنْهَا - يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ.

৪৯৫০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক জমা করে রাখতাম না। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিন দিনের অধিক সময় পর্যন্ত তা খাওয়া এবং জমা করে রাখার অনুমতি দিয়েছেন।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৪৯৫১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত পৌঁছার সময়ের জন্যে কুরবানীর গোশত জমা করে রাখতাম।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! لَا تَأْكُلُوا لَحْمَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ» - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

فَشَكَوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا، فَقَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوِ ادَّخِرُوا». قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: شَكَّ عَبْدُ الْأَعْلَىٰ.

৪৯৫২। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে মদীনাবাসীরা! তোমরা কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক খেতে পারবে না। পরে লোকেরা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করল যে, তাদের পরিবার-পরিজন ও চাকর-বাকর আছে, (তিন দিন সময় অতি সংকীর্ণ)। পরে তিনি বললেন : কুরবানীর গোশত তোমরা নিজেরা খাও, অন্যকে খেতে দাও, নিজেদের জন্যে রেখে দাও এবং জমা করে রাখো।

حَدَّثَنَا إِسْحَـٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ضَحَّىٰ مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ فِي بَيْتِهِ، بَعْدَ ثَالِثَةٍ، شَيْئًا». فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ؟ فَقَالَ:

«لَا ، إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ» .

৪৯৫৩। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী করে, সে যেন তৃতীয় দিনের পর এমন অবস্থায় সকাল না করে যে, তার ঘরে কুরবানীর গোশতের কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু যখন পরবর্তী বছর আসলো, লোকেরা আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা প্রথম বছর (গত বছর) যেরূপ করেছিলাম, এ বছরও কি তাই করবো? তিনি বললেন : না। সে বছর লোকেরা অভাব-অনটনে পড়েছিলো, তাই আমি চেয়েছিলাম তোমরা নিজেদের কুরবানীর গোশত তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَىٰ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ: «يَا ثَوْبَانُ! أَصْلِحْ لَحْمَ هٰذِهِ» فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّىٰ قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

৪৯৫৪। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কুরবানীর পশু যবেহ করলেন এবং বললেন, হে সাওবান! এর গোশত (সফরে খাওয়ার) উপযোগী করো। সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত আমি তাঁকে তা খাওয়াতে থাকলাম।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

৪৯৫৫। যায়েদ ইবনে হুবাব ও আবদুর রহমান ইবনে মাহদী থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে মু'আবিয়া ইবনে সালেহ থেকে উক্ত সিলসিলায় পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِي إِسْحَٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ «أَصْلِحْ هٰذَا اللَّحْمَ» قَالَ فَأَصْلَحْتُهُ، قَالَ- فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّىٰ بَلَغَ الْمَدِينَةَ.

৪৯৫৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : হে সাওবান! এ গোশ্‌তগুলো ভালোভাবে সংরক্ষণ করো। সুতরাং আমি তা উত্তমরূপে হেফাযত করলাম। সওবান বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত তা খেতে থাকলেন।

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، بِهٰذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُلْ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

৪৯৫৭। ইয়াহইয়া ইবনে হামযা থেকে এই সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এ সূত্রে "বিদায় হজ্জের সময়" কথাটি উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ

قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ - عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». [راجع: ٢٢٦٠]

৪৯৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি এক সময় তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা যিয়ারত করতে পারো। আমি তোমাদের কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক রাখতে নিষেধ করেছিলাম। এখন যতদিন ইচ্ছা তা সংরক্ষণ করে রাখতে পারো। আর আমি তোমাদের চামড়ার মশক ব্যতীত অন্য কোনো পাত্রে 'নাবীয' বানাতে নিষেধ করেছিলাম, এখন যে কোন পাত্রে 'নাবীয' প্রস্তুত করে পান করতে পারো। কিন্তু তাতে নেশার ভাব এসে গেলে তা পান করো না।

টীকা : আংগুর, কিশ্‌মিশ, খুর্‌মা প্রভৃতি জিনিস ভেজানো মিষ্টি পানি বা সরবতকে নাবীয বলা হয়। চামড়ার মশক ব্যতীত অন্য কোনো পাত্রে তা ভেজানো হলে খুব তাড়াতাড়ি তাতে মাদকতা এসে যায়। তা ছাড়া সে যুগের লোকেরা অন্যান্য যেসব পাত্রে শরাব রাখতো, তাতে নাবীযও প্রস্তুত করতো, ফলে তারা শরাবকে নাবীয নাম দিয়ে পান করতো, আবার এমনও হতো যে, মদের পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করতে থাকলে, এসব

পাত্র দেখতেই মদের প্রতি লোভ জন্মে যেতো। তাই মশক ব্যতীত অন্য কোন পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন মদের প্রতি লোকের নেশা সম্পূর্ণ কেটে গেল, তখন সাবেক হুকুম রহিত করে যে কোন পাত্রে নাবীয তৈরীর অনুমতি দেয়া হয়।

وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ» فَذَكَرَ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ.

৪৯৫৯। ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি তোমাদের নিষেধ করেছিলাম... আবু সিনান বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৬
ফারা' এবং আতীরা সম্পর্কে।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ».

زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النَّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

৪৯৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'ফারা' এবং 'আতীরা' বলতে কোনো জিনিসই নেই। ইবনে রাফে' তাঁর রেওয়ায়েতে আরো উল্লেখ করেছেন, উষ্ট্রী, বকরী, দুম্বা ইত্যাদির সর্বপ্রথম যে বাচ্চাটি জন্ম হতো সেটাকে ফারা বলা হতো।

টীকা : জাহেলী যুগের আরবরা তাদের দেব-দেবীর আশীর্বাদ লাভ করার উদ্দেশ্যে উটের প্রথম বাচ্চাকে বেদীমূলে যবেহ করত। এটাকে তাদের পরিভাষায় 'ফারা' বলা হত। একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, কোন ব্যক্তি একশত উটের মালিক হলে সে প্রতিমার নামে 'ফারা' উৎসর্গ করত। আরব মুশরিকরা প্রতিমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য রজব মাসের প্রথম দশদিনে যে কুরবানী করত তাকে তাদের পরিভাষায় 'আতীরা' বা 'রজবিয়া' বলা হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রথার বিলোপ সাধন করেন। (স)

অনুচ্ছেদ : ৭

যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছে রাখে, যিলহজ্জ মাস শুরু হতেই এর প্রথম দশ দিন তার চুল, নখ ইত্যাদি কাটা নিষেধ।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ. قَالَ: لَكِنِّي أَرْفَعُهُ.

৪৯৬১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যখন যিলহজ্জ মাস শুরু হয় আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন (প্রথম দশ দিন) নিজের চুল বা শরীরের কোনো কিছুই না কাটে। সুফিয়ানকে বলা হল, কোনো কোনো বর্ণনাকারী তো এ হাদীসটির সনদ নবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছাননি। জবাবে তিনি বললেন, কিন্তু আমি তা মরফু হিসাবে বর্ণনা করছি।

টীকা : প্রথম দশ দিন নখ, চুল ইত্যাদি কাটা হানাফীদের মতে মাক্রুহ্ নয় তবে না কাটাই উত্তম। ইমাম শাফেঈর মতে মাকরুহ তান্যীহ, কিন্তু হারাম নয়। আর কুরবানীর জানোয়ার যবেহ করার পর চুল, নখ ইত্যাদি কাটা মুস্তাহাব।

وَحَدَّثَنَاه إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ، يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا».

৪৯৬২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন যিলহজ্জ মাস শুরু হয়, আর কারো নিকট কুরবানীর পশু থাকে এবং কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন ঐ দিনগুলোতে তার চুল, নখ ইত্যাদি কর্তন না করে।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».

৪৯৬৩। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমরা যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখতে পাও এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে সে যেন তার চুল, নখ ইত্যাদি কর্তন করা থেকে বিরত থাকে।

وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، بِهَٰذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৪৯৬৪। উমার অথবা আমর ইবনে মুসলিম থেকে এই সিলসিলায় পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو اللَّيْثِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، حَتَّىٰ يُضَحِّيَ».

৪৯৬৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার কাছে কুরবানী করার মত পশু আছে, সে যেন যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ ওঠার পর থেকে কুরবানী করা পর্যন্ত নিজের চুল না ছাটে এবং নখ না কাটে।

وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُمَارَةَ اللَّيْثِيُّ قَالَ: كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْأَضْحَىٰ، فَاطَّلَىٰ فِيهِ نَاسٌ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَٰذَا، أَوْ يَنْهَىٰ عَنْهُ. فَلَقِيتُ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! هَٰذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِّيَ وَتُرِكَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو.

৪৯৬৬। আমর ইবনে মুসলিম ইবনে আম্মার লাইসী (রা) বলেন, আমরা কুরবানীর ঈদের ঠিক পূর্বে হাম্মামখানায় (গোসলখানা) ছিলাম, কিছু লোক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে তাদের অবাঞ্ছিত পশম পরিষ্কার করছিল। তখন হাম্মামখানায় উপস্থিত কেউ বললো, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব এরূপ কাজ করা অপছন্দ করেন, অথবা বলেছেন, তিনি এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবের সাথে সাক্ষাত করে তাকে এ কথাটি জিজ্ঞেস করলাম (অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে অবাঞ্ছিত পশম ইত্যাদি পরিষ্কার করার হুকুম কি?)। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! এ হাদীসটি ভুলে যাওয়া হয়েছে এবং পরিহার করা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... হাদীসের বাকী অংশ মুহাম্মাদ ইবনে আমর থেকে মুয়াযের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক।

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيِّ؛ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، وَذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ. بِمَعْنَىٰ حَدِيثِهِمْ.

৪৯৬৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... পূর্বের হাদীসের সমার্থবোধক।

অনুচ্ছেদ : ৮

গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা হারাম এবং যে ব্যক্তি এমন কাজ করে তার ওপর অভিসম্পাত।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ مَرْوَانَ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ -: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ ابْنُ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ. قَالَ فَقَالَ: مَا هُنَّ؟ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: قَالَ «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَىٰ مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ».

৪৯৬৮। আবু তুফায়েল আমের ইবনে ওয়াসিলা বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিবের (রা) নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাকে বললো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে আপনাকে কী কথা বলেছেন? বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে তিনি চরমভাবে অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপিসারে বা গোপনে আমাকে এমন কোনো কথা বলেননি, যা অন্যদের নিকট গোপন রেখেছেন (অর্থাৎ আমাকে যা কিছু বলেছেন, সমস্ত লোক তা জানে)। তিনি আমাকে বিশেষ চারটি বাক্য বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, প্রশ্নকারী তখনই জিজ্ঞেস করলো, হে আমীরুল মুমিনীন, অনুগ্রহপূর্বক বলুন তো সে বাক্যগুলো কি কি? বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি বললেন, সে চারটি বাক্য হলো এই : "যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে গালি দেয়, তার ওপরে আল্লাহর লা'নত, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে) যবেহ করে তার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত, যে ব্যক্তি কোনো বিদআতীকে (ইসলামের পরিপন্থী কোনো নতুন মতবাদ সৃষ্টিকারী) আশ্রয় দেয় তার ওপরও আল্লাহর লানত, আর যে ব্যক্তি যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে তার ওপরেও আল্লাহর অভিসম্পাত।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيٍّ [بْنِ أَبِي طَالِبٍ]: أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَىٰ مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ».

৪৯৬৯। আবু তুফায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী ইবনে আবু তালিবকে (রা) বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে চুপিসারে যেসব কথা বলে গেছেন, তার কিছু আমাদের অবহিত করুন। জবাবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের থেকে কোনো কথা গোপন রেখে তা চুপিসারে আমাকে বলেননি। তবে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে (পশু-পাখি) যবেহ করে তার ওপর আল্লাহর লা'নত, যে কেউ কোনো বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার ওপর আল্লাহর লা'নত, যে ব্যক্তি তার মা-বাপকে মন্দ বলে তার ওপর আল্লাহর লা'নত এবং যে ব্যক্তি যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে তার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ:

أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هٰذَا - قَالَ -: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَىٰ مُحْدِثًا».

৪৯৭০। আবু তুফায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলীকে (রা) জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাদের (আহলে বাইতের) জন্যে বিশেষ কোনো কিছু পৃথকভাবে বলে গেছেন কি? জবাবে তিনি বললেন, সর্ব সাধারণ অবগত নয়, এমন কোনো কিছুই আমাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে বা অসিয়াত করে যাননি, অবশ্য আমার তরবারি এই খাপের মধ্যে বিশেষ কিছু লেখা আছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি এর ভেতর থেকে একটি পাণ্ডুলিপি বের করলেন। তাতে লেখা ছিল : "যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে (কোনো প্রাণী) যবেহ করে তার ওপর আল্লাহর লা'নত, যে ব্যক্তি যমীনের সীমানা চুরি (পরিবর্তন) করে তার ওপর আল্লাহর লা'নত, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে মন্দ বলে (গালি দেয়), তার ওপর আল্লাহর লা'নত এবং যে ব্যক্তি কোনো বিদাআতীকে আশ্রয় দেয় (সমর্থন বা সহযোগিতা করে) তার ওপরও আল্লাহ্র অভিসম্পাত।

টীকা : শিয়া ও রাফেযী সম্প্রদায়দের ধারণা যে, নবী (সা) ওফাতের সময় আলীকে (রা) চুপিসারে বলে গেছেন, খিলাফত আহলে বাইতের মধ্যেই সীমিত থাকবে। সুতরাং আলীর (রা) সুস্পষ্ট জবাবে তাদের সে ধারণা সম্পূর্ণ অবান্তর ও বাতিল সাব্যস্ত হয়।

সাইত্রিশতম অধ্যায়

كتاب الأشربة

কিতাবুল আশরিবাহ (পানীয় দ্রব্য)

অনুচ্ছেদ : ১
মদ হারাম এবং এর উপাদান আঙ্গুরের রস, কাঁচা ও পাকা খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদি যা নেশা সৃষ্টি করে।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ. وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ شَارِفًا أُخْرَىٰ، فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِأَبِيعَهُ - وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ - فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَىٰ وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذٰلِكَ الْبَيْتِ، مَعَهُ قَيْنَةٌ تُغَنِّيهِ، فَقَالَتْ:

أَلَا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ.

فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا.

قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ؟ قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عَلِيٌّ: فَنَظَرْتُ إِلَىٰ مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَىٰ حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِآبَائِي؟ فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَهْقِرُ حَتَّىٰ خَرَجَ عَنْهُمْ.

৪৯৭১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে শরীক হওয়ায় আমি রাসূলুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মালে গনীমাত থেকে একটি বয়স্ক উষ্ট্রী পেয়েছিলাম। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আমাকে আরো একটি উষ্ট্রী দান করলেন। একদিন আমি উষ্ট্রী দুটোকে এক আনসারীর ঘরের দরজায় বসিয়ে (বেঁধে) রাখি। আমার ইচ্ছা ছিলো, এদের সাহায্যে ইযখির ঘাসের বোঝা নিয়ে আসব বিক্রি করার জন্য। আমার সঙ্গে ছিলো কায়নুকা গোত্রের এক স্বর্ণকার। ঘাস বিক্রি করে অর্জিত অর্থ দিয়ে ফাতিমার সাথে আমার বিয়ের অলীমার ব্যবস্থা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ঐ ঘরের মধ্যে শরাব পান করছিল। তার সঙ্গে ছিলো একটি গায়িকা। সে গান শুনাচ্ছিলো। গানের এক পর্যায়ে সে বলল, হে হামযা! উঠো! মোটা তাজা উষ্ট্রীগুলো যবেহ করার জন্য। অতঃপর হামযা তরবারী নিয়ে উট দু'টির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং এদের কুঁজ কেটে ফেললো, এদের পেট ফেঁড়ে কলিজা বের করে নিল। বর্ণনাকারী (ইবনে জুরায়েজ) বলেন, আমি ইবনে শিহাবকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি কুঁজের কোন অংশ কেটে ফেলেছিলেন? তিনি বললেন, তিনি সম্পূর্ণ কুঁজই কেটে ফেলেছিলেন। ইবনে শিহাব বলেন, আলী (রা) বললেন, এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে আমি প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে আসলাম। তাঁর নিকট তখন যায়েদ ইবনে হারিসা উপস্থিত ছিল। আমি তাঁকে এ মর্মান্তিক ও দুঃখজনক খবর জানালাম। তিনি তখনই বের হয়ে পড়লেন এবং যায়েদও তাঁর অনুসরণ করল। আমিও তাঁর সঙ্গে চললাম। তিনি হামযার নিকট উপস্থিত হয়ে তার ওপর ভীষণ রাগান্বিত হলেন। তাঁদেরকে দেখে হামযা চোখ তুলে বলল, 'তোমরা আমার বাপ-দাদার গোলাম ছাড়া আর তো কিছুই নও।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন, সে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই (মদের নেশায় জ্ঞানশূন্য)। সুতরাং এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিঠ ফিরিয়ে তাদের নিকট থেকে চলে আসলেন।

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৪৯৭২। ইবনে জুরায়েজ থেকে এই সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَٰقَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ أَبُو عُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ؛ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ، يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِيَ، فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ

الصَّوَّاغِينَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ، إِلَىٰ جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هٰذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا: أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ. فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا - قَالَ عَلِيٌّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ أَدْخُلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ. قَالَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَىٰ نَاقَتَيَّ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ، مَعَهُ شَرْبٌ - قَالَ - فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّىٰ جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنُوا لَهُ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَىٰ سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَىٰ وَجْهِهِ، فَقَالَ حَمْزَةُ: وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ثَمِلٌ، فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَىٰ، وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

৪৯৭৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বদরের যুদ্ধলব্ধ গনীমাতের মাল থেকে আমি একটি উষ্ট্রী লাভ করেছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন আমাকে খুমুস থেকে আরেকটি উষ্ট্রী দান করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমার সাথে বাসর রাত যাপনের ইচ্ছা করলাম। আর আমি (ইহুদী) বনী কায়নুকা গোত্রের এক স্বর্ণকারকে আমার সাথে গিয়ে ইযখির ঘাস সংগ্রহ করে আনার জন্য রাজী করলাম। আমার ইচ্ছা ছিলো, ইযখির ঘাস স্বর্ণকারদের কাছে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা আমি আমার বিয়ের অলীমা (বিবাহভোজ) করব। যখন আমি

উট দু'টির জন্যে গদি, জালি এবং রশি ইত্যাদি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলাম, তখন আমার উট দু'টি এক আনসারীর ঘরের পাশে বসানো (বাঁধা) ছিলো। আমার যা কিছু সংগ্রহ করার ছিলো তা সংগ্রহ করে নিয়ে এসে দেখলাম আমার দু'টি উটেরই কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে এবং পেট চিরে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। এই করুণ দৃশ্য দেখে আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ অমানুষিক কাণ্ড কে করেছে? লোকেরা বললো, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এ করেছে এবং এখনও সে এ ঘরের মধ্যে আনসারদের সাথে মদ পান করছে। সেখানে একটি গায়িকা তাদের গান করে শুনাচ্ছে।

সে তার গানের এক পর্যায়ে বলেছে : হে হামযা! উঠ! ঐ যে মোটা তাজা উষ্ট্রী! সেগুলোকে আক্রমণ কর। একথা শুনে হামযা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে গেল এবং উট দু'টির কুঁজ কেটে ফেললো এবং এর পেট চিরে কলিজা বের করে আনলো। আলী (রা) বলেন, আমি সেখান থেকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে আসলাম। এ সময় তাঁর নিকট যায়েদ ইবনে হারিসাও উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার চেহারা দেখেই [কিছু অঘটন ঘটেছে বলে] বুঝতে পারলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : কি হয়েছে তোমার? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম! আজকের মতো দুঃখের দিন আমার উপর কখনো আসেনি। আমার উট দু'টির ওপর হামযা খুব যুলুম করেছে। সে দু'টি উটেরই কুঁজ কেটে ফেলেছে এবং পেট চিরে কলিজা বের করে নিয়েছে। এখনও সে একটি ঘরের মধ্যে একদল মদ্যপায়ীর সাথে মদপান করছে। এসব কথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাদর আনালেন এবং তা গায়ে জড়িয়ে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলেন। আলী (রা) বলেন, আমি এবং যায়েদ ইবনে হারিসা তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর পিছু পিছু গেলাম। অবশেষে যে ঘরের মধ্যে হামযা অবস্থান করছিলো তিনি তার কাছে পৌছে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি দেয়া হলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে প্রবেশ করে হামযাকে তার কৃতকর্মের জন্যে তিরস্কার করতে লাগলেন। এ সময় হামযার চক্ষু দু'টি রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল। হাম্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, তারপর দৃষ্টি তুলে তাঁর উভয় হাঁটুর দিকে তাকালো, আবার দৃষ্টি তুলে তাঁর নাভীর দিকে তাকালো, এরপর দৃষ্টি ওপরে তুলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে বললো : 'তোমরা তো আমার বাপ-দাদার দাস-গোলাম ব্যতীত আর কিছুই নও।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন, সে নেশাগ্রস্ত হয়ে আছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিঠটান দিয়ে পেছনে সরে আসলেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আমরাও তাঁর সাথে বেরিয়ে পড়লাম।

টীকা : এ ঘটনাটি মদ হারাম হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো। পরে মদ হারাম ঘোষণা করে যেদিন আয়াত নাযিল হয়েছিলো, সেদিন মুসলমানদের যার কাছে যে পরিমাণ মদ ছিলো তা সবই ফেলে দেয়া হয়েছিলো। এরপর মুসলমানরা পরিপূর্ণভাবে মদ বর্জন করে।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৪৯৭৪। যুহরী থেকে এই সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ:

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ، يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي، فَقَالَ: أَخْرُجْ فَأَنْظُرْ. فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا، فَهَرَقْتُهَا، فَقَالُوا - أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ -: قُتِلَ فُلَانٌ، قُتِلَ فُلَانٌ، وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ - قَالَ: فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ- فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾

[المائدة: ٩٣]. [انظر: ٥١٣٨]

৪৯৭৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন মদ হারাম ঘোষিত হলো, আমি আবু তালহার বাড়িতে কিছু লোককে মদ পরিবেশন করছিলাম। আনাস বলেন, এ সময় কাঁচা ও পাকা খেজুর দ্বারা তাদের 'ফাযীহ' নামক মদ তৈরী হতো। হঠাৎ ঘোষণাকারীর ঘোষণা শোনা গেলো। তখন আবু তালহা (রা) বললেন, বাইরে গিয়ে দেখে আসো কিসের ঘোষণা হচ্ছে? আনাস বলেন, আমি বাইরে গেলাম এবং শুনলাম, ঘোষণা করা হচ্ছে : "শুনে নাও! এখন থেকে মদ হারাম করা হয়েছে।" আনাস বলেন, সেদিন মদীনার অলিতে-গলিতে মদের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। আবু তালহা আমাকে বললেন, তুমি যাও এবং সব মদ ফেলে দাও। অতএব আমি গিয়ে সমস্ত মদ ফেলে দিলাম। এ ঘটনার পর সমস্ত লোক অথবা তাদের কেউ কেউ বলতে লাগল, পেটে মদ নিয়েই তো অমুক অমুক নিহত হয়েছে (তাদের অবস্থা কি হবে?)। ইবনে যায়েদ বলেন, আমার জানা নেই, এ কথাগুলো আনাসের বর্ণিত হাদীসে আছে কিনা? অতঃপর মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন : "যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তারা পূর্বে যা কিছু খেয়েছে তাতে কোন গুনাহ্ নেই। যখন তারা আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর ওপর ঈমান আনে এবং নেক আমল করে" (সূরা মায়েদা : ৯৩)।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيخِ؟

فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هٰذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ، إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، فِي بَيْتِنَا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ؟ قُلْنَا؟ لَا. قَالَ: فَإِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ: يَا أَنَسُ! أَرِقْ هٰذِهِ الْقِلَالَ. قَالَ: فَمَا رَاجَعُوهَا وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا، بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

৪৯৭৬। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা আনাস ইবনে মালিককে (রা) (কাঁচা খেজুরের তৈরী) 'ফাদীখ' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তোমরা যেটাকে 'ফাদীখ' বলে নাম রেখেছো তা ছাড়া অন্য কোন পানীয় আমাদের নেই।

একদা আমি আবু তালহা, আবু আইয়ুব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো ক'জন সাহাবীকে আমাদের ঘরে মদ পরিবেশন করছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে বললো, তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ পৌঁছেছে কি? আমরা বললাম, না। সে বললো, মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে। আবু তালহা বললেন, হে আনাস! ঐ সব মটকার সব মদ ঢেলে ফেলে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ লোকটির কাছে সংবাদ পাওয়ার পর এ সম্পর্কে তারা আর কারো কাছে যাচাইও করলো না এবং জিজ্ঞাসাও করলো না।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. -

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ، عَلَى عُمُومَتِي، أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ، وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا. فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. فَقَالُوا: اكْفِئْهَا، يَا أَنَسُ! فَكَفَأْتُهَا.

قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ: مَا هُوَ؟ قَالَ بُسْرٌ وَرُطَبٌ - قَالَ - فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

قَالَ سُلَيْمَانُ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ ذٰلِكَ أَيْضًا.

৪৯৭৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, আমি আমার গোত্রের চাচাদের ফাদীখ পরিবেশন করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। আমি ছিলাম বয়সের দিক থেকে সকলের চেয়ে কনিষ্ঠ। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, নিশ্চয়ই মদ হারাম হয়ে গেছে। তখন তাঁরা সকলে আমাকে বললেন, হে আনাস! মদগুলো ফেলে দাও। সুতরাং আমি পাত্রগুলো কাত করে তা ঢেলে দিলাম। সুলাইমান আত-তাঈমী বলেন, আমি আনাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, এটা (ফাদীখ) কী জিনিস বা কিসের তৈরী? তিনি বললেন, কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরী। আবু বাক্র ইবনে আনাস বলেন, সে সময় এটাই ছিলো তাদের

পানীয়। সুলাইমান বলেন, এক ব্যক্তি এটা আনাসের সূত্রে আমাকে বলেছেন যে, তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَىٰ الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَأَنَسٌ شَاهِدٌ. فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ ذٰلِكَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِي؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

৪৯৭৮। মু'তামির তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, আমি আমার গোত্রের লোকদের মদ পান করানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। হাদীসের বাকী অংশ ইবনে উলাইয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এখানে তিনি বলেছেন, আবু বাক্‌র ইবনে আনাস বলেছেন, সে সময় এটাই ছিল (মদীনাবাসীদের) পানীয় এবং আনাস (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আনাস এ কথা অস্বীকার বা এর কোনো প্রতিবাদ করেননি। ইবনে আবদুল আ'লা বলেন, মু'তামির তাঁর পিতার সূত্রে আমাদের বলেছেন, আমার সাথের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, তিনি আনাসকে বলতে শুনেছেন, সেকালে এটাই ছিল তাদের (মদীনাবাসীদের) পানীয়।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. قَالَ:

وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَكَفَأْنَاهَا يَوْمَئِذٍ. وَإِنَّهَا لَخَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.

قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَكَانَتْ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ، يَوْمَئِذٍ، خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.

৪৯৭৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু তালহা, আবু দুজানা ও মুআয ইবনে জাবালসহ (রা) আনসারদের একদল লোককে শরাব পরিবেশন করছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি (আগন্তুক) আমাদের কাছে প্রবেশ করে বললেন, এক নতুন খবর এসেছে। তা হলো : শরাব (মদ) হারাম হওয়া সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে। আনাস বলেন, আমরা সেদিনই মদের পাত্রগুলো কাত করে তা ফেলে দিলাম।

সে সময় কাঁচা ও পাকা খেজুরের মিশ্রণে এই মদ তৈরী হতো। কাতাদা বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেছেন, যে সময় মদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তখন কাঁচা ও পাকা খেজুর থেকে সাধারণভাবে মদ তৈরী হতো।

وحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَزَادَةٍ، فِيهَا خَلِيطُ بُسْرٍ وَتَمْرٍ. بِنَحوِ حَدِيثِ سَعِيدٍ.

৪৯৮০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু তালহা, আবু দুজানা ও সুহাইল ইবনে বাইদাকে একটি চামড়ার পাত্র থেকে কাঁচা ও পাকা খেজুরের সংমিশ্রণে তৈরী মদ পরিবেশন করছিলাম। হাদীসের অবশিষ্ট বিবরণ সাঈদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ، وَإِنَّ ذٰلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ، يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ.

৪৯৮১। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকনো ও পাকা খেজুরের মিশ্রণে মদ তৈরী করে পান করতে নিষেধ করেছেন। যে সময় মদ হারাম করা হয় তখন সাধারণতঃ এর দ্বারাই মদ তৈরী করা হতো।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ ابْنَ كَعْبٍ، شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ! قُمْ إِلَىٰ هٰذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا، فَقُمْتُ إِلَىٰ مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ، حَتَّىٰ تَكَسَّرَتْ. [راجع: ٥١٣١]

৪৯৮২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ, আবু তালহা, উবাই ইবনে কা'ব প্রমুখকে কাঁচা ও শুকনো খেজুরের তৈরী মদ পরিবেশন করছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, মদ হারাম হয়ে গেছে।

তখন আবু তালহা আমাকে বললেন, হে আনাস! ওঠো, ঐ মদের কলসীটি ভেঙ্গে ফেলো। তিনি বলেন, অতঃপর আমি উঠে একটি সূঁচালো পাথরখণ্ড তুলে পাত্রটির নীচে দিয়ে ছিদ্র করে দিলাম। অবশেষে তা ভেঙ্গে গেলো।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ فِيهَا الْخَمْرَ، وَما بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ.

৪৯৮৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করলেন, তখন মদীনায় খেজুরের তৈরী মদ ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারের মদ পান করা হতো না।

অনুচ্ছেদ : ২

শরাবকে সিরকায় পরিণত করা হারাম।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ فَقَالَ: «لَا».

৪৯৮৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। শরাবকে সিরকায় পরিণত করার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : না (তা জায়েয নেই)।

টীকা : মদকে সিরকায় পরিণত করলে, তা হালাল ও পাক হয় না। এটাই ইমাম শাফে'ঈ ও জমহুরের অভিমত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, আওযাঈ এবং লাইস বলেন, মদকে সিরকায় পরিণত করলে তা পাক ও হালাল হয়ে যায়। তবে যদি শরাব আপনাআপনিই সিরকায় পরিণত হয়ে যায় তখন তা পাক ও হালাল হওয়ার মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

অনুচ্ছেদ : ৩

শরাবকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হারাম, কেননা তা ঔষধ নয়।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ؛ أَنَّ

طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلٰكِنَّهُ دَاءٌ».

৪৯৮৫। তারিক ইবনে সুয়াঈদ জু'ফী (রা) শরাব (liquor) ব্যবহার করা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করলেন এবং তা প্রস্তুত করার প্রতি চরম ঘৃণা প্রকাশ করলেন। তারিক বললেন, আমি তা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তৈরী করি। তিনি বললেন : এটা কোন ঔষধই নয় বরং এটা নিজেই একটা রোগ।

অনুচ্ছেদ : ৪

খেজুর ও আঙ্গুর থেকে তৈরী পানীয়ের সবগুলোই মদ।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ؛ أَنَّ أَبَا كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ».

৪৯৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুই প্রকারের গাছের (ফল) থেকেই মদ তৈরী হয়; একটি খেজুর গাছ, অপরটি আঙ্গুর গাছ।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ».

৪৯৮৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : খেজুর ও আঙ্গুর এই দু'প্রকারের গাছ (ফল) থেকেই শরাব তৈরী হয়।

টীকা : এর অর্থ এই নয় যে, কেবলমাত্র এ দু'টি জিনিস থেকে মদ তৈরী হয়। বরং এর অর্থ হলো, তারা এগুলো থেকেই অধিকতর মদ তৈরী করতো। সুতরাং যে জিনিসই নেশার সৃষ্টি করে তা-ই মদ বলে পরিগণিত হবে। নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস এগুলো ছাড়া আরো অনেক জিনিস হতে পারে। আর ইসলামে সর্বপ্রকারের নেশাজাতীয় জিনিস হারাম; তা মদ, তাড়ি, আফিম, ভাঙ ইত্যাদি যা-ই হোক না কেন। (অ)

وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَعُقْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ، عَنْ أَبِي

كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ».

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: «الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ».

৪৯৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শরাব দু'প্রকারের গাছ (ফল) থেকেই প্রস্তুত হয় ; একটি হচ্ছে আঙ্গুর গাছ, আর অপরটি হচ্ছে খেজুর গাছ।

অনুচ্ছেদ : ৫

খেজুর ও কিশমিশ একত্রে মিশিয়ে ভিজানো নিষেধ।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

৪৯৮৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিশমিশ ও খোরমা এবং কাঁচা ও পাকা খেজুরকে একত্রে মিশিয়ে ভিজাতে নিষেধ করেছেন।

টীকা : আরবে খেজুর, কিশমিশ প্রভৃতি একত্রে ভিজিয়ে শরবত বানিয়ে তা পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এই দু'টি জিনিস একত্রে ভিজালে খুব তাড়াতাড়ি এর মধ্যে মাদকতার সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই তা একত্রে ভিজাতে নিষেধ করা হয়েছে। (অ)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَىٰ أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا.

৪৯৯০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোরমা ও কিশমিশ একত্রে ভিজাতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি পাকা এবং কাঁচা খেজুর একত্রে ভিজাতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، نَبِيذًا».

৪৯৯১। আতা বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা নাবীয তৈরী করার জন্য পাকা ও কাঁচা খেজুর একত্রিত করে এবং কিশমিশ ও খোরমা একত্রিত করে ভিজাবে না।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح:
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْلَىٰ حَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَىٰ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.

৪৯৯২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিশমিশ ও খোরমা একত্রে ভিজাতে নিষেধ করেছেন, অনুরূপভাবে কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে ভিজাতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا.

৪৯৯৩। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোরমা ও কিশমিশ উভয়টি একত্রে মিশিয়ে ভিজাতে এবং পাকা ও কাঁচা খেজুর একত্রে মিশিয়ে ভিজাতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ، وَأَنْ نَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.

৪৯৯৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কিশমিশ ও খোরমা এবং কাঁচা ও শুকনো খেজুরকে একত্রে মিশিয়ে ভিজাতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৪৯৯৫। আবু মাসলামা থেকে এই সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا».

৪৯৯৬। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের যে কেউ নাবীয পান করে, সে যেন শুধু কিশমিশ দিয়ে অথবা খোরমা দিয়ে, অথবা কাঁচা খেজুর দিয়ে তা তৈরী করে নেয়।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ. وَقَالَ «مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ». فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

৪৯৯৭। ইসমাঈল ইবনে মুসলিম আবাদী (রা) এই সিলসিলায় বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কাঁচা খেজুরকে পাকা খেজুরের সাথে, অথবা কিশমিশকে খোরমার সাথে কিংবা কিশমিশকে কাঁচা খেজুরের সাথে একত্রে মিশিয়ে ভিজাতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন : তোমাদের যে কেউ এই ফল ভিজানো পানীয় পান করে... হাদীসের বাকী অংশ ওয়াকী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ حِدَتِهِ».

৪৯৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে ভিজাবে না এবং কিশমিশ ও খোরমা একত্রে ভিজাবে না। বরং এর প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ভিজাবে।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৪৯৯৯। ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে এই সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَلَكِنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَىٰ حِدَتِهِ».

وَزَعَمَ يَحْيَىٰ أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ هَٰذَا.

৫০০০। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করে ভিজাবে না এবং পাকা খেজুর ও কিশমিশ একত্রে ভিজাবে না। তবে এর প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদাভাবে ভিজাতে পার। আর ইয়াহইয়া বলেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদার সাথে সাক্ষাত করলে আবদুল্লাহ তাঁর পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَٰقَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَٰذَيْنِ الإِسْنَادَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ، وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ».

৫০০১। ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর এই দু'টি সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ সূত্রে আছে : কাঁচা ও পাকা খেজুর এবং খোরমা ও কিশমিশ একত্রে ভিজাতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَٰقَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ، وَقَالَ: «انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَىٰ حِدَةٍ». وحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي قَتَادَة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَٰذَا الْحَدِيثِ.

৫০০২। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোরমা ও কাঁচা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করে, কিশমিশ ও খোরমা একত্রিত করে এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে ভিজাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : তোমরা এর প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদাভাবে ভিজাতে পার। বর্ণনাকারী আরো বলেন, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান আমাকে আবু কাতাদার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: «يُنْتَبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ حِدَتِهِ».

৫০০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিশমিশ ও খোরমা, কাঁচা খেজুর ও খোরমা একত্রে মিশ্রিত করে ভিজাতে নিষেধ করেছেন। তবে এর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে ভিজানোর অনুমতি দিয়েছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أُذَيْنَةَ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৫০০৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... উপরের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَكَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.

وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.

৫০০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোরমা ও কিশমিশ একত্রে এবং কাঁচা খেজুর ও খোরমা একসাথে মিশ্রিত করে ভিজাতে নিষেধ করেছেন। তিনি জুরাশবাসীদের (ইয়ামন দেশের একটি শহর)

খোরমা ও কিশমিশ একত্রে মিশ্রিত করে ভিজাতে নিষেধ করে লিখে পাঠালেন (এই এলাকার অধিবাসীরা অধিক পরিমাণে 'নাবীয' তৈরী করতো)। বর্ণনাকারী বলেন... খালেদুত্ তাহ্হান বলেছেন, শাইবানী থেকেও খোরমা এবং কিশমিশ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে কাঁচা খেজুর ও খোরমা সম্পর্কে উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.

৫০০৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে এবং খোরমা ও কিশমিশ একত্রে ভিজাতে নিষেধ করা হয়েছে।

وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.

৫০০৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে এবং খোরমা ও কিশমিশ একত্রে মিশ্রিত করে ভিজাতে নিষেধ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৬
যেসব পাত্রে 'নাবীয' তৈরী করা নিষিদ্ধ ছিল এবং পরে তা রহিত হয়ে গেছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

৫০০৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'দুব্বা' এবং 'মুযাফফাতে' 'নাবীয' তৈরী করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা : সেকালে আরবে বিভিন্ন নামে কয়েক প্রকারের পাত্রে মদ তৈরী করা বা রাখা হতো। 'দুব্বা' কদুর শুকনো খোল দ্বারা তৈরী সুরাপাত্রের নাম। 'মুযাফ্ফাত' নামে আরেক জাতীয় পাত্র তৈরী করে ভেতরে আলকাতরা লেপে তাতে মদ রাখা বা তৈরী করা হতো। আরেক প্রকারের পাত্রের নাম ছিল 'হানতাম,' কলসী জাতীয় সবুজ রংয়ের সুরাপাত্র বিশেষ। আরেক প্রকার পাত্রের নাম ছিলো 'নাকীর' খেজুর গাছের গোড়া দিয়ে তৈরী সুরাপাত্র। হাদীসের মধ্যে এ ক'টি পাত্রের নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মদ হারাম হওয়ার সাথে সাথে এগুলোরও বিলুপ্তি ঘটে। তরল ও কঠিন সর্বপ্রকার মদ, তাড়ি, গাঁজা, আফিম ইত্যাদি হারাম। তরল মদ, তাড়ি সর্ব রকমে সর্বাবস্থায় হারাম, এমনকি ঔষধ হিসেবেও হারাম। সামান্য এক ফোটা হলেও, নেশা তাতে না হলেও, অন্য ঔষধের সাথে সামান্য পরিমাণে মিশিয়েও ব্যবহার করা হারাম।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ. **قَالَ**: وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ.

৫০০৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা এবং মুযাফফাত নামক পাত্রে 'নাবীয' তৈরী করতে নিষেধ করেছেন। সুফিয়ান বলেন, আবু সালামা তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা দুব্বা এবং মুযাফফাতে নাবীয তৈরী করো না। পরে আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা 'হানতাম' নামক পাত্র ব্যবহার করাও পরিহার কর।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ.

قَالَ قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجِرَارُ الْخُضْرُ.

৫০১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাফফাত, হানতাম এবং নাকীর নামক পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করা হল, হানতাম কি? তিনি বললেন, কলসী জাতীয় সবুজ রংয়ের পাত্র।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: أَخْبَرَنَا نُوحُ ابْنُ قَيْسٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: «أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ - وَالْحَنْتَمُ: الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ - وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ».

৫০১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে বললেন : আমি তোমাদেরকে 'দুব্বা' (শুকনো লাউয়ের খোল), 'হানতাম' (সবুজ রং-এর কলসী), 'নাকীর' (খেজুর কাণ্ডের খোদাই করা কাষ্ঠপাত্র), 'মুকাইয়ার' (আলকাতরা মাখানো পাত্র) ইত্যাদি পাত্রে 'নাবীয' তৈরী করতে নিষেধ করছি। আর হানতাম হলো এমন মশক, যার ওপরের মাথার

অংশ কেটে ফেলা হয়েছে, ফলে তা কলসীর মতো দেখায়। অবশ্য তোমরা চামড়ার মশকে নাবীয প্রস্তুত করতে পার এবং ওপর থেকে রশি দ্বারা তার মুখ বেঁধে রাখো।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. هَـٰذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْثَرٍ وَشُعْبَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

৫০১২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'দুব্বা' এবং 'মুযাফফাত' নামক পাত্রে 'নাবীয' তৈরী করতে নিষেধ করেছেন। এটা জারীরের বর্ণনা। আবসার ও শো'বা বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা এবং 'মুযাফফাত' ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَىٰ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ. قَالَتْ: نَهَانَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

قَالَ قُلْتُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ، [أَ]أُحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟.

৫০১৩। ইব্‌রাহীম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসওয়াদকে বললাম, কোন্ ধরনের পাত্রে নাবীয তৈরী করা নিষিদ্ধ, তা কি আপনি উম্মুল মু'মিনীনকে (আয়েশা রা.) জিজ্ঞেস করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, জিজ্ঞেস করেছি। আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ধরনের পাত্রে নাবীয তৈরী করতে বা সংরক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন– সে সম্পর্কে আমাকে বলুন। জবাবে তিনি বললেন, তিনি আমাদের আহলে বাইতকে 'দুব্বা' এবং 'মুযাফফাত' নামক পাত্রে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন। ইবরাহীম বলেন, আমি আসওয়াদকে বললাম, 'হানতাম' এবং মাটির কলসী সম্পর্কে তিনি (আয়েশা রা.) কি বর্ণনা করেছেন? আসওয়াদ বললেন, আমি তার কাছে যা কিছু শুনেছি তাইতো তোমাকে বর্ণনা করলাম। আমি যা শুনিনি তাও কি তোমাকে বর্ণনা করব?

وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

৫০১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা ও মুযাফফাত ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫০১৫। আয়েশা (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟ فَحَدَّثَتْنِي؛ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ. فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ.

৫০১৬। সুমামা ইবনে হুযন আল-কুশাইরী বলেন, আমি আয়েশার (রা) সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নাবীয সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি তাদেরকে দুব্বা, নাকীর, মুযাফফাত ও হানতামে 'নাবীয' তৈরী করতে নিষেধ করলেন।

وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ.

৫০১৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, হানতাম, নাকীর এবং মুযাফফাত ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنَاه إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ سُوَيْدٍ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ - مَكَانَ الْمُزَفَّتِ - الْمُقَيَّرِ.

৫০১৮। ইসহাক ইবনে সুয়াইদ থেকে এই সনদসূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে মুযাফফাতের স্থলে 'মুকাইয়ারের' উল্লেখ আছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ». [راجع: ١١٥]

وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ جَعَلَ - مَكَانَ الْمُقَيَّرِ - الْمُزَفَّتِ.

৫০১৯। আবু জামরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছি : আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হানতাম, নাকীর এবং মুকাইয়ার (এই চার প্রকারের পাত্র) ব্যবহার করতে নিষেধ করছি। হাম্মাদের বর্ণনায় 'মুকাইয়ার' এর স্থলে 'মুযাফফাত' উল্লেখ আছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ.

৫০২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, হানতাম, মুযাফফাত এবং নাকীর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ.

৫০২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, হানতাম, মুযাফফাত এবং নাকীর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করে একত্রে ভিজাতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى [أَبِي عُمَرَ] الْبَهْرَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ.

৫০২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, নাকীর এবং মুযাফফাত ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ التَّيْمِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

৫০২৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির সবুজ কলসীতে 'নাবীয' প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ.

৫০২৪। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, হানতাম, নাকীর ও মুযাফফাত ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُنْتَبَذَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

৫০২৫। আবু কাতাদাহ্ (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নাবীয' তৈরী করতে নিষেধ করেছেন... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.

৫০২৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হানতাম্, দুব্বা এবং নাকীর নামক পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ- قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ.

৫০২৭। সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তাঁরা উভয়েই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, হানতাম, মুযাফফাত এবং নাকীর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ : وَمَا يَقُولُ؟ قُلْتُ : قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقَالَ : صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقُلْتُ : وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ؟ فَقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ.

৫০২৮। সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমারকে (রা) সবুজ কলসে 'নাবীয' তৈরী করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবুজ কলসীর মধ্যে নাবীয তৈরী করা হারাম করেছেন। পরে আমি ইবনে আব্বাসের (রা) নিকট গেলাম এবং বললাম, আপনি কি শুনেননি, ইবনে উমার (রা) কি বলছেন? ইবনে আব্বাস (রা) জানতে চাইলেন, তিনি কি বলেছেন? আমি বললাম, তিনি বলছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবুজ কলসীর মধ্যে নাবীয প্রস্তুত করা হারাম করেছেন। তিনি বললেন, ইবনে উমার সত্যই বলেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'জার' কি জিনিস? জবাবে তিনি বললেন, মাটির তৈরী কলসী বা পাত্রকে বলা হয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ : مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا : نَهَىٰ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

৫০২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক যুদ্ধে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। ইবনে উমার বলেন, আমি অগ্রসর হয়ে তাঁর দিকে গেলাম। কিন্তু তাঁর কাছে পৌছার আগেই তিনি অন্যদিকে চলে গেলেন। আমি (উপস্থিত লোকদের) জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে কি বললেন? লোকেরা বললো, তিনি দুব্বা এবং মুযাফফাত নামক পাত্রে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ؛ ح: وَحدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ ح: وَحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هَٰرُونُ الْأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، كُلُّ هَٰؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا: فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، إِلَّا مَالِكٌ وَأُسَامَةُ.

৫০৩০। লাইস ইবনে সা'দ, হাম্মাদ, আইউব, উবাইদুল্লাহ, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, দাহহাক এবং উসামা সবাই নাফে'র সূত্রে, তিনি ইবনে উমারের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন... মালিকের হাদীসের অনুরূপ। তবে উল্লিখিত বর্ণনাকারীদের কেউ "কোনো এক যুদ্ধে ভাষণ দিয়েছেন" বাক্যটি উল্লেখ করেননি। কেবল মালিক এবং উসামার বর্ণনায় তা উল্লেখ আছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ. قُلْتُ: أَنَهَىٰ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ.

৫০৩১। সাবিত (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমারকে (রা) বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবুজ রং-এর কলসীতে নাবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, জবাবে তিনি বললেন, লোকদের তাই ধারণা। আমি পুনরায় বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন? তিনি এবারও বললেন, লোকেরা তাই বলে।

حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَنَهَىٰ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ: وَاللهِ! إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

৫০৩২। তাউস (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমারকে (রা) জিজ্ঞেস করল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবুজ রং-এর কলসীতে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ! অতঃপর তাউস বলেন, আল্লাহর কসম! আমি এ কথাটি ইবনে উমারের (রা) কাছে শুনেছি।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

৫০৩৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সবুজ রং-এর কলসী এবং দুব্বার মধ্যে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ.

৫০৩৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবুজ কলসী এবং কদুর শুকনো খোলের মধ্যে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

৫০৩৫। ইবরাহীম ইবনে মাইসারা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি তাউসকে বলতে শুনেছেন, একদা আমি ইবনে উমারের (রা) নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সবুজ কলসী, কদুর শুকনো খোল এবং মুযাফফাতে নাবীয বানাতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ: سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ.

৫০৩৬। মুহারিব ইবনে দিসার (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হানতাম, দুব্বা এবং মুযাফফাত ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, আমি একাধিক বার তাঁকে এ কথা বলতে শুনেছি।

وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ: وَالنَّقِيرِ.

৫০৩৭। মুহারিব ইবনে দিসার (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমারের (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার ধারণা তিনি নাকীরের কথাও বলেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، وَقَالَ «انْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ».

৫০৩৮। উকবা ইবনে হুরাইস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির কলসী, কদুর খোল ও আলকাতরা লেপানো পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, তোমরা চামড়ার মশকে নাবীয প্রস্তুত কর।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ. فَقُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةُ؟ قَالَ: الْجَرَّةُ.

৫০৩৯। জাবালা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হানতাম' ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম, 'হানতাম' কি? তিনি বললেন, সবুজ পাত্র।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ: حَدَّثَنِي زَاذَانُ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: حَدِّثْنِي بِمَا نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ، وَفَسِّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا، فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَىٰ لُغَتِنَا، فَقَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ، وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ، وعَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ، وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا، وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ.

৫০৪০। যাযান বলেন, আমি ইবনে উমারকে (রা) বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানীয় দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে যে সমস্ত জিনিস নিষিদ্ধ করেছেন তা আপনি আপনার নিজ ভাষায় আমাকে বর্ণনা করুন। অতঃপর তা আমাকে আমাদের ভাষায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। কেননা আপনাদের ভাষা এবং আমাদের ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে। ইবনে উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন 'হানতাম' ব্যবহার করতে আর তা হলো মাটির কলসী; 'দুব্বা' ব্যবহার করতে, এটা হলো কদুর শুকনো খোল; 'মুযাফফাত' ব্যবহার করতে আর তা হলো এমন কলসী, যার তলায় আলকাতরা মাখানো আছে এবং 'নাকীর' ব্যবহার করতে আর তা হলো খেজুর গাছের কাণ্ড থেকে তৈরী। তিনি চামড়ার মশকে নাবীয তৈরী করতে অনুমতি দিয়েছেন।

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৫০৪১। শো'বা থেকে এই সিলসিলায় পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَٰرُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ سَلِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ هَٰذَا الْمِنْبَرِ، وَأَشَارَ إِلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ. فَقُلْتُ [لَهُ]: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! وَالْمُزَفَّتِ؟ وَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَهُ. فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ.

৫০৪২। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে (রা) এই মিম্বারের পাশে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের দিকে ইশারা করলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে পানীয় দ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাদেরকে দুব্বা, নাকীর ও হানতাম ব্যবহার করতে নিষেধ

করেছেন। বর্ণনাকারী আবদুল খালিক ইবনে সালামা বলেন, আমি (সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবকে) বললাম, হে আবু মুহাম্মাদ! মুযাফফাতের হুকুম কি? আমাদের ধারণা ইবনে উমার মুযাফফাতের কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বললেন, সে দিন আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) কাছ থেকে এ শব্দটি শুনতে পাইনি। তবে তিনি সেটাকে অপছন্দ করতেন (অর্থাৎ মুযাফফাতে নাবীয তৈরী করাটা তিনি অপছন্দ করতেন)।

وحَدَّثنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ.

৫০৪৩। জাবির (রা) ও ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকীর, মুযাফফাত ও দুব্বা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.

৫০৪৪। আবু যুবায়ের ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাটির কলসী, কদুর শুকনো খোল এবং আলকাতরা মাখানো পাত্র ও খেজুর গাছের কাণ্ডের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করতে শুনেছি। আবু যুবায়ের আরো বলেন, আমি জাবিরকে (রা) বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবুজ কলসী, মুযাফফাত এবং নাকীর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে নাবীয প্রস্তুত করার কোনো পাত্র না পাওয়া গেলে পাথর খোদাই করা একটি প্রকাণ্ড পাত্রে তার জন্য নাবীয তৈরী করা হতো।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.

৫০৪৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে পাথর খোদাই করা একটি প্রকাণ্ড পাত্রে নাবীয তৈরী করা হতো।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ - وَأَنَا أَسْمَعُ - لِأَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ؟ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ.

৫০৪৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে চামড়ার তৈরী মশকে নাবীয তৈরী করা হতো। আর যদি তারা চামড়ার মশক না পেতেন তাহলে পাথর খোদাই পাত্রে তাঁর জন্য নাবীয তৈয়ার করতেন। কিন্তু লোকদের মধ্য থেকে কেউ বলল, আমি আবু যুবাইরকে বলতে শুনেছি, এই পাত্রটি পাথরের তৈরী ছিলো।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ - عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا ضِرَارُ ابْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». [راجع: ٢٢٦٠]

৫০৪৭। আবুদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি তোমাদেরকে চামড়ার মশক ছাড়া অন্য কিছুর মধ্যে নাবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা যে কোন পাত্রে পানীয় পান করতে পারো। তবে (সাবধান!) নেশা সৃষ্টিকারী কোনো কিছুই পান করো না।

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ - أَوْ ظَرْفًا - لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

৫০৪৮। ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলাম। বস্তুতঃ পাত্রসমূহ বা কোনো পাত্র কোনো কিছু হালালও করতে পারে না কিংবা হারামও করতে পারে না। তবে প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই হারাম।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ [مُعَرِّفِ] بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».

৫০৪৯। ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি তোমাদেরকে মাটির বিভিন্ন পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা যে কোন পাত্রে পান করতে পারো, তবে নেশা সৃষ্টিকারী কোনো কিছুই পান করবে না।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ- قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.

৫০৫০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিভিন্ন প্রকারের পাত্রে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করলেন, লোকেরা অভিযোগ করলো যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই অতিরিক্ত পাত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম নয়। তিনি তাদরেকে 'মুযাফফাত' নামক পাত্র ব্যতীত মাটির যে কোনো পাত্র ব্যবহার করার অনুমতি দিলেন।

অনুচ্ছেদ : ৭

নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিসই মদ। আর যে কোনো প্রকারের মদই হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

৫০৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'বিত্‌আ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন যে কোনো পানীয়ই হারাম।

টীকা : বিত্‌আ' হলো মধু দ্বারা তৈরী মদ। এটা ইয়ামন দেশে পান করা হতো। এটা কোনোরূপ নেশা বা মাদকতা সৃষ্টি করে না।

وحَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

৫০৫২। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিত্‌আ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নেশা সৃষ্টিকারী যে কোনো পানীয় হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَصَالِحٍ: سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ وَهُوَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

৫০৫৩। যুহরী থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সালেহ্-এর হাদীসে 'বিত্‌আ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে" এ কথাটি উল্লেখ নেই, মা'মারের বর্ণনায় উল্লেখ আছে। আর সালেহ্-এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : নেশা সৃষ্টিকারী এমন প্রত্যেক পানীয়ই হারাম।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابًا يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ، مِنَ الْعَسَلِ. فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». [راجع: ٤٥٢٦]

৫০৫৪। আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ও মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামন দেশে পাঠালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের এলাকায় বার্লি থেকে 'মিযর' নামের এক প্রকারের পানীয় তৈরী করা হয় এবং 'বিত্‌আ' নামে এক প্রকারের পানীয় মধু থেকে তৈরী করা হয়। (তা কি হারাম?)। তিনি বলেন : নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিসই হারাম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو: سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا: «بَشِّرَا وَيَسِّرَا، وعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرَا» وَأُرَاهُ قَالَ: «وَتَطَاوَعَا» قَالَ فَلَمَّا وَلَّىٰ رَجَعَ أَبُو مُوسَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَخُ حَتَّىٰ يَعْقِدَ، وَالْمِزْرُ، يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ».

৫০৫৫। সাঈদ ইবনে আবু বুরদা (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (আবু মূসা) ও মুযায়কে (রা) ইয়ামন দেশে পাঠালেন। তিনি তাদের উভয়কে বললেন : তোমরা লোকদের সুসংবাদ দাও, তাদের জন্য (কাজকর্ম) সহজ কর, তাদেরকে জ্ঞান দান কর এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দিও না।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন : তোমরা আগ্রহ সহকারে পরস্পরের সহযোগিতা কর।

বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি (তাদেরকে বিদায় দিয়ে) ফিরে যাচ্ছিলেন, আবু মূসা (রা) তাঁর কাছে ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেখানকার লোকেরা মধুর তৈরী এক প্রকারের পানীয় ব্যবহার করে। তারা মধু আগুনে জাল দিয়ে তা ঘন করে এটা তৈরী করে থাকে। তারা বার্লি থেকেও মিযর নামে এক প্রকার পানীয় তৈরী করে তা পান করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস, যা নামায থেকে বিরত রাখে, তা হারাম।

وحَدَّثنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي خَلَفٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُوَا النَّاسَ، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا»

قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِتْعُ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّىٰ يَشْتَدَّ، وَالْمِزْرُ، وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّىٰ يَشْتَدَّ - قَالَ - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ فَقَالَ: «أَنْهَىٰ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ».

৫০৫৬। আবু বুরদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ও মুয়াযকে ইয়ামন দেশে পাঠালেন। তিনি বললেন : তোমরা উভয়ে লোকদের (ইসলামের দিকে) আহ্বান করবে, তাদের সুসংবাদ দেবে, তাদের দূরে সরিয়ে দেবে না, তাদের কাজ সহজ করে দেবে কিন্তু কঠিন করবে না। রাবী (আবু মূসা রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে দু'প্রকারের পানীয় সম্পর্কে ফতোয়া দিন, যা আমরা ইয়ামন দেশে প্রস্তুত করে থাকি। এক প্রকার হলো বিত্‌আ' তা মধু থেকে তৈরী হয়। এটা হচ্ছে গারো নাবীয, খুব শক্ত এবং মদের নেশাযুক্ত। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো মিযর, তা গম ও যব থেকে তৈরী হয়। তাও নাবীয হিসেবে ভিজিয়ে রাখা হয় এবং কড়া ভাব এসে যায়।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক কথাবার্তা বলার যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে নেশা সৃষ্টিকারী যে কোন ধরনের জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছি যা নামায থেকে বিরত রাখে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ - وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ - فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَىٰ اللهِ، [عَزَّ وَجَلَّ]، عَهْدًا، لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ».

৫০৫৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জাইশান থেকে আগমন করলো। জাইশান হলো ইয়ামন দেশের একটি শহর। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানীয় দ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো– যা গম, যব ইত্যাদি থেকে প্রস্তুত করে তাদের এলাকায় পান করা হয়। আর তা মিযর নামে পরিচিত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : আচ্ছা সেটা কি নেশা উদ্রেককারী? সে বলল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নেশা সৃষ্টিকারী এমন প্রত্যেক জিনিসই হারাম। এ ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে : যে কেউ মাদকদ্রব্য পান করবে তিনি তাকে 'তীনাতুল খাবাল' থেকে পান করাবেন। লোকেরা জানতে চাইলো, হে আল্লাহর রাসূল! 'তীনাতুল খাবাল' কি? উত্তরে তিনি বললেন : তা হচ্ছে, জাহান্নামবাসীদের ঘাম ও তাদের রক্ত, পুঁজ।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ».

৫০৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিসই মদ। আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদপানে অভ্যস্ত থাকল এবং তা থেকে তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলো, সে আখিরাতে তা পান করতে পারবে না।

وحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَٰقَ، كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى ابْنُ **عُقْبَةَ** عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

৫০৫৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই মদ এবং মাদকতা সৃষ্টিকারী সবকিছুই হারাম।

وحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫০৬০। মূসা ইবনে উকবা (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ».

৫০৬১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকেই জেনেছি, তিনি বলেছেন : নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিসই মদ, আর যে কোন প্রকারের মদই হারাম।

অনুচ্ছেদ : ৮

মদ্যপায়ী যদি তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, শাস্তিস্বরূপ আখিরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত হবে।

وحَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ».

৫০৬২। ইবনে উমার (রা) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদপান করলো, সে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে।

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا» قِيلَ لِمَالِكٍ: رَفَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

৫০৬৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদপান করলো, অতঃপর তা থেকে তওবা করলো না, আখেরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত হবে এবং তাকে তা পান করতে দেয়া হবে না। ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করা হলো, এ হাদীসটি কি রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌঁছেছে? তিনি বললেন, হাঁ।

وَحَدَّثَناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ».

৫০৬৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে লোক দুনিয়াতে মদ পান করলো, সে আখিরাতে তা পান করতে পারবে না। তবে (দুনিয়াতে) তওবা করে থাকলে স্বতন্ত্র কথা।

وحَدَّثَنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ عَنِ ابْنِ

جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ.

৫০৬৫। ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... উবাইদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ৯

যে নাবীযে কড়া ভাব আসেনি এবং মাদকতা সৃষ্টি করে না তা পান করা জায়েয।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ، يَوْمَهُ ذٰلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَىٰ، وَالْغَدَ إِلَىٰ الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ، سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ.

৫০৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে রাতের প্রথম অংশে নাবীয তৈরী করা হতো। যখন তিনি ভোর করতেন তখন তিনি সেইদিন, সামনের রাত এবং পরের দিন ও পরের রাত এবং তৃতীয় দিন আসর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তা পান করতেন। এরপর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা খাদেমকে পান করতে দিতেন অথবা (তিনি) নির্দেশ করলে তা ঢেলে ফেলে দেয়া হতো।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ: ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ. قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ إِلَىٰ الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ، سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ.

৫০৬৭। ইয়াহিয়া আল বাহরানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা ইবনে আব্বাসের (রা) নিকট নাবীযের প্রসঙ্গ তুলল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে চামড়ার মশকে নাবীয তৈরী করা হতো। শো'বা বলেন, তিনি তা দ্বিতীয় রাত থেকে পরের দিন এবং তৃতীয় দিনের আসর ওয়াক্ত পর্যন্ত পান করতেন। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকতো তা খাদেমদেরকে পান করতে দিতেন অথবা ফেলে দিতেন।

وحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ، فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَىٰ مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَىٰ أَوْ يُهَرَاقُ.

৫০৬৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে কিশমিশ ভিজানো হতো। তিনি তা সেদিন, পরের দিন এবং তৃতীয় দিনের বিকেল পর্যন্ত পান করতেন। অতঃপর তা অন্যদের পান করান হতো অথবা ঢেলে ফেলে দেয়া হতো।

وحَدَّثنا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَىٰ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ.

৫০৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে চামড়ার মশকে কিশমিশের নাবীয তৈরী করা হতো। তিনি তা সেদিন, দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয় দিন পর্যন্ত পান করতেন। অতঃপর তৃতীয় দিন অপরাহ্নে তা নিজেও পান করেন এবং অন্যকেও পান করান। এরপরও কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা ঢেলে ফেলে দিতেন।

وحَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ [أَحْمَدَ بْنِ] أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَىٰ، [أَبِي عُمَرَ] النَّخَعِيِّ قَالَ: سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا؟ فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا. قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ، ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذٰلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّىٰ أَمْسَىٰ، فَشَرِبَهُ وَسَقَىٰ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأُهْرِيقَ.

৫০৭০। ইয়াহিয়া আন-নাখঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল লোক ইবনে আব্বাসকে (রা) মদ ক্রয়-বিক্রয় এবং এর ব্যবসা করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, তোমরা কি মুসলমান? তারা বললো, হাঁ। তিনি বললেন, তা ক্রয়-বিক্রয় এবং এর ব্যবসা করা কোনোটিই জায়েয নেই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তারা তাঁকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে গেলেন, অতঃপর ফিরে আসলেন। তাঁর কিছুসংখ্যক সাহাবী হান্‌তাম, নাকীর এবং দুব্বার মধ্যে নাবীয তৈরী করে রেখেছিল। তিনি নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তা ঢেলে ফেলে দেয়া হল। পরে তিনি চামড়ার মশকে নাবীয তৈরী করার নির্দেশ দেন। তখন তার মধ্যে কিশমিশ ও পানি রাখা হলো এবং তা রাতভর রাখা হলো। অতঃপর ভোর হলে সেদিন, সামনের রাত এবং পরদিন অপরাহ্ণ পর্যন্ত তা থেকে নিজেও পান করলেন এবং অন্যকেও পান করালেন। অতঃপর তৃতীয় দিন সকালে যা কিছু অবশিষ্ট ছিলো তা তাঁর নির্দেশমত ঢেলে ফেলে দেয়া হলো।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ: سَلْ هَٰذِهِ، إِنَّمَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ: كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ.

৫০৭১। সুমামা ইবনে হাযন আল-কুশাইরী বলেন, আমি আয়েশার (রা) সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তার হাবশী দাসীকে ডেকে এনে সুমামাকে বললেন, তুমি এই দাসীটিকে জিজ্ঞেস করো, কেননা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে নাবীয তৈরী করতো। দাসীটি বললো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে রাতের বেলা একটি চামড়ার মশকে নাবীয তৈরী করতাম এবং মশকের মুখ বেঁধে ওপরে ঝুলিয়ে রাখতাম। যখন ভোর হতো তিনি তা থেকে পান করতেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ، يُوكَىٰ أَعْلَاهُ، وَلَهُ عَزْلَاءُ، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً.

৫০৭২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে চামড়ার মশকে নাবীয তৈরী করতাম। রশি দ্বারা এর মুখ বেঁধে রাখা

হত। এর একটি মুখ ছিল। আমরা ভোরে নাবীয তৈরী করতাম (অর্থাৎ খেজুর, কিশমিশ ভিজিয়ে রাখতাম), আর তিনি তা বিকেলে পান করতেন। আবার আমরা বিকেলে তা ভিজিয়ে রাখতাম, তিনি তা ভোরে পান করতেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ الْعَرُوسُ. قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.

৫০৭৩। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু উসাইদ সায়েদী তার বিবাহ ভোজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করলো। আর তার স্ত্রীই সেদিন তাঁদের সকলের খেদমতে নিয়োজিত ছিলো অথচ সে ছিলো নববধূ। সাহল বলেন, তোমরা কি জান, সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে কি পান করিয়েছিল? সে তাঁর জন্যে রাতেই একটি বড় পাত্রে কয়েকটি খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিল। যখন তিনি খাবার শেষ করলেন, নববধূ সেই পানিই তাঁকে শরবত হিসাবে পরিবেশন করল।

টীকা : এটা পর্দা ফরয হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ: أَتَىٰ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.

৫০৭৪। আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহলকে (রা) বলতে শুনেছি আবু উসাইদ সায়েদী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার বিবাহ ভোজের দাওয়াত দিলো।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু "খাওয়ার পর নববধূ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাবীযের শরবত পান করালো" বাক্যাংশটুকু এই বর্ণনায় উল্লেখ নেই।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي أَبَا غَسَّانَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ: فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ فَسَقَتْهُ، تَخُصُّهُ بِذٰلِكَ.

৫০৭৫। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আছে, 'শরবত তৈরী করা হয়েছিল পাথরের একটি পাত্রের মধ্যে'। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়া দাওয়া থেকে অবসর হলেন, সে বিশেষভাবে তাঁকে শরবত পান করতে দিলো।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ سَهْلٍ: حَدَّثَنَا - ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ، أَبُو غَسَّانَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتّٰى جَاءَهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. قَالَ: «قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي» فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَتْ: لَا. فَقَالُوا: هٰذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، جَاءَكِ لِيَخْطُبَكِ، قَالَتْ: أَنَا كُنْتُ أَشْقٰى مِنْ ذٰلِكَ.

قال سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَتّٰى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اسْقِنَا» لِسَهْلٍ. قَالَ: فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هٰذَا الْقَدَحَ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ.

قال أَبُو حَازِمٍ: فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذٰلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ - قَالَ -: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ، بَعْدَ ذٰلِكَ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ إِسْحٰقَ: قَالَ: «اسْقِنَا يَا سَهْلُ».

৫০৭৬। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক আরব মহিলার কথা উল্লেখ করা হলো। তিনি ঐ মহিলার নিকট কাউকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনার জন্যে আবু উসাইদকে নির্দেশ দিলেন। আবু উসাইদ তার নিকট কাউকে পাঠালেন। মহিলাটি আসলো এবং বনী সায়েদার দুর্গে গিয়ে উঠলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। মহিলাটি তখন মাথা নীচু করে বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার সাথে কথা বললেন, সে বলল, আমি তোমার থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি তোমাকে আমার থেকে পানাহ্ দিলাম। লোকেরা তাকে বললো, ইনি কে তা তুমি কি জান? সে জবাব দিলো, না। লোকেরা বললো, ইনি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলেন। এ কথা শুনে সে বললো, তাই আমি বড়ই হতভাগী। সাহল বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিনই সাকীফায়ে বনী সায়েদায় আসলেন এবং তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ ওখানে বসলেন। তিনি সাহলকে লক্ষ্য করে বললেন : আমাদেরকে পানীয় পান করাও। সাহল বলেন, আমি তাদের জন্যে এ পেয়ালাটিই নিয়ে আসলাম এবং এটাতেই তাঁদের সকলকে পানীয় পান করালাম। আবু হাযেম বলেন, সাহল সে পাত্রটি আমাদের জন্যে বের করে আনলেন এবং আমরাও তাতেই পান করলাম। এরপর উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) সে পেয়ালাটি তার কাছ থেকে পেতে চাইলেন। তিনি তাকে এটা দিয়ে দিলেন। আবু বাক্‌র ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় উল্লেখ আছে– তিনি বলেছেন, হে সাহল! আমাদেরকে পানীয় পরিবেশন কর।

[و]حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ، بِقَدَحِي هٰذَا، الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ.

৫০৭৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এ পেয়ালায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মধু, শরবত, পানি এবং দুধ পান করিয়েছি।

অনুচ্ছেদ : ১০

দুধ পান করা হালাল।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنِ الْبَرَاءِ. قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ، وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ. [انظر: ٧٥٢١]

৫০৭৮। বারাআ' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) বলেছেন, আমরা (হিজরাতের প্রাক্কালে) যখন মক্কা থেকে মদীনার পথে বের হলাম, আমরা এক রাখালের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি একটা পেয়ালা নিয়ে (ঐ রাখালের বকরীর) কিছু দুধ দোহন করে তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তা পান করলেন, এতে আমি ভারী খুশী হলাম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَٰقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَتْبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ - قَالَ -: فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَاخَتْ فَرَسُهُ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ لِي وَلَا أَضُرُّكَ - قَالَ -: فَدَعَا اللهَ - قَالَ -: فَعَطِشَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ.

৫০৭৯। আবু ইসহাক হামদানী বলেন, আমি বারাআ' ইবনে আযিবকে (রা) বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে (হিজরাত করে) মদীনায় আসলেন, সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম তাঁর অনুসরণ করলো। বারাআ' বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বদদু'আ করলেন। অমনি তার ঘোড়ার পা মাটিতে ডেবে গেল। তখন সে বললো : আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, আমি আপনার কোনো ক্ষতি করবো না। অতএব তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। তখন তাঁরা এক মেষপালের রাখালের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) বলেন, আমি একটি পেয়ালা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে এক পেয়ালা দুধ দোহন করে নিয়ে আসলাম। তিনি তা পান করলেন। এতে আমি খুব আনন্দিত হলাম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، بِإِيلِيَاءَ، بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ. لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ، غَوَتْ أُمَّتُكَ. [راجع: ٤٢٤]

৫০৮০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে মি'রাজের রাতে 'ঈলিয়া' (বাইতুল মুকাদ্দাস) নামক স্থানে দু'টি পেয়ালা আনা হলো, একটি শরাবের এবং অপরটি দুধের। তিনি পেয়ালা দু'টির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, অতঃপর দুধের পেয়ালাটি নিয়ে নিলেন। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম

তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন : "সমস্ত প্রশংসা সেই খোদার যিনি আপনাকে 'ফিতরাতে'র (স্বভাবসুলভ) দিকে চালিত করেছেন। যদি আপনি শরাবের পেয়ালা গ্রহণ করতেন, তাহলে আপনার উম্মাত গোমরাহ হয়ে যেতো।"

وحَدَّثَني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: بِإِيلِيَاءَ.

৫০৮১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হলো... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। তবে এ সূত্রে 'ঈলিয়া নামক স্থানের' কথা উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ : ১১

পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা, মশকের মুখ বেঁধে রাখা, ঘরের দরজা বন্ধ করা, আল্লাহর নাম নিয়ে এসব কাজ করা, শোয়ার সময় বাতি এবং আগুন নিভিয়ে দেয়া এবং সূর্যাস্তের পর ছোট ছেলে-মেয়ে ও গৃহপালিত জীব-জানোয়ার পশুগুলোকে আটকে রাখা বাঞ্ছনীয়।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ، لَيْسَ مُخَمَّرًا، فَقَالَ: «أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا».
قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا، وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا.

৫০৮২। আবু হুমাইদ আস-সায়েদী (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নকী' থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলাম যা ঢাকা ছিল না। তিনি তা দেখে বললেন : তুমি এটা ঢেকে আনলে না কেন? ঢাকবার কিছু না পেলে, অন্তত এক টুকরা কাঠ এর ওপর দিয়ে দিতে। আবু হুমাইদ বলেন, (আমাদেরকে) রাতের বেলায় মশকের মুখ বেঁধে রাখতে এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ:

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ. بِمِثْلِهِ – قَالَ –: وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيَّاءُ قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ: بِاللَّيْلِ.

৫০৮৩। আবু হুমাইদ আস-সায়েদী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলেন।... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। তবে এ হাদীসে আবু হুমাইদের 'রাতের বেলায়' কথাটি যাকারিয়ার রেওয়ায়েতে উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ – وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ – قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَسْقَىٰ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟ فَقَالَ: «بَلَىٰ» قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَىٰ، فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا!» قَالَ فَشَرِبَ.

৫০৮৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। এ সময় তিনি পানীয় চাইলেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনাকে নাবীয পান করাবো না? তিনি বললেন : হাঁ। তখন লোকটি দৌড়ে গিয়ে পেয়ালায় করে 'নাবীয' নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি পেয়ালাটি ঢেকে আনলে না কেন? তুমি যদি এর ওপর আড়াআড়িভাবে অন্তত এক টুকরো কাঠও দিয়ে রাখতে! রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তা পান করলেন।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا!».

৫০৮৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুমাইদ নামে এক ব্যক্তি নকী' নামক স্থান থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : তুমি এটাকে ঢেকে আনলে না কেন? তুমি যদি অন্তত এর ওপর এক টুকরো কাঠ দিয়ে রাখতে!

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ

رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَىٰ إِنَائِهِ عُودًا، أَوْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ» وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: «وَأَغْلِقُوا الْبَابَ».

৫০৮৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা খাবার পাত্রগুলো ঢেকে রাখো, পান পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখ, ঘরের দরজা বন্ধ করে (ঘুমানোর সময়) আলো নিভিয়ে দিও। কেননা শয়তান ঢাকা পাত্র, বন্ধ দরজা এবং বাঁধা মশক খুলতে পারে না। আর যদি তোমাদের কেউ ঢাকার জন্যে কিছুই না পায়, তাহলে খাবার পাত্রের ওপর অন্তত একটি কাঠ যেন দিয়ে রাখে অথবা তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নেয়। কেননা ছোট ছোট ইঁদুর অনেক সময় গৃহবাসীদের অসতর্কতার সুযোগে ঘরের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। কুতাইবা তাঁর বর্ণনায় 'দরজা বন্ধ করে দিও' এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:«وَاكْفِؤُا الْإِنَاءَ أَوْ خَمِّرُوا الْإِنَاءَ». وَلَمْ يَذْكُرْ: تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَىٰ الْإِنَاءِ.

৫০৮৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলেন... এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আছে : পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখ অথবা ঢেকে রাখ। কিন্তু এতে "আড়াআড়িভাবে একটি কাঠ পাত্রের ওপরে দিয়ে রাখো" বাক্যটির উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَغْلِقُوا الْبَابَ» فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَخَمِّرُوا الْآنِيَةَ». وَقَالَ: «تُضْرِمُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمْ».

৫০৮৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখো'... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এতে আরো আছে, পাত্রের মুখ ঢেকে রাখো। এতে আরো আছে, (শোবার সময় বাতি বা আগুন নিভিয়ে দাও, কেননা) ইঁদুর গৃহবাসীদের কাপড়-চোপড়ে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَقَالَ: «وَالْفُوَيْسِقَةُ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَىٰ أَهْلِهِ».

৫০৮৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... এ হাদীসের বর্ণনা পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে আছে : ইঁদুর লোকদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে।

حَدَّثَنِي إِسْحَٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ».

৫০৯০। আতা' থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন রাতের আঁধার নেমে আসে, কিংবা যখন সন্ধ্যা হয়ে যায় তোমাদের শিশুদের ঘরের বাইরে যেতে দিও না। কেননা এ সময় শয়তান চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে, তাদের ছেড়ে দিতে পার। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিও। কারণ, শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। বিসমিল্লাহ্ পড়ে তোমাদের মশকগুলোর (পানির পাত্র) মুখ বন্ধ করে দিও। আল্লাহর নাম নিয়ে পাত্রগুলোর মুখ ঢেকে দিও– যে কোন জিনিস আড়াআড়িভাবে দিয়ে হলেও।

وحَدَّثَنِي إِسْحَٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ [بْنُ عُبَادَةَ]: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ نَحْوًا مِمَّا أَخْبَرَ عَطَاءٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقُولُ: «اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ».

৫০৯১। আমর ইবনে দীনার জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন... আতা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু এ বর্ণনায় "মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর" কথাটুকুর উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

بِهَٰذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، كَرِوَايَةِ رَوْحٍ

৫০৯২। ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত। এই সূত্রে আতা' ও আমর ইবনে দীনার থেকে 'রাওহের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ:

حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تُبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ».

৫০৯৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সূর্য অস্ত যাবার পর সন্ধ্যার ঘোর কেটে না যাওয়া পর্যন্ত তোমাদের গৃহপালিত পশু ও শিশুদের বাইরে ছেড়ে দিও না। কেননা যখন সূর্য ডুবে তখন থেকে সন্ধ্যার ঘোর কেটে না যাওয়া পর্যন্ত শয়তানের দল এদিক ওদিক ছড়িয়ে যেতে থাকে।

وحَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ.

৫০৯৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ সূত্রেও যুহাইরের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ

الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ، إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَٰلِكَ الْوَبَاءِ».

৫০৯৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা নিজেদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখো এবং পান পাত্রের (পানির মশকের) মুখ বন্ধ করে রাখো, কেননা বছরের যে কোনো

এক রাতে মহামারী নাযিল হয়। আর যে কোনো পাত্র কিংবা পানির মশক ঢাকা না থাকলে তাতেই মহামারী অবতরণ করে।

وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، بِهَٰذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءٌ». وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: قَالَ اللَّيْثُ: فَالأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَٰلِكَ فِي كَانُونَ الأَوَّلِ.

৫০৯৬। লাইস ইবনে সা'দ উক্ত সিলসিলায় পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তার বর্ণনায় আছে : বছরের একদিন এমন আছে যখন মহামারী নাযিল হয়। আর লাইস হাদীসের শেষ ভাগে আরো বলেছেন : আমাদের এলাকার আযমী (অনারব) 'কানুনে আউয়ালের' মাধ্যমে তা থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে।

টীকা : আযমীদের ভাষায় মাসের নাম গণনায় প্রথম তিন মাসের তৃতীয় মাসকে কানুনে আউয়াল বলে। যেমন আমরা রবিউল আউয়াল, রবিউস-সানী, জমাদিউল আউয়াল ও জমাদিউস সানী হিসেবে মাসের নাম গণনা করি। আর ইংরেজী ডিসেম্বর মাসের ছয় অথবা তের তারিখ থেকে তাদের সে 'কানুনে আউয়াল' শুরু হয়। তাদের আকীদা মতে এ তারিখেই রোগ-ব্যাধি দুনিয়াতে অবতরণ করে থাকে। কিন্তু এটা সঠিক ধারণা নয়। কেননা হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী যে কোন দিন বা রাতে এর প্রাদুর্ভাব হতে পারে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ».

৫০৯৭। সালেম (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা ঘুমাবার সময় তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমাবে না।

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ- وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ: «إِنَّ هَٰذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ».

৫০৯৮। আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে মদীনায় একটি পরিবারের ঘর পুড়ে গেল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের

অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তিনি বললেন : আগুন হচ্ছে তোমার শত্রু। কাজেই যখন তোমরা ঘুমাবে, তা নিভিয়ে ঘুমাবে।

অনুচ্ছেদ : ১২
পানাহারের শিষ্টাচার ও তার নিয়ম-কানুন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا، حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً، طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهٰذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا».

৫০৯৯। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো খাবারের মজলিসে উপস্থিত হতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের মধ্যে হাত রেখে তা খাওয়া শুরু না করা পর্যন্ত আমরা খাবারে হাত রাখতাম না। একদা আমরা তাঁর সঙ্গে খেতে বসলাম, এ সময় একটি মেয়ে দ্রুতবেগে আসল যেন কেউ তার পশ্চাদ্ধাবন করছে। সে খাবারে হাত দিতে যাচ্ছিল তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর এক বেদুইন দ্রুতবেগে দৌড়ে আসল যেন কেউ তার পশ্চাদ্ধাবন করছে। সেও প্লেটে হাত ঢুকিয়ে দিতে উদ্যত হলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতও ধরে ফেললেন। অতঃপর তিনি বললেন : যে খাবারে বিসমিল্লাহ না পড়া হয় তা শয়তানের জন্যে হালাল হয়ে যায়। সে এই খাবার নিজের জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে এই মেয়েটিকে নিয়ে আসে। তাই আমি তার হাত ধরে ফেললাম। অনুরূপভাবে সে (ঐ খাবার) নিজের জন্য বৈধ করার উদ্দেশ্যে এই বেদুইনকে নিয়ে আসে এবং আমি তার হাত ধরে ফেললাম। সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! ঐ মেয়েটির হাতের সাথে শয়তানের হাতটিও আমার হাতের মুঠোর ভেতরে ছিলো।

وحَدَّثَنَاه إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ

الْأَرْحَبِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ طَعَامٍ. فَذَكَرَ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَقَالَ: كَأَنَّمَا يُطْرَدُ وَفِي الْجَارِيَةِ كَأَنَّمَا تُطْرَدُ وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْجَارِيَةِ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ وَأَكَلَ.

৫১০০। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো খাবার অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেতাম... এ সূত্রে আবু মুয়াবিয়া বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে আছে : "যেন ঐ বেদুইন এবং ঐ মেয়েটিকে তাড়িয়ে নেয়া হচ্ছিল।" এ হাদীসে "মেয়েটির আগমনের পূর্বে বেদুইনের আগমনের কথা উল্লেখ আছে।" এ হাদীসের শেষভাগে আরো আছে : "অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে খাবার শুরু করলেন।"

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ».

৫১০১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : কোনো ব্যক্তি নিজের ঘরে প্রবেশ করার সময় এবং খাওয়া-দাওয়ার সময় মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নাম স্মরণ করলে শয়তান (তার দলবলকে) বলে, তোমাদের জন্য (এখানে) রাত যাপন করার স্থানও মিলল না এবং রাতের খাবারও মিলল না। আর যদি কেউ আল্লাহর নাম না নিয়ে গৃহে প্রবেশ করে, তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত যাপন করার স্থান পেলে। আর যদি সে খাবার সময়ও আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, তখন শয়তান বলে, তোমরা রাতে থাকার জায়গাও পেলে এবং রাতের খাবারও পেলে।

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طَعَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ دُخُولِهِ».

৫১০২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : হাদীসের বিবরণ আবু আসেমের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে : 'সে যদি খাবার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ না করে এবং যদি সে ঘরে প্রবেশ করার সময় বিসমিল্লাহ না পড়ে।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ».

৫১০৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা বাম হাতে খাওয়া দাওয়া করো না, কেননা শয়তান বাম হাতে খায়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ».

৫১০৪। আবু বাক্‌র ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তার দাদা ইবনে উমারের (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন তোমাদের কেউ কিছু খায়, সে যেন ডান হাতে খায় এবং যখন সে পান করেন, সে যেন অবশ্যই ডান হাতে পান করে। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ؛ ح: وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُو الْقَطَّانُ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ.

৫১০৫। যুহরী থেকে সুফিয়ানের সনদে পূর্বের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عُمَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ،

وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا».
قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا «وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطِي بِهَا». وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ».

৫১০৬। সালেম (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে পানাহার না করে। কেননা শয়তান বাম হাতে পানাহার করে।" বর্ণনাকারী বলেন, নাফে'র বর্ণনায় আরো আছে : "বাম হাতে কেউ যেন কোনো কিছু (অন্যের কাছ থেকে) না নেয় এবং না দেয়।" আবু তাহেরের রেওয়ায়েতে আছে কেউ যেন (বাম হাতে) খাওয়া-দাওয়া না করে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِهِ. فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

৫১০৭। আইয়াস ইবনে সালামা ইবনুল আকওয়া তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে বাম হাতে খানা খাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন : "ডান হাতে খাও।" সে বললো, আমি (ডান হাতে) খেতে পারি না। তখন তিনি (বদদু'আ স্বরূপ) বললেন : কখনো তোমার সে সামর্থ না হোক। অহংকারই তাকে ডান হাতে খাওয়া থেকে বিরত রেখেছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে কখনো তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে সক্ষম হয়নি।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ: سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: «يَا غُلَامُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ».

৫১০৮। ওহাব ইবনে আবু কাইসাম থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনে আবু সালামাকে বলতে শুনেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে ছিলাম। আমার হাত খাবার পাত্রের সবদিক ঘুরতো। তিনি আমাকে বললেন : হে বালক! আল্লাহর নাম স্মরণ কর, ডান হাতে খাও এবং নিকটের খাবার খাও।

وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ إِسْحَقَ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْن عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كُلْ مِمَّا يَلِيكَ».

৫১০৯। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। (ইনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামার পুত্র)। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসে খাচ্ছিলাম। আমি পাত্রের চারদিক থেকে গোশত তুলছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নিজের কাছেরগুলো খাও।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ.

৫১১০। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসীর মুখে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ: أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا.

৫১১১। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশক উপুড় করে তার মুখে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ.

৫১১২। যুহরী (র) থেকে এই সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, 'ইখতিনাস' অর্থ হলো পানি ভরা কলসী বা মশক উত্তোলন করে উল্টো করে তার মুখে পানি পান করা।

অনুচ্ছেদ : ১৩

দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা।

وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

৫১১৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় পান করার ব্যাপারে তিরস্কার করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالْأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ.

৫১১৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে কোনো কিছু পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা বলেন, আমরা (আনাসকে) জিজ্ঞেস করলাম, দাঁড়িয়ে কিছু খাওয়াটা কেমন? তিনি বললেন, সেটা তো আরো অধিক মন্দ, আরো অধিক বীভৎস।

وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ.

৫১১৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে কাতাদার বক্তব্য উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّالنَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

৫১১৬। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে তিরস্কার করেছেন।

وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

৫১১৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِىءْ».

৫১১৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। যদি কেউ ভুলবশত এ কাজ করে বসে, সে যেন বমি করে দেয়।

وحَدَّثَنَاه أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

৫১১৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যমযম কূপের পানি পান করিয়েছি। তিনি তা দণ্ডায়মান অবস্থায় পান করেছেন।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ، مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا، وَهُوَ قَائِمٌ.

৫১২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বালতি থেকে যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন।

وحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا - هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ.

৫১২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় যমযমের পানি পান করেছেন।

وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ

قَائِمًا، وَاسْتَسْقَىٰ وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ.

৫১২২। শা'বী (র) ইবনে আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যমযমের পানি পান করিয়েছি। তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় তা পান করেছেন এবং অন্যদেরও পান করিয়েছেন।

টীকা : ইমাম নববী বলেন, এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে দাঁড়িয়ে কোন কিছু পান করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। অপর দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন তাও প্রমাণিত হয়। সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে, "আলী (রা) দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন এবং তিনি বলেছেন, তোমরা আমাকে যেরূপ করতে দেখলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তদ্রূপ করতে দেখেছি।" অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধাজ্ঞা মাকরূহ তানযিহির পর্যায়ভুক্ত। দাঁড়িয়ে পান করাও জায়েয তা বর্ণনা করার জন্য তিনি দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন। সুতরাং হাদীসগুলোর মধ্যে আর কোনরূপ সংঘর্ষ থাকল না। নিজ নিজ মতের পরিপন্থী মত সম্পর্কিত হাদীসকে যারা মানসূখ বলেছেন তাদের কথা ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ কাজটি আগে বা পরে করেছেন তার কোন তারিখ উল্লেখ নেই।" (নববী, ২য় খণ্ড) –সম্পাদক

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، [كِلَاهُمَا] عَنْ شُعْبَةَ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا: فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ.

৫১২৩। মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর ও ওহাব ইবনে জারীর শো'বা থেকে এই সিলসিলায় পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁদের উভয়ের বর্ণনায় আছে : আমি (ইবনে আব্বাস) একটি বালতি নিয়ে আসলাম।

অনুচ্ছেদ : ১৪

পান পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলা খারাপ এবং পাত্রের বাইরে তিন বার নিঃশ্বাস ফেলা উত্তম।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ. [راجع: ٦١٣]

৫১২৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ্ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পানি পান করার সময়) পান-পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ

عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا.

৫১২৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ أَرْوَىٰ وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ».

قَالَ أَنَسٌ: وَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا.

৫১২৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কিছু পান করতে তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন এবং তিনি বলতেন এটা অত্যন্ত তৃষ্ণা-নিবারক, স্বাস্থ্যকর ও উপকারী। আনাস (রা) বলেন, আমি তিন নিঃশ্বাসেই পানি পান করে থাকি।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. وَقَالَ: فِي الْإِنَاءِ.

৫১২৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন নিঃশ্বাসে... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ১৫

পরিবেশনকারীর ডানদিক থেকে দুধ, পানি বা অন্যান্য জিনিস পরিবেশন করা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ».

৫১২৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুধ আনা হলো। তাতে পানি মেশানো ছিলো। তাঁর ডানদিকে ছিলো

এক বেদুইন এবং বাম দিকে ছিলেন আবু বাক্‌র (রা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তা পান করলেন, অতঃপর বেদুইনকে পান করতে দিলেন এবং বললেন : প্রথম ডান দিকের লোকের হক; তারপর তার ডানের ব্যক্তির।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يُحَثِّثْنَنِي عَلَىٰ خِدْمَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ، وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ - : يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ، فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ».

৫১২৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) মদীনায় আসেন, তখন আমি ছিলাম দশ বছরের বালক, আর যখন তিনি ইনতিকাল করেন তখন আমি ছিলাম বিশ বছরের যুবক। এ সময় আমার মা সম্পর্কীয় আমার মুরুব্বীরা আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে (সান্নিধ্যে) রেখে দিলেন। একদিন তিনি আমাদের ঘরে আসলেন। আমরা তাঁর জন্যে আমাদের গৃহপালিত বকরীর দুধ দোহন করলাম এবং বাড়ির কূপ থেকে কিছু পানি নিয়ে দুধের সাথে মিশ্রিত করা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন। এ সময় আবু বাক্‌র (রা) ছিলেন তাঁর বাম পাশে এবং এক বেদুইন ছিলো তাঁর ডান পাশে।

উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (প্রথমে) আবু বাক্‌রকে দিন। কিন্তু তিনি তাঁর ডান পাশের বেদুইনকে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "পানাহারে প্রথমে ডানের লোককে দিতে হবে, অতঃপর তার ডানের লোককে।"

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ أَبِي طُوَالَةَ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي دَارِنَا، فَاسْتَسْقَىٰ، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُبْتُهُ

مِنْ مَاءِ بِئْرِي هٰذِهِ - قَالَ -: فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ وِجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ - قَالَ -: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ شُرْبِهِ، قَالَ عُمَرُ: هٰذَا أَبُو بَكْرٍ، يَا رَسُولَ اللهِ! يُرِيهِ إِيَّاهُ، فَأَعْطَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَعْرَابِيَّ، وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ».

قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ.

৫১৩০। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছেন : একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়িতে আসলেন এবং পানীয় দ্রব্য চাইলেন। আমরা তাঁর জন্য একটি বকরী দোহন করে নিয়ে আসলাম। আর আমি আমাদের ঐ কূপ থেকে কিছু পানি নিয়ে দুধের সাথে মিশিয়ে দিলাম। আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন। এ সময় আবু বাক্‌র (রা) তাঁর বামে, উমার (রা) তাঁর সামনে ছিলেন এবং এক বেদুইন তাঁর ডান পাশে ছিল। আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পান করা শেষ করলেন, উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই যে আবু বাক্‌র, তাকে পান করতে দিন! কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুইনকে আগে দিলেন এবং আবু বাক্‌র ও উমারকে বাদ রাখলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ডান দিকের লোকদের প্রথমে দিতে হবে, অতঃপর তাদের ডান দিকের লোকদের, অতঃপর ডানদিকের লোকদের।

আনাস (রা) বলেন, এটাই সুন্নাত, এটাই সুন্নাত, এটাই সুন্নাত।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ

فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ؟» فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا، وَاللهِ! لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا.

قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ.

৫১৩১। সাহল ইবনে সা'দ আস্‌-সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু পানীয় আনা হলো। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডানে ছিলো একটি যুবক এবং বামে ছিলেন কয়েকজন প্রবীণ লোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালকটিকে বললেন : এদেরকে আগে দিতে

তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে? বালকটি জবাব দিলো, আল্লাহর কসম! আপনার তরফ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিসে আমার নিজের ওপর আমি অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দেব না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান পাত্রটি বালকটির হাতে অর্পণ করলেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَارِيَّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُولَا: فَتَلَّهُ. وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ: قَالَ: فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

৫১৩২। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে আবদুল আযীয ও ইয়াকুবের বর্ণনায়, 'তিনি পাত্রটি যুবকের হাতে দিলেন' কথার উল্লেখ নেই। তবে ইয়াকুবের রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে 'বালকটিকেই তা দিলেন'।

অনুচ্ছেদ : ১৬

আঙ্গুল ও থালা চেটে খাওয়া, কোনো গ্রাস পড়ে গেলে ময়লা দূর করে তা খাওয়া বাঞ্ছনীয়, হাত চেটে খাওয়ার আগে তা ধোয়া বা মুছে ফেলা অপছন্দনীয়। কেননা এই অবশিষ্ট খাদ্যের মধ্যে বরকত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তিন আঙ্গুলের সাহায্যে খাওয়া দাওয়া করা সুন্নাত।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّىٰ يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا».

৫১৩৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খাদ্য গ্রহণ করে, সে যেন হাত মুছে ফেলার আগে আঙ্গুল চেটে খায়, কিংবা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

حَدَّثَنَا هَٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ

جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّىٰ يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا».

৫১৩৪। 'আতা বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন খাদ্য গ্রহণ করে, সে যেন হাত মুছে ফেলার আগে তা চেটে খায় অথবা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِمٍ: الثَّلَاثَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ.

৫১৩৫। ইবনে কা'ব ইবনে মালিক থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি খানা খেয়ে নিজের তিনটি আঙ্গুল চেটেছেন। আর ইবনে হাতেম তার বর্ণনায় 'তিন আঙ্গুলের' কথা উল্লেখ করেননি।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.

৫১৩৬। ইবনে কা'ব ইবনে মালিক থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন আঙ্গুলের সাহায্যে খানা খেতেন এবং হাত মুছে ফেলার আগে হাত চেটে খেতেন।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ - أَوْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا.

৫১৩৭। আবদুর রাহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালিক অথবা আবদুল্লাহ্ ইবনে কা'ব থেকে তার পিতা কা'বের (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাঁদের বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন আঙ্গুলের সাহায্যে খানা খেতেন। আর খাওয়া শেষ করে তিনি আঙ্গুলগুলো চাটতেন।

وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدَ اللهِ ابْنَ كَعْبٍ حَدَّثَاهُ - أَوْ أَحَدُهُمَا - عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ.

৫১৩৮। আবদুর রাহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালিক ও আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব উভয়ে অথবা তাঁদের একজনে তাঁর পিতা কা'ব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ব-বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ».

৫১৩৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খাবার পর) আঙ্গুল এবং থালা চেটে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন : তোমরা অবগত নও যে, খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত নিহিত রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّىٰ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ».

৫১৪০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (খাবার সময়) যদি তোমাদের কারো গ্রাস থালার বাইরে পড়ে যায় তবে সে যেন তা নেয় এবং এর ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে। আর খাবার শেষ করে আঙ্গুলগুলো চেটে না খাওয়া পর্যন্ত যেন রুমালে হাত না মুছে। কেননা সে জানে না খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত রয়েছে।

وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ؛ ح: وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

وفي حَدِيثِهِمَا: «وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّىٰ يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا» وَمَا بَعْدَهُ.

৫১৪১। আবু দাউদ আল হাফারী ও আবদুর রাজ্জাক থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে সুফিয়ান থেকে উক্ত সিলসিলায় পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাদের হাদীসে আরো আছে : সে যেন হাত চেটে না খাওয়া পর্যন্ত বা অন্যের দ্বারা চাটিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তা রুমালে না মুছে। তাতে এর পরের বাক্যও উল্লেখ রয়েছে।

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّىٰ يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ».

৫১৪২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : শয়তান তোমাদের যে কোন ব্যক্তির প্রত্যেক কাজের সময় উপস্থিত হয়ে থাকে। এমনকি তার পানাহারের সময়ও সে হাজির হয়ে যায়। সুতরাং তোমাদের কারো খাওয়ার সময় গ্রাস নিচে পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নিয়ে ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয়। সে যেন তা শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে। আর খানা শেষ করে সে যেন নিজের আঙ্গুলগুলো চেটে নেয়। কেননা তার জানা নেই, তার খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত নিহিত রয়েছে।

وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَٰذَا الإِسْنَادِ «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ» إِلَىٰ آخِرِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ».

৫১৪৩। আ'মাশ (রা) থেকে উক্ত সিলসিলায় "যখন তোমাদের কারোর খাবার গ্রাস নিচে পড়ে যায়" থেকে হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হাদীসের প্রথমাংশ : "তোমাদের যে কোন ব্যক্তির প্রত্যেক কাজের সময় শয়তান উপস্থিত হয়"– এই বর্ণনায় উল্লেখ নেই।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي ذِكْرِ اللَّعْقِ، وَعَنْ

أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَذَكَرَ اللُّقْمَةَ، نَحْوَ حَدِيثِهِمَا.

৫১৪৪। আবু সালেহ ও আবু সুফিয়ান উভয়ে জাবির (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে "চেটে খাওয়া" সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। আবু সুফিয়ান জাবিরের সূত্রে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রাস সম্পর্কিত যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ،- قَالَ - وقَالَ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ».

৫১৪৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার শেষ করে তিনটি আঙ্গুল চেটে খেতেন। আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : যখন তোমাদের কারো গ্রাস নিচে পড়ে যায়, সে যেন ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্যে ফেলে না রাখে। তিনি আমাদের আরো নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন খাবারের থালা ভাল করে চেটে খেয়ে নেই। কেননা তোমাদের জানা নেই তোমাদের খাবারের কোন্ অংশে বরকত নিহিত রয়েছে।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ».

৫১৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, সে যেন তার আঙ্গুলগুলো চেটে খায়। কেননা তার জানা নেই খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত নিহিত রয়েছে।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ». وَقَالَ: «فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ».

৫১৪৭। হাম্মাদ থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় আছে : 'তোমাদের যে কেউ বরতন চেটে খায়'। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "তোমাদের জানা নেই তোমাদের খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত নিহিত রয়েছে অথবা তোমাদের জন্য কোন অংশে বরকত রাখা হয়েছে।"

অনুচ্ছেদ : ১৭

এক ব্যক্তিকে খানার দাওয়াত দেয়া হল এবং অপর এক ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে তার সাথে দাওয়াতকারীর বাড়িতে গেল। এ অবস্থায় দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির জন্য গৃহস্বামীর কাছে অনুমতি চাইবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ- قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: وَيْحَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، قَالَ: فَصَنَعَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ» قَالَ: لَا، بَلْ آذَنُ لَهُ، يَا رَسُولَ اللهِ!.

৫১৪৮। আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। আবু শুআইব নামে এক আনসারীর একটি গোলাম ছিলো। সে ছিলো (পেশায়) কসাই। আবু শুআইব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে গেলেন এবং তাঁর চেহারায় ক্ষুধার চিহ্ন লক্ষ্য করলেন। সুতরাং তিনি তার গোলামটিকে বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক! আমাদের জন্যে খাবার তৈরী করো যেন পাঁচ জনের পক্ষে যথেষ্ট হয়। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ পাঁচজন লোককে দাওয়াত দেয়ার ইচ্ছা করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, গোলাম নির্দেশ মোতাবেক খাবার তৈরী করলো। অতঃপর আনসারী লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে তাঁকে সহ পাঁচজন লোককে দাওয়াত করলেন। অপর এক ব্যক্তিও তাঁদের অনুসরণ করলো, ঐ লোকটির দরজায় পৌঁছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আবু শুআইব! এই লোকটি আমাদের সাথে এসে গেছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে আসার অনুমতি দিতে পারো। আর চাইলে তাকে ফিরিয়েও দিতে পারো! তখন আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! না, বরং আমি তাকেও আসার অনুমতি দিলাম।

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رِوَايَتِهِ لِهَٰذَا الْحَدِيثِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

৫১৪৯। আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত। তিনি আবু মাসউদের (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জারীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু নসর ইবনে আলী গোটা সনদ সিলসিলা 'হাদ্দাসানা' দ্বারা বর্ণনা করেছেন এবং পুরা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ.

৫১৫০। শাকীক থেকে বর্ণিত। তিনি আবু মাসউদের সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এবং আবু সুফিয়ান জাবির (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَارِسِيًّا، كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: «وَهَٰذِهِ؟» لِعَائِشَةَ. فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا» فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَهَٰذِهِ؟» قَالَ: لَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا» ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَهَٰذِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّىٰ أَتَيَا مَنْزِلَهُ.

৫১৫১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক প্রতিবেশী ছিলো পারস্য বংশোদ্ভূত। সে তরি-তরকারী ভাল পাক করতে পারতো। একদা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য (গোশতের তরকারী) পাক করে তাঁকে দাওয়াত দিতে আসলো। তিনি বললেন : আয়েশাকেও দাওয়াত দাও। সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে আমিও দাওয়াত গ্রহণ করবো না। লোকটি আবার এসে তাঁকে দাওয়াত দিলো, তিনি পুনরায় আয়েশার দিকে ইঙ্গিত করলেন। সে এবারও তাকে দাওয়াত দিতে রাজী হলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও দাওয়াত গ্রহণ করলেন না। সে আবারও তাঁকে দাওয়াত দিলো, এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার দিকে ইঙ্গিত করলেন। তখন তৃতীয়বার সে বললো, হ্যাঁ। অতঃপর তাঁরা উভয়ে রওয়ানা হলেন এবং তার বাড়িতে গিয়ে হাযির হলেন।

অনুচ্ছেদ : ১৮

খাবার উদ্দেশ্যে এমন কোনো ব্যক্তির বাড়িতে যাওয়া জায়েয, যার ওপর ভরসা আছে যে, সে নারাজ হবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ ابْنُ خَلِيفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَٰذِهِ السَّاعَةَ؟» قَالَا: الْجُوعُ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا» فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَىٰ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا! وَأَهْلًا! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْنَ فُلَانٌ؟» قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ، إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ، مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَٰذِهِ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكَ! وَالْحَلُوبَ» فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَمِنْ ذَٰلِكَ الْعِذْقِ، وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّىٰ أَصَابَكُمْ هَٰذَا النَّعِيمُ».

৫১৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন অথবা এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর থেকে) বের হলেন। পথে তিনি আবু বাক্র (রা) ও উমারকে (রা) দেখতে পেলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন : এ অসময় কোন জিনিস তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করেছে? তারা উভয়ে জবাব দিলেন, ক্ষুধা, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যে জিনিস তোমাদের দু'জনকে ঘর থেকে এ অসময় বের করে নিয়ে এসেছে, তা আমাকেও বের করে নিয়ে এসেছে। আচ্ছা, তোমরা উঠে দাঁড়াও (অর্থাৎ চলো)। সুতরাং তাঁরা সকলে উঠে এক আনসারীর বাড়িতে আসলেন। তখন সে বাড়িতে উপস্থিত ছিল না। যখন তার স্ত্রী তাঁকে দেখল, সে বলল, মারহাবা, স্বাগতম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন : অমুক কোথায়? সে বললো, আমাদের জন্যে মিষ্টি পানি আনতে গেছেন। ঠিক এ সময় আনসারী এসে উপস্থিত হলেন। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত হয়ে বলল, আলহামদুলিল্লাহ! আজকে আমার চাইতে মহান অতিথি কারো ভাগ্যে জুটেনি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে গিয়ে এক ছড়া খেজুর এনে তাঁদের সামনে রেখে দিলো। তার মধ্যে কাঁচা, পাকা ও শুকনো খেজুর ছিল। সে বলল, এগুলো খেতে থাকুন! এ কথা বলে সে ছুরিখানা হাতে নিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : দুধের পশু কিন্তু যবেহ করবে না। সে তাঁদের জন্যে একটি মেষ যবেহ করলো। তাঁরা তা থেকে এবং খেজুরের ছড়া থেকে খেলেন এবং পানীয় পান করলেন। যখন তাঁরা পানাহার করে পরিতৃপ্ত হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্র এবং উমারকে (রা) বললেন : সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন, তোমাদের এসব নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (একবার ভেবে দেখো?) জঠর-জ্বালা তোমাদের ঘর থেকে (রাস্তায়) বের করে নিয়ে এসেছিল। অতঃপর তোমরা (ক্ষুধা নিয়ে) ফিরার পূর্বেই এই নেয়ামত লাভ করলে।

وحَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ يَعْنِي الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَيْنَا أَبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ وَعُمَرُ مَعَهُ، إِذْ أَتَاهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا أَقْعَدَكُمَا هٰهُنَا؟» قَالَا: أَخْرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ بُيُوتِنَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ.

৫১৫৩। আবু হাযেম বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছি। একদা আবু বাক্র (রা) এক জায়গায় বসা ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে উমারও (রা) ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন : এ সময় কোন জিনিস তোমাদের দু'জনকে এখানে বসে থাকতে বাধ্য করেছে?

তারা বললেন, ক্ষুধার যন্ত্রণা আমাদেরকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসেছে। সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন।... হাদীসের অবশিষ্ট বিবরণ খালাফ ইবনে খলীফা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ مِنْ رُقْعَةٍ عَارَضَ لِي بِهَا، ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيَّ قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَىٰ امْرَأَتِي، فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخْرَجَتْ لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، قَالَ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ، فَفَرَغَتْ إِلَىٰ فَرَاغِي، فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ - قَالَ - فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَرٍ مَعَكَ، فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ! إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا، فَحَيَّ هَلًّا بِكُمْ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ، حَتَّىٰ أَجِيءَ» فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّىٰ جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ: بِكَ، وبِكَ، قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينَتَنا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَىٰ بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ. ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوَانِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا» وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَأَكَلُوا حَتَّىٰ تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَتَنَا - أَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ - لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.

৫১৫৪। সাঈদ ইবনে মীনা'আ বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছি : (আহযাব যুদ্ধের সময়) যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চরম ক্ষুধার্ত দেখলাম। তৎক্ষণাৎ আমি আমার স্ত্রীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখে এসেছি। সে (স্ত্রী) আমার সামনে একটি থলি বের করে নিয়ে এলো, এর মধ্যে এক সা যব ছিল। আমি তা পিষে

নিলাম। আমাদের একটি মেষের বাচ্চা ছিল। আমি তা যবেহ করে নিলাম। সে যবের আটা করে নিল। সে আমার সাথে এ কাজ শেষ করল। আমি গোশতগুলো টুকরা টুকরা করে হাঁড়িতে চড়িয়ে দিলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসলাম। আসার সময় আমার স্ত্রী আমাকে সতর্ক করে বলে দিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথের লোকদের সামনে আমাকে অপমানিত করো না। (অর্থাৎ অধিক লোক ডেক না)। জাবির বলেন, আমি তাঁর নিকট এসে কানে কানে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা একটি মেষের বাচ্চা যবেহ করেছি এবং এক সা' যব পিষে নিয়েছি যা আমাদের কাছে মওজুদ ছিলো। সুতরাং আপনি ক'জন লোকসহ আমার বাড়িতে চলুন। আমার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে ডেকে বললেন : হে পরিখা খননকারীগণ! জাবির তোমাদের জন্যে খাবারের আয়োজন করেছে। সুতরাং তোমরা সবাই সেখানে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বললেন : আমি না আসা পর্যন্ত চুলোর ওপর থেকে হাঁড়ি নামাবে না এবং আটার খামিরগুলোর রুটিও স্যাঁকবে না। (জাবির বলেন,) আমি আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের আগে আগে আসলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে আসলে সে আমাকে বলল, তুমি অপমানিত হবে। আমি বললাম, তুমি আমাকে যা বলার জন্যে শিখিয়ে দিয়েছিলে, আমি তাই করেছি। আমি (জাবিরের স্ত্রী) তাঁর সামনে আটার খামিরগুলো বের করে দিলাম। তিনি তাতে থুথু দিয়ে বরকতের দু'আ করলেন। অতঃপর তিনি হাঁড়িতে থুথু দিয়ে বরকতের দু'আ করলেন এবং বললেন : "তোমার সাথে রুটি তৈরী করার জন্য আরেকজনকে ডেকে নাও এবং হাঁড়ি থেকে তরকারী তুলে আন কিন্তু চুলার ওপর থেকে তা নামিও না।" মেহমানরা সংখ্যায় ছিলো এক হাজার। আমি (জাবির) আল্লাহর শপথ করে বলছি, তারা পেট ভরে তৃপ্তিসহকারে পানাহার করলেন। তারা খাওয়া দাওয়া শেষ করে চলে গেল। অথচ আমাদের হাঁড়িতে পূর্বের মতই গোশত টগবগ করে ফুটতে থাকল। আটার ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটল। দাহহাকের বর্ণনায় আছে : আটা থেকে পূর্বের মতই রুটি তৈরী হতে থাকল।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكِ [بْنِ أَنَسٍ] عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفًا، أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ: ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟»

فَقُلْتُ: نعمْ، فَقَالَ: «أَلِطَعَامٍ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا» قَالَ: فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّىٰ جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّىٰ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّىٰ دَخَلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ، يَا أُمَّ سُلَيْمٍ!» فَأَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» حَتَّىٰ أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ.

৫১৫৫। ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছেন : আবু তালহা (রা) উম্মু সুলাইমকে (আনাসের মা ও আবু তালহার স্ত্রী) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম, তিনি ক্ষুধার্ত আছেন। সুতরাং তোমার কাছে কি খাবার কিছু আছে? উম্মু সুলাইম বললেন, হাঁ, আছে। এই বলে তিনি কয়েকটি যবের রুটি বের করলেন, নিজের দোপাট্টা এনে ঐ রুটি তার মধ্যে বাঁধলেন, অতঃপর তা আমার জামার নীচে লুকিয়ে দোপাট্টার বাকি অংশ আমার দেহে জড়িয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। আনাস বলেন, আমি এগুলো নিয়ে রওয়ানা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে মসজিদে পেলাম। তাঁর সাথে আরো কিছু লোক মসজিদে বসা ছিল। আমি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, খাবার জন্য পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদের সবাইকে বললেন : চলো। এ কথা বলেই তিনি রওয়ানা হলেন। আমি তাঁদের আগে আগে চললাম এবং আবু তালহার কাছে পৌঁছে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অনেক লোক নিয়ে আসছেন তা তাকে জানালাম। আবু তালহা (রা) বললেন, হে উম্মু সুলাইম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো অনেক লোকজন সাথে নিয়ে এসেছেন, তাঁদের সবাইর সমান খাদ্য তো আমাদের কাছে নেই। উম্মু সুলাইম (রা) বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক ভালো জানেন। আনাস

বলেন, আবু তালহা বাইরে অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তিনি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে উম্মু সুলাইম! তোমার কাছে যা আছে আমার কাছে নিয়ে এসো। উম্মু সুলাইম রুটিগুলো নিয়ে আসলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুটিগুলো টুকরো টুকরো করতে বললেন। অতএব তাই করা হলো। পরে উম্মু সুলাইম একটি চামড়ার পাত্রে রস ঢেলে তাতে মসলা মিশিয়ে চাটনি বানালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর মর্জি মোতাবেক তার ওপর দু'আ পড়লেন এবং বললেন : দশজনকে আসার অনুমতি দাও। সুতরাং দশজনকে ডাকা হলো। তারা সবাই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে বের হয়ে গেলো। তারপর তিনি বললেন : দশজনকে আসার অনুমতি দাও। আবার দশজনকে ডাকা হলো, তারাও পেট পুরে খেয়ে বেরিয়ে গেলো। তারপর আবার দশজনকে ডাকা হলো, এভাবে দলের সবাই তৃপ্তি সহকারে আহার করে চলে গেল। তারা সংখ্যায় ছিল মোট সত্তর কিংবা আশি জন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ، ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَعْدُ ابْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لأَدْعُوَهُ، وَقَدْ جَعَلَ طَعَامًا، قَالَ فَأَقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقُلْتُ: أَجِبْ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: «قُومُوا» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْئًا، قَالَ فَمَسَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «أَدْخِلْ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِي، عَشَرَةً» وَقَالَ: «كُلُوا» وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، فَخَرَجُوا، فَقَالَ: «أَدْخِلْ عَشَرَةً» فَأَكَلُوا حَتَّىٰ خَرَجُوا فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةً وَيُخْرِجُ عَشَرَةً حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَّىٰ شَبِعَ، ثُمَّ هَيَّأَهَا، فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا.

৫১৫৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, একদা আবু তালহা (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে আনার জন্যে তাঁর কাছে পাঠালেন। তিনি কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। আনাস বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম, তখন তাঁর সঙ্গে অনেক লোক ছিল। তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমি লজ্জাবোধ করলাম। অতঃপর আমি বললাম, আবু তালহা আপনাকে স্মরণ করেছেন। তিনি উপস্থিত লোকদের বললেন : তোমরা সবাই চলো (আবু তালহা

তোমাদের জন্যে খাবার আয়োজন করেছে)। (তিনি গিয়ে পৌঁছলে) আবু তালহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো কেবলমাত্র আপনার জন্যে সামান্য কিছু খাবার তৈরী করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার জিনিস স্পর্শ করলেন এবং তাতে বরকতের জন্যে দু'আ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন : আমার সঙ্গীদের দশজন করে ভিতরে প্রবেশ করাও। তিনি তাদের বললেন : তোমরা আহার কর। তিনি তাদের জন্যে নিজের আঙ্গুলের মাঝ থেকে কি যেন বের করলেন। তারা সবাই পেট পুরে খেয়ে চলে গেলো। অতঃপর তিনি বললেন : দশজনকে প্রবেশ করাও।
সুতরাং তারা প্রবেশ করলো এবং পেট পুরে খেয়ে চলে গেলো। এভাবে দশজন করে প্রবেশ করতে এবং দশজন করে বের হতে থাকল। শেষ পর্যন্ত তাদের একজন লোকও অবশিষ্ট থাকেনি, প্রত্যেকেই প্রবেশ করেছে এবং তৃপ্তি সহকারে খেয়ে নিয়েছে। পরে দেখা গেল প্রথমে যে পরিমাণ খাদ্য ছিল শেষে তাই অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَمَعَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، قَالَ فَعَادَ كَمَا كَانَ، فَقَالَ: «دُونَكُمْ هٰذَا».

৫১৫৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন।... হাদীসের অবশিষ্ট বিবরণ ইবনে নুমাইরের বর্ণনার অনুরূপ। তবে হাদীসের শেষাংশে বলেছেন, অবশিষ্ট খাদ্য যা ছিলো তা একত্রিত করে তিনি তার মধ্যে বরকতের দু'আ করলেন। আনাস বলেন, দু'আর বরকতে খাদ্যের পরিমাণ প্রথমে যা ছিলো পুনরায় তাই হয়ে গেল। তিনি আবু তালহার পরিবারস্থ লোকদের বললেন : যাও এগুলো নিয়ে যাও।

وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنْ تَصْنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً، ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ وَسَمَّىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: «كُلُوا وَسَمُّوا اللهَ» فَأَكَلُوا، حَتَّىٰ فَعَلَ ذٰلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا.

৫১৫৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা) (তাঁর স্ত্রী) উম্মু সুলাইমকে বললেন, স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে বিশেষভাবে কিছু খাবার তৈরী কর। এরপর তিনি আমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন। পরে গোটা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের বর্ণনায় বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বিস্‌মিল্লাহ পড়ে খাদ্যের ওপরে নিজের হাত রাখলেন এবং বললেন : দশজনকে অনুমতি দাও। আবু তালহা তাদের অনুমতি দিলেন। তারা ঘরে প্রবেশ করলে তিনি বললেন : বিসমিল্লাহ বলে খাও। তারা খেলো। শেষ পর্যন্ত দশ দশজন করে আশিজন লোক আহার করল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ঘরের সবাই খেলেন এবং আরো কিছু খাবার উদ্বৃত্ত রেখে দিলেন।

وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ، فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ فِيهِ: فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ، حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، قَالَ: «هَلُمَّهُ، فَإِنَّ اللهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ».

৫১৫৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু তালহা কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহার করানো সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি আরো বলেছেন, আবু তালহা গিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। তিনি তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্যের পরিমাণ খুব কম। জবাবে তিনি বললেন : তা নিয়ে এসো। আল্লাহ অচিরেই সেগুলোতে বরকত দান করবেন।

وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَكَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ، وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جِيرَانَهُمْ.

৫১৬০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার করলেন এবং ঘরের সব লোকে আহার করলো। এরপর অতিরিক্ত যা ছিল তা তাদের প্রতিবেশীদের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ

عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَى أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ، يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ، فَأَتَى أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ، يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَأَظُنُّهُ جَائِعًا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَأَنَسُ [بْنُ مَالِكٍ]، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَأَهْدَيْنَاهُ لِجِيرَانِنَا.

৫১৬১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদের মধ্যে শুয়ে এপিঠ ওপিঠ করতে দেখলেন। অতঃপর আবু তালহা (তাঁর স্ত্রী) উম্মু সুলাইমের নিকট এসে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদের মধ্যে শুয়ে এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি করতে দেখে আসলাম। আমার ধারণা, তিনি ভীষণ ক্ষুধার্ত। এরপর গোটা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু তালহা, উম্মু সুলাইম এবং আনাস (রা) আহার করলেন এবং অতিরিক্তও কিছু রয়ে গেলো। তা আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের পাঠিয়ে দিলাম।

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ؛ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ، وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ- قَالَ أُسَامَةُ: وَأَنَا أَشُكُّ - عَلَى حَجَرٍ، فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَطْنَهُ؟ فَقَالُوا: مِنَ الْجُوعِ، فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتَاهْ! قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: مِنَ الْجُوعِ، فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيثِ بِقِصَّتِهِ.

৫১৬২। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে দেখি যে, তিনি সঙ্গীদের নিয়ে কথাবার্তা বলছেন। আরও দেখি যে, তিনি এক খণ্ড কাপড় দ্বারা পেট জড়িয়ে রেখেছেন। বর্ণনাকারী উসামা বলেন, আমার সন্দেহ যে, এক খণ্ড পাথর দ্বারা পেটে কাপড় জড়িয়ে রেখেছেন। আমি তাঁর কোনো এক

সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেটে কাপড় পেঁচিয়ে রেখেছেন কেন? তারা জবাবে বললেন, ক্ষুধার জ্বালায়। অতঃপর আমি সরাসরি আবু তালহার নিকটে ফিরে আসলাম। তিনি হলেন উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহানের স্বামী। আমি তাঁকে বললাম, হে পিতা : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেটে কাপড় পেঁচানো অবস্থায় দেখে এসেছি। আমি তাঁর সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম তিনি ক্ষুধার তাড়নায় এরূপ করেছেন। আবু তালহা আমার মায়ের (উম্মু সুলাইম) কাছে গিয়ে বললেন : তোমার কাছে (খাবার) কোনো কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ, আমার কাছে রুটির ক'টি টুকরা ও কিছু খুরমা আছে। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা আসেন, তাহলে আমরা তাঁকে পেট ভরে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াতে পারবো। আর যদি তাঁর সঙ্গে অন্য কেউ আসে তাহলে তাদের সকলেরই কম হবে। অতঃপর গোটা হাদীসের ঘটনাটি পূর্বাপর বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

৫১৬৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে এ সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবু তালহার বাড়িতে খাওয়ানো সম্পর্কিত হাদীস পূর্বের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৯

ঝোল খাওয়া জায়েয। লাউয়ের তরকারী খাওয়া ভাল। খাওয়ার সময় একে অপরকে অগ্রাধিকার দেয়া।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ ذٰلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي الصَّحْفَةِ، - قَالَ -: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ.

৫১৬৪। ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছেন, এক দর্জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে খাবার তৈরী করে তাঁকে দাওয়াত করলো। আনাস ইবনে মালিক বলেন, আমিও

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দাওয়াতে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যবের রুটি এবং লাউ ও গোশতের তৈরী ঝোল দেয়া হলো। আনাস বলেন, আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের সবদিক থেকে কদুর টুকরা খুঁজে খুঁজে নিচ্ছেন। সুতরাং ঐদিন থেকে আমিও কদুর তরকারী পছন্দ করে আসছি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَجِيءَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ ذٰلِكَ الدُّبَّاءِ وَيُعْجِبُهُ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ جَعَلْتُ أُلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ - قَالَ - فَقَالَ أَنَسٌ: فَمَا زِلْتُ، بَعْدُ، يُعْجِبُنِي الدُّبَّاءُ.

৫১৬৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করলো। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। খাওয়ার সময় কদুর তরকারী আনা হলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে কেবল কদুগুলোই খুঁজে খুঁজে খেতে লাগলেন। মূলতঃ তিনি এটাই বেশী পছন্দ করতেন। আনাস বলেন, আমি যখন দেখতে পেলাম তিনি শুধু কদুই খাচ্ছেন, আমি সেগুলোই তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম, আমি আর খেলাম না। বর্ণনাকারী সাবিত বলেন : আনাস বলেছেন, সেদিন থেকে আমি কদুর তরকারী পছন্দ করে আসছি।

وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ. وَزَادَ: قَالَ ثَابِتٌ: فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ، بَعْدُ، أَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ.

৫১৬৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক দর্জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করলো। সাবিত তাঁর বর্ণনায় আরো উল্লেখ করেছেন, আমি আনাসকে (রা) বলতে শুনেছি, এরপর থেকে যখনই আমার জন্যে খানা তৈরী করা হতো, আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করতাম যেন কদুই তাতে দেয়া হয়।

অনুচ্ছেদ : ২০

খেজুর বিচি আলাদা করে নেয়া এবং গৃহস্বামীর জন্য মেহমানের দু'আ করা বাঞ্ছনীয়। নেককার মেহমানের কাছে দাওয়াত প্রদানকারীর দু'আ চাওয়া এবং তার জন্যে মেহমানের দু'আ করা বাঞ্ছনীয়।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَبِي، قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَىٰ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ - قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ ظَنِّي، وَهُوَ فِيهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ: إِلْقَاءُ النَّوَىٰ بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ - ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ فَقَالَ أَبِي، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ: ادْعُ اللهَ لَنَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، فَاغْفِرْ لَهُمْ فارْحَمْهُمْ».

৫১৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আব্বার কাছে আসলেন। আবদুল্লাহ বলেন, আমরা কিছু খাদ্য ও হাঈস (এক প্রকার মিষ্টান্ন বা হালুয়া) তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি তা থেকে কিছু খেলেন। অতঃপর খেজুর আনলাম, তিনি তা খেতে থাকলেন এবং দু' আঙ্গুলের মাঝখানে এর বিচি রাখলেন এবং তর্জনি ও মধ্যের আঙ্গুলদ্বয় একত্র করলেন। শো'বা বলেন : আমার ধারণা খেজুর বিচি আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে রেখে দিলেন। এরপর পানীয় আনা হলে তিনি তা পান করলেন। অতঃপর তাঁর ডানের ব্যক্তিকে দিলেন। আবদুল্লাহ বলেন, বিদায়ের প্রাক্কালে আমার আব্বা তাঁর সওয়ারির লাগাম ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তিনি বললেন : "হে আল্লাহ্! তুমি তাদের রিযিকের মধ্যে বরকত দান কর। তাদের মাফ কর এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর।"

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَشُكَّا فِي إِلْقَاءِ النَّوَىٰ بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ.

৫১৬৮। শো'বা থেকে এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই বর্ণনায় দুই আঙ্গুলের মাঝে খেজুর বিচি রাখার ব্যাপারে কোন সন্দেহপূর্ণ বাক্যের উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ : ২১

তাজা খেজুর ও শশা একত্রে খাওয়া।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ-قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا -إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ.

৫১৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাজা খেজুরের সাথে শশা মিশিয়ে খেতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ : ২২

খাদ্যগ্রহণকারীর বিনয়ের সাথে বসা এবং বসার সুন্নাত তরীকা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصٍ- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُقْعِيًا، يَأْكُلُ تَمْرًا.

৫১৭০। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাঁটু খাড়া করে উপুড় হয়ে বসে খেজুর খেতে দেখেছি।

وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ، يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا. وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: أَكْلًا حَثِيثًا.

৫১৭১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খেজুর আনা হলো। তিনি তা হাঁটু খাড়া করে বসে লোকদের মধ্যে বিতরণ করলেন। তিনিও তা খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতেন (অর্থাৎ খুব জেঁকে বসে খেতেন না)। যুহাইরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, খাওয়ার সময় তিনি অতি দ্রুত খেতেন।
(বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে, তিনি হেলান দিয়ে বসে খেতেন না।)

অনুচ্ছেদ : ২৩

একাধিক লোক একসাথে খেতে বসলে, একত্রে দু'টি করে খেজুর খাওয়া নিষেধ, তবে সাথীরা অনুমতি দিলে স্বতন্ত্র কথা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ- قَالَ - وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جُهْدٌ، فَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ.

قَالَ شُعْبَةُ: لَا أُرَىٰ هَٰذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ، يَعْنِي الاسْتِئْذَانَ.

৫১৭২। জাবালা ইবনে সুহাঈম (রা) বলেন, ইবনে যুবাইর (রা) আমাদের খেজুর খাওয়াতেন। তাঁর আমলে লোকেরা ভীষণ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিলো। একদিন আমরা খেজুর খাচ্ছিলাম। এমন সময় ইবনে উমার (রা) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা দু'টি খেজুর একত্রে খেও না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি খেজুর একত্রে খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি পুনরায় বলেছেন, তবে এ শর্তে খাওয়া যায় যদি কেউ তার সাথী থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়। শো'বা বলেন, অনুমতি নেয়ার কথাটা ইবনে উমারের (রা) উক্তি।

وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةَ، وَلَا قَوْلُهُ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جُهْدٌ.

৫১৭৩। শো'বা থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মুআয ও আবদুর রাহমানের এই বর্ণনায় শো'বার কথা এবং তার উক্তি 'লোকেরা তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিলো' উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

৫১৭৪। জাবালা ইবনে সুহাঈম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে তার সঙ্গীর অনুমতি না নিয়ে একত্রে দু'টি খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২৪

খেজুর এবং এ খাদ্যশস্য পরিবারের লোকদের জন্যে সঞ্চয় করে রাখা।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ».

৫১৭৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যাদের কাছে খেজুর আছে সেই গৃহবাসী অভুক্ত নয়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ! بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ، جِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ! بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ، جِيَاعٌ أَهْلُهُ - أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ -» قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا.

৫১৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আয়েশা! যে ঘরে খেজুর নেই, সেই পরিবার অভুক্ত। হে আয়েশা! যে ঘরে খেজুর নেই সে পরিবার অভুক্ত। তিনি (আয়েশা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটি দুই অথবা তিনবার বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২৫

মদীনার খেজুরের ফযিলত বা বিশেষ গুণ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ».

৫১৭৭। আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে (রা) তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে কেউ ভোরে এ দু'পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানের (মদীনা) সাতটি খেজুর খায় সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো বিষই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ، عَجْوَةٍ، لَمْ يَضُرَّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ».

৫১৭৮। সা'দ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি সকাল বেলা সাতটি 'আজওয়া' খেজুর (মদীনার সবচেয়ে উন্নতমানের খেজুর) খেয়ে নেবে, সেদিন কোনো বিষ বা যাদু-টোনা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ؛ **ح**: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، كِلَاهُمَا عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَلَا يَقُولَانِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ.

৫১৭৯। মারওয়ানুল ফাযারী ও শুজা' ইবনুল ওয়ালিদ উভয়ে হাশিম ইবনে হাশিম থেকে উক্ত সিলসিলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের উভয়ের বর্ণনায়, 'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি' একথা উল্লেখ নেই।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً، أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ، أَوَّلَ الْبُكْرَةِ».

৫১৮০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আলীয়ার আজওয়া খেজুর রোগ নিরাময়কারী এবং প্রাতঃকালীন প্রতিষেধক।

টীকা : মদীনার পূর্বদিকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত কতিপয় গ্রামকে 'আলীয়াহ' বলা হয়।

অনুচ্ছেদ : ২৬

ছত্রাকের গুণ এবং চক্ষু রোগের ঔষধ হিসাবে এর ব্যবহার।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح:
وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

৫১৮১। সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ব্যাঙের ছাতা (মাশরুম) এক প্রকারের মান* এবং এর রস চক্ষু রোগের ঔষধ বিশেষ।

টীকা : মান বা মান্না মূসা আলাইহিস সালামের যুগে তাঁর উম্মাতের জন্য আসমান থেকে আগত এক প্রকারের খাদ্যবিশেষ।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَآؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

৫১৮২। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ছত্রাক (মাশরুম) এক প্রকারের মান এবং এর রস চক্ষু রোগের ঔষধ বিশেষ।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
قَالَ شُعْبَةُ: لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

৫১৮৩। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, ...উপরের হাদীসের অনুরূপ। শো'বা বলেন, যখন হাকাম আমার কাছে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আবদুল মালিকের বর্ণনার কারণে আমি এটাকে (শো'বা) মুনকার হাদীস মনে করিনি।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

৫১৮৪। সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মাশরুম এক প্রকারের মান বিশেষ। আল্লাহ বনি ইসরাইলদের ওপর নাযিল করেছিলেন। এর রস চক্ষু রোগের ঔষধ বিশেষ।

وحدّثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

৫১৮৫। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছত্রাক এক প্রকারের মান বিশেষ যা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল করেছিলেন। এর রস চক্ষু রোগের ঔষধ বিশেষ।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ: قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

৫১৮৬। আমর ইবনে হুরাইস বলেন, আমি সাঈদ ইবনে যায়েদকে (রা) বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মাশরুম 'মান্ন' জাতীয় বস্তু, যা মহান আল্লাহ্ বনি ইসরাইলদের ওপর নাযিল করেছিলেন। আর এর রস হলো চক্ষু রোগের জন্যে নিরাময়।

وحدّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الْمَلِكِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

৫১৮৭। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মাশরুম মান্নের একটা অংশবিশেষ এবং তার রস চক্ষু রোগের জন্যে নিরাময়।

অনুচ্ছেদ : ২৭
'কাবাস' অর্থাৎ আরাক গাছের ফলের বৈশিষ্ট্য।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ» قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ. قَالَ «نَعَمْ، وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا؟» أَوْ نَحْوَ هَٰذَا مِنَ الْقَوْلِ.

৫১৮৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'মাররায-যাহরান' নামক স্থানে আরাক গাছের ফল পাড়ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা কালোগুলো পেড়ে খাও। জাবির (রা) বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! খুব সম্ভব আপনি মেষ চরিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ। এমন কোনো নবী নেই যিনি মেষ চরাননি।
(রাবী সন্দেহের স্থলে বলেছেন,) অথবা তিনি এ রকমই কোনো বাক্য বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২৮
সালাদ বা চাটনি হিসাবে সিরকা একটি উত্তম জিনিস।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ الْأُدُمُ، أَوِ الْإِدَامُ، الْخَلُّ».

৫১৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তরকারীসমূহের মধ্যে অথবা বলেছেন, তরকারীর মধ্যে সিরকা জিনিস উত্তম জিনিস।

وحَدَّثَنَاه مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ بْنِ نَافِعٍ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «نِعْمَ الْأُدُمُ» وَلَمْ يَشُكَّ.

৫১৯০। সুলাইমান ইবনে বেলাল থেকে উক্ত সিলসিলায় পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এতে রাবীর সন্দেহযুক্ত কথার উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ

عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: «نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ».

৫১৯১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **পরিবারস্থ লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন : কি তরকারী আছে? তারা জবাব দিলেন, সিরকা ব্যতীত অন্য কোনো তরকারী আমাদের কাছে নেই। তিনি তা চেয়ে নিলেন এবং তা দিয়ে খাবার খেতে লাগলেন, আর বললেন : সিরকা উত্তম তরকারী, সিরকা উত্তম তরকারী।**

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ، إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا مِنْ خُبْزٍ، فَقَالَ: «مَا مِنْ أُدُمٍ؟» فَقَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ، قَالَ: «فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الْأُدُمُ».

قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَقَالَ طَلْحَةُ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ.

৫১৯২। তালহা ইবনে নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে নিজের ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। তাঁর খাদেম রুটির কিছু টুকরা নিয়ে এসে তাঁর সামনে হাযির করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কোন তরকারী নেই কি? ঘরের লোকেরা বললেন, সিরকা ব্যতীত অন্য কোন তরকারী নেই। তিনি বললেন : সিরকা তো উত্তম তরকারী। জাবির (রা) বলেন, যখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা শুনেছি তখন থেকে আমি সিরকা খাওয়াটা পছন্দ করছি। আর তালহা বলেন, যখন আমি জাবির (রা) থেকে এ কথাটি শুনেছি তখন থেকে আমি সিরকা খাওয়া পছন্দ করে আসছি।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، إِلَىٰ قَوْلِهِ: «فَنِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

৫১৯৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে তাঁর ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন।... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা

ইবনে উলাইয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু এই সনদে 'সিরকা উত্তম তরকারী'র পরের অংশ উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هٰرُونَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارٍ، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّىٰ أَتَىٰ بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَذِنَ لِي، فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ، فَوُضِعْنَ عَلَىٰ بَتِّيٍّ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ، فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ مِنْ أُدُمٍ؟» قَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ، قَالَ: «هَاتُوهُ، فَنِعْمَ الأُدُمُ هُوَ».

৫১৯৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা আমি আমাদের ঘরে বসা ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি উঠে গিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। আমরা উভয়ে রওয়ানা হলাম। অবশেষে তিনি তাঁর কোনো এক স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমি অন্দর মহলে প্রবেশ করলাম। তাঁর স্ত্রী পর্দার আড়ালে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : খাওয়ার কিছু আছে কি? তাঁরা বললেন, হাঁ। অতঃপর তাঁর জন্য তিনখানা রুটি এনে তালপাতার তৈরী একটি ডালায় রাখা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রুটি তুলে নিয়ে তাঁর নিজের সামনে রাখলেন, অতঃপর আরেকটি রুটি তুলে নিয়ে আমার সামনে রাখলেন। অতঃপর তিনি তৃতীয় রুটিটি হাতে নিয়ে দু'ভাগে ভাগ করে অর্ধেকটা তাঁর নিজের সামনে এবং বাকী অর্ধেক আমার সামনে রেখে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন : কোনো তরকারী আছে কি? তাঁরা বললেন, সামান্য সিরকা ব্যতীত আর কিছু নেই। তিনি বললেন : এটা তো উত্তম তরকারী।

অনুচ্ছেদ : ২৯

রসুন খাওয়া জায়েয। তবে মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের সাথে কথাবার্তা বলার ইচ্ছা থাকলে তা খাওয়া থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ –

وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ، أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ، وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا، لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا، فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ».

قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ.

৫১৯৫। আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোনো খাদ্য আনা হতো, তিনি তা খেতেন এবং অতিরিক্তগুলো আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। একদিন তিনি অতিরিক্ত খানা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, নিজে তা থেকে কিছুই খেলেন না। কেননা তাতে রসুন ছিলো। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি হারাম? তিনি বললেন : না, তবে তা দুর্গন্ধযুক্ত বলে আমি অপছন্দ করি। আবু আইয়ুব (রা) বলেন, আমি বললাম, আপনি যা অপছন্দ করেন, আমিও তা অপছন্দ করি।

টীকা : কাঁচা পেয়াজ-রসুন খেলে মুখে দুর্গন্ধ হয়। এ দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে বা সভা-সমাবেশে আসলে আশে-পাশের লোকের কষ্ট হয়। তবে রান্না বা ভাজা করা হলে, তা খেতে কোনো দোষ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রান্না করা এসব তরকারী খেয়েছেন। (অ)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ.

৫১৯৬। শো'বা থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ - وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ - قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ - فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ يَزِيدَ: [أَبُو] زَيْدٍ الْأَحْوَلُ -: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَفْلَحَ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعِلْوِ، فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً، فَقَالَ: نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَنَحَّوْا، فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «السُّفْلُ أَرْفَقُ» فَقَالَ: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعُلْوِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا، فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ

عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلْ، فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ» قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ، أَوْ مَا كَرِهْتَ.

قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى بِالْوَحْيِ.

৫১৯৭। আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে তার বাড়িতে নামলেন। (আবু আইয়ুবের ঘর ছিলো দোতলা বিশিষ্ট।) সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীচের তালায় এবং আবু আইয়ুব (রা) ওপরের তলায় অবস্থান করলেন। এক রাতে তিনি জেগে উঠে (নিজেকে) বললেন, আমি কি করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার ওপর দিয়ে চলাফেরা করতে পারি? তিনি তার পরিবারস্থ সবাইকে নিয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে রাত কাটালেন। পরে এ সম্পর্কে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নীচের তলাই আমার জন্যে বেশী আরামদায়ক (কেননা আমার কাছে সবসময় লোকজন আসা-যাওয়া করে)। কিন্তু আবু আইয়ুব (রা) বললেন, আমরা এমন ছাদের ওপর বসবাস করতে পারি না যার নিচে আপনি অবস্থান করছেন। বাধ্য হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অবস্থান ওপরের তলায় স্থানান্তরিত করলেন এবং আবু আইয়ুব নীচে চলে আসলেন। আবু আইয়ুব (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খানা প্রস্তুত করতেন। তাঁর আহারের পর যখন অবশিষ্ট খাবার ফেরত নিয়ে আসা হত, তখন আবু আইয়ুব (রা) জিজ্ঞেস করতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙ্গুল পাত্রের কোন জায়গা স্পর্শ করেছে।

আবু আইয়ুব (রা) তাঁর আঙ্গুলে স্পর্শ করা জায়গা দিয়েই খেয়ে নিতেন। তিনি একদিন তাঁর জন্য রসুনযুক্ত তরকারী তৈরী করলেন (এবং তা তাঁর কাছে পাঠালেন)। তরকারীর বাটি যখন তার কাছে ফেরত আসলো, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙ্গুল রাখার স্থানটি জানতে চাইলেন। তাকে বলা হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে কিছুই খাননি। একথা শুনে আবু আইয়ুব (রা) ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং তৎক্ষণাত ওপরের তলায় তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, এটা (রসুন) কি হারাম? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : না, তবে আমি অপছন্দ করি। আবু আইয়ুব বললেন, আপনি যা অপছন্দ করেন আমিও তা অপছন্দ করি। রাবী বলেন, বস্তুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অহী আসত (তাই তিনি এটা খাওয়া পছন্দ করেননি। কারণ যে কোন দুর্গন্ধে ফেরেশতাদের কষ্ট হয়)।

অনুচ্ছেদ : ৩০

অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার জন্য ত্যাগ স্বীকার।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ

عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أُخْرَىٰ، فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ، حَتَّىٰ قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، فَقَالَ: «مَنْ يُضِيفُ هٰذَا، اللَّيْلَةَ، رَحِمَهُ اللهُ» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ! فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ رَحْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي، قَالَ: فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَىٰ لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَىٰ السِّرَاجِ حَتَّىٰ تُطْفِئِيهِ، قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ».

৫১৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। তিনি কোনো এক স্ত্রীর কাছে খাবার কিছু আছে কিনা খোঁজ নেয়ার জন্যে পাঠালেন। স্ত্রী বলে পাঠালেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন। পানি ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। অতঃপর তিনি আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। সেখান থেকেও অনুরূপ জবাব আসল। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীদের সকলেই একই কথা বললেন, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন! আমার কাছে পানি ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন তিনি উপস্থিত লোকদের বললেন ঃ এমন কে আছে যে, আজ রাতে এই লোকটির মেহমানদারী করতে পারো? আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। এক আনসারী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার মেহমানদারী করব। অতঃপর সে লোকটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে বললো, তোমার কাছে খাবার কিছু আছে কি? স্ত্রী বললো, আমাদের বাচ্চাদের খাদ্য ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন আনসারী বললো, আচ্ছা, বাচ্চাদের অন্য কোনো বস্তু দিয়ে বাহানা করে খাবার থেকে ভুলিয়ে রাখো। আর যখন আমাদের অতিথি ঘরে প্রবেশ করবে তখন হঠাৎ করে বাতিটি নিভিয়ে দিও। আর অন্ধকারের মধ্যে ভান করে মুখ-হাত নেড়ে নেড়ে তাকে বুঝিয়ে দেবে যে, আমরাও খাচ্ছি। মেহমান যখন খাবার জন্যে ঝুঁকে বসবে, তুমি বাতির কাছে গিয়ে তা নিভিয়ে দেবে। বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা বলেন, তারা সকলেই একত্রে খেতে বসলো, কিন্তু সবটুকু খানা মেহমানই খেয়ে নিলো। অতঃপর ভোরে যখন আনসারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলো, তিনি বললেন : আজ রাতে তোমরা স্বামী-স্ত্রী

দু'জনে তোমাদের অতিথির সাথে যে অদ্ভুত ব্যবহার করছো তাতে আল্লাহ তা'আলা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: نَوِّمِي الصِّبْيَةَ وَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ، قَالَ فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر الآية: ٩].

৫১৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারীর নিকট একজন মেহমান রাত্রি যাপন করলো। অথচ তার কাছে (মেহমানকে খাওয়ানোর মতো কিছু ছিলো না) শুধু তার ও বাচ্চাদের পরিমাণ খাদ্যই ছিলো। সে স্ত্রীকে বললো, কোনো মতে বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দাও। বাতি নিভিয়ে ফেলো এবং তোমার কাছে খাবার জিনিস যা কিছু আছে মেহমানের সামনে এনে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াত নাযিল হলো: "তাঁরা নিজেদের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত।" (সূরা হাশর : ৯)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُضِيفَهُ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضِيفُهُ، فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يُضِيفُ هَٰذَا، رَحِمَهُ اللهُ» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ رَحْلِهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَذَكَرَ فِيهِ نُزُولَ الْآيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكِيعٌ.

৫২০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মেহমান হওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। অথচ তাকে আপ্যায়ন করার মতো কোনো জিনিসই তাঁর নিকট ছিলো না। তিনি উপস্থিত লোকদের বললেন : এমন কেউ আছে কি যে এ লোকটিকে আপ্যায়ন করতে পারে? আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। আবু তালহা নামে এক আনসারী উঠে দাঁড়ালো এবং লোকটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল।... হাদীসের অবশিষ্ট বিবরণ জারীরের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই রেওয়ায়েতে ওয়াকীর বর্ণনার ন্যায় আয়াত নাযিল হওয়ার কথাটিও উল্লেখ আছে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنِ الْمِقْدَادِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «احْتَلِبُوا هَٰذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا» قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَىٰ هَٰذِهِ الْجُرْعَةِ، فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ، - قَالَ -: نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ، فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ، وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ، إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَىٰ قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَىٰ رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ، قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَىٰ الْمَسْجِدَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ أَتَىٰ شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ فَقَالَ: «اللَّٰهُمَّ! أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي» قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَىٰ الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ الْأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هِيَ حَافِلٌ، وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَىٰ إِنَاءٍ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ، قَالَ فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّىٰ عَلَتْهُ رَغْوَةٌ، فَجِئْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اشْرَبْ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اشْرَبْ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوِيَ، وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ، ضَحِكْتُ حَتَّىٰ أُلْقِيتُ إِلَىٰ

الْأَرْضِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا، وَفَعَلْتُ كَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي، فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا» قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ، مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ.

৫২০১। মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ও আমার দুই সঙ্গী, ভীষণ ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়েছিলাম। ফলে আমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো প্রায়। আমরা নিজেদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের নিকট (অতিথি হিসাবে) পেশ করলাম। কিন্তু তাদের কেউই আমাদের গ্রহণ করলো না। অতএব আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি আমাদেরকে নিজের বাড়ির দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনটি মেষ দেখতে পেলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা এগুলো দোহন করে আমাদের দুধ পরিবেশন কর। মিকদাদ (রা) বলেন, আমরা দুধ দোহন করলাম এবং আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ অংশ পান করলো। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ পৃথক করে রাখলাম। মিক্‌দাদ বলেন, তিনি রাতে আমাদের কাছে আসতেন এবং যথারীতি সালাম করতেন। তিনি এমনভাবে সালাম করতেন যেন ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে না উঠে এবং অজগ্রত ব্যক্তি তা শুনতে পায়। অতঃপর তিনি মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন। অতঃপর (তাঁর জন্য তুলে রাখা) দুধের কাছে এসে তা পান করতেন।

এক রাতে আমার কাছে শয়তান আসলো যখন আমি আমার দুধের অংশ পান করছিলাম। সে আমাকে বলল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের কাছে গেছেন। তারা তাঁর মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেছে এবং তিনি তা গ্রহণ করেছেন। অতএব তাঁর এই এক ফোঁটা দুধের প্রয়োজন নেই। অতএব আমি (মিকদাদ) তাঁর (জন্য রাখা) দুধটুকু পান করে নিলাম।

অবশেষে দুধ যখন আমার পেটের ভেতর ভালোভাবে ঢুকে গেলো এবং আমি বুঝে নিলাম যে, তা আর বের হবার কোনো পথ নেই, শয়তান আমার মনে অনুতাপ জাগিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার জন্য দুঃখ হয়, তুমি কি করলে, তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ পান করে ফেললে? কিছুক্ষণ পরেই তিনি এসে যখন তাঁর পানীয় পাবেন না, তোমাকে বদদোয়া করবেন। তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে তোমার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে।"

মিকদাদ (রা) বলেন, আমার গায়ে একখানা কম্বল জড়ানো ছিলো। যখন আমি তা পায়ের দিকে টানতাম, আমার মাথা বের হয়ে পড়তো। আর যখন তা মাথার দিকে টানতাম, পা বের হয়ে যেতো। সে রাতে আমি ঘুমাতেই পারলাম না। কিন্তু আমার সঙ্গীদ্বয় ঘুমিয়ে

থাকল। কারণ আমি যা করেছি তারা তা করেনি। মিকদাদ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং যথারীতি সালাম করলেন। অতঃপর মসজিদে এসে নামায পড়লেন। অতঃপর পানীয় দ্রব্যের কাছে আসলেন কিন্তু পান পাত্রের মুখ খুলে তাতে কিছুই পেলেন না। তিনি আসমানের দিকে মাথা উত্তোলন করলেন। তখন আমি মনে মনে ভাবলাম নিশ্চয়ই এখন তিনি আমার ওপর বদদু'আ করবেন এবং আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। তিনি বললেন : "হে আল্লাহ! যে আমাকে খাওয়ায়, তুমি তাকে খাওয়াও। আর যে আমাকে পান করায় তুমি তাকে পান করাও।" মিকদাদ বলেন, অতঃপর আমি কম্বলখানা খুব শক্ত করে আমার গায়ের সাথে বেঁধে নিলাম। ছুরিখানা হাতে নিয়ে মেষগুলোর দিকে রওয়ানা হলাম এবং তন্মধ্যে যেটা সবচেয়ে মোটা-তাজা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে যবেহ করার সংকল্প করলাম। কিন্তু সবগুলোই ছিল দুধের মেষ এবং সবগুলোর পালান দুধে ফুলে ছিল। সুতরাং আমি (তা যবেহ না করে) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের পানাহারের জন্য ব্যবহৃত একটি পাত্র তুলে নিলাম।

মিকদাদ বলেন, আমি সেই পাত্রের দুধ দোহন করলাম এবং দুধের ফেনা পাত্রের সেই পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। আমি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম, তিনি বললেন : তোমরা কি তোমাদের রাতের বেলার দুধ পান করেছো? মিকদাদ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পান করুন। সুতরাং তিনি তা পান করার পর আমাকে দিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আরো পান করুন। অতএব তিনি আবারও পান করে আমাকে দিলেন। যখন আমি বুঝতে পারলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব পরিতৃপ্ত হয়েছেন এবং এখন আমি তাঁর থেকে দু'আ পাওয়ার অধিকারী হয়েছি, আমি এমনভাবে হেসে দিলাম যে, আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। মিকদাদ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই কাণ্ড দেখে বললেন : হে মিকদাদ! এটা তোমার দুষ্টুমির এক দুষ্টামি। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই এই ছিল আমার কাণ্ড এবং আমি এই কাজ করেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এটা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর অনুগ্রহ ও বিরাট মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়। আচ্ছা, কেন তুমি আমাকে এই সুযোগ দিলে না, তাহলে আমরা আমাদের ঐ দুই সঙ্গীকেও ঘুম থেকে জাগিয়ে নিতাম এবং তারাও তাদের পানীয়ের অংশ পেয়ে যেতো। মিক্দাদ বলেন, আমি বললাম, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন! যখন আপনি ঐ দুধের অংশ পেয়েছেন আর আমিও আপনার সঙ্গে এর অংশ পেয়েছি, তখন অন্য লোকদের কেউ কিছু পেয়ে থাক বা না থাক, তার আমি কোন পরোয়াই করি না।

وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

৫২০২। সুলায়মান ইবনে মুগীরা থেকে এই সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ ابْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، جَمِيعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ- وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ، : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ-: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ - حَدَّثَ أَيْضًا - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟» فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ، مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ، بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ - أَوْ قَالَ - أَمْ هِبَةٌ؟» قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى، قَالَ: وَايْمُ اللهِ! مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا، أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، خَبَأَ لَهُ.

قَالَ: وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ، وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ، أَوْ كَمَا قَالَ.

৫২০৩। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা একশ' তিরিশজন লোক ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের কারো কাছে কোনো খাবার আছে কি? এক ব্যক্তির সাথে এক সা' অথবা অনুরূপ পরিমাণ খাদ্য (আটা) ছিল। রুটি তৈরী করার জন্যে তা খামির করা হলো। এ সময় দীর্ঘকায় অবিন্যস্ত চুল বিশিষ্ট এক মুশরিক ব্যক্তি এক পাল বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে আসলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন : বিক্রি করবে, না উপহার দেবে অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) দান করবে? সে বললো, না, আমি তা বিক্রি করবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট থেকে একটি বকরী কিনে নিলেন এবং সেটিকে যবেহ করে গোশত প্রস্তুত করা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কলিজা ভুনা করার নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ! এক শ' ত্রিশজনের মধ্যে কেউই এমন থাকলো না, যাকে তিনি কলিজার এক টুকরা দেননি। যে উপস্থিত ছিল, তিনি তাকে তখনই দিলেন আর অনুপস্থিতদের জন্যে পৃথক করে রাখলেন। তিনি গোশত দুই পাত্রে রাখলেন, আমরা সবাই খেলাম এবং পরিতৃপ্ত হলাম এরপরও দু'টি পাত্রে অতিরিক্ত গোশত থেকে গেলো। সেগুলোকে আমি উটের পিঠে উঠিয়ে নিলাম, অথবা অনুরূপ কথা বলেছেন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ ابْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ الْقَيْسِيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ -: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَرَّةً: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ، بِسَادِسٍ»، أَوْ كَمَا قَالَ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ، وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلَاثَةٍ، قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ: - وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّىٰ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّىٰ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّىٰ نَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَىٰ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ، أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ؟ قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّىٰ تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، وَقَالَ: يَا غُنْثَرُ! فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا، لَا هَنِيئًا، وَقَالَ: وَاللهِ! لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، قَالَ: وَايْمُ اللهِ! مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، قَالَ حَتَّىٰ شَبِعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَٰلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ! مَا هَٰذَا؟ قَالَتْ: لَا، وَقُرَّةِ عَيْنِي! لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَٰلِكَ بِثَلَاثِ مِرَارٍ، قَالَ: فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَىٰ الْأَجَلُ، فَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، قَالَ: إِلَّا أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ.

৫২০৪। আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফফার অধিবাসীগণ ছিলেন খুবই দরিদ্র। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

(তাঁর সাহাবাদের) বললেন : যার কাছে দু'জন লোকের খাদ্যের সংস্থান আছে সে যেন আসহাবে সুফফার মধ্য থেকে তিনজনকে নিয়ে যায় এবং যার কাছে চারজনের পরিমাণ খাবার আছে সে যেন পাঁচ অথবা ছয়জনকে নিয়ে যায় (এবং তাদের আহারের ব্যবস্থা করে)।

একদিন আবু বাক্‌র (রা) তিনজনকে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশজনকে (মেহমান হিসাবে) নিয়ে আসলেন। আবু বাক্‌র (রা) তিনজনসহ আসলেন। আবদুর রাহমান বলেন, এই তিনজন হচ্ছি আমি, আবু বাক্‌র, আমার পিতা এবং আমার মাও তাদের সাথে ছিলেন। আবু উসমান বলেন, আমার জানা নেই তিনি একথা বলেছেন কিনা : আমার স্ত্রী এবং খাদেমও ছিলো, যে আমার ও আবু বাক্‌র উভয়ের গৃহ কাজ করতো। আবদুর রাহমান বলেন, আবু বাক্‌র (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওখানেই রাতের খাবার গ্রহণ করলেন, এশার নামায পড়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে ফিরে আসলেন এবং তিনি ঘুম যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। এরপরে আল্লাহর ইচ্ছামত কিছু রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বাড়ি ফিরলেন। তার স্ত্রী তাকে বললেন, তোমার মেহমানদের থেকে কে তোমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলো? আবু বাক্‌র (রা) বললেন, তুমি কি তাদেরকে রাতের খাবার দাওনি? তিনি (স্ত্রী) বললেন, তুমি না আসা পর্যন্ত তারা খেতে রাজি হয়নি। খাদ্য তো তাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিলো। আবদুর রাহমান বলেন, আমি (তখন ভয়ে) আত্মগোপন করলাম, আবু বাক্‌র (রা) ভীষণ রাগান্বিত হয়ে আমাকে বললেন, হে নির্বোধ! তিনি ভালো-মন্দ অনেক কিছুই আমাকে বকলেন। অতঃপর মেহমানদের বললেন, আপনারা কোন দ্বিধা না করে খেয়ে নিন। তারপর বললেন, খোদার কসম, আমি এখন খাবো না।

আবদুর রাহমান বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা যখনই কোনো লোকমা (গ্রাস) উঠিয়ে নিচ্ছিলাম সঙ্গে সঙ্গে তার নীচে ঐ পরিমাণের চাইতে বেড়ে যাচ্ছিলো, ফলে সমস্ত মেহমানই পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে খেয়ে নিলেন। কিন্তু খাদ্য পূর্বাপেক্ষাও বেশী অবশিষ্ট থাকলো। আবু বাক্‌র খাদ্যের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তা পূর্বের মতো বা তার চাইতে অধিক রয়ে গেছে। তাই তিনি (বিস্ময়ের সাথে) স্ত্রীকে বললেন, হে বনী ফেরাসের বোন! একি কাণ্ড দেখছি! তিনি বললেন, আমার নয়ন শীতলকারীর শপথ! এগুলো নিঃসন্দেহে এখন পূর্বের চাইতে তিনগুণ অধিক। তখন আবু বাক্‌র (রা) ঐ খাদ্য থেকে খেলেন এবং বললেন, আমার পূর্বের ঐ কথা অর্থাৎ না খাওয়ার শপথ, শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছে। এরপরে তিনি আরো এক গ্রাস খাদ্য মুখে নিলেন এবং অবশিষ্ট খাদ্য যা ছিলো তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলেন এবং সকালেই তিনি সেখানে পৌঁছলেন। এদিকে আমাদের ও অন্য একটি গোত্রের মধ্যে একটি চুক্তি ছিলো এবং তার মেয়াদও শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং আমরা বারোজন লোককে আলাদা-আলাদা করে দিলাম। এদের প্রত্যেকের সাথে আবার কিছু সংখ্যক লোক ছিলো।

আল্লাহই ভালো জানেন প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে কতজন করে লোক ছিলো, তবে যাই হোক না কেন– তারা সবাই উক্ত খাদ্য গ্রহণ করলো।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ وَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ! افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمْ، قَالَ: فَأَبَوْا، فَقَالُوا: حَتَّىٰ يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلِنَا فَيَطْعَمَ مَعَنَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى، قَالَ: فَأَبَوْا، فَلَمَّا جَاءَ لَمْ يَبْدَأْ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَفَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ؟ قَالَ: قَالُوا: لَا، وَاللهِ! مَا فَرَغْنَا، قَالَ: أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ؟ قَالَ: وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ! قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ! أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ! إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلَّا جِئْتَ، قَالَ: فَجِئْتُ قَالَ فَقُلْتُ: وَاللهِ! مَا لِي ذَنْبٌ، هٰؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ، قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّىٰ تَجِيءَ، قَالَ: فَقَالَ: مَا لَكُمْ؟ أَلَّا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللهِ! لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَقَالُوا: فَوَاللهِ! لَا نَطْعَمُهُ حَتَّىٰ تَطْعَمَهُ، قَالَ: فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ، وَيْلَكُمْ! مَا لَكُمْ؟ أَلَّا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْأُولَىٰ فَمِنَ الشَّيْطَانِ، هَلُمُّوا قِرَاكُمْ، قَالَ: فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمَّىٰ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَرُّوا وَحَنِثْتُ، قَالَ: فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ».

قَالَ: وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ.

৫২০৫। আবদুর রাহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এখানে ক'জন মেহমান আসল। আমার পিতা (আবু বাক্‌র) চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী রাতের কিছু অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথাবার্তায় কাটাতেন। সে দিকে যাবার সময় তিনি আমাকে বললেন, হে আবদুর রাহমান, মেহমানদের আপ্যায়ন সেরে নেবে। আবদুর রাহমান বলেন, যখন রাত হলো আমি

মেহমানদের রাতের খাবার এনে সামনে হাযির করলাম। কিন্তু তারা গৃহস্বামী (অর্থাৎ আবু বাক্‌র) না আসা পর্যন্ত খানা খেতে রাজী হল না এবং বলল, গৃহস্বামী ফিরে এসে আমাদের সাথে খানায় শরীক না হওয়া পর্যন্ত আমরা খাব না। আবদুর রাহমান বলেন, আমি তাদের (মেহমানদের) বললাম, আবু বাক্‌র (রা) হলেন কঠোর মানুষ। কাজেই আপনারা যদি মেহমানদারী গ্রহণ না করেন, তাহলে আমার ভয় হচ্ছে তিনি আমাকে শাস্তি দেবেন। আবদুর রাহমান বলেন, আমার একথা বলার পরও তারা খেতে রাজী হল না। যখন আবু বাক্‌র (রা) আসলেন, তিনি অন্য কোনো কথা না বলে প্রথমেই মেহমানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি মেহমানদের খাওয়া দাওয়া করিয়েছ? পরিবারের লোকেরা জবাব দিল, না। আল্লাহর শপথ! আমরা তাদের খানাপিনা করিয়ে অবসর হতে পারিনি। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আমি কি আবদুর রাহমানকে নির্দেশ দিয়ে যাইনি? আবদুর রাহমান বলেন, তখন আমি তাঁর নিকট থেকে দূরে সরে গেলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন, হে আবদুর রাহমান! কিন্তু আমি আরো দূরে সরে থাকলাম। অতঃপর তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে নির্বোধ! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে আমার কাছে চলে আসো। আবদুর রাহমান বলেন, আমি তার সামনে এসে হাযির হলাম এবং বললাম, আল্লাহর শপথ! আপনার মেহমানদের ব্যাপারে আমার কোনো দোষ নেই। আমি তাদের সামনে খানা এনে হাযির করেছিলাম। কিন্তু তারা আপনার ফিরে না আসা পর্যন্ত খানা খেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আবদুর রাহমান বলেন, অতঃপর আবু বাক্‌র (রা) মেহমানদের বললেন, আপনারা কেন আমাদের আপ্যায়ন গ্রহণ করেননি? আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি আজ রাতে খানাই খাবো না। আবদুর রাহমান বলেন, তখন মেহমানরা বললো, আল্লাহর শপথ! আপনি আমাদের সাথে শরীক না হওয়া পর্যন্ত আমরাও খানা খাব না। আবদুর রাহমান বলেন, তখন আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আজকের রাত্রের ন্যায় মন্দ রাত আমি আর কখনো দেখতে পাইনি। তোমাদের জন্য দুঃখ হয়। কেন তোমরা আমাদের আপ্যায়ন গ্রহণ করলে না? আবদুর রাহমান বলেন, আবু বাক্‌র বললেন, আমার পূর্বের ঐ শপথটি আসলে শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়ে গেছে। তোমরা এবার মেহমনাদারী গ্রহণ করো। আবদুর রাহমান বলেন, খাবার উপস্থিত করা হলো। তিনি বিসমিল্লাহ বলে আহার গ্রহণ করলেন মেহমানরাও খেলো। আবদুর রাহমান বলেন, যখন ভোর হল আবু বাক্‌র (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মেহমানদের শপথ পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু আমি আমার শপথ ভেঙ্গে ফেলেছি।

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি রাতের ঘটনা তাঁকে খুলে বললেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বরং তোমার শপথই অধিক সত্যে পরিণত হয়েছে এবং তুমি তাদের চেয়ে অধিক উত্তম। রাবী বলেন, আবু বাক্‌র (রা) তাঁর কসমের কাফফরা আদায় করেছেন কিনা তা আমি জানতে পারিনি।

অনুচ্ছেদ : ৩১

সামান্য পরিমাণ খাদ্য পরস্পর শরীক হয়ে খাওয়ার ফযীলত এবং দু'জনের খাদ্য তিনজনের জন্যে যথেষ্ট, ইত্যাদি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ».

৫২০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'জনের পরিমাণ খাবার তিনজনের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনজনের পরিমাণ খাবার চারজনের জন্যে যথেষ্ট।

حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ».

وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَٰقَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَمْ يَذْكُرْ: سَمِعْتُ.

৫২০৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : একজনের পরিমাণ খাদ্য দু'জনের জন্য যথেষ্ট, দু'জনের পরিমাণ খাদ্য তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের পরিমাণ খাদ্য আটজনের জন্য যথেষ্ট।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

৫২০৮। জাবির (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... ইবনে জুরাইজ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ

جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ».

৫২০৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একজনের পরিমাণ খাদ্য দু'জনের জন্য যথেষ্ট এবং দু'জনের পরিমাণ খাদ্য চারজনের জন্য যথেষ্ট।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي الرَّجُلَيْنِ، وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً».

৫২১০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক ব্যক্তির খাদ্য দু'ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট, দু'জনের খাদ্য চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাদ্য আটজনের জন্য যথেষ্ট।

অনুচ্ছেদ : ৩২

ঈমানদার ব্যক্তি এক পাকস্থলীতে খায় আর কাফির খায় সাত পাকস্থলীতে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَ هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ».

৫২১১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কাফির সাত পাকস্থলী পূর্ণ করে আর মু'মিন ব্যক্তি এক পাকস্থলীতে খায়।

টীকা : এ হাদীসের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, যেমন : খাদ্যের প্রতি মু'মিনের লোভ কম হয়। অল্পে তুষ্ট হয়। কিন্তু কাফির মনে করে যে, ভোগ-বিলাসই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য অথবা, সাত উদর অর্থে অধিক লোভ-লালসাকে বুঝানো হয়েছে। তা বিভিন্ন অঙ্গ থেকে প্রকাশ ঘটে। যেমন, খাদ্যের প্রতি চোখের লোলুপ দৃষ্টি, নাকের সুঘ্রাণ নেয়া, হাতের ধরার প্রতি আগ্রহ, জিহ্বার-আস্বাদ গ্রহণ ইত্যাদি অঙ্গের পরিতৃপ্তিসমহূকে সাত উদর বলা হয়েছে। কিন্তু মু'মিন বাঁচার জন্যেই খায় আর কাফির খাওয়ার জন্যেই বাঁচে।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا

عُبَيْدُ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৫২১২। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا، فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، قَالَ: فَقَالَ: لَا يُدْخَلَنَّ هٰذَا عَلَيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

৫২১৩। নাফে' বলেন, একদা ইবনে উমার (রা) এক মিসকীনকে দেখতে পেলেন। তিনি তার সামনে খাবার দিলেন এবং আবার দিলেন। সে অনেক খাবার খেয়ে ফেলল। নাফে' বলেন, ইবনে উমার (রা) বললেন, এ লোকটি যেন আমার কাছে আর না আসে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কাফির সাত উদর পূর্তি করে খায়।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

৫২১৪। জাবির ও ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মু'মিন এক উদরে খায় এবং কাফির সাত উদরে খায়।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ: ابْنَ عُمَرَ.

৫২১৫। জাবির (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে বর্ণনাকারী হিসেবে ইবনে উমারের (রা) নাম উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ

جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

৫২১৬। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মু'মিন ব্যক্তি এক উদরে খায় আর কাফির ব্যক্তি সাত উদরে খায়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ [بْنُ سَعِيدٍ]: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

৫২১৭। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ عِيسَىٰ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ، وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ [لَهُ] رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَىٰ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَىٰ فَشَرِبَهُ، حَتَّىٰ شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَىٰ فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

৫২১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান হল। সে ছিলো কাফির। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য একটি বকরী দোহন করে আনার নির্দেশ দিলেন। তা দোহন করে আনা হল এবং সে সব দুধ পান করে ফেলল। তিনি আরেকটি দোহন করার নির্দেশ করলেন এবং দোহন করে আনা হলে এর দুধও সে পান করে ফেললো। তিনি আরেকটি বকরী দোহন করে আনার নির্দেশ দিলেন। তা দোহন করে আনা হলে সে তাও পান করে ফেলল। এভাবে সে সাতটি বকরীর দুধ পান করে ফেলল। যখন ভোর হলো সে মুসলমান হলে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যে একটি বকরী দোহন করার নির্দেশ দিলেন। (তা দোহন করে আনা হলে) সে তা পান করে নিল। তিনি আরেকটি বকরী দোহন করে আনার নির্দেশ দিলেন। লোকটি দ্বিতীয় বকরীর দুধ শেষ করতে পারল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : মু'মিন এক উদরে পান করে আর কাফির পান করে সাত উদরে।

অনুচ্ছেদ : ৩৩

কোনো খাবারের দোষ বের করা উচিত নয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَىٰ شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

৫২১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো খাবারের জিনিসকে খারাপ বলেননি। তাঁর নীতি ছিলো কোনো খাবার জিনিস পছন্দ হলে তা তিনি খেয়ে নিতেন আর অপছন্দ হলে তা পরিত্যাগ করতেন।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫২২০। আনাস থেকে উক্ত সিলসিলায় উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৫২২১। আ'মাশ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَحْيَىٰ مَوْلَىٰ آلِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَابَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ.

৫২২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো কোনো খাবার জিনিসকে খারাপ বলতে দেখিনি। তাঁর নীতি ছিল, কোন খাবার পছন্দ হলে তিনি খেতেন, আর খাবার আগ্রহ না হলে তিনি তা খেতেন না।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

৫২২৩। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আটত্রিশতম অধ্যায়

كتاب اللباس والزينة

কিতাবুল লিবাস ওয়াল যীনাত (পোশাক, অলংকার ও সাজসজ্জা)

অনুচ্ছেদ : ১

পানাহার ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা পুরুষ-স্ত্রী সবার জন্যই হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

৫২২৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি সোনার পাত্রে পান করে সে নিজের পেটের মধ্যে গলগল করে দোযখের আগুন নিক্ষেপ করে।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛

ح: وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ؛ **ح**: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ؛ **ح**: وَحَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ] بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ **ح**: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ **ح**: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ؛ **ح**: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّرَّاجِ كُلُّ هَٰؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: «أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ» وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ

مِنْهُمْ ذِكْرُ الْأَكْلِ وَالذَّهَبِ، إِلَّا فِي حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ.

৫২২৫। এ সূত্রেও রাবীগণ সবাই ওপরে নাফে'র সূত্রে মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস নাফে'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে উবায়দুল্লাহর সূত্রে আলী ইবনে মুসহির বর্ণিত হাদীসে : "যে ব্যক্তি সোনা এবং রূপার পাত্রে পানাহার করে"– এ কথার উল্লেখ আছে। এ ছাড়া তাদের আর কারো বর্ণনায় 'খাওয়া' এবং 'সোনা' শব্দের উল্লেখ নেই। কেবল ইবনে মুসহিরের বর্ণনায়ই তা উল্লেখ আছে।

وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيْدَ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِن جَهَنَّمَ».

৫২২৬। উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সোনা অথবা রূপার পাত্রে পান করে সে তার পেটে গলগল করে জাহান্নামের আগুন ঢালে।

অনুচ্ছেদ : ২

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা হারাম। পুরুষের জন্য সোনার আংটি ও রেশমী পোশাক পরিধান করা হারাম কিন্তু স্ত্রীলোকের জন্য জায়েয।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ، أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ.

৫২২৭। মু'আবিয়া ইবনে সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআ ইবনে আযিবের (রা) কাছে গেলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস সম্পর্কে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন– (১) রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যেতে; (২) জানাযার অনুসরণ করতে; (৩) হাঁচির জবাব দিতে; (৪) প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে; (৫) মযলুমের (অত্যাচারিত) সাহায্য করতে; (৬) দাওয়াত কবুল করতে এবং (৭) সালামের ব্যাপক প্রচলন করতে। আর তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন– (১) সোনার আংটি পরিধান করতে; (২) রূপার পাত্রে পানাহার করতে; (৩) রেশমী গদীতে বসতে; (৪) কাসমী কাপড় পরিধান করতে; (৫) রেশমী কাপড় পরিধান করতে; (৬) ইসতাবরাক এবং (৭) জরিদার রেশমী কাপড় পরিধান করতে।

টীকা : اَلْمَيَاثِرُ - مِيْثَرَةٌ এর বহুবচন, রেশমী বস্ত্রে তৈরী সওয়ারীর গদীর আবরণ বিশেষ।

اَلْقَاضِيْ- তৎকালীন মিসরের অন্তর্গত সমুদ্র তীরবর্তী 'কায্' নামক স্থানে প্রস্তুত রেশমী বস্ত্র বিশেষ।

اَلإِسْتَبْرَاق- মোটা রেশমী বস্ত্র বিশেষ।

اَلدِّيْبَاج- হাল্কা রেশমী বস্ত্র বিশেষ।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، إِلَّا قَوْلَهُ: وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَٰذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ: وَإِنْشَادِ الضَّالِّ.

৫২২৮। আবু 'আওয়ানা আশ'আস ইবনে সুলাইম থেকে উল্লিখিত সূত্রে (পূর্বের হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি "প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার" কথা উল্লেখ করেননি। তদস্থলে "হারানো জিনিসের অনুসন্ধানের" কথাটুকু উল্লেখ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وَقَالَ: إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ.

৫২২৯। আশ'আস ইবনে আবু শা'সা থেকে উল্লিখিত সূত্রে যুহাইর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। শাইবানী নিশ্চিত করেই বলেছেন, উল্লিখিত স্থানে اِبْرَارُ الْمُقْسِم শব্দই হবে। তার হাদীসে আরো উল্লেখ আছে– তিনি (নবী সা.) রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রূপার পাত্রে পানাহার করবে আখিরাতে সে তাতে পানাহার করতে পারবে না।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِإِسْنَادِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ جَرِيرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ.

৫২৩০। আশ্‌'আস ইবনে আবু শা'সা থেকে তাদের (উপরোল্লিখিত হাদীসের) সনদ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে ইদরিছ তার বর্ণনায় জারীর ও ইবনে মুসহির-এর অতিরিক্ত বর্ণনার উল্লেখ করেননি।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنِي بَهْزٌ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْنَىٰ حَدِيثِهِمْ، إِلَّا قَوْلَهُ: وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا: وَرَدِّ السَّلَامِ، وَقَالَ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ.

৫২৩১। আশ্‌'আস ইবনে সুলাইম থেকে তাদের (উপরোল্লিখিত হাদীসের) অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু শু'বা তার বর্ণনায় "সালামের প্রসারের" পরিবর্তে "সালামের জবাবের" কথা উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণনায় আরো আছে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِإِسْنَادِهِمْ، وَقَالَ: وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ.

৫২৩২। আশ্‌'আস ইবনে আবু শা'সা (রা) থেকে এই সনদে উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। সুফিয়ান নিশ্চিত করেই বলেছেন যে, উল্লিখিত স্থানে 'সালামের প্রসার' এবং 'সোনার আংটিই' হবে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ؛ [أَنَّهُ] سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَىٰ حُذَيْفَةُ، فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ

اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৫২৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে 'উকাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাদায়েনে হুযাইফার (রা) সাথে ছিলাম। তিনি পানি চাইলেন। এক গ্রামীণ লোক রূপার পাত্রে পানি নিয়ে আসল। তিনি তা পাত্রসহ ফেলে দিলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি যে, আমি তাকে বলেছিলাম– এ পাত্রে পানি এনো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সোনা-রূপার পাত্রে পান করো না এবং রেশমী কাপড় পরিধান করো না। কেননা তা কাফিরদের জন্য দুনিয়াতে এবং তোমাদের জন্য আখিরাতে কিয়ামতের দিনে।

টীকা : 'মাদায়েন' বাগদাদের নিকটবর্তী একটা বড় শহর। বাদশাহ্ নওশের ওয়াল এর গোড়াপত্তন করেছিল। আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী বলেন– 'মাদায়েন' দজ্‌লা নদীর তীরবর্তী একটা বড় শহর। 'বাগদাদ' এবং 'মাদায়েনের' মধ্যে দূরত্ব হ'ল ১৪ মাইল। এ শহরই পারস্যের রাজা-বাদশাহদের বসবাসের স্থান ছিল। হযরত 'উমারের (রা) শাসনামলে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্‌কাসের (রা) হাতে এ শহর বিজিত হয়।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَقُول: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৫২৩৪। আবু ফারওয়া জুহানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে 'উকাইমকে বলতে শুনেছি : আমরা হুযাইফার (রা) সাথে মাদায়েনে ছিলাম। তিনি পূর্বের হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এখানে 'কিয়ামতের দিনের' কথা উল্লেখ করেননি।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوَّلًا عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ؛ سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ عَنْ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْمٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَىٰ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلْ «يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৫২৩৫। আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উকাইম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযাইফার (রা) সাথে মাদায়েনে ছিলাম। তিনি পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'কিয়ামতের দিনের' কথা বলেননি।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَىٰ بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَذَكَرَ بِمَعْنَىٰ حَدِيْثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ.

৫২৩৬। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযাইফার (রা) সাথে মাদায়েনে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পানি চাইলেন। এক ব্যক্তি রূপার পাত্রে পানি নিয়ে আসল। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ হুযাইফা (রা) থেকে ইবনে 'উকাইম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح:
وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ] بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَإِسْنَادِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ، غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ، إِنَّمَا قَالُوا: إِنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَىٰ.

৫২৩৭। শু'বা থেকে মু'য়ায কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু মু'য়ায ব্যতীত আর কেউ "আমি হুযাইফার (রা) সাথে উপস্থিত ছিলাম" একথা উল্লেখ করেননি, শুধু এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, হুযাইফা (রা) পানি চাইলেন।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا.

৫২৩৮। হুযাইফা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي:
حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: اسْتَسْقَىٰ حُذَيْفَةُ، فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ؛ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا

فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا».

৫২৩৯। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইফা (রা) পানি চাইলেন। এক অগ্নিপূজক রূপার পাত্রে তার জন্য পানি নিয়ে আসলো। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা রেশমী পোশাক পরিধান করো না এবং সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করো না। কেননা, দুনিয়াতে এগুলো কাফিরদের জন্য।

টীকা : বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী তাঁর "উমদাতুল কারী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বর্ণিত হাদীসের ওপর ভিত্তি করেই রেশমী পোশাক এবং সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা হারাম। প্রখ্যাত চারজন ফিকহবিদ এবং অধিকাংশ মুতাকাদ্দিমীনেরও এই অভিমত।

* মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নববী মুসলিম শরীফের ২য় খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন– বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের ওপর ভিত্তি করেই পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক হারাম করা হয়েছে। আর এর ওপর উলামাদের ইজ্‌মা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

* বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা কুসতলানী বলেন, আত্মগৌরব, অহঙ্কার এবং সৌন্দর্যের প্রতীক হওয়ার কারণে পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা হারাম, যা তাদের পদমর্যাদার পরিপন্থী।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَىٰ حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ اشْتَرَيْتَ هَٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا [لِلنَّاسِ] يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ» ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَىٰ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا» فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا، بِمَكَّةَ.

৫২৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের দরজায় (বিক্রয়ের জন্য) একজোড়া রেশমী কাপড় দেখতে পেয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি এটা কিনে নিতেন আর জুমার দিন এবং বিদেশী প্রতিনিধিদল যখন আপনার কাছে আসে তখন পরিধান করতেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ-তো সেই ব্যক্তিই পরিধান করবে, যে আখিরাতে কিছুই পাবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কয়েক জোড়া কাপড় আসল। তিনি তা থেকে একজোড়া কাপড় উমারকে (রা) দিলেন। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এটা পরাচ্ছেন অথচ উতারিদের রেশমী কাপড় জোড়া সম্পর্কে তো এরূপ বলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তোমাকে পরিধান করার জন্য দেইনি। অতএব, উমার (রা) মক্কায়

অবস্থানরত তার পৌত্তলিক ভাইকে তা দিয়ে দিলেন।

টীকা : ইবনে যুবাইর (রা) বলেন, পুরুষ-স্ত্রীলোক উভয়ের জন্যই রেশমী পোশাক পরিধান করা হারাম। অতঃপর এর ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, পুরুষের জন্য তা হারাম কিন্তু স্ত্রীলোকের জায়েয। কাযী 'আয়াযও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

৫২৪১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... এ সূত্রেও মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَىٰ عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ، وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ إِلَىٰ عُمَرَ بِحُلَّةٍ، وَبَعَثَ إِلَىٰ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ، وَأَعْطَىٰ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً، وَقَالَ: «شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ» قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهٰذِهِ، وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلٰكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا» وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَظَرًا، عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ؟ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلٰكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا [إِلَيْكَ] لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ».

৫২৪২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) উতারিদ আল তামীমিকে বাজারে রেশমী কাপড় বিক্রয় করতে দেখলেন। সে বাদশাহদের কাছেও যেত এবং তাদের থেকে উচ্চমূল্য আদায় করত। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উতারিদকে বাজারে রেশমী কাপড় বিক্রয়ের জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে এসেছি। আপনি যদি তা কিনে নিতেন এবং আরব প্রতিনিধিদল যখন আপনার কাছে আসে, তখন পরিধান করতেন, তাহলে ভাল হত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি জুমার দিন পরিধান করার কথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উমারকে (রা) বলেন, দুনিয়াতে রেশমী কাপড় কেবল সেই ব্যক্তি পরিধান করবে, যে আখিরাতে কিছুই পাবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কয়েক জোড়া রেশমী কাপড় আসল। তিনি একজোড়া উমারের (রা) জন্য, একজোড়া উসামার (রা), জন্য আর একজোড়া আলীর (রা) জন্য পাঠান এবং বলে দেন : এটা ছিঁড়ে মহিলাদের জন্য ওড়না বানিয়ে নাও। বর্ণনাকারী বলেন, উমার (রা) কাপড় জোড়া নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো এ জোড়া আমার কাছে পাঠিয়েছেন অথচ গতকাল তো উতারিদের জোড়া সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি এগুলো তোমাদের নিজেদের পরিধানের জন্য পাঠাইনি বরং এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলাম যে, তোমরা এ দ্বারা উপকৃত হবে। আর উসামা (রা) তা পরিধান করে তাঁর কাছে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকান যাতে তিনি বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কাজে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। অতএব তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার দিকে কি দেখছেন? আপনিই তো আমার জন্য এটা পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তোমার নিজের পরিধানের জন্য পাঠাইনি বরং এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি যে তা ছিঁড়ে মহিলাদের জন্য ওড়না বানিয়ে দেবে।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَىٰ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ابْتَعْ هَـٰذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَفْدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا هَـٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» قَالَ: فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّىٰ أَتَىٰ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْتَ: «إِنَّمَا هَـٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ

لَا خَلَاقَ لَهُ»، أَوْ قُلْتَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَٰذِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ».

৫২৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, উমার (রা) বাজারে একজোড়া রেশমী কাপড় বিক্রয়ের জন্য দেখতে পান, তিনি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিনে নিন এবং ঈদ ও প্রতিনিধিদলের আগমনের দিন পরিধান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : এ পোশাক তো তাদের, পরকালে যাদের কোন অংশ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর উমার (রা) আল্লাহ যতক্ষণ চাইলেন অপেক্ষা করতে থাকলেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা রেশমী জুব্বা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। উমার (রা) তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো বলেছিলেন, এ পোশাক তাদের জন্য যাদের পরকালে কোন অংশ নেই অথবা যার পরকালে কোন অংশ নেই সেই পরিধান করবে। আবার আমার কাছে কেন পাঠালেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : তুমি এটাকে বিক্রী করে ফেল এবং এর মূল্য নিজের কাজে লাগাও।

وَحَدَّثَنَا هَٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫২৪৪। ইবনে শিহাব থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (পূর্ববর্তী হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَىٰ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: لَوِ اشْتَرَيْتَهُ فَقَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَٰذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» فَأُهْدِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ، قَالَ: قُلْتُ: أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَيَّ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: «إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا».

৫২৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) উতারিদ্ গোত্রের এক ব্যক্তিকে রেশমী ক'বা (লম্বা পোশাক বিশেষ) পরিধান করতে দেখতে পান। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আপনি যদি এটা কিনে নিতেন, তাহলে ভালই হত। তিনি ইরশাদ করেন : এ পোশাক তো তারা পরিধান করে যাদের

পরকালে কোন অংশ নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজোড়া রেশমী কাপড় উপহার হিসেবে আসল। তিনি তা আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। আমি আরজ করলাম, এ জোড়া আপনি আমার কাছে পাঠিয়েছেন অথচ এ সম্পর্কে আপনি যা কিছু বলেছেন তা আমি শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : আমি এ জন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি বিক্রী করে এর মূল্য থেকে উপকৃত হবে।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ [ابْنَ الْخَطَّابِ] رَأَىٰ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا، وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا».

৫২৪৬। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) উতারিদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে দেখলেন।... ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

বর্ণনাকারী রাওহা তার বর্ণনায় আরো উল্লেখ করেছেন, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,) আমি তোমার কাছে তা এ জন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি এ থেকে উপকৃত হবে। পরিধানের জন্য আমি তোমাকে পাঠাইনি।

حَدَّثَنِي [مُحَمَّدُ] بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: قَالَ لِي سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ فِي الْإِسْتَبْرَقِ؟، قَالَ: قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَىٰ عُمَرُ عَلَىٰ رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، فَأَتَىٰ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا».

৫২৪৭। ইয়াহইয়া ইবনে আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ আমার কাছে "ইসতাবরাক্" সম্পর্কে জানতে চান। আমি বললাম, তা "দিবাজ"-এর ভারী এবং শক্ত। সালেম বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে (রা) বর্ণনা করতে শুনেছি, উমার (রা) এক ব্যক্তির কাছে ইসতাবরাকের একজোড়া কাপড় দেখতে পান। তিনি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসেন। বর্ণনাকারী (ইয়াহইয়া ইবনে আবু ইসহাক) পূর্বের হাদীসসমূহের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করেন : আমি এ কাপড় তোমার কাছে এ জন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি এর বিনিময়ে অন্যকিছু লাভ করবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَىٰ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثًا: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ، فَهَٰذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ، فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ.

فَرَجَعْتُ إِلَىٰ أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ: هَٰذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ، لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: هَٰذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّىٰ قُبِضَتْ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ لِنَسْتَشْفِيَ بِهَا.

৫২৪৮। আসমা বিনতে আবু বাক্‌রের মুক্ত দাস এবং 'আতার শালা আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা (রা) আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) কাছে এই বলে পাঠান– জানতে পারলাম যে, আপনি তিনটা জিনিসকে হারাম মনে করেন : (১) কাপড়ে রেশমী কারুকার্য করা; (২) লাল গদী এবং (৩) সম্পূর্ণ রজব মাস রোযা রাখা। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আমাকে বলেন, তুমি রজব মাসের রোযা সম্পর্কে যা বলেছ তা ঐ ব্যক্তির পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে, যে আইয়াম-ই-তাশরীক্ (শওয়াল মাসের প্রথম তারিখ এবং জিলহজ্ব মাসের দশ, এগার, বারো এবং তের তারিখে) ছাড়া সব সময়ই রোযা রাখেন! কাপড়ে রেশমী কারুকার্য সম্পর্কে যা বলেছ সে সম্পর্কে আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) বর্ণনা করতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি : "রেশমী পোশাক কেবল তারাই পরিধান করে যাদের পরকালে কোন অংশ নেই।" আমি আশঙ্কা করছি যে, রেশমী কারুকার্যও এর আওতাভুক্ত। আর লাল গদী সম্পর্কে আর কি বলব? আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) নিজের গদীই ছিল লাল। আমি আসমার কাছে প্রত্যাবর্তন করে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুব্বা এই এখনো আছে। অতঃপর তিনি একটা তেয়ালিসী কাসরিওয়ানী জুব্বা বের

করেন যার কলার এবং আঁচল দিবাজ্ (হালকা রেশমের) ছিল। আসমা (রা) বলেন, আয়েশা সিদ্দীকার (রা) ইন্তেকাল পর্যন্ত এ জুব্বা তাঁর কাছেই ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর আমি তা নিয়ে আসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জুব্বা পরিধান করতেন। এখন্ আমরা রোগ মুক্তির জন্য তা ধুইয়ে এর পানি রোগীদের পান করাই।

টীকা : আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) নিজেই আইয়ামে তাশরীক্ ছাড়া বারো মাসই রোযা রাখতেন। এমতাবস্থায় কিরূপে তিনি রজবের রোযা হারাম বলতে পারেন?

* কাপড়ে রেশমী কারুকার্য সম্পর্কে তাঁর এ অভিমত ছিল সম্পূর্ণ তাকওয়া ও সাবধানতা অবলম্বনের ভিত্তিতে।

* লাল গদী কখনো রেশমের হয়ে থাকে এবং কখনো উলের, উলের হলে তা কোনক্রমেই হারাম নয়। ইবনে উমারের (রা) গদী ছিল উলের।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ، أَبِي ذُبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ».

৫২৪৯। খলীফা ইবনে কা'ব আবু যুবয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে খুতবার সময় বলতে শুনেছি : সাবধান! তোমাদের স্ত্রীলোকদের রেশমী পোশাক পরিধান করাবে না। কেননা, আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) বলতে শুনেছি– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমরা রেশমী পোশাক পরিধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করবে সে আখিরাতে তা পরিধান করতে পারবে না।

টীকা : ইবনে জুবাইর (রা) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এটা তাঁর ব্যক্তিগত মত। স্ত্রীলোকদের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা জায়েয হওয়ার ওপর উলামাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর সমর্থনে হাদীসও রয়েছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ، قَالَ إِلَّا هٰكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَىٰ وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا، قَالَ زُهَيْرٌ: قَالَ عَاصِمٌ: هُوَ فِي الْكِتَابِ [قَالَ]: وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ.

৫২৫০। আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন আযারবাইজানে অবস্থান করছিলাম তখন আমাদের সেনাপতি উতবা ইবনে ফরকাদের কাছে উমার (রা) এক চিঠি লেখেন, "হে উতবা ইবনে ফরকাদ! যে সম্পদ তোমার কাছে আছে তা না তোমার প্রচেষ্টায় হাসিল হয়েছে, আর না তোমার পিতা-মাতার প্রচেষ্টায় (বরং এ সম্পদ মুসলমানদের)। অতএব যে সম্পদ তুমি নিজ বাসস্থানে উপভোগ করছ, মুসলমানদের বাসস্থানেও তা পর্যাপ্ত পরিমাণে পৌঁছে দাও। বিলাসবহুল জীবন, মুশরিকদের পোশাক এবং রেশমী পোশাক পরিধান করা থেকে সাবধান হও। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। এতটুকুই যথেষ্ট। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলি উঠান এবং উভয় অঙ্গুলী একত্রিত করেন। বর্ণনাকারী জুহাইর বলেন, আসেম বলেছেন, এভাবেই চিঠি লেখা ছিল। জুহাইর হাদীস বর্ণনাকালে উভয় অঙ্গুলি উঠিয়েছিলেন।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كِلاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَرِيرِ، بِمِثْلِهِ.

৫২৫১। আসেম থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে রেশমী পোশাক সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (উপরের হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ [وَهُوَ عُثْمَانُ] وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، كِلاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحٰقَ -: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هٰكَذَا» قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ، فَرُئِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ.

৫২৫২। আবু উসমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উতবা ইবনে ফরকাদের সাথে ছিলাম। ইত্যবসরে উমারের (রা) চিঠি আসল। (চিঠিতে লেখা ছিল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তির আখিরাতে কোন কিছু নেই এরূপ লোক ছাড়া কেউ রেশমী পোশাক পরিধান করে না কিন্তু এতটুকু পরিমাণ পরিধান করতে পারে। আবু উসমান বলেন, দুই আঙ্গুল পরিমাণ যা বুড়ো আঙ্গুলের সংলগ্ন, আমি তায়ালিসা চাদরের পাড় দেখেছি, তা দুই আঙ্গুল পরিমাণ চেপ্টা ছিল।

টীকা : তায়ালিসা : তৎকালীন পারস্যে উৎপাদিত এক প্রকার কালো চাদর।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ. قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

৫২৫৩। এ সূত্রে আবু উসমান থেকে জরীর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، أَوْ بِالشَّامِ: أَمَّا بَعْدُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هٰكَذَا، إِصْبَعَيْنِ.

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَمَا عَتَّمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ.

৫২৫৪। কা'তাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু উসমান নাহাদীকে বর্ণনা করতে শুনেছি, আমরা যখন উতবা ইবনে ফরকাদের সাথে আযারবাইজান অথবা শামে (সিরিয়া) অবস্থান করছিলাম তখন উমারের (রা) চিঠি এসে পৌঁছল। (চিঠিতে লেখা ছিল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে দুই অঙ্গুলি পরিমাণ পরিধান করতে কোনরূপ দোষ নেই। আবু উসমান বলেন, আমাদের আর বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে, এ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কারুকার্য বুঝাতে চেয়েছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي عُثْمَانَ

৫২৫৫। কাতাদা থেকে উল্লিখিত সূত্রে (পূর্বের হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে আবু উসমানের উক্তির উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: نَهَىٰ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ.

৫২৫৬। সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ (রা) বর্ণনা করেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) 'জাবীয়াহ' নামক স্থানে এক ভাষণে বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু দুই, তিন কিংবা চার অঙ্গুলি পরিমাণ হলে তাতে কোন দোষ নেই।

টীকা : বর্ণিত হাদীসের ওপর ভিত্তি করেই হানাফী ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ এবং অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কোন কাপড়ের সাথে যদি রেশম চার আঙ্গুল কিংবা এর চেয়ে কম হয়, তাহলে এতে কোন দোষ নেই।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫২৫৭। কাতাদা থেকে উল্লিখিত সূত্রে (পূর্বের হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَنْزِعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ [لَهُ]: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ» عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ، فَمَا لِي؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ تَبِيعُهُ» فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ.

৫২৫৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাবা পরিধান করেন, যা তাঁকে উপহার দেয়া হয়েছিল। অতঃপর সাথে সাথেই তিনি তা খুলে ফেলেন এবং উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) কাছে পাঠিয়ে দেন। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো সাথে সাথেই এটা খুলে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : জিবরাঈল (আ) আমাকে তা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। উমার (রা) কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হন এবং আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে জিনিস আপনি অপছন্দ করছেন তা আমাকে দিয়েছেন? এখন আমার কি অবস্থা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : আমি তোমাকে তা পরিধান করতে দেইনি বরং বিক্রী করতে দিয়েছি। অতএব, উমার (রা) তা দু'হাজার দিরহামে বিক্রী করেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، فَقَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ».

৫২৫৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপহার হিসাবে এক জোড়া রেশমী চাদর আসল। তিনি তা আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। আমি তা পরিধান করলাম। এতে তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি এটা তোমার কাছে পরিধানের জন্য পাঠাইনি বরং এ জন্য পাঠিয়েছি যে, তা ছিঁড়ে স্ত্রীলোকদের ওড়না বানিয়ে দেবে।

وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَأَمَرَنِي.

৫২৬০। আবু 'আওন থেকে উল্লিখিত সূত্রে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মুয়াযের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমি আমার স্ত্রীদের তা বণ্টন করে দিয়েছি। আর মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফরের বর্ণনায় আছে, আমি আমার স্ত্রীদের তা বণ্টন করে দিয়েছি। কিন্তু এই বর্ণনায় নির্দেশ প্রাপ্তির কথা উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَىٰ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا، فَقَالَ: «شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ».

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ: بَيْنَ النِّسْوَةِ.

৫২৬১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। দুমার উকাইদির নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটা রেশমী কাপড় উপহার পাঠান। তিনি তা আলীকে (রা) দেন

এবং ইরশাদ করেন: এটা ছিঁড়ে তিন ফাতিমার ওড়না বানিয়ে দাও। আবু বাক্‌র এবং আবু কুরাইবের বর্ণনায় স্ত্রীলোকদের কথা উল্লেখ আছে।

টীকা : আযহারী, হারুবী এবং জমহুর উলামা বলেন যে, তিন ফাতিমা দ্বারা উদ্দেশ্য হল– (১) ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; (২) আলীর (রা) মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ এবং (৩) ফাতিমা বিনতে হামযা (রা)।

দুমাহ– মদীনা থেকে তের মাইল দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত একটা শহর। সেখানকার বাদশাহকে 'উকাইদির' বলা হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

৫২৬২। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক জোড়া রেশমী কাপড় প্রদান করেন। আমি তা পরিধান করে বের হলাম। এতে তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। তখনই আমি তা ছিঁড়ে আমার স্ত্রীদেরকে বণ্টন করে দিলাম।

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا».

৫২৬৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমারের (রা) জন্য একটা সুনদুসের (সিলক) জুব্বা পাঠান। উমার (রা) বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) আপনি এটা আমার জন্য পাঠিয়েছেন অথচ এ সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন তা আমার জানা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : আমি তোমার পরিধানের জন্য তা পাঠাইনি। বরং এ জন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি এর মূল্য দ্বারা উপকৃত হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ».

৫২৬৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করবে, আখিরাতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحٰقَ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ».

৫২৬৫। আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করবে, আখিরাতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّىٰ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي هٰذَا لِلْمُتَّقِينَ».

৫২৬৬। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপহার স্বরূপ একটা রেশমী জুব্বা আসল। তিনি তা পরিধান করে নামায পড়লেন। অতঃপর অবজ্ঞায় সাথে তা খুব জোরে খুলে ফেললেন। তিনি বললেন : এটা মুত্তাকীনদের উপযোগী নয়।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

৫২৬৭। ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ) হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৩

পুরুষের জন্য চর্মরোগ ইত্যাদির কারণে রেশমী পোশাক পরিধান করা জায়েয।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ

الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ، فِي السَّفَرِ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا.

৫২৬৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) এবং যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে (রা) চর্মরোগ অথবা অন্য কোন রোগের কারণে সফরে রেশমী পোশাক পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فِي السَّفَرِ.

৫২৬৯। সাঈদ ইবনে আবু আরুবা থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (পূর্বের হাদীসের অনুরূপ) বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে বিশর তাঁর বর্ণনায় "সফরের কথা" উল্লেখ করেননি।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ، لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

৫২৭০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফকে (রা) চর্মরোগের কারণে রেশমী পোশাক পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন অথবা অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫২৭১। শো'বা থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (পূর্ববর্তী হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا

هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ؛ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ ابْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ، فِي غَزَاةٍ لَهُمَا.

৫২৭২। আনাস (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) এবং যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উকুনের উপদ্রবের অভিযোগ করলেন। তিনি তাদেরকে রেশমী জামা পরিধানের অনুমতি দিলেন।

অনুচ্ছেদ : ৪

পুরুষের জন্য হলুদ রংয়ের পোশাক পরিধান করা হারাম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَـٰذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا».

৫২৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গায়ে হলুদ বর্ণের দুটো কাপড় দেখে বললেন : এটা কাফিরদের পোশাক। কাজেই তুমি তা পরিধান করো না।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَـٰرُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْمُبَارَكِ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَـٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ.

৫২৭৪। ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর উল্লিখিত সনদ সূত্রে (পূর্বের হাদীসের অনুরূপ) বর্ণনা করেন। হিশাম এবং আলী ইবনুল মুবারক খালিদ ইবনে মাদান থেকে বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: «[أَ]أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَـٰذَا؟» قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟، قَالَ: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا».

৫২৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পরনে হলুদ বর্ণের দু'খানা কাপড় দেখলেন। তিনি বললেন : তোমার মা কি তোমাকে এ কাপড় পরিধান করতে বলেছে? আমি বললাম, আমি কি এ দুটো ধুইয়ে নেব? তিনি বললেন : তুমি এ দুটো বরং জ্বালিয়ে দাও।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ

ابْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.

৫২৭৬। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাসসী (এক প্রকার রেশমী কাপড়), হলুদ বর্ণের কাপড়, সোনার আংটি পরিধান করতে এবং রুকুতে কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা : পুরুষের জন্য সোনার আংটি পরিধান করা হারাম কিন্তু স্ত্রীলোকের জন্য জায়েয। যখীরা নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, পুরুষেরা রূপার আংটি পরিধান করতে পারে তবে তা এক মিসকাল (সাড়ে চার মাসা) পরিমাণের অতিরিক্ত হতে পারবে না।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ.

৫২৭৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রুকু অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে, সোনার অলংকার ব্যবহার করতে এবং হলুদ বর্ণের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.

৫২৭৮। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সোনার আংটি, কাস্‌সী (এক প্রকার রেমশী পোশাক), হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করতে এবং রুকু-সিজদার মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা : জমহুর সাহাবা, তাবেঈ, ইমাম আবু হানীফা, মালিক এবং শাফেয়ী প্রমুখ বিশেষজ্ঞের মতে, পুরুষের জন্য হলুদ রংয়ের পোশাক পরিধান করা জায়েয, তবে না করাই উত্তম।

অনুচ্ছেদ : ৫

কারুকার্য খচিত ইয়ামানী চাদরের ফযীলত।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: قُلْنَا لِأَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ: أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَوْ أَعْجَبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ.

৫২৭৯। কাতাদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালিকের (রা) কাছে জিজ্ঞেস করলাম, কোন পোশাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বেশী প্রিয় অথবা বেশী পছন্দনীয় ছিল? আনাস (রা) বলেন, কারুকার্য খচিত ইয়ামানী চাদর।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْحِبَرَةُ.

৫২৮০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কারুকার্য খচিত ইয়ামানী চাদর সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল।

অনুচ্ছেদ : ৬

পোশাক-পরিচ্ছদ স্বাভাবিক, মোটা এবং সাদাসিধে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারুকার্য খচিত পশমী পোশাক পরিধান করা জায়েয।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ، قَالَ: فَأَقْسَمَتْ بِاللهِ! ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُبِضَ فِي هَـٰذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ.

৫২৮১। আবু বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশার (রা) কাছে গেলাম। তিনি ইয়ামানের তৈরী মোটা একটা লুঙ্গী এবং 'মুলাব্বাদাহ' নামক একখানা মোটা চাদর বের করেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আল্লাহর শপথ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল এ দুই কাপড়ের ওপরই হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ - قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَكِسَاءً مُلَبَّدًا، فَقَالَتْ: فِي هَـٰذَا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ: إِزَارًا غَلِيظًا.

৫২৮২। আবু বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাদের সামনে একটা লুঙ্গী এবং তালিযুক্ত একটি চাদর বের করেন এবং বলেন, এতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়েছে। ইবনে হাতেম তার বর্ণনায় মোটা লুঙ্গীর কথা উল্লেখ করেছেন।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: إِزَارًا غَلِيظًا.

৫২৮৩। আইয়ূব থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (পূর্ববর্তী হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। মা'মারের বর্ণনায় মোটা লুঙ্গীর কথা উল্লেখ আছে।

وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ.

৫২৮৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সকাল বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উটের) পালানের নকশাযুক্ত কালো পশমী চাদর পরিধান করে বের হন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الَّتِي يَتَّكِيءُ عَلَيْهَا، مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ.

৫২৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বালিশে ঠেস দিয়ে বসতেন তা ছিল চামড়ার তৈরী এবং তার ভিতরে খেজুরের বাকল ভরা ছিল।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ، أَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ.

৫২৮৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিছানায় ঘুমাতেন তা ছিল চামড়ার তৈরী এবং এর ভিতরে খেজুরের বাকল ভরা ছিল।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ؛
ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ [ابْنِ عُرْوَةَ]، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: ضِجَاعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ،
وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: يَنَامُ عَلَيْهِ.

৫২৮৭। হিশাম থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (পূর্বের হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৭
গালিচা অথবা কারুখচিত বিছানার চাদর ব্যবহার করা জায়েয।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ عَمْرٌو وَقُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَمَّا تَزَوَّجْتُ: «أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا؟» قُلْتُ: وَأَنَّىٰ لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ».

৫২৮৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন বিবাহ করি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করেন : তোমার কাছে গালিচা আছে? আমি আরজ করলাম, আমাদের জন্য আবার গালিচা? তিনি বললেন : তাহলে অচিরেই হয়ে যাবে।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا؟» قُلْتُ: وَأَنَّىٰ لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ».
قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ، فَأَنَا أَقُولُ: نَحِّيهِ عَنِّي، وَتَقُولُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ».

৫২৮৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন বিবাহ করি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি গালিচা বানিয়েছ? আমি আরজ করলাম, আমাদের জন্য আবার গালিচা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাহলে অচিরেই তা হয়ে যাবে। জাবির (রা) বলেন, আমার স্ত্রীর কাছে একটা কার্পেট ছিল। আমি বললাম, এটা আমার থেকে দূরে রাখ। আমার স্ত্রী বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন : অচিরেই গালিচা হয়ে যাচ্ছে।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَٰذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ: فَأَدَعُهَا.

৫২৯০। সুফিয়ান থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (পূর্ববর্তী হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। রাবী আবদুর রহমানের বর্ণনায় আছে : জাবির (রা) তার স্ত্রীকে বললেন, এটা পরিত্যাগ কর।

অনুচ্ছেদ : ৮

প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিছানা এবং পোশাক-পরিচ্ছদ বানানো মাকরূহ।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ».

৫২৯১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন : একটা বিছানা পুরুষের জন্য, একটা স্ত্রীর এবং তৃতীয়টা অতিথির জন্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর চতুর্থটা শয়তানের জন্য।

টীকা : প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিছানা পড়ে থাকলে তাতে শয়তান আসন গ্রহণ করে। এছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত পার্থিব আসবাবপত্র সংগ্রহ করা মাকরূহ। গর্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে পার্থিব আসবাবপত্র অতিরিক্ত সংগ্রহ করা হারাম।

অনুচ্ছেদ : ৯

অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে পায়ের গোড়ালির নীচে কাপড় পরিধান করা হারাম।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ».

৫২৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে নিজ কাপড় মাটিতে হেঁচড়ে টেনে চলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هَٰرُونُ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَزَادَ فِيهِ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৫২৯৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... এ সূত্রে মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু এতে "কিয়ামতের দিন" কথাটি উল্লেখ আছে।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৫২৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে নিজ কাপড় মাটিতে হেঁচড়ে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

৫২৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৫২৯৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি গর্ব ভরে নিজের পরিধানের কাপড় মাটিতে হেঁচড়ে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثِيَابَهُ.

৫২৯৭। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। সালেমের বর্ণনায় 'কাপড়' শব্দের বহুবচন উল্লেখ আছে।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ رَأٰى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، يَقُولُ: «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ، لَا يُرِيدُ بِذٰلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৫২৯৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন এক ব্যক্তিকে তার লুঙ্গী মাটিতে হেঁচড়ে টেনে চলতে দেখে বললেন, তুমি কোন্ গোত্রের লোক? সে তার পরিচয় দিল। এতে দেখা গেল সে 'বনু লাইস' গোত্রের লোক। ইবনে উমার (রা) তাকে চিনে ফেললেন। তিনি বলেন, আমি আমার নিজের দুই কানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কেবলমাত্র অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে নিজের পরিধানের লুঙ্গী মাটিতে হেঁচড়ে টেনে চলে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي

بُكَيْرٍ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ: عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْحَسَنِ، وَفِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ» وَلَمْ يَقُولُوا: «ثَوْبَهُ».

৫২৯৯। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ববর্তী হাদীসে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। আবু ইউনুসের বর্ণনায় عَنْ مُسْلِمٍ أَبُو الْحَسَنِ শব্দের উল্লেখ আছে। আর সকলের বর্ণনায় 'লুঙ্গী বা পায়জামা' শব্দের উল্লেখ আছে, কাপড় শব্দের উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَـٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ، مَوْلَىٰ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ، [قَالَ] وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا: أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৫৩০০। মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জা'ফর বলেন, আমি নাফে' ইবনে আবদুল হারিসের মুক্ত দাস মুসলিম ইবনে ইয়াসারকে নির্দেশ দিলাম যে, সে ইবনে উমারকে (রা) জিজ্ঞেস করবে "আমি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন, যে অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে নিজ পরিধেয় বস্ত্র কিংবা পায়জামা মাটিতে হেঁচড়ে টেনে চলে?" বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন তাদের (মুসলিম ইবনে ইয়াসার ও ইবনে উমার রা.) মাঝে বসা ছিলাম। তিনি (ইবনে উমার রা.) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : "এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না।"

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ! ارْفَعْ إِزَارَكَ» فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «زِدْ» فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: [إِلَىٰ] أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

৫৩০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার লুঙ্গী তখন পায়ের গোছার নীচে ঝুলানো ছিল। তিনি আমাকে বললেন : "হে আবদুল্লাহ! তোমার লুঙ্গী উপরে উঠাও।"

আমি আমার লুঙ্গী উপরে উঠালাম, অতঃপর তিনি পুনরায় বললেন : আরো উঠাও। আমি আরো উঠাতে থাকলাম। কেউ কেউ বলে উঠল, কতটুকু উঠাবে? তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : হাঁটু ও গোছার মাঝ বরাবর।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَىٰ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَىٰ الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الْأَمِيرُ، جَاءَ الْأَمِيرُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا».

৫৩০২। মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছি, তিনি এক ব্যক্তিকে তার পায়জামা পায়ের গোছার নীচে ঝুলানো দেখতে পান। তিনি ছিলেন বাহরাইনের বাদশাহ। তিনি মাটিতে পদশব্দ করে চলছেন আর বলছেন, বাদশাহ এসেছেন, বাদশাহ এসেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে নিজের পায়জামা পায়ের গোছার নীচে ঝুলাবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

টীকা : ইমাম নববী বলেন, পায়জামা, লুঙ্গী, জামা এবং পাগড়ী সবকিছুতেই ইসবাল (ঝুলান) হয়ে থাকে। অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে পায়জামা কিংবা লুঙ্গী পায়ের গোছার নীচে ঝুলানো হারাম, অন্যথায় মাকরূহ। কিন্তু উলামাদের সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী স্ত্রীলোকদের জন ইসবাল জায়েয। (নববী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৫)।

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّىٰ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ.

৫৩০৩। শু'বা থেকে উল্লিখিত সনদে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে জা'ফরের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, মারওয়ান আবু হুরায়রাকে (রা) গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। আর ইবনুল মুসান্নার বর্ণনায় উল্লেখ আছে, আবু হুরায়রা (রা) মদীনার গভর্নর ছিলেন।

অনুচ্ছেদ : ১০

জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে গর্বভরে চলা হারাম।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي، قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ».

৫৩০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক ব্যক্তি পথ চলছিল। তাকে তার মাথার চুল এবং চাদর দু'খানা গর্বিত করে তুলেছিল। তৎক্ষণাৎ তাকে ভূগর্ভে ধসে দেয়া হল। আর এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সে ধসে যেতে থাকবে।

টীকা : ইমাম নববী বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, এ ব্যক্তি এ উম্মতেরই একজন ছিল। কিন্তু অধিকতর সহীহ মত হল, এ ব্যক্তি পূর্ববর্তী উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ] بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ هٰذَا.

৫৩০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ [بْنُ سَعِيدٍ]: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ، يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ، قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

৫৩০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক ব্যক্তি দু'টো চাদর পরিধান করে গর্বভরে পথ চলছিল। আর সে নিজে নিজেই গর্ববোধ করছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে ভূগর্ভে ধসে দিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে সে ধসতে থাকবে।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ»، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

৫৩০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করলেন। তার একটি হচ্ছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক ব্যক্তি দু'টো চাদর পরিধান করে গর্বভরে পথ চলছিল... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ.

৫৩০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তি চাদর পরিধান করে গর্বভরে পথ চলছিল... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ১১

পুরুষের জন্য মোহরাংকিত আংটি পরিধান করা হারাম। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে তা জায়েয ছিল।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.

৫৩০৯। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন; তিনি সোনার আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنَاهُ [مُحَمَّدُ] بْنُ الْمُثَنَّى وابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّىٰ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ.

৫৩১০। শো'বা থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ) হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ خَاتَمًا

مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا، وَاللهِ! لَا آخُذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

৫৩১১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখতে পান। তৎক্ষণাতই তিনি তা খুলে ফেলে দেন এবং বলেন : তোমাদের কেউ কি দোযখের আগুন পেতে চাও যে, সোনার আংটি হাতে দেবে?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলে যাওয়ার পর ঐ ব্যক্তিকে বলা হল, তুমি তোমার আংটিটা তুলে নাও এবং অন্য কাজে লাগাও। সে বলল, না আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিনিস ফেলে দিয়েছেন তা আমি কখনো হাতে নেব না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ» فَرَمَىٰ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ! لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْيَىٰ.

৫৩১২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার একটা আংটি বানিয়েছিলেন। পরিধানকালে তিনি তার পাথর হাতের ভিতরের দিকে রাখতেন, তা দেখে অন্য লোকেরাও আংটি বানালো। একবার তিনি মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে আংটি খুলে ফেললেন এবং বললেন : "আমি এ আংটি পরিধান করি কিন্তু এর পাথরের দিক ভিতরে রাখি।" এই বলে তিনি আংটি ফেলে দিলেন এবং বলেন, "আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনো আংটি পরিধান করবো না।" তা দেখে সকলে নিজ নিজ আংটি খুলে ফেলে দিল।

টীকা : ইমাম নববী (র) মুসলিম শরীফের ভাষ্য, ২য় খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, বিশেষজ্ঞগণ মতৈক্যে পৌঁছেছেন যে, সোনার আংটি স্ত্রীলোকের জন্য পরিধান জায়েয কিন্তু পুরুষের জন্য হারাম।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا

ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ، فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَىٰ.

৫৩১৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সোনার তৈরী আংটি সম্পর্কে (অনুরূপ) হাদীস বর্ণনা করেন। উকবা ইবনে খালিদের বর্ণনায় আছে : তিনি (রাসূল সা.) তা ডান হাতে পরিধান করেছিলেন।

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هٰرُونُ الْأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أُسَامَةَ، جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

৫৩১৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সোনার আংটি সম্পর্কে বর্ণনা করেন... লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّىٰ وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ، نَقْشُهُ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ -

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَتَّىٰ وَقَعَ فِي بِئْرٍ، لَمْ يَقُلْ: مِنْهُ.

৫৩১৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি বানিয়েছিলেন এবং তা তাঁর হাতে থাকত। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তা আবু বাক্‌র (রা), উমার (রা) এবং উসমানের (রা) হাতে ছিল। অতঃপর তার (উসমান) হাত থেকে তা আরীস নামক কূপে পড়ে গেল। এতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অংকিত ছিল। ইবনে নুমাইরের বর্ণনায় "তাঁর থেকে" শব্দটুকু উল্লেখ নেই।

টীকা : ইমাম নববী (র) বলেন, বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্য অনুযায়ী পুরুষের জন্য রূপার আংটি পরিধান করা জায়েয।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَىٰ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ أَلْقَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ - وَقَالَ: «لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَىٰ نَقْشِ خَاتَمِي هٰذَا» وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ، فِي بِئْرِ أَرِيسَ.

৫৩১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সোনার আংটি বানিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তা ফেলে দিলেন। অতঃপর তিনি একটি রূপার আংটি বানালেন এবং এতে “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” অঙ্কন করান আর বলেন : আমার এ আংটির নকশার মত কেউ যেন অঙ্কন না করে। আর যখন তিনি তা পরিধান করতেন, পাথর হাতের ভিতরের দিকে রাখতেন। এ আংটিই মু'আইকিবের হাত থেকে ‘আরীস’ নামক কূপে পড়ে যায়।

টীকা : বাদশাহদের নামে যে চিঠিপত্র লেখা হত তাতে মোহর লাগানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আংটি বানিয়েছিলেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ، - قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ - وَقَالَ لِلنَّاسِ: «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ - فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَىٰ نَقْشِهِ».

৫৩১৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি বানিয়ে এতে “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” অঙ্কন করান। অতঃপর তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন : আমি একটি রূপার আংটি বানিয়েছি এবং তাতে “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” অঙ্কন করিয়েছি। অতএব কেউ যেন নিজের আংটিতে এই বাক্য অংকিত না করে।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنُونَ ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ

صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهٰذَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

৫৩১৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু এই বর্ণনায় "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ الرُّومِ، قَالَ: قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، قَالَ: فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، نَقْشُهُ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.-

৫৩১৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোমের বাদশাহকে চিঠি লিখতে মনস্থ করলেন, তখন সাহাবীগণ বললেন, তারা তো মোহরবিহীন চিঠি পড়ে না। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি বানালেন। আমি যেন তাঁর হাতের আংটির ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি। এতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অঙ্কিত ছিল।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ الْعَجَمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ.

قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

৫৩২০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আযমের (প্রাচ্যের) বাদশাদের চিঠি লেখতে মনস্থ করেন, তখন তাঁকে বলা হল তারা মোহরবিহীন চিঠি গ্রহণ করে না। অতএব তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি রূপার আংটি বানালেন। আমি যেন এর ঔজ্জ্বল্য তাঁর হাতে দেখতে পাচ্ছি।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا نُوحُ ابْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا

إِلَّا بِخَاتِمٍ، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتِمًا حَلْقَةً فِضَّةً، وَنَقَشَ فِيهِ- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ -

৫৩২১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কিসরা (নওশেরওয়ার পদবী), কায়সর (রোম সম্রাটের উপাধী) এবং নাজ্জাশীকে চিঠি লেখতে মনস্থ করলেন, তখন তাঁকে বলা হল, তারা মোহরবিহীন চিঠি গ্রহণ করে না। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা আংটি বানালেন যার বেড় ছিল রূপার এবং এতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অঙ্কিত ছিল।

حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاتِمًا مِنْ وَرِقٍ، يَوْمًا وَاحِدًا، قَالَ فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهُ، فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتِمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ.

৫৩২২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে রূপার আংটি দেখতে পান। সাহাবীরা তখন রূপার আংটি বানিয়ে পরিধান করলেন। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের আংটি ফেলে দিলেন। সাহাবীরাও তাদের হাতের আংটি ফেলে দিলেন।

টীকা : কাযী 'আয়ায (রহ) বলেন, অধিকাংশ হাদীস বিশারদের মতে, এটা বর্ণনাকারী ইবনে শিহাবের নিছক অনুমান মাত্র যে, হযরত আনাস (রা) রূপার আংটি ফেলে দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় আনাস (রা) থেকে অনেক সহীহ বর্ণনায় সোনার আংটি ফেলে দেয়ার উল্লেখ আছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاتِمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ، فَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتِمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

৫৩২৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে রূপার আংটি দেখতে পান। অতঃপর সাহাবীরাও রূপার আংটি বানিয়ে পরিধান করলেন। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আংটি খুলে ফেলে দেন। সাথে সাথে সাহাবীরাও তাদের আংটি খুলে ফেলে দিলেন।

وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫৩২৪। ইবনে জুরাইজ থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا.

৫৩২৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি রূপার তৈরী ছিল আর এতে আবিসিনিয়ার পাথর বসানো ছিল।

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَىٰ وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.

৫৩২৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার আংটি ডান হাতে পরিধান করতেন। এর পাথর ছিল আবিসিনীয়। তা পরিধানকালে তিনি পাথর হাতের দিকে রাখতেন।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَىٰ.

৫৩২৭। ইউনুছ ইবনে ইয়াযীদ থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে তালহা ইবনে ইয়াহইয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَٰذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ.

৫৩২৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আঙ্গুলে আংটি পরিধান করতেন।

[٥٤٩٠] ٦٤-(٢٠٧٨) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ- وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ -: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي، يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ، أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَٰذِهِ، أَوِ الَّتِي تَلِيهَا - لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثِّنْتَيْنِ - وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَىٰ الْمَيَاثِرِ.

قَالَ: فَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَىٰ بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ، كَالْقَطَائِفِ الْأُرْجُوَانِ.

৫৩২৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই আঙ্গুল কিংবা এর পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলে আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি কোন্ আঙ্গুলদ্বয়ের কথা বলেছেন তা বর্ণনাকারী আসেম ইবনে কুলাইবের স্মরণ নেই। তিনি আমাকে 'কাস্সী' পরিধান করতে এবং 'মায়াসির্'-এর ওপর বসতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন– 'কাস্সী' হল মিশর এবং সিরিয়া থেকে আমদানীকৃত এক প্রকার রেশমী কাপড়। আর 'মায়াসির' হল, স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামীদের জন্য সওয়ারীর ওপর যে রেশমী গদী বিছায়। যেমন– নীল-লোহিত রংয়ের চাদর।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنِ ابْنٍ لِأَبِي مُوسَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، فَذَكَرَ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

৫৩৩০। ইবনে আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলীকে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করেছেন... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَىٰ، أَوْ نَهَانِي، يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৫৩৩১। আলী ইবনে আবী তালিব (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন কিংবা আমাকে নিষেধ করেছেন... পরবর্তী বর্ণনা পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَٰذِهِ أَوْ هَٰذِهِ، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِيهَا.

৫৩৩২। আবু বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই কিংবা এই আঙ্গুলে আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, আলী (রা) মধ্যমা আঙ্গুল ও তার সংলগ্ন আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

টীকা : বিশেষজ্ঞদের রায় অনুযায়ী কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটি পরিধান করা সুন্নত। যেমন হযরত আনাস বর্ণিত হাদীসসমূহে উল্লেখ আছে। ডান-বাম উভয় হাতেই পরিধান করা জায়েয এবং যথার্থ। তবে কোনটা উত্তম এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে :

* ইমাম তিরমিযী (রহ) 'শামায়েলে তিরমিযী'তে ডান হাতে পরিধান সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো একত্রিত করেছেন। ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম বুখারী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

* হানাফী মতাবলম্বীদের কেউ ডান হাতে, কেউ বাম হাতে এবং কেউ উভয় হাতে পরিধান করাকে সমপর্যায়ের মনে করেছেন। আল্লামা শামীর (রহ) উভয় মতেরই উল্লেখ করেছেন। মোল্লা 'আলী কারী ডান হাতে পরিধান করা উত্তম লিখেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১২
জুতা পরিধান করা মুস্তাহাব (অনুমোদিত)।

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ [يَقُولُ] فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ».

৫৩৩৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন তাঁকে বলতে শুনেছি : জুতা বেশী পরিধান কর। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জুতা পরিহিত অবস্থায় থাকে সওয়ারীর হুকুমে থাকে।

টীকা : জুতা পরিহিত অবস্থায় পা আঘাত পাওয়া থেকে এবং যাবতীয় অসুবিধা থেকে নিরাপদ থাকে আর চলাফেরা সহজ নয়।

অনুচ্ছেদ : ১৩

প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরিধান করা এবং বাম পা থেকে খুলা মুস্তাহাব। আর এক পায়ে জুতা পরিধান করে চলা মাকরূহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَىٰ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا».

৫৩৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের যে কেউ জুতা পরিধান করবে সে যেন ডান পা থেকে শুরু করে এবং যখন খুলবে তখন যেন বাম পা থেকে শুরু করে। আর জুতা পরিধান করলে উভয় পায়ে পরিধান করবে, আর খালি রাখলে উভয় পা-ই খালি রাখবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا».

৫৩৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরিধান করে না চলে। হয় দুই পায়ে পরিধান করবে নতুবা দু'-পাই খালি রাখবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ -

وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَىٰ حَتَّىٰ يُصْلِحَهَا».

৫৩৩৬। আবু রাযীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে আসলেন। তিনি নিজের হাত কপালে মারলেন এবং বললেন : সাবধান! তোমরা বলে বেড়াচ্ছ যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা আরোপ

করছি। ঘটনা যদি তাই হয় তাহলে তোমরা হেদায়াত পাবে আর আমি পথভ্রষ্ট হব। সাবধান! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যখন তোমাদের কারো জুতার তসমা (ফিতা) ছিঁড়ে যায়, সে যেন তা ঠিক না করা পর্যন্ত পায়ে পরিধান করে চলাচল না করে।

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ [السَّعْدِيُّ]: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهٰذَا الْمَعْنَىٰ.

৫৩৩৭। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (পূর্ববর্তী হাদীসের সমার্থক) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৪

এক কাপড়ে পুরো শরীর ঢাকা এবং ইহ্‌তিবাহ্ করা নিষেধ।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ.

৫৩৩৮। জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম হাতে পানাহার করতে, এক পায়ে জুতা পরে পথ চলতে, এক কাপড়ে পুরো শরীর ঢাকতে এবং এক কাপড় পরিধান করে হাঁটু পর্যন্ত পেঁচিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। এতে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

টীকা : "ইশতিমালিস-সাম্মাআ"– লুংগি অথবা অন্য কোন কাপড় পরিধান না করে কেবল একটি চাদর দিয়ে সর্বশরীর আবৃত করা এবং চাদরের একদিক কাঁধের ওপর দিয়ে উঠিয়ে রাখা। "ইহতিবাহ"– লুংগি বা এ ধরনের কাপড় পরিধান করে হাঁটুদ্বয় খাড়া করে বসা। এই দুই পদ্ধতিতে কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে অসতর্ক মুহূর্তে সতর অনাবৃত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ -: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ - أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ - فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّىٰ يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِي فِي خُفٍّ

وَاحِدَةٍ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ».

৫৩৩৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি : যখন তোমাদের কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তা ঠিক না করে এক জুতা পরিধান করে পথ চলো না, এক মোজা পরিধান করে পথ চলো না, বাম হাতে খেয়ো না, এক কাপড়ে ইহতিবাহ করো না এবং এক কাপড়ে পুরো শরীর ঢেকো না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالْاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَىٰ ظَهْرِهِ.

৫৩৪০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কাপড়ে পুরো শরীর ঢাকতে এবং ইহতিবাহ করতে এবং চিত হয়ে শুয়ে এক পা অপর পায়ের ওপর উঠিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন।

টীকা : চিৎ হয়ে শুয়ে এক হাঁটু উঁচু করে তার ওপর অপর পা রাখলে অসতর্ক মুহূর্তে সতর অনাবৃত হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَىٰ رِجْلَيْكَ عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ، إِذَا اسْتَلْقَيْتَ».

৫৩৪১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক জুতা পরিধান করে পথ চলো না, এক কাপড়ে ইহতিবাহ করো না, বাম হাতে খেয়ো না, এক কাপড়ে পুরো শরীর ঢেকো না এবং চিত হয়ে শুয়ে এক পা আরেক পায়ের ওপর রেখো না।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْأَخْنَسِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَسْتَلْقِ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ».

৫৩৪২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন চিত হয়ে শুয়ে এক পায়ের ওপর আরেক পা না রাখে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ؛ أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ.

৫৩৪৩। 'আব্বাদ ইবনে তামীম (রা) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (চাচা) একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে চিত হয়ে শুয়ে এক পা অপর পায়ের ওপর রাখতে দেখেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫৩৪৪। যুহরী থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১৫

পুরুষের জন্য জাফরানে রাঙানো কাপড় পরিধান করা নিষেধ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ التَّزَعْفُرِ، قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي لِلرِّجَالِ.

৫৩৪৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফরানী রঙের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। কুতাইবা বলেন, হাম্মাদ

বর্ণনা করেন, অর্থাৎ পুরুষের জন্য (জাফরানী রঙের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন)।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

৫৩৪৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **পুরুষের জন্য জাফরানী রঙের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।**

টীকা : হানাফী মতাবলম্বীদের অভিমতানুযায়ী এ ধরনের পোশাক পরিধান করা মাকরূহ তাহরীমী আর তা পরে নামায আদায় করারও মাকরূহ। বাহরুর রায়েক গ্রন্থের ৮ম খণ্ডে মাকরূহ বলা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী "উমদাতুল কারী" গ্রন্থের ২২নং খণ্ডের ২২ পৃষ্ঠায় হারাম লিখেছেন। ইমাম নববী তার গ্রন্থে এ মতই উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৬
বৃদ্ধ বয়সে হলুদ অথবা লাল রঙের খেযাব লাগানো মুস্তাহাব এবং কালো রং-এর খেযাব লাগানো হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ، وَجَاءَ، عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَوِ الثَّغَامَةِ، فَأَمَرَ، أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَىٰ نِسَائِهِ، قَالَ: «غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ».

৫৩৪৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর অথবা মক্কা বিজয়ের দিন (আবু বাক্‌রের রা পিতা) আবু কুহাফাকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে) হাযির করা হল, অথবা তিনি নিজে হাযির হলেন, তার মাথা এবং দাড়ি সুগাম অথবা সুগামাহ ঘাসের মত সাদা ছিল। তিনি (নবী) আবু কাহাফার স্ত্রীদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন, অথবা নির্দেশ দেয়া হল : সাদাকে কোন কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে ফেল।

টীকা : আবু বাক্‌র সিদ্দীকের (রা) পিতা আবু কুহাফার নাম উসমান এবং তার পিতার নাম আমের। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। উল্লিখিত হাদীস ছাড়া বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে এ তথ্য জানা যায়। তিনি ১৪ হিজরী সনে ৯৭ বছর বয়সে মারা যান। (আল ইসাবা ফী তাময়িযিস-সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬০, নামের ক্রমিক নম্বর ৫৪৪২)।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أُتِيَ

بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ».

৫৩৪৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে) হাযির করা হল। তার মাথা এবং দাড়ির চুল 'সাহাফাহ' ঘাসের মত সাদা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এই সাদা রং কোন কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে দাও কিন্তু কালো রং থেকে দূরে থাক।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ لَا يَصْبَغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ».

৫৩৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইহুদী এবং খৃস্টানরা খেযাব লাগায় না। অতএব তোমরা তাদের বিরোধিতা করো।

অনুচ্ছেদ : ১৭

প্রাণীর ছবি তোলা হারাম। যেসব জিনিসের ওপর এ ধরনের ছবি রয়েছে তা ব্যবহার করা হারাম। যে ঘরে ছবি এবং কুকুর থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفِي يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: «مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ» ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرٍ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! مَتَىٰ دَخَلَ هٰذَا الْكَلْبُ هٰهُنَا؟» فَقَالَتْ: وَاللهِ! مَا دَرَيْتُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ» فَقَالَ: مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ.

৫৩৫০। আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসার ওয়াদা করেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও তিনি আসলেন না। তখন তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি (রাসূল) তা ফেলে দিলেন এবং বললেন : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণ ওয়াদা খেলাফ করেন না। অতঃপর তিনি এদিক সেদিক তাকালেন এবং তাঁর চৌকির নিচে একটা কুকুরের বাচ্চা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন : আয়েশা! এখানে কখন কুকুর ঢুকেছে? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি বলতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তা বের করে দেয়া হল। তখনই জিবরাঈল (আ) আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন : আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন আর আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু আপনি আসেননি। জিবরাঈল (আ) বলেন, যে কুকুরটা আপনার ঘরে ছিল সেটাই আমাকে আসতে বাধা দিয়েছিল। কেননা, যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না।

টীকা : ইমাম নববী বলেন, প্রাণীর চিত্রাংকন করা শক্ত হারাম এবং কবীরা গুনাহ। তা কাপড়, বিছানার চাদর, মুদ্রা, পাত্র এবং দেয়াল ইত্যাদিতে হোক না কেন। অবশ্য নিষ্প্রাণ জিনিসের যেমন, গাছ-পালা ইত্যাদি চিত্রাংকন হারাম নয়। ছায়াযুক্ত হওয়া বা না হওয়াতে কোন দোষ নেই। জমহুর উলামা, সাহাবা, তাবে'ঈ, তাবা-তাবে'ঈ, ইমাম আবু হানীফা, মালেক, সওরী এবং শাফে'ঈরও এই মত। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী 'তাওযীহ' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে একথাই লিখেছেন যে, চিত্রাংকন করা শক্ত হারাম এবং কবীরা গুনাহ্। [নববী ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৯, 'আইনী, ২২তম খণ্ড, পৃঃ ৭০। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানা মওদূদী বিরচিত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে সূরা সাবার ১৩ নম্বর আয়াত এবং ২০ টীকা দ্রষ্টব্য।]

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يُطَوِّلْهُ كَتَطْوِيلِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ.

৫৩৫১। আবু হাযেম থেকে উল্লেখিত সনদসূত্রে বর্ণিত আছে যে, এক সময় জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসার ওয়াদা করেন। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন কিন্তু তা সেই হাদীসের মত বিস্তারিত নয়।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ، قَالَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ وَاللهِ! مَا أَخْلَفَنِي» قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذٰلِكَ عَلَىٰ ذٰلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَىٰ لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: «قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ» قَالَ: أَجَلْ، وَلٰكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.

৫৩৫২। মাইমুনা (রা) বর্ণনা করেন, একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপিসারে উঠলেন। মাইমুনা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ সকাল থেকেই আমি আপনার চেহারায় পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জিবরাঈল (আ) আজ রাতে আমার সাথে দেখা করার ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু তিনি দেখা করেননি। আল্লাহর শপথ! তিনি আমার সাথে কখনো ওয়াদা খেলাফ করেননি। এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারা দিন কেটে গেল। অতঃপর একটা কুকুরের বাচ্চার কথা তাঁর স্মরণ হল, যেটা আমাদের খাটের নীচে ছিল। সাথে সাথেই তিনি হুকুম করে সেটা বের করিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি পানি হাতে নিলেন এবং সেখানে ছিটিয়ে দিলেন। যখন সন্ধ্যা হল জিবরাঈল (আ) আসলেন। তিনি (রাসূল) বলেন : গত রাতে আপনি আসার ওয়াদা করেছিলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, হাঁ, কিন্তু যে ঘরে কুকুর এবং ছবি থাকে সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না। পরদিন সকালেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর মারার নির্দেশ দেন এমনকি তিনি ছোট বাগানের কুকুরও মারার নির্দেশ দেন আর বড় বাগানের কুকুর বাদ দিতে বলেন।

টীকা : বড় বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ কুকুর ছাড়া কষ্টকর বিধায় সেগুলো রেখে দেন। রহমত এবং বরকতের ফেরেশতা কুকুর এবং ছবির কারণে আসেন না। অন্যথায় রক্ষণাবেক্ষণের ফেরেশতা তো সবসময়ই আসেন এবং সর্বত্র যাতায়াত করেন। কেননা, তারা তো 'আমল লিখেন। (নববী ২য় খণ্ড, ১৯৯ পৃঃ, আইনী ২২ খণ্ড, ৭০ পৃঃ)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ يَحْيَىٰ وَإِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ».

৫৩৫৩। আবু তালহা (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি আছে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُتْبَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ».

৫৩৫৪। আবু তালহা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি রয়েছে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

وَحَدَّثَنَاه إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَذِكْرِهِ الْأَخْبَارَ فِي الْإِسْنَادِ.

৫৩৫৫। যুহরী থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে ইউনুছ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ».

قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَىٰ زَيْدٌ [بَعْدُ]، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَىٰ بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟.

৫৩৫৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ঘরে ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

বর্ণনাকারী বুসর বলেন, কিছুদিন পর যায়েদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তখন তাঁর দরজায় ছবিযুক্ত পর্দা দেখতে পেলাম। আমি উম্মুল মু'মিনীন

মাইমুনার (রা) সৎপুত্র 'উবাইদুল্লাহ খাওলানীকে বললাম, যায়েদ (রা) নিজেই তো আমাদের কাছে ছবি সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন (আর এখন তাঁর পর্দায় ছবি!)? 'উবাইদুল্লাহ বলেন, তুমি কি শুননি যে, তিনি এ-ও বলেছেন যে, কাপড়ে নক্সা করা এর আওতাভুক্ত নয়?

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ، وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ اللهِ الْخَوْلَانِيُّ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ».

قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، أَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَىٰ، قَدْ ذَكَرَ ذٰلِكَ.

৫৩৫৭। আবু তালহা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ঘরে ছবি থাকে সেখানে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

বুসর বলেন, একবার যায়েদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা তাকে দেখতে গেলাম। তখন তার ঘরের পর্দা নক্সাযুক্ত দেখতে পেলাম। আমি 'উবাইদুল্লাহ খাওলানীকে বললাম, যায়েদ (রা) কি আমাদের কাছে ছবি সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেননি? তিনি বলেন, হাঁ, তিনি এ-ও তো বলেছেন, "কিন্তু কাপড়ের নক্সা ছাড়া।" তুমি কি তা শুননি? আমি বললাম, না শুনিনি। তিনি বললেন, হাঁ, যায়েদ (রা) একথা বলেছেন।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَبِي الْحُبَابِ، مَوْلَىٰ بَنِي النَّجَّارِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ». **قَالَ**: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: إِنَّ هٰذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ» فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ ذٰلِكَ؟ فَقَالَتْ: لَا، وَلٰكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ

فَعَلَ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَّرْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ، عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ» قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذٰلِكَ عَلَيَّ.

৫৩৫৮। আবু তালহা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

বর্ণনাকারী যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী বলেন, আমি আয়েশার (রা) কাছে আসলাম এবং বললাম, আবু তালহা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না"– আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ হাদীস শুনেছেন? তিনি বলেন, না, তবে আমার চোখে দেখা একটা ঘটনা তোমাকে বলছি। একবার তিনি জিহাদে গেলেন। আমি একটা নকশাযুক্ত পর্দা এনে দরজায় ঝুলিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরে এসে তা দেখতে পেলেন, আমি তাঁর চেহারায় কিছুটা বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি নিজেই তা টেনে ছিঁড়ে ফেললেন কিংবা কেটে ফেললেন আর বললেন : আল্লাহ তা'আলা পাথর এবং মাটিকে কাপড় পরাতে আমাদের নির্দেশ দেননি। আয়েশা (রা) বলেন, অতএব আমরা তা কেটে দু'টি বালিশ বানালাম এবং এতে খেজুরের ছাল ভরলাম। এতে তিনি আমাদের ওপর কোন দোষ ধরেননি।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَوِّلِي هٰذَا، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا» قَالَتْ: وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا.

৫৩৫৯। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বর্ণনা বলেন, আমাদের একটা পর্দা ছিল। এতে পাখীর ছবি ছিল। যখন কেউ ভিতরে আসত তখন এ ছবি তার সামনে পড়ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : "এটা উলটিয়ে দাও কেননা, যখনই আমি ভিতরে আসি আর এটা দেখি, দুনিয়ার কথা মনে পড়ে।" আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের একটা চাদর ছিল, এর নকশাকে আমরা রেশমী বলতাম। এটা আমরা পরতাম।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الأَعْلَىٰ، بِهَٰذَا الإِسْنَادِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: وَزَادَ فِيهِ - يُرِيدُ عَبْدَ الأَعْلَىٰ - فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَطْعِهِ.

৫৩৬০। ইবনে আবী আদী ও আবদুল আ'লা থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল মুসান্না বলেন, আবদুল আ'লা তার বর্ণনায় এতটুকু বেশী উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তা কাটতে বলেননি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَىٰ بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ.

৫৩৬১। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি আমার দরজায় ডানাযুক্ত ঘোড়ার ছবি সম্বলিত একটি রেশমী পর্দা টানিয়ে রেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন এবং আমি তা সরিয়ে ফেললাম।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، بِهَٰذَا الإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدَةَ:

৫৩৬২। ওয়াকী' থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। বর্ণনাকারী 'আবদাহ্-এর বর্ণনায় 'সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের' কথা উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ».

৫৩৬৩। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন। আমি তখন ছবিযুক্ত একটি পর্দা টানাতে ব্যস্ত ছিলাম। তা দেখে তাঁর চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল। অতঃপর তিনি

পর্দাটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন : কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি তাদের হবে যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য তৈরী করে।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَهْوَىٰ إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ.

৫৩৬৪। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে আসলেন... পরবর্তী অংশ ইব্রাহীম ইবনে সা'দ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

তবে এ বর্ণনায় আরো আছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দার দিকে হাত বাড়ান এবং নিজ হাতে তা ছিঁড়ে ফেলেন।

حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا» لَمْ يَذْكُرَا: «مِنْ».

৫৩৬৫। যুহরী থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে ওপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাদের বর্ণনায় اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا আছে কিন্তু اِنَّ مِنْ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا নেই।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللهِ تَعَالَىٰ».

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

৫৩৬৬। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন। আমি জিনিসপত্র রাখার তাকে ছবিযুক্ত পর্দা লাগিয়ে ছিলাম। তিনি তা দেখতে পেয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। তাঁর চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল এবং বললেন, আয়েশা! কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি তাদের হবে যারা আল্লাহর

সৃষ্টজীবের প্রতিকৃতি তৈরী করে। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তা কেটে একটি কিংবা দুটি বালিশ বানালাম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ، مَمْدُودٌ إِلَىٰ سَهْوَةٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ، فَقَالَ: «أَخِّرِيهِ عَنِّي»، قَالَتْ: فَأَخَّرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ.

৫৩৬৭। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তার কাছে ছবিযুক্ত একটি কাপড় ছিল, তা তাকের ওপর ঝুলানো ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকে নামায পড়তেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা সরিয়ে ফেল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তা সরিয়ে ফেললাম এবং তা দিয়ে বালিশ বানালাম।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৫৩৬৮। শু'বা থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَنَحَّاهُ، فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ.

৫৩৬৯। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসলেন। আমি একটা ছবিযুক্ত পর্দা ঝুলিয়ে রেখে ছিলাম। তিনি তা সরিয়ে ফেললেন। আমি তা দিয়ে দুটি বালিশ বানালাম।

[وَ]حَدَّثَنَا هَٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَزَعَهُ، قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ،

فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ، يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَىٰ بَنِي زُهْرَةَ: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا، قَالَ: لٰكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ. يُرِيدُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ.

৫৩৭০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটা ছবিযুক্ত পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে পর্দাটি সরিয়ে ফেলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তা কেটে দুটি বালিশ বানালাম।

বনু যুহরা গোত্রের মুক্ত দাস রবী'আ ইবনে 'আতা মজলিশে বলে উঠলেন আপনি কি আবু মুহাম্মাদকে বর্ণনা করতে শুনেননি যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর আরাম করতেন? বর্ণনাকারী ইবনুল কাসেম বলেন, না, তবে আমি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে শুনেছি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَىٰ الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ، أَوْ فَعُرِفَتْ، فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُوبُ إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ، فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» قَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ، تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ».

৫৩৭১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছবিযুক্ত ছোট একটা গদী কিনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তা দেখতে পেলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেন, আর ভিতরে গেলেন না। (আয়েশা বলেন) আমি তখন বুঝতে পারলাম অথবা তাঁর চেহারায় বিরক্তির লক্ষণ অনুভূত হচ্ছিল। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের কাছে তওবা করছি। আমি কি গুনাহ করেছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ গদী কোথায় পেলে? আমি আরজ করলাম, আপনার বসার জন্য কিনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এই ছবি যারা তৈরী করে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে আর বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছ তা জীবিত কর। তিনি আরো বলেন : যে ঘরে প্রতিকৃতি থাকে, রহমতের ফেরেশতা তাতে প্রবেশ করে না।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هَٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخِي الْمَاجِشُونِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، وَبَعْضُهُمْ أَتَمُّ حَدِيثًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَاجِشُونِ؛ قَالَتْ: فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ، فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ.

৫৩৭২। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মাজেশূনের ভ্রাতুষ্পুত্রের বর্ণনায় আরো আছে– আয়েশা (রা) বলেন, আমি তা দিয়ে দুটি বালিশ বানালাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে অবস্থানকালে তাতে আরাম করতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».

৫৩৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যারা ছবি বানায় কিয়ামতের দিন তাদেরকে আযাব দেয়া হবে আর বলা হবে যেগুলো তোমরা বানিয়েছ, তাতে জীবন দাও।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৫৩৭৪। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ» وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَشَجُّ: «إِنَّ».

৫৩৭৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে।

وَحدَّثَناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَىٰ وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا، الْمُصَوِّرُونَ». وَحَدِيثُ سُفْيَانَ كَحَدِيثِ وَكِيعٍ.

৫৩৭৬। আবু মু'আবিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন দোযখীদের মধ্যে চিত্রকরদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে। সুফিয়ান বর্ণিত হাদীস ওয়াকী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وَحدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ: هَٰذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَىٰ؟ فَقُلْتُ: لَا، هَٰذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ». [قَالَ مُسْلِمٌ]: قَرَأْتُ عَلَىٰ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَٰذِهِ الصُّوَرَ، فَأَفْتِنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ، ثُمَّ

قَالَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا حَتَّىٰ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، وقَالَ: أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ، بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا، نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ».

وَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ. فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ.

৫৩৭৭। মুসলিম ইবনে সুবাইহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাসরূকের সাথে একটি ঘরে ছিলাম। তাতে মরিয়মের (আ) প্রতিকৃতি ছিল। মাসরূক বললেন, এটা কিসরার প্রতিকৃতি। আমি বললাম, না, এটা মরিয়মের প্রতিকৃতি। মাসরূক বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদকে (রা) বর্ণনা করতে শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কিয়ামতের দিন চিত্রকরদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে।

সাঈদ ইবনে আবুল হাসান বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে এসে বলল, আমি চিত্রকর। এবং চিত্র অংকন করি। অতএব এ সম্পর্কে আমাকে শরীয়তের বিধান বলে দিন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমার কাছে আস। সে ব্যক্তি তাঁর কাছে গেল। তিনি পুনরায় বললেন, আমার কাছে আস। সে ব্যক্তি তার এত কাছে গেল যে, ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর হাত ঐ ব্যক্তির মাথার ওপর রাখলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে এমন একটা হাদীস শুনাচ্ছি, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : "সকল চিত্রকরই দোযখে যাবে। আর প্রত্যেক চিত্রের পরিবর্তে জীবিত এক ব্যক্তিকে বানানো হবে, যা দোযখে তাকে শাস্তি দেবে।" ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যদি তোমাকে এরূপ করতেই হয়, তাহলে গাছ এবং অপ্রাণীবাচক বস্তুর চিত্র অংকন কর। নসর ইবনে আলী ইমাম মুসলিমের এ বর্ণনাকে স্বীকার করেন।

[وَ]**حَدَّثَنَا** أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ

ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُفْتِي وَلَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَٰذِهِ الصُّوَرَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ادْنُهْ، فَدَنَا الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ».

৫৩৭৮। নযর ইবনে আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে বসা ছিলাম। তিনি ফত্ওয়া দিচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি একথা বলেননি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এরূপ) বলেছেন। এমনকি এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, আমি এ ধরনের চিত্র অংকন করি। ইবনে আব্বাস (রা) তাকে বললেন, কাছে এসো। সে কাছে আসল। ইবনে আব্বাস (রা) তখন বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে চিত্রাংকন করে, কিয়ামতের দিন তাকে এতে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য চাপ দেয়া হবে। কিন্তু সে তা কখনো পারবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫৩৭৯। নযর ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে আসল। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করে শুনালেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ فَرَأَىٰ فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً».

৫৩৮০। আবু যুর'আহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রার (রা) সাথে মারওয়ানের ঘরে গেলাম। তিনি সেখানে ছবি দেখতে পেয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করে, তার থেকে বড় যালিম আর কে হতে পারে? এতই যদি পারে তাহলে সে একটা অণু অথবা একটা গম বীজ অথবা একটি যবের বীজ সৃষ্টি করুক তো দেখি!"

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَىٰ بِالْمَدِينَةِ، لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ، قَالَ: فَرَأَىٰ مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً».

৫৩৮১। আবু যুর'আহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আবু হুরায়রা (রা) মদীনায় একটি বাড়িতে প্রবেশ করলাম। তা সাঈদ অথবা মারওয়ানের জন্য নির্মাণ করা হচ্ছিল। সেখানে তিনি (আবু হুরায়রা) এক চিত্রকরকে ঘরের মধ্যে প্রতিকৃতি আঁকতে দেখেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু এ বর্ণনায় "অথবা একটি যবের বীজ সৃষ্টি করুক" কথাটুকু উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ».

৫৩৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ঘরে প্রতিকৃতি অথবা ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

অনুচ্ছেদ : ১৮
সফরে ঘণ্টা এবং কুকুর রাখা নিষেধ।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ».

৫৩৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে মুসাফিরদের (ভ্রমণকারী) সাথে কুকুর কিংবা ঘণ্টা থাকে, (রহমতের) ফেরেশতা তাদের সংগী হয় না।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৫৩৮৪। সুহাইল (রা) থেকে উল্লিখিত সনদসূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ».

৫৩৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ঘণ্টা হচ্ছে শয়তানের বাদ্যযন্ত্র।

অনুচ্ছেদ : ১৯

উটের গলায় বাদ্যযন্ত্রের তারের মালা পরানো মাকরূহ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ؛ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولًا- قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ - «لَا تُبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ - أَوْ قِلَادَةٌ - إِلَّا قُطِعَتْ». قَالَ مَالِكٌ: أُرَىٰ ذٰلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

৫৩৮৬। আবু বশীর আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন এক সফরে সংগী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন দূত পাঠান। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন : "কোন উটের গলায় যেন বাদ্যযন্ত্রের তারের মালা কিংবা মালা না থাকে। তা যেন কেটে ফেলা হয়।"

এ সময় লোকেরা বিশ্রাম নেয়ার আয়োজন করছিল। ইমাম মালিক (র) বলেন, আমার মনে হয়, এটা বদনযরের অশুভ দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য পরানো হত।

টীকা : মুশ্‌রিকরা মনে করত যে, এরূপ করলে বদনযর লাগে না। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্যথায় সৌন্দর্যের জন্য এরূপ করাতে কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদ : ২০

জীবজন্তুর মুখের ওপর মারা এবং দাগ দেয়া নিষেধ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

৫৩৮৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখের ওপর মারতে এবং দাগ দিতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا هَٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ

جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৫৩৮৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ».

৫৩৮৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে একটা গাধা অতিক্রম করল। এর মুখের ওপর দাগ দেয়া ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি এটাকে দাগ দিয়েছে– আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করুন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَرَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ قَالَ: فَوَاللهِ! لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ.

৫৩৯০। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা গাধার মুখের ওপর গরম লোহার দাগ দেখতে পান। তিনি এ কাজকে খুবই অপছন্দ করেন এবং বলেন : আল্লাহর শপথ! আমি তো কখনো মুখের ওপর দাগ দেই না কিন্তু অনেক দূরে (দেয়া যেতে পারে)। তিনি তাঁর গাধা সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন, অতএব এর পাছার ওপর দাগ দেয়া হল। সর্বপ্রথম তিনিই পাছার ওপর দাগ দেন।

টীকা : মানুষের যে কোন স্থানে দাগ দেয়া হারাম। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সম্মান দান করেছেন। জীবজন্তুর মুখমণ্ডল ছাড়া অন্য যে কোন স্থানে গরম লোহার দাগ দেয়া জায়েয। আর মুখমণ্ডল চাই মানুষের হোক কিংবা জীবজন্তুর, তা যেহেতু সম্মানিত এজন্য তিনি এর ওপর আঘাত করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবু হানিফার মতে, জীবজন্তুকেও গরম লোহা দিয়ে দাগ দেয়া মাকরূহ। কেননা, এটা চেহারা বিকৃতির (মুসলা) আওতায় পড়ে। আর তা নিষেধ হওয়া সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। (নববী, ২য় খণ্ড, ২০৩ পৃঃ)

অনুচ্ছেদ : ২১

জীবজন্তুর মুখমণ্ডল ছাড়া অন্য যে কোন স্থানে দাগ দেয়া জায়েয।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ! انْظُرْ هَٰذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّىٰ تَغْدُوَ بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ، قَالَ فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جَوْنِيَّةٌ، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ.

৫৩৯১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার মা) উম্মে সুলাইম (রা) যখন বাচ্চা প্রসব করলেন, আমাকে বললেন, হে আনাস! এ বাচ্চার প্রতি লক্ষ্য রাখবে যেন কিছু না খাওয়ানো হয়। সকাল বেলা তুমি যতক্ষণ একে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে না যাবে এবং তিনি কিছু চিবিয়ে এর মুখে না দিবেন (ততক্ষণ একে কিছু খাওয়ানো হবে না)। আনাস (রা) বলেন, সকালে আমি একে নিয়ে তাঁর (নবী সা.) কাছে আসলাম। তিনি তখন বাগানে ছিলেন। গায়ে তাঁর জাওনিয়াহ গোত্রের চাদর ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি যে উটগুলো পেয়েছিলেন তখন সেগুলোকে দাগ দিচ্ছিলেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَتِ انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ، قَالَ: فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

৫৩৯২। হিশাম ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাসকে (রা) বর্ণনা করতে শুনেছি, তার মা যখন সন্তান প্রসব করলেন তখন বললেন, এ বাচ্চাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাও। তিনি কিছু চিবিয়ে এর মুখে দেবেন। আনাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বকরীর পালের মধ্যে ছিলেন এবং এগুলোকে দাগ দিচ্ছিলেন। বর্ণনাকারী শু'বা বলেন, আমার মনে হয়, আনাস (রা) খুব সম্ভব কানে দাগ দেয়ার কথা বলেছিলেন।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: دَخَلْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِرْبَدًا وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا، قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

৫৩৯৩। হিশাম ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাসকে (রা) বর্ণনা করতে শুনেছি, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম, তখন তিনি পশুর খোয়াড়ে ছিলেন। তিনি মেষপালের কানে দাগ দিচ্ছিলেন।

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛

ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْيَىٰ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫৩৯৪। শু'বা থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا هَٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمِيسَمَ، وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.

৫৩৯৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে দাগ দেয়ার অস্ত্র দেখেছি। তিনি সদকার উটে দাগ দিচ্ছিলেন।

অনুচ্ছেদ : ২২

মাথার চুলের কিছু অংশ কামানো এবং কিছু অংশ রেখে দেয়া মাকরূহ।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْقَزَعِ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.

৫৩৯৬। ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা'আ করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, কাযা'আ কি? তিনি বললেন, বাচ্চাদের মাথার চুলের কিছু অংশ কামানো এবং কিছু অংশ রেখে দেয়া।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ، فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللهِ.

৫৩৯৭। উবাইদুল্লাহ থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (অনুরূপ) হাদীস বর্ণিত আছে। আবু উসামা বর্ণিত হাদীসে 'কাযা'আ' শব্দের ব্যাখ্যা উবাইদুল্লাহর ভাষায় করা হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللهِ، مِثْلَهُ، وَأَلْحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ.

৫৩৯৮। উমার ইবনে নাফে থেকে উবাইদুল্লাহর সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় 'কাযা'আ' শব্দের ব্যাখ্যা যোগ করা হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّرَّاجِ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِذَٰلِكَ.

৫৩৯৯। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (পূর্ববর্তী হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২৩

রাস্তার ওপর বসা নিষেধ এবং রাস্তার হক আদায় করার নির্দেশ।

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَىٰ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ».

[انظر: ٥٦٤٨]

৫৪০০। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা রাস্তায় বসার ব্যাপারে সাবধান হও। সাহাবীগণ আরজ করেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নিজেদের মজলিসে না বসে গত্যন্তর নেই। আমরা সেখানে আলাপ-আলোচনা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি তোমরা রাস্তায় বসতেই চাও, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর। সাহাবীগণ আরজ করলেন,

রাস্তার হক আবার কি? তিনি বলেন : দৃষ্টি সংযত রাখা, উৎপীড়ন করা থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা।

حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫৪০১। যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ২৪

কৃত্রিম চুল সংযোজন করা বা করানো, উলকি আঁকা বা আঁকানো, সৌন্দর্যের জন্য চোখের ভ্রূ চেঁছে ফেলা বা ফেলানো, দাঁত চেঁছে সরু করা এবং আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করা হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا، أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، أَفَأَصِلُهُ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ».

৫৪০২। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল এবং আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মেয়ে বিয়ের কনে হয়েছে। তার বসন্ত রোগ হয়ে মাথার চুল পড়ে গেছে। আমি কি তার চুলে জোড়া লাগাতে পারি? তিনি বলেন : যে কৃত্রিম চুল সংযোজন করে এবং করায়– তাদের উভয়ের ওপর আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ করেন।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَعَبْدَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةَ فِي حَدِيثِهِمَا: فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا.

৫৪০৩। হিশাম ইবনে 'উরওয়াহ থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে আবু মু'আবিয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। ওয়াকী' এবং শু'বা বর্ণিত হাদীসে فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا শব্দের উল্লেখ আছে (অর্থ একই)।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي، فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا، أَفَأَصِلُ شَعْرَهَا؟ يَا رَسُولَ اللهِ! فَنَهَاهَا.

৫৪০৪। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, আমি আমার মেয়ে বিয়ে দিয়েছি। তার মাথার চুল পড়ে গেছে। অথচ তার স্বামী চুল খুবই পছন্দ করে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তার মাথায় কৃত্রিম চুল লাগিয়ে দেব? তিনি 'এরূপ করতে নিষেধ করলেন।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوا، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ؟ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

৫৪০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারদের একটা মেয়ে বিবাহ দেয়া হল। সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তার মাথার চুল উঠে যায়। এমতাবস্থায় সকলে কৃত্রিম চুল লাগাতে মনস্থ করল। এ ব্যাপারে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল। তিনি কৃত্রিম চুল সংযোজনকারিণী এবং যার মাথায় সংযোজন করা হয়– এদের উভয়কে বদদোয়া করেছেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا، فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا، أَفَأَصِلُ شَعَرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ».

৫৪০৬। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, এক আনসারী মহিলা তার মেয়ে বিয়ে দিল। অতঃপর সে রোগাক্রান্ত হলে তার চুল পড়ে যায়। মহিলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরজ করল, তার স্বামী চুল খুবই পছন্দ করে। আমি কি তার মাথায় কৃত্রিম চুল লাগিয়ে দেব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে কৃত্রিম চুল লাগায় তাকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ».

৫৪০৭। ইবরাহিম ইবনে নাফে' থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ) হাদীস বর্ণিত আছে। এ বর্ণনায় আরো আছে, 'এ কাজে সাহায্যকারীদের অভিশাপ দেয়া হয়েছে'।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

৫৪০৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি চুল জোড়া লাগায় আর যে এ কাজে সাহায্য করে এবং যে উলকি আঁকে এবং যে আঁকায় তাদের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৫৪০৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَٰقَ -: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَٰلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ

الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ [الحشر الآية:٧]. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَىٰ شَيْئًا مِنْ هَٰذَا عَلَىٰ امْرَأَتِكَ الْآنَ، قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي، قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَىٰ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذٰلِكِ، لَمْ نُجَامِعْهَا.

৫৪১০। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে নারী উলকি আঁকে এবং যে আঁকায়, যে নারী চোখের পাতা চেঁছে ফেলে এবং যে চাঁছায়, যে নারী সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য দাঁত চেঁছে সরু করে এর মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করে– এদের ওপর আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ করেছেন। বনু আসাদ গোত্রের উম্মু ইয়াকুব নাম্নী এক মহিলার কাছে যখন এ খবর পৌছলো, তিনি তখন কুরআন তিলাওয়াত করছিল। তিনি আবদুল্লাহর (রা) কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, শুনতে পেলাম, যে নারী উলকি আঁকে এবং যে আঁকায়, যে নারী চোখের পাতা চাঁছে এবং যে চাঁছায় এবং যে নারী সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য দাঁত চেঁছে সরু করে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করে– এদের ওপর আপনি নাকি অভিসম্পাত করেছেন?

আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার ওপর অভিশাপ করেছেন আমি কেন তাকে অভিসম্পাত করব না? অথচ কুরআনেও এর উল্লেখ আছে। মহিলা বললেন, আমিতো সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছি। কিন্তু কোথাও তো তা পাইনি? আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, যদি তুমি কুরআন পাঠ করতে তাহলে অবশ্যই তা পেতে।

মহান আল্লাহ বলেছেন :

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ কর আর যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" মহিলাটি বললেন, আপনার স্ত্রীও এর কিছু কিছু করে থাকে। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, গিয়ে দেখ। মহিলাটি তার স্ত্রীর কাছে গেলেন কিন্তু তেমন কিছুই দেখতে পাননি। অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ্র কাছে ফিরে এসে বললেন, না, কিছুই দেখলাম না। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সে যদি এরূপ করত, তাহলে তাকে নিয়ে কখনো এক বিছানায় ঘুমাতাম না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ جَرِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَفِي حَدِيثِ مُفَضَّلٍ: الْوَاشِمَاتِ وَالْمَوْشُومَاتِ.

৫৪১১। মানসূর থেকে উল্লিখিত সনদসূত্রে জারীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ، مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ.

৫৪১২। মানসূর থেকে উল্লিখিত সনদসূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তাতে উম্মু ইয়াকুবের ঘটনা উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

৫৪১৩। আবদুল্লাহ্ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

৫৪১৪। আবু যুবাইর (রা) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্কে (রা) বলতে শুনেছেন, মহিলাদের চুলের সাথে কৃত্রিম কিছু লাগানোর ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ

مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ مِثْلِ هَـٰذِهِ، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَـٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ».

৫৪১৫। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ‘আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। মু‘আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান যে বছর হজ্জে গিয়েছিলেন তখন তিনি তাকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে গোলামের হাত থেকে এক গোছা চুল হাতে নিয়ে বলতে শুনেছেন, হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমরা কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি এ-ও বলেছেন : বনি ইসরাঈলদের মহিলারা যখন এ ধরনের জিনিস ব্যবহার করতে শুরু করেছিল, তখন তারা ধ্বংস হয়েছিল।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ ح:

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: «إِنَّمَا عُذِّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ».

৫৪১৬। যুহ্‌রী থেকে এ সূত্রে মালিক বর্ণিত (পূর্ববর্তী) হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মা‘মার বর্ণিত হাদীসে, ‘এ কারণে বনি-ইসরাঈলদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল’ উল্লেখ আছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ

عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَىٰ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ.

৫৪১৭। সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীর মু‘আবিয়া (রা) মদীনায় আসেন এবং আমাদের সামনে ভাষণ দেন। এ সময় তিনি এক গোছা চুল বের করে বলেন, আমার ধারণাও ছিল না যে, ইহুদীরা ছাড়া এরূপ কেউ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এরূপ কাজের খবর এসেছিল। তিনি একে মিথ্যা ও প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الزُّورِ، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَىٰ رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلَا وَهٰذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا تُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.

৫৪১৮। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীর মু'আবিয়া (রা) একদিন বলেন যে, তোমরা অনেক খারাপ রীতি-নীতির উদ্ভাবন করেছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা (চুলে জোড়া লাগানো) থেকে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক ব্যক্তি একটা লাঠি নিয়ে আসল। লাঠির মাথায় কিছু ছেঁড়া কাপড় ছিল। মু'আবিয়া (রা) বলেন, এটাই মিথ্যা। কাতাদা বলেন, এর অর্থ হল, মহিলারা কাপড় ইত্যাদি বেঁধে তাদের চুল লম্বা করে।

অনুচ্ছেদ : ২৫

কাপড় পরিধান করা সত্ত্বেও যে মহিলারা উলংগ, তারা নিজেরাও বিপথগামী হয়েছে এবং অন্যদেরও বিপথগামী করছে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا» [انظر: ٧١٩٤].

৫৪১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দুই শ্রেণীর দোযখী রয়েছে যাদের আমি দেখিনি।

এক শ্রেণী হল, যাদের কাছে গরুর লেজের মত চাবুক রয়েছে, যা দিয়ে তারা মানুষ মারে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল, যে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরেও উলংগ। তারা নিজেরাও বিপথগামী হয়েছে এবং অন্যদেরও বিপথগামী করছে। তাদের মাথা বুখতী উটের কুঁজের মত একদিকে ঝুঁকানো। তারা না বেহেশতে যেতে পারবে আর না বেহেশতের সুঘ্রাণ পাবে। যদিও এর সুঘ্রাণ বহু দূর থেকে পাওয়া যায়।

টীকা : ونساء كاسيات عارية مميلات অর্থাৎ, পাতলা কাপড় পরে যা দিয়ে সর্বশরীর দেখা যায়।

অথবা বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং ফ্যাশনে লিপ্ত হবে আর তাকওয়া ও পরহেযগারীর পোশাক পরিত্যাগ করবে। অথচ তাকওয়া ও পরহেযগারীর পোশাককেই আল্লাহ তা'আলা উত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, আল্লাহর দেয়া নিয়ামতস্বরূপ প্রাপ্ত বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবে কিন্তু শুকরিয়া আদায় করবে না। অথবা দেহের কিছু অংশ আবৃত থাকবে আর কিছু অংশ থাকবে অনাবৃত। হেলে-দুলে চলবে। নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে পথভ্রষ্ট করবে।

অনুচ্ছেদ : ২৬

প্রতারণার পোশাক পরিধান করা আর যা না আছে তা প্রচার করা নিষেধ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ [ابْنِ عُرْوَةَ]، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقُولُ: إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ».

৫৪২০। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (আমার সতীনকে) বলব যে, আমার স্বামী আমাকে অমুক জিনিস দিয়েছেন অথচ তিনি তা আমাকে দেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কাউকে যে জিনিস (তার স্বামী কর্তৃক) দেয়া হয়নি, সে যদি (সতীনের কাছে) প্রচার করে বেড়ায় যে, তাকে তা দেয়া হয়েছে, তাহলে সে যেন মিথ্যার দুটো কাপড় পরল।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي مَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ».

৫৪২১। আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এক সতীন আছে। আমি যদি (তার কাছে) বলে বেড়াই যে, অমুক জিনিস স্বামী আমাকে দিয়েছেন, অথচ তিনি তা দেননি, তাহলে কি গুনাহ হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : না দেয়া জিনিসকে দেয়া জিনিসের মত বলে বেড়ানো ব্যক্তি প্রতারণার দুটো কাপড় পরিধানকারী ব্যক্তিরই মত।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

৫৪২২। হিশাম থেকে উল্লিখিত সনদসূত্রে (পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ) হাদীস বর্ণিত আছে।

উনচল্লিশতম অধ্যায়

كتاب الآداب

কিতাবুল আদাব (আচার-ব্যবহার)

অনুচ্ছেদ : ১

আবুল কাসেম কুনিয়াত (উপনাম) রাখা নিষেধ এবং ভাল নামের বর্ণনা।

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا - وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَادَىٰ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ، إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي».

৫৪২৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাকী' নামক কবরস্থানে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে ডাকল, হে আবুল কাসেম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকে ফিরে তাকান। সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে ডাকিনি বরং অমুক ব্যক্তিকে ডেকেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পার কিন্তু আমার উপনামে কারো উপনাম রেখনা।

টীকা : ইমাম নববী (রহ) বলেন, এ বিষয়ে উলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম শাফেঈ ও আহলি যাওয়াহির বলেন, আবুল কাসেম উপনাম রাখাই ঠিক নয়। ইমাম মালিক, জমহুরের মতে এ নিষেধ মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। কারো কারো মতে এই নিষেধাজ্ঞা ছিল সৌজন্যমূলক। আদব রক্ষার্থে নিষেধ করা হয়েছিল। মোল্লা আলী কারী মিশকাত শরীফের ভাষ্য "মিরকাতে" উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এটা একটা বিশেষ নিষেধাজ্ঞা ছিল। বর্তমানে এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ নেই। এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত।

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ [وَ هُوَ] الْمُلَقَّبُ بِسَبَلَانَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَخِيهِ عَبْدِ اللهِ: سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمَائَةٍ: يُحَدِّثَانِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَىٰ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ».

৫৪২৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহর কাছে তোমাদের নামগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় নাম হল আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، فَأَتَىٰ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا، فَقَالَ لِي قَوْمِي: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ».

৫৪২৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক ব্যক্তির একটা ছেলে হল। সে তার নাম রাখল মুহাম্মাদ। এতে তার গোত্রের লোকেরা বলল, আমরা তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে নাম রাখতে দেব না। সে তার বাচ্চাকে পিঠে করে রওয়ানা হল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটা ছেলে হয়েছে। আমি তার নাম রেখেছি মুহাম্মাদ। এতে আমার গোত্রের লোকেরা বলছে, আমরা তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে নাম রাখতে দেব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনাম রেখ না। কেননা, আমি কাসেম (বণ্টনকারী), যা কিছু পাই তোমাদের মাঝে বণ্টন করি।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ تَسْتَأْمِرَهُ، [قَالَ] فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللهِ، وَإِنَّ قَوْمِي أَبَوْا أَنْ يَكْنُونِي بِهِ، حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ».

৫৪২৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক ব্যক্তির একটা ছেলে হল। সে তার নাম রাখল মুহাম্মাদ। আমরা বললাম, আমরা তোমাকে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকনাম রাখতে দেব না– যে পর্যন্ত তুমি তাঁর অনুমতি না নেবে। সে তাঁর (রাসূলুল্লাহ) কাছে হাযির হয়ে বলল, আমার একটা ছেলে হয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে তার নামকরণ করেছি। কিন্তু আমার গোত্রের লোকেরা আপনার অনুমতি ছাড়া এ নাম রাখতে দিচ্ছে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়ে বলেন : আমার নামে নাম রাখ কিন্তু উপনাম রেখ না। কেননা, বণ্টনকারী হিসেবে আমাকে পাঠানো হয়েছে। আমি (যা কিছু পাই) তোমাদের মধ্যে বণ্টন করি।

وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، عَنْ حُصَيْنٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ - وَلَمْ يَذْكُرْ: «فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ».

৫৪২৭। হুসাইন থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ) হাদীস বর্ণিত আছে। **তবে এ সূত্রে "আমি বণ্টনকারী হিসাবে প্রেরিত হয়েছি, তোমাদের মাঝে বণ্টন করি" এ কথাটুকু উল্লেখ নেই।**

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ». وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ «وَلَا تَكْتَنُوا».

৫৪২৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনাম রেখ না। কেননা, আমি আবুল কাসেম, তোমাদের মধ্যে বণ্টন করি।

টীকা : আবুল কাসেম শুধু এ জন্যই নয় যে, আমি কাসেমের পিতা, বরং দীনী-দুনিয়াবী যাবতীয় জিনিস বণ্টনকারী হিসেবে আমি আবুল কাসেম। এ জন্য আমি তোমাদের কোন ব্যক্তি বা তার গুণাবলী সদৃশ নই। এ হিসেবে তোমাদের আমার উপনাম না রাখাই উচিত। এ ক্ষেত্রে আবু অর্থ– "সাহেব"। যেমন, আবুল ফযল (সম্মানিত) বলা হয় যদিও তার ছেলে ফযল না থাকে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ».

৫৪২৯। আ'মাশ থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ) হাদীস বর্ণিত আছে। এখানে উল্লেখ আছে : "আমাকে কাসেম (বণ্টনকারী) বানানো হয়েছে। (যা কিছু আমার হস্তগত হয়) তোমাদের মধ্যে বণ্টন করি।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ، تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي».

৫৪৩০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারীর একটা ছেলে হল। সে তার ছেলের নাম "মুহাম্মাদ" রাখার ইচ্ছা করল। অতএব সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আনসাররা ভালই করেছে। আমার নামে নামকরণ করো কিন্তু আমার উপনাম রেখ না।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ؛ ح: قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ [ابْنِ عَبْدِ اللهِ]، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَمَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا: سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ مِنْ قَبْلُ، وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: وَزَادَ فِيهِ حُصَيْنٌ وَسُلَيْمَانُ - قَالَ حُصَيْنٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ»، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: «فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ».

৫৪৩১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসসমূহের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। হুসাইনের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "আমাকে বণ্টনকারী করে পাঠানো হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করি।" আর সুলাইমানের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "আমি শুধু বণ্টনকারী। তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে থাকি।"

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ-: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ».

৫৪৩২। ইবনুল মুনকাদির জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন : আমাদের এক ব্যক্তির একটা ছেলে হল। সে তার নাম রাখল কাসেম। আমরা বললাম, আমরা তোমাকে না আবুল কাসেম নাম রাখতে দেব, আর না এ উপনাম রেখে তোমার চোখ শান্ত হতে দেব। অতএব, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি বললেন : তোমার ছেলের নাম আবদুর রহমান রাখ।

وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا.

৫৪৩৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। এ সূত্রে ইবনে 'উইয়াইনাহ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এ সূত্রে "আমরা তোমার চোখ শীতল হতে দেব না।"– কথাটুকু উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي» قَالَ عَمْرٌو: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ.

৫৪৩৪। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছি, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার নামে নামকরণ কর কিন্তু আমার উপনাম রেখ না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ الْعَنَزِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ: ﴿يَٰأُخْتَ هَٰرُونَ﴾، [مريم: ٢٨] وَمُوسَىٰ قَبْلَ عِيسَىٰ بِكَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ».

৫৪৩৫। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন নাজরান আসলাম, সেখানকার লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি (সূরা মরিয়মে) يَاأُخْتَ هَارُوْنَ وَمُوسى তেলাওয়াত করেন? অথচ তারা 'ঈসার (আ) অনেক আগে ছিলেন।" অতএব আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসলাম, এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : বনি ইসরাঈলগণ তাদের নবী এবং পূর্ববর্তী নেককার লোকদের নামানুসারে নিজেদের নাম রাখত।

অনুচ্ছেদ : ২

খারাপ নাম রাখা এবং অশুভ লক্ষণ নির্দেশক নাম রাখা মাকরূহ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، وَقَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ: أَفْلَحَ، وَرَبَاحٍ، وَيَسَارٍ، وَنَافِعٍ.

৫৪৩৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের গোলামদের চার প্রকারের নামকরণ করতে নিষেধ করেছেন ঃ (১) আফলাহ (কৃতকার্য), (২) রাবাহ (মুনাফা), (৩) ইয়াসার (সম্পদ), (৪) নাফে' (লাভজনক)।

টীকা : ইমাম নববী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামগুলো চূড়ান্তভাবেই নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উম্মাতের সহজতার দিকে লক্ষ্য রেখে এ নামগুলো রাখা নিষিদ্ধ করেননি। মূলত এটা মাকরূহ তানযিহী পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الرُّكَيْنِ

[ابْنِ الرَّبِيعِ]، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا، وَلَا يَسَارًا، وَلَا أَفْلَحَ، وَلَا نَافِعًا».

৫৪৩৭। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি তোমার গোলামদের নাম রাবাহ, ইয়াসার, আফলাহ এবং নাফে' রেখ না।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ، وَلَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَجِيحًا، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لَا».
إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ، فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ.

৫৪৩৮। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তায়ালার কাছে চারটি বাক্য সবচেয়ে পছন্দনীয় : (১) সুবহানাল্লাহ (২) আলহামদুলিল্লাহ (৩) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং (৪) আল্লাহু আকবার। যে কোন বাক্য আগে বলাতে তোমার কোন দোষ হবে না। নিজের গোলামের নাম ইয়াসার, রাবাহ, নাজীহ এবং আফলাহ রেখ না। কেননা, যদি তুমি জিজ্ঞেস কর যে, সে (আফলাহ ইত্যাদি) কি ওখানে আছে? সে বলবে, না। সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি নামেরই বর্ণনা করেছেন। অতএব, আমার থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করো না।

حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ، فَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَرَوْحٍ، فَكَمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ بِقِصَّتِهِ، وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْغُلَامِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَلَامَ الْأَرْبَعَ.

৫৪৩৯। মানসুর থেকে যুহাইরের সূত্রে (অনুরূপ) হাদীস বর্ণিত আছে। জারীর এবং রাওহ বর্ণিত হাদীসে যুহাইর বর্ণিত হাদীসের বিস্তারিত উল্লেখ আছে। শো'বা বর্ণিত

হাদীসে শুধু গোলামের নামকরণের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু পছন্দনীয় চারটি বাক্যের উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ:

حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهَىٰ عَنْ أَنْ يُسَمَّىٰ بِيَعْلَىٰ، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِعٍ، وَبِنَحْوِ ذٰلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذٰلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَىٰ عَنْ ذٰلِكَ، ثُمَّ تَرَكَهُ.

৫৪৪০। আবু যুবাইর জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়া'লা, বরকত, আফলাহ, ইয়াসার, নাফে' ইত্যাদি নাম রাখতে নিষেধ করতে চেয়েছেন। অতঃপর আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং এ বিষয়ে আর কিছুই বলেননি। এ অবস্থায়ই তিনি ইনতিকাল করেন এবং (সাহাবীদের এ ধরনের নাম রাখতে) নিষেধ করেননি। অতঃপর 'উমার (রা) এ থেকে নিষেধ করতে চেয়েছেন। কিন্তু পরে তিনিও তা করা থেকে বিরত থাকলেন।

অনুচ্ছেদ : ৩

খারাপ নামের পরিবর্তে ভাল নাম এবং বার্‌রাহ নামের পরিবর্তে যয়নাব, জুয়াইরিয়াহ ইত্যাদি নাম রাখা উত্তম।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ: «أَنْتِ جَمِيلَةُ».

قَالَ أَحْمَدُ - مَكَانَ أَخْبَرَنِي -: عَنْ.

৫৪৪১। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক মহিলার) আসিয়া (পাপিষ্ঠ) নাম পরিবর্তন করে দেন এবং বলেন, তুমি জামীলা (সুন্দরী)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ

ابْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ؛ أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمِيلَةَ.

৫৪৪২। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। 'উমারের (রা) এক মেয়ের নাম ছিল 'আসিয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন জামীলা।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَوْلَىٰ آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ.

৫৪৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আগে জুয়াইরিয়ার নাম ছিল বাররাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম পরিবর্তন করে জুয়াইরিয়াহ রাখেন। কেননা, তিনি একথা বলা অপছন্দ করতেন যে, অমুক বাররাহর কাছ থেকে চলে গেছে।

টীকা : 'বাররাহ' শব্দের অর্থ হল নেককার এবং সালিহ্। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলা অপছন্দ করতেন যে, নেককারের কাছ থেকে কেউ চলে এসেছে। কেননা, নেককার এবং সালিহ ব্যক্তির কাছ থেকে চলে আসার অর্থ হল নেক কাজ ছেড়ে দেয়া।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ - وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِهَٰؤُلَاءِ دُونَ ابْنِ بَشَّارٍ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ.

৫৪৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যয়নাবের (রা) পূর্ব নাম ছিল বাররাহ। কেউ কেউ বলল, তুমি নিজেকে নিষ্পাপ মনে করছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার নাম রেখে দিলেন যয়নাব।

حَدَّثَنِي إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ

يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ اسْمِي بَرَّةَ، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ. قَالَتْ: وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَاسْمُهَا بَرَّةُ، فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ.

৫৪৪৫। যয়নাব বিনতে উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নাম ছিল বাররাহ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম রেখে দেন যয়নাব। বর্ণনাকারী বলেন, যয়নাব বিনতে জাহশ (রা) তাঁর কাছে আসলেন। তার নামও ছিল বাররাহ। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নামও রেখে দেন যয়নাব।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ، فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ هَٰذَا الِاسْمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ، اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ» فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا؟ قَالَ «سَمُّوهَا زَيْنَبَ».

৫৪৪৬। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মেয়ের নাম রেখেছিলাম বাররাহ। যয়নাব বিনতে আবু সালামা আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। আর আমার নামও বাররাহ রাখা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিজেকে নিষ্পাপ মনে করো না। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কে নেককার। সকলে আরজ করল, তাহলে আমরা তার কি নাম রাখব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যয়নাব রাখ।

অনুচ্ছেদ : ৪

শাসকদের শাহানশাহ অথবা রাজাধিরাজ নামে ডাকা হারাম।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ - قَالَ الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ يُسَمَّىٰ

مَلِكَ الْأَمْلَاكِ» - زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ «لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ]».

قَالَ الْأَشْعَثِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ؟ فَقَالَ: أَوْضَعَ.

৫৪৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য নাম হচ্ছে রাজাধিরাজ। ইবনে আবু শাইবার বর্ণনায় আছে, মহান আল্লাহ ছাড়া কোন রাজাধিরাজ নেই। সুফিয়ান বলেছেন, শব্দটি শাহানশাহ-এর সমার্থবোধক।

আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, আমি আবু আমরের কাছে اَخْنَعْ শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এর অর্থ হল اَوْضَعْ (সবচেয়ে নিকৃষ্ট)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ، رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّىٰ مَلِكَ الْأَمْلَاكِ، لَا مَلِكَ إِلَّا اللهُ».

৫৪৪৮। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কয়েকটি হাদীস তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হাদীস হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অভিশপ্ত এবং ঘৃণিত ব্যক্তি হচ্ছে– যাকে শাহানশাহ বলে ডাকা হবে। অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এ নামের উপযুক্ত হতে পারে না।

টীকা : এ নিষেধাজ্ঞা শুধু এ নামের সাথেই নির্দিষ্ট নয় বরং যে কোন ভাষায় যে কোন শব্দই এ অর্থ প্রকাশ করে তাও এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। কেননা, এটা আল্লাহর বিশেষ গুণবাচক নাম। তিনি রাজাধিরাজ এবং বাকী সব তাঁরই আজ্ঞাবহ।

অনুচ্ছেদ : ৫

বাচ্চাদের তাহনীক করা এবং জন্মের পরে কোন নেককার লোকের কাছে নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। জন্মের দিনই নাম রাখা জায়েয। আবদুল্লাহ, ইবরাহীম এবং সকল নবীদের নামে নাম রাখা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ

أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ وُلِدَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ، فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ، فَلَاكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ فَمَجَّهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرُ» وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ. [انظر: ٦٣٢٢]

৫৪৪৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা আনসারীর পুত্র আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কম্বল গায়ে তাঁর উটের শরীরে তেল মাখছিলেন। তিনি বললেন : তোমার কাছে কি খেজুর আছে? আমি বললাম, হাঁ। আমি তাঁকে কয়েকটা খেজুর দিলাম। তিনি সেগুলো মুখে দিয়ে চিবালেন। অতঃপর বাচ্চার মুখ খুলে তাতে তা রেখে দেন। বাচ্চা তা চুষতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আনসারগণ খেজুর পছন্দ করে। তিনি ঐ বাচ্চার নাম রাখেন আবদুল্লাহ।

টীকা : ইমাম নববী (রহ) বলেন, সর্বসম্মতভাবে তাহনীক সুন্নাত এবং খেজুর দিয়ে করা মুস্তাহাব। খেজুর ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে তাহনীক করা হলে তাও জায়েয। হাদীস থেকে এও বুঝা গেল যে, কোন নেককার পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক দিয়েই তাহনীক করানো উচিত। অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ নাম রাখা এবং কোন নেককার লোক দিয়ে নাম রাখান মুস্তাহাব। (নববী ২য় খণ্ড, শরহে শানুসী ৫ম খণ্ড)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَٰرُونَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّىٰ، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمَا» فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، [فَأَتَىٰ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ]، وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيْءٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ. تَمَرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، ثُمَّ حَنَّكَهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

৫৪৫০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহার এক ছেলে রুগ্ন ছিল। আবু তালহা বাইরে গেলে ছেলে মারা গেল। তিনি যখন ফিরে আসলেন তখন

জিজ্ঞেস করলেন, ছেলের কি অবস্থা? উম্মু সুলাইম (স্ত্রী) বললেন, আগের চেয়ে কিছুটা ভাল। উম্মু সুলাইম রাতের খাবার পরিবেশন করলেন। তিনি আহার করলেন। অতঃপর তিনি উম্মু সুলাইমের সাথে সহবাস করলেন। যখন অবসর হলেন, উম্মু সুলাইম বললেন, যাও, ছেলে দাফন করে আস। অতএব, সকাল বেলা আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন এবং তাঁর কাছে সব ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : রাতে তোমরা কি সহবাসও করেছ? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : "আল্লাহ! এদেরকে বরকত দান করুন।" অতঃপর উম্মু সুলাইমের একটা ছেলে হল। আবু তালহা আমাকে বললেন, বাচ্চাটিকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও। উম্মু সুলাইম (রা) সাথে কিছু খেজুরও পাঠিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলে কোলে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : সাথে কিছু আছে কি? লোকেরা বলল, হাঁ, খেজুর আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়ে চিবালেন। অতঃপর মুখ থেকে বের করে বাচ্চার মুখে রাখলেন। তিনি এভাবে তাহনীক করলেন আর তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ بِهَٰذِهِ الْقِصَّةِ، نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ.

৫৪৫১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত।... এ সূত্রেও ইয়াযীদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ.

৫৪৫২। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক ছেলে হল। আমি তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং একটা খেজুর দিয়ে তার তাহনীক করলেন।

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَىٰ أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَٰقَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، حِينَ هَاجَرَتْ، وَهِيَ حُبْلَىٰ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَدِمَتْ قُبَاءَ، فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللهِ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ حِينَ نُفِسَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُحَنِّكَهُ، فَأَخَذَهُ

رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ، فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَتْ أَسْمَاءُ: ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ، ثُمَّ جَاءَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ، لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَهُ بِذَٰلِكَ الزُّبَيْرُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ.

৫৪৫৩। উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর ও ফাতিমা বিনতুল মুনযির ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তখনও তিনি গর্ভবতী ছিলেন এবং আবদুল্লাহ (রা) তখন তার পেটে ছিলেন যখন তিনি কুবা পল্লীতে পৌছেন, আবদুল্লাহ (রা) ভূমিষ্ঠ হল। অতঃপর তিনি তার তাহনীক করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহকে নিয়ে কোলে বসালেন। অতঃপর তিনি খেজুর চাইলেন। আয়েশা (রা) বলেন, খেজুর পাওয়ার আগে কিছুক্ষণ আমরা খেজুর তালাশ করছিলাম। তিনি খেজুর চিবালেন এবং আবদুল্লাহর মুখে তাঁর লালা দিলেন। অতএব সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লালাই তার পেটে গেল। আসমা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহর ওপর হাত বুলান এবং তার জন্য দোয়া করেন। আর তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। তার বয়স যখন সাত বা আট বছর, তিনি যুবাইরের (রা) নির্দেশে তাকে বাইআত করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে সামনে আসতে দেখলেন, মুচকি হাসলেন। অতঃপর তাকে বাইআত করালেন।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ؛ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، بِمَكَّةَ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ.

৫৪৫৪। আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে পেটে ধারণ করেন (গর্ভবতী)। তিনি বললেন, আমি যখন মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম,

তখন গর্ভের সময় পুরা হয়েছিল। আমি মদীনায় আসলাম এবং কুবা পল্লীতে অবতরণ করলাম। সেখানেই আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হল। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি আবদুল্লাহকে কোলে বসালেন এবং একটা খেজুর চেয়ে নিয়ে চিবালেন। অতঃপর আবদুল্লাহর মুখে তাঁর লালা দিলেন। তাই সর্বপ্রথম আবদুল্লাহর মুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লালাই গিয়েছিল। অতঃপর তিনি খেজুর মুখের তালুতে লাগিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। অধস্তন রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন (হিজরতের পরে) ইসলামের সর্বপ্রথম শিশু।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهِيَ حُبْلَىٰ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ.

৫৪৫৫। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন হিজরত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যান, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) তখন তার পেটে ছিলেন (অর্থাৎ তিনি গর্ভবতী ছিলেন)। অতঃপর আবু উসামা বর্ণিত (পূর্ববর্তী) হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ [يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ]؛ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالصِّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَنِّكُهُمْ.

৫৪৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাচ্চা নিয়ে আসা হত। তিনি তাদের জন্য বরকতের দোয়া করতেন এবং তাহনীক করতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جِئْنَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ، فَطَلَبْنَا تَمْرَةً، فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا.

৫৪৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাহনীক করানোর জন্য নিয়ে আসলাম। (তিনি আমাদের কাছে খেজুর চাইলেন)। আমরা তা সংগ্রহ করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলাম।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حِينَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَىٰ فَخِذِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَقْلَبُوهُ، فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَيْنَ الصَّبِيُّ؟» فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَقْلَبْنَاهُ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا اسْمُهُ؟» قَالَ: فُلَانٌ. [يَا رَسُولَ اللهِ]! قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ» فَسَمَّاهُ، يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ.

৫৪৫৮। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনযির ইবনে উসাইদ যখন ভূমিষ্ঠ হল, তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের উরুর ওপর রাখলেন এবং আবু উসাইদ কাছেই বসা ছিল। ইতিমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাতের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আবু উসাইদ বাচ্চাকে তাঁর উরুর ওপর থেকে উঠিয়ে নিতে বললেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরুর ওপর থেকে বাচ্চা তুলে নেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন খেয়াল হল, তিনি বাচ্চার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আবু উসাইদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা বাচ্চা তুলে নিয়েছি। তিনি বাচ্চার নাম জিজ্ঞেস করলেন। আবু উসাইদ বললেন, তার নাম অমুক, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেন : "না, বরং তার নাম মুনযির।" সেদিন থেকে তার নাম হল মুনযির।

অনুচ্ছেদ : ৬

যার বাচ্চা নেই, তার নিজের ডাকনাম রাখা এবং বাচ্চাদের ডাকনাম রাখা জায়েয।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَ فَطِيمًا، قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَآهُ قَالَ: «أَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» قَالَ: وَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ.

৫৪৫৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চরিত্র ও নৈতিকতার দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। আমার এক ভাই ছিল। তাকে আবু উমাইর ডাকা হত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় আনাস (রা) বলেছেন যে, তাকে দুধ ছাড়ানো হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের বাড়ী আসলেন, তাকে দেখলেন এবং বললেন : আবু উমাইর! তোমার নুগাইর (ছোট পাখী) কি করে? সে পাখিটি নিয়ে খেলা করত। (সম্ভবত পাখিটি তখন তার হাতে মারা গিয়েছিল।)

অনুচ্ছেদ : ৭

অপরের ছেলেকে 'হে বৎস' বলে সম্বোধন করা জায়েয এবং স্নেহভরে এরূপ সম্বোধন করা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بُنَيَّ».

৫৪৬০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন : 'হে বৎস!'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ- قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَدٌ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: «أَيْ بُنَيَّ! وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ» قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخُبْزِ، قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذٰلِكَ».

৫৪৬১। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে আমি যত অধিকবার জিজ্ঞেস করেছি এরূপ আর কেউ করেনি। তিনি আমাকে বললেন : বৎস! কেন এত চিন্তা করছ? সে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি আরজ করলাম, লোকেরা ধারণা করে যে, তার সাথে পানির নহর এবং রুটির পাহাড় থাকবে। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : সে আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو

أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِلْمُغِيرَةِ «أَيْ بُنَيَّ!» إِلَّا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ وَحْدَهُ.

৫৪৬২। ইসমাঈল থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (পূর্বের হাদীসের অনুরূপ) হাদীস বর্ণিত আছে। শুধু ইয়াযিদ বর্ণিত হাদীস ছাড়া আর কারো বর্ণনায় মুগীরার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্বোধন 'হে বৎস' উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ : ৮

কারো বাড়িতে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়া।

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا وَاللهِ! يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ، فَأَتَانَا أَبُو مُوسَىٰ فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا، قُلْنَا: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ، فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا؟ فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَىٰ بَابِكَ ثَلَاثًا، فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ». فَقَالَ عُمَرُ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ. فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: لَا يَقُومُ مَعَهُ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قُلْتُ: أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ: فَاذْهَبْ بِهِ.

৫৪৬৩। বুসর ইবনে সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরীকে (রা) বলতে শুনেছি, আমি মদীনায় আনসারদের মজলিসে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে আবু মূসা আশআরী (রা) ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়িয়ে আসলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমাকে 'উমার (রা) ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তার দরজায় গিয়ে তিনবার সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি কোন জবাব দেননি। তাই আমি ফিরে আসলাম। তিনি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার কাছে আসলেন না কেন? আমি বললাম, আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম এবং আপনার দরজায় তিনবার সালাম দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি কোন জবাব দেননি। শেষে আমি ফিরে আসলাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ পরপর তিনবার অনুমতি চাইবে এবং যদি তাকে অনুমতি না দেয়া হয়, তাহলে সে ফিরে যাবে। 'উমার (রা) বলেন, আপনার দাবীর সমর্থনে প্রমাণ পেশ করুন। অন্যথায় আমি আপনার কৈফিয়াত তলব করব। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, আবু মূসার দলের

সবচেয়ে ছোট ব্যক্তি তার পক্ষে সাক্ষী দেবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি বললাম, আমিই দলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। উবাই (রা) বলেন, আচ্ছা, তুমিই তার সাথে যাও।

টীকা : আবু মূসা আশআরীর (রা) সততার ব্যাপারে 'উমারের (রা) কোন সন্দেহ ছিল না। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল, লোকেরা যেন বেপরোয়াভাবে হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণ না করে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ، فَذَهَبْتُ إِلَىٰ عُمَرَ، فَشَهِدْتُ.

৫৪৬৪। ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (অনুরূপ) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবী 'উমার তার বর্ণনায় আরো উল্লেখ করেছেন, "আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি আবু মূসার (রা) সাথে দাঁড়ালাম এবং 'উমারের (রা) কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দিলাম।"

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَأَتَىٰ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا حَتَّىٰ وَقَفَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ! هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ. وَإِلَّا فَارْجِعْ». قَالَ أُبَيٌّ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَىٰ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، قَالَ: قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَىٰ شُغْلٍ، فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكَ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ، كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَوَاللهِ! لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ، أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَىٰ هَٰذَا.

فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: فَوَاللهِ! لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحْدَثُنَا سِنًّا، قُمْ، يَا أَبَا سَعِيدٍ! فَقُمْتُ حَتَّىٰ أَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَٰذَا.

৫৪৬৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা উবাই ইবনে কা'বের (রা) মজলিশে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে আবু মূসা আশআরী (রা) ক্রোধান্বিত অবস্থায় এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি,

তোমাদের কেউ কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছ, "তিনবার অনুমতি চাইতে হবে, অতঃপর যদি তোমাকে অনুমতি দেয়া হয় তবে তো ভাল, অন্যথায় ফিরে যাও।"

উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, আপনি একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন? তিনি বলেন, গতকাল আমি উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) বাড়িতে গিয়ে তিনবার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হল না। আমি ফিরে আসলাম। অতঃপর আজ আমি পুনরায় তার কাছে গেলাম এবং বললাম, গতকাল আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এবং তিনবার সালাম দিয়েছিলাম। অতঃপর ফিরে গেলাম। উমার (রা) বলেন, আমরা শুনেছিলাম কিন্তু তখন খুব ব্যস্ত ছিলাম। পরে কেন অনুমতি চাননি? তাহলে তখন আপনাকে অনুমতি দেয়া হত। আমি বললাম, অনুমতি চাওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমি যেভাবে শুনেছি সেভাবেই অনুমতি চেয়েছি। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আপনি আপনার বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ পেশ করবেন অন্যথায় আমি আপনার পিঠ ও পেটে নির্যাতন করব।

উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আপনার সাথে আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে অল্প বয়স্ক ব্যক্তি যাবে। এই বলে তিনি ডাক দিলেন, হে আবু সাঈদ! দাঁড়াও। অতএব আমি দাঁড়ালাম এবং উমারের (রা) কাছে এসে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ হাদীস বলতে শুনেছি।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَىٰ أَتَىٰ بَابَ عُمَرَ، فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثِنْتَانِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتْبَعَهُ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَٰذَا شَيْئًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهَا، وَإِلَّا، فَلَأَجْعَلَنَّكَ عِظَةً، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَتَانَا فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ؟» قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَاكُمْ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ، وَتَضْحَكُونَ؟ انْطَلِقْ فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَٰذِهِ الْعُقُوبَةِ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: هَٰذَا أَبُو سَعِيدٍ.

৫৪৬৬। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা আশআরী (রা) উমারের (রা) দরজায় আসলেন এবং অনুমতি চাইলেন। উমার (রা) বলেন, এতো একবার হল। অতঃপর দ্বিতীয়বার অনুমতি চাইলেন। উমার (রা) বলেন, দ্বিতীয়বার হল। অতঃপর তৃতীয়বার অনুমতি চাইলেন। উমার (রা) বলেন, তৃতীয়বার হল। অতঃপর আবু মূসা (রা) ফিরে আসলেন। উমার (রা) পিছনে এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে তাকে ফিরিয়ে

আনালেন। উমার (রা) বললেন, যদি আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুযায়ী কাজ করে থাকেন, তাহলে প্রমাণ দিন। অন্যথায় আমি আপনাকে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দেব। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আবু মূসা (রা) আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেন, তোমাদের কি জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অনুমতি চাওয়া তিনবার? উপস্থিত সকলে হাসতে লাগলো। আমি বললাম, তোমাদের কাছে একজন মুসলমান ভাই দৌড়ে এসেছে আর তোমরা হাসছো। আমি বললাম, আবু মূসা! চলুন এ শাস্তিতে আমি আপনার সাথে অংশীদার হব। তিনি উমারের (রা) কাছে আসলেন এবং বললেন, এই সাক্ষী আবু সাঈদ হাযির।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَا: سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ.

৫৪৬৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত।... এ সূত্রেও আবু মাসলামার মাধ্যমে বিশর ইবনে মুফাছছাল কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَىٰ اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ عُمَرَ ثَلَاثًا، فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ نَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، ائْذَنُوا لَهُ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَٰذَا، قَالَ: لَتُقِيمَنَّ عَلَىٰ هَٰذَا بَيِّنَةً أَوْ لَأَفْعَلَنَّ، فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ إِلَىٰ مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَىٰ هَٰذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَٰذَا، فَقَالَ عُمَرُ: خَفِيَ عَلَيَّ هَٰذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ.

৫৪৬৮। উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে বর্ণিত। আবু মূসা (রা) উমারের (রা) কাছে (ভিতরে যাওয়ার জন্য) তিনবার অনুমতি চাইলেন। তিনি মনে করেছিলেন, উমার (রা) ব্যস্ত আছেন। অতএব তিনি ফিরে আসলেন। উমার (রা) বললেন, তোমরা কি আবদুল্লাহ

ইবনে কায়েসের (আবু মূসা) আওয়াজ শুননি। তাকে আসতে দাও। অতএব তাকে ডাকা হল। উমার (রা) বলেন, আপনি এরূপ কেন করলেন? আবু মূসা (রা) বলেন, আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উমার (রা) বলেন, আপনি সাক্ষী উপস্থিত করুন। অন্যথায় আমি আপনার সাথে কঠোর ব্যবহার করব। অতএব আবু মূসা (রা) সেখান থেকে বের হলেন এবং আনসারদের মজলিসের কাছে আসলেন। তারা বললেন, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অল্প বয়স্ক ব্যক্তি আপনার এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। অতঃপর আবু সাঈদ (রা) দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমাদের এভাবে হুকুম দেয়া হয়েছে। উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হুকুম আমার অজানা ছিল। বাজারের ব্যস্ততা (ব্যবসায়) আমাকে এ হুকুম অনবহিত রেখেছে।

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَٰذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ النَّضْرِ: أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ.

৫৪৬৯। ইবনে জুরাইজ থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। নযর বর্ণিত হাদীসে "বাজারের ব্যস্ততা আমাকে এ হুকুম অবগত হওয়া থেকে গাফেল রেখেছে"– কথাটুকু উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَىٰ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، هَٰذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، هَٰذَا أَبُو مُوسَىٰ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، هَٰذَا الْأَشْعَرِيُّ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ، رُدُّوا عَلَيَّ، فَجَاءَ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَىٰ! مَا رَدَّكَ؟ كُنَّا فِي شُغْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ»، قَالَ: لَتَأْتِيَنِّي عَلَىٰ هَٰذَا بِبَيِّنَةٍ، وَإِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، فَذَهَبَ أَبُو مُوسَىٰ.

قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدَهُ، قَالَ: يَا أَبَا مُوسَىٰ! مَا تَقُولُ؟ أَقَدْ وَجَدْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، قَالَ: عَدْلٌ، قَالَ: يَا أَبَا

الطُّفَيْلِ! مَا يَقُولُ هٰذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذٰلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ.

৫৪৭০। আবু বুরদা থেকে আবু মূসা আশ'আরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবু বুরদা) বলেন, আবু মূসা আশ'আরী (রা) উমার ইবনে খাত্তাবের (রা) বাড়িতে এসে বললেন, আসসালামু আলাইকুম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস। কিন্তু তিনি তাকে অনুমতি দেননি। আবু মূসা পুনরায় বললেন, আসসালামু আলাইকুম, আমি আবু মূসা। আসসালামু আলাইকুম, আমি আশ'আরী। অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন। উমার (রা) বললেন, তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস, ফিরিয়ে নিয়ে আস। আবু মূসা (রা) ফিরে আসলেন। উমার (রা) বললেন, আপনি কেন ফিরে গেলেন? আমরা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : "তিনবার অনুমতি চাইতে হয়। যদি অনুমতি পাওয়া যায় তো ভাল, অন্যথায় ফিরে যাও।" উমার (রা) বললেন, এর সপক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করুন, অন্যথায় আপনাকে শাস্তি দেব। আবু মূসা (রা) চলে গেলেন। উমার (রা) বললেন, আবু মূসা যদি সাক্ষী পায়, তাহলে সন্ধ্যায় তোমরা তাকে মিম্বারের কাছে পাবে অন্যথায় পাবে না। সন্ধ্যায় উমার (রা) যখন মিম্বারের কাছে আসলেন। সকলে আবু মূসাকে দেখতে পেলেন। উমার (রা) বললেন, আবু মূসা! আপনি কি বলতে চান? আপনি কি কোন সাক্ষী পেয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ, উবাই ইবনে কা'বকে (রা) পেয়েছি। উমার (রা) বললেন, নিশ্চয়ই তিনি ন্যায়পরায়ণ। উমার (রা) বললেন, আবু তোফাইল (উবাই ইবনে কা'ব)! আবু মূসা কি বলেন? কা'ব (রা) বলেন, হে ইবনে খাত্তাব! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি। অতএব, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীর ওপর শাস্তির কারণ হবেন না। উমার (রা) বলেন, সুবহানাল্লাহ! আমিতো একটা হাদীস শুনেছি এবং তা তাহকীক করা ভালো মনে করেছি।

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَىٰ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَأَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَا تَكُنْ، يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! عَذَابًا عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَمَا بَعْدَهُ.

৫৪৭১। তালহা ইবনে ইয়াহইয়া থেকে উল্লিখিত সূত্রে (অনুরূপ) হাদীস বর্ণিত আছে। এছাড়া এ সূত্রে আরো উল্লেখ আছে, উমার (রা) বলেন, হে আবুল মুনযির (উবাই ইবনে কা'বের উপনাম)! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস

শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, শুনেছি হে ইবনে খাত্তাব! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের শাস্তির কারণ হবেন না। কিন্তু এই বর্ণনায় উমারের (রা) কথা 'সুবহানাল্লাহ' এবং এর পরবর্তী বাক্যের উল্লেখ নেই।

টীকা : ইসলামের নীতি অনুযায়ী কোন লোকের ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে তার অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হবে। বাড়ির মালিক অনুমতি না দিলে জোরপূর্বক প্রবেশ করা যাবে না। তবে যে কোন বাড়ির বৈঠকখানায় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা জায়েয। অনুমতি চাওয়ার নিয়ম হল, পরপর তিনবার সালাম দিতে হবে এবং সাথে সাথে অনুমতি চাইতে হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদের ঘর ছাড়া অপর কারো ঘরে প্রবেশ করো না– যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের কাছ থেকে অনুমতি না পাও ও তাদের প্রতি সালাম না পাঠাও। এই নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আশা করা যায় তোমরা এই নিয়মের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে। সেখানে যদি কাউকে না পাও তাহলে তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমাদের বলা হয়, "ফিরে যাও" তাহলে তোমরা ফিরে যাও। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। অবশ্য তোমাদের জন্য এটা দোষের নয় যে, তোমরা এমন সব ঘরে প্রবেশ করবে যা কারো বসবাসের জায়গা নয়।" (সূরা নূর : ২৭-২৯)

অনুচ্ছেদ : ৯

অনুমতি প্রার্থনাকারীকে 'কে' বলার জবাবে 'আমি' 'আমি' বলা মাকরূহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَدَعَوْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ هٰذَا؟» قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: «أَنَا، أَنَا».

৫৪৭২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে ডাক দিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, কে? আমি বললাম, আমি। বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এলেন এবং বলতে থাকলেন : আমি, আমি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ هٰذَا؟» فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنَا، أَنَا!».

৫৪৭৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কে? আমি বললাম, আমি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি, আমি।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ - وَفِي حَدِيثِهِمْ: كَأَنَّهُ كَرِهَ ذٰلِكَ.

৫৪৭৪। শো'বা থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ) হাদীস বর্ণিত আছে। তাদের বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি, আমি বলা অপছন্দ করেছেন।

টীকা : ইমাম নববী (রহ) বলেন, উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, অনুমতি প্রার্থনাকারীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় 'কে' তবে এর জবাবে 'আমি' বলা মাকরূহ। কেননা এতে সন্দেহ দূর হয় না, কাজেই, নাম বলতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১০

অন্য লোকের ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখা হারাম।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ -؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ».

৫৪৭৫। সাহল ইবনে সাদ সায়েদী (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তখন চিরুনী ছিল। এটা দিয়ে তিনি মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে দেখতে পেলেন তখন বললেন : আমি যদি জানতাম, তুমি আমাকে উঁকি মেরে দেখছ, তাহলে এ দিয়ে তোমার চোখ ছেঁদা করে দিতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : অনুমতির ব্যবস্থা তো চোখের দৃষ্টির কারণেই করা হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِدْرًى

يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الْإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ».

৫৪৭৬। সাহল ইবনে সা'দ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তখন চিরুনী ছিল, যা দিয়ে তিনি মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : আমি যদি জানতাম, তুমি (দরজার ফাঁক দিয়ে) দেখছ, তাহলে এটা দিয়ে তোমার চোখ ছেঁদা করে দিতাম। আল্লাহ তো অনুমতির ব্যবস্থা করেছেন চোখের দৃষ্টি থেকে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ.

৫৪৭৭। সাহল ইবনে সা'দ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও ইউনুছ ও লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ وَأَبِي كَامِلٍ - قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ.

৫৪৭৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি দরজার ছিদ্র দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ীতে উঁকি মারল। তাকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি তীর নিয়ে দাঁড়ালেন। আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছি, তিনি তার চোখ বিদ্ধ করার জন্য যাচ্ছেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ».

৫৪৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি কোন গোত্রের বাড়ীতে তাদের অনুমতি ছাড়া উঁকি দেয়, তার চোখ উৎপাটন করা তাদের জন্য জায়েয।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ».

৫৪৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি কেউ তোমার বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে এবং তুমি তার দিকে পাথর ছুড়ে মার, এবং এর ফলে তার চোখ উৎপাটিত হয়ে যায়, তাহলে তোমার কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদ : ১১

অপ্রত্যাশিত দৃষ্টি সম্পর্কে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.

৫৪৮১। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (কোন নারীর প্রতি) আকস্মিক দৃষ্টি পতিত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ، -وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫৪৮২। ইউনুছ থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

টীকা : ইমাম নববী (রহ) বলেন, অপরিচিতা স্ত্রীলোকের প্রতি অনিচ্ছাকৃতভাবে একবার দৃষ্টি পড়লে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া ওয়াজিব। কেননা, হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরই নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনেও আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের দৃষ্টি নিম্নগামী করার নির্দেশ দিয়েছেন।

চল্লিশতম অধ্যায়

كتاب السلام

কিতাবুস সালাম

অনুচ্ছেদ : ১

আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে যাওয়া ব্যক্তিকে এবং ছোট দল বড় দলকে সালাম করবে।

حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَىٰ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَىٰ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْكَثِيرِ».

৫৪৮৩। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে যাওয়া ব্যক্তিকে সালাম দেবে, পদব্রজে চলে যাওয়া ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে সালাম দেবে এবং ছোট দল (সংখ্যায়) বড় দলকে সালাম দেবে।

টীকা : ইমাম নববী (রহ) বলেন, সালাম দেয়া সুন্নত এবং তার জবাব দেয়া ওয়াজিব। উভয় দলের দুই ব্যক্তি সালামের আদান-প্রদান করলে সবার পক্ষ থেকে সালামের দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ : ২

রাস্তায় বসার হক হল সালামের জবাব দেয়া।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ إِسْحَٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ» فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ، فَقَالَ: «إِمَّا لَا، فَأَدُّوا حَقَّهَا: غَضُّ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ».

৫৪৮৪। আবু তালহা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা বাড়ীর আঙ্গিনায় বসে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং বললেন: রাস্তায় বসে তোমাদের লাভ কি? রাস্তায় বসা ছেড়ে দাও। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কোন খারাপ উদ্দেশ্যে বসিনি বরং পরস্পর আলাপ-আলোচনার জন্য বসেছি। তিনি বললেন : যদি তোমরা এটা ত্যাগ করতে রাজী না হও তাহলে রাস্তার হক আদায় কর। তা হচ্ছে, দৃষ্টি নিম্নগামী রাখা, সালামের জবাব দেয়া এবং ভাল কথা বলা।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُـمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَىٰ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ». [راجع: ٥٥٦٣]

৫৪৮৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : রাস্তায় বসা ছেড়ে দাও। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাস্তায় বসা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আমরা সেখানে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি তোমরা বসতেই চাও, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর। সাহাবীগণ আরজ করলেন, রাস্তার হক আবার কি? তিনি বললেন : দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট না দেয়া, সালামের জবাব দেয়া, ভাল কাজের আদেশ করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৫৪৮৬। যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৩

মুসলমানদের পারস্পরিক দাবীসমূহের মধ্যে একটা হল, সালামের জবাব দেয়া।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ:

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ»؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ».

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَأَسْنَدَهُ مَرَّةً عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৫৪৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের পাঁচটি হক আছে। (অন্য সূত্রে) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুসলমানের ওপর তার মুসলমান ভাইয়ের পাঁচটি হক ওয়াজিব : (১) সালামের জবাব দেয়া, (২) হাঁচির জবাব দেয়া, (৩) দাওয়াত কবুল করা, (৪) রোগীর সেবা করা বা তাকে দেখতে যাওয়া এবং (৫) জানাযার সাথে যাওয়া।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ». قِيلَ: مَا هُنَّ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ».

৫৪৮৮। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের ছয়টি হক আছে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কি? তিনি বলেন : (১) কারো সাথে তোমার দেখা হলে তাকে সালাম দেবে, (২) তোমাকে কেউ দাওয়াত করলে তা কবুল করবে, (৩) কেউ তোমার কাছে পরামর্শ চাইলে, তাকে সৎ পরামর্শ দেবে, (৪) কেউ যখন হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলবে, তুমি তার জবাব দেবে ('ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে), (৫) কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-যত্ন করবে এবং (৬) কেউ মারা গেলে তার জানাযায় ও দাফনে শরীক হবে।

অনুচ্ছেদ : ৪

আহলে কিতাবদেরকে আগে সালাম দেয়া নিষেধ এবং তাদের সালামের জবাব দেয়ার নিয়ম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ».

৫৪৮৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আহলে কিতাবের লোকেরা তোমাদের সালাম দিলে তোমরা তাদের জবাবে “ওয়া আলাইকুম” বলবে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ- وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا، فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: «قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ».

৫৪৯০। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, আহলে কিতাবের লোকেরা আমাদের সালাম করে। আমরা কিভাবে তাদের সালামের জবাব দেব? তিনি বলেন : তোমরা ‘ওয়া আলাইকুম’ বলবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَىٰ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ: عَلَيْكَ».

৫৪৯১। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইহুদীরা যখন তোমাদেরকে

সালাম করে তখন তাদের কেউ 'আসসামু আলাইকুম' (তোমাদের মৃত্যু হোক) বলে। তোমরাও বল, "ওয়া আলাইকা" (তোমার মৃত্যু হোক)।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ».

৫৪৯২। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই সূত্রে আছে, তিনি বললেন : তোমরা বল, তোমারও (মৃত্যু হোক)।

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ» قَالَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ».

৫৪৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। তারা বলল, আসসামু আলাইকুম। আয়েশা (রা) বললেন, ওয়া আলাইকুমুস সামু ওয়াল লা'নাহ (তোমাদের মৃত্যু হোক এবং অভিশাপ পড়ুক)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা সব কাজেই সহনশীলতা পছন্দ করেন। আয়েশা (রা) বললেন, তারা কি বলেছে তা কি আপনি শুনেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি তো 'ওয়া আলাইকুম' বলেছি।

حَدَّثَنَاه حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ- وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ» وَلَمْ يَذْكُرُوا الْوَاوَ.

৫৪৯৪। যুহরী থেকে উল্লিখিত সনদসূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। উভয় হাদীসেই উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি 'আলাইকুম' বলেছি।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ! قَالَ: «وَعَلَيْكُمْ» قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ! لَا تَكُونِي فَاحِشَةً» فَقَالَتْ: مَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا؟ فَقَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا؟ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ».

৫৪৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইহুদী সম্প্রদায়ের কিছু লোক আসল। তারা বলল, "আসসামু আলাইকুম ইয়া আবাল কাসেম।" তিনি বললেন : 'ওয়া আলাইকুম।' আয়েশা (রা) বলেন, আমি বলেছি, "বরং তোমাদের মৃত্যু এবং অপমান হোক।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আয়েশা! অশ্লীলভাষী হয়োনা। আয়েশা (রা) বলেন, তারা যা বলেছে তা কি আপনি শুনেননি? তিনি বলেন, তারা যা বলেছে তার জবাব কি আমি দেইনি? আমিতো 'ওয়া আলাইকুম' বলেছি।

وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ فَسَبَّتْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَهْ، يَا عَائِشَةُ! فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ» - وَزَادَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ﴾ [المجادلة: ٨] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ.

৫৪৯৬। আ'মাশ (রা) থেকে উল্লিখিত সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। (বর্ণনাকারী) আরো বলেন, আয়েশা (রা) ইহুদীদের কথার অর্থ বুঝতে পারেন। অতএব, তিনি তাদের কিছু গাল-মন্দ শুনিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আয়েশা! ধৈর্য ধর। আল্লাহ তাআলা অশ্লীল বাক্য পছন্দ করেন না। তখন আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন :

"যখন তারা আপনার কাছে আসে, তারা আপনাকে এমনভাবে সালাম করে যেভাবে আল্লাহ তাআলা আপনাকে সালাম করেননি..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (সূরা মুজাদালা : ৮)

حَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ

الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُودَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَقَالَ: «وَعَلَيْكُمْ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ، وَغَضِبَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «بَلَىٰ، قَدْ سَمِعْتُ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا».

৫৪৯৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, ইহুদী সম্প্রদায়ের কয়েকটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিল। তারা বলল, আসসামু আলাইকা। জবাবে তিনি বললেন : ওয়া আলাইকুম। আয়েশা (রা) রাগান্বিত হয়ে বলেন, তারা কি বলেছে আপনি কি তা শুনেন নি? তিনি বলেন : হাঁ, শুনেছি এবং জবাবও দিয়েছি। আমরা তাদের ওপর যে বদদোয়া করি তা কবুল হয় পক্ষান্তরে তাদের বদদোয়া আমাদের জন্য কবুল হয় না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبْدَؤُا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ».

৫৪৯৮। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা ইহুদী এবং খ্রীস্টানদের প্রথমে সালাম দিও না। পথে যদি তাদের কারো সাথে তোমাদের দেখা হয়, তাহলে তাকে গলি পথে যেতে বাধ্য কর।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ «إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُودَ»، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ: قَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ «إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ» وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

৫৪৯৯। সুহাইল থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। ওয়াকী বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "যখন ইহুদীদের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হয়।" শো'বা (রা) থেকে ইবনে জাফর বর্ণিত হাদীসে "আহলে কিতাব" শব্দের

উল্লেখ আছে। জারীর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "যখন তাদের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হয়" এবং কোন মুশরিকের নাম উল্লেখ করেননি।

টীকা : ইমাম নববী (রহ) বলেন, বিশেষজ্ঞ আলেমদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী কাফেরদের প্রথম সালাম দেয়া নিষেধ। তারা যদি সালাম দেয় তাহলে عَلَيْكُمْ কিংবা وَعَلَيْكُمْ বলবে। যে দলে কাফের এবং মুসলমান উভয় থাকবে সে ক্ষেত্রে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সালাম করা যায়।

অনুচ্ছেদ : ৫

বাচ্চাদের সালাম দেয়া মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ [بْنِ مَالِكٍ]: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَىٰ غِلْمَانٍ لَهُمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

৫৫০০। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচ্চাদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিলেন।

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৫৫০১। সাইয়ার থেকে উল্লিখিত সনদসূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَحَدَّثَ ثَابِتٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنَسٍ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنَسٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

৫৫০২। সাইয়ার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাবিত বুনানীর সাথে যাচ্ছিলাম। তিনি বাচ্চাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের সালাম করলেন। সাবিত বর্ণনা করেন, তিনি আনাসের (রা) সাথে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন বাচ্চাদের অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তাদের সালাম দিলেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন বাচ্চাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তাদের সালাম দিলেন।

অনুচ্ছেদ : ৬

(বাড়ীতে প্রবেশের) অনুমতি দেয়ার জন্য পর্দা উঠানো কিংবা অন্য কোন চিহ্ন নির্ধারণ করা জায়েয।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي، حَتَّىٰ أَنْهَاكَ».

৫৫০৩। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ বর্ণনা করেন, আমি ইবনে মাসউদকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তোমাদের জন্য আমার কাছে আসার অনুমতিই হল পর্দা উঠানো এবং নিষেধ না করা পর্যন্ত গোপন তথ্য শুনতে থাক।

টীকা : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম ছিলেন। এজন্য বার বার অনুমতি নেয়ার ক্ষেত্রে তিনি এই চিহ্ন নির্দিষ্ট করে দেন যেন কাজের ব্যাঘাত না ঘটে। এটা তখনই হয় যখন স্ত্রীলোক না থাকে। প্রত্যেকেরই সাধারণ এবং বিশেষ সময়ের জন্য এরূপ চিহ্ন নির্দিষ্ট করা জায়েয।

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫৫০৪। হাসান ইবনে উবাইদুল্লাহ থেকে উল্লিখিত সনদসূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৭

পেশাব-পায়খানার জন্য স্ত্রীলোকেরা বাইরে বের হতে পারে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ، بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً

جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا، لَا تَخْفَىٰ عَلَىٰ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ! وَاللهِ! مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ، قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّىٰ وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي خَرَجْتُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: فَأَوحَى اللهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ».

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا، زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي الْبَرَازَ.

৫৫০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ওপর পর্দার হুকুম হওয়ার পরে সাওদা (রা) পেশাব-পায়খানার জন্য বাইরে বের হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন স্থূলদেহী ও দীর্ঘকায়। কাজেই তিনি পরিচিতদের থেকে গোপন থাকতে পারতেন না। উমার (রা) তাঁকে দেখে ফেললেন এবং বললেন হে সাওদা, আল্লাহর শপথ! আপনি আমাদের থেকে আত্মগোপন করে থাকতে পারবেন না। আপনি কিভাবে বের হলেন? আয়েশা (রা) বলেন, একথা শুনে সাওদা (রা) ফিরে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার ঘরে রাতের খানা খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে একটা হাড় ছিল। এ সময় সাওদা (রা) আসলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বাইরে বের হয়েছিলাম। উমার (রা) আমাকে এই এই কথা বলেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, তখনই আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর অহী নাযিল করলেন। অতঃপর তিনি অহীর প্রভাবমুক্ত হলেন। হাড় তখনো তাঁর হাতে ছিল। তিনি বলেন : "পেশাব-পায়খানার জন্য তোমরা বাইরে যেতে পার।"

হিশামের বর্ণনায় 'পায়খানায় যাওয়ার' কথা উল্লেখ আছে।

وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةً يَفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا، قَالَ: وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّىٰ.

৫৫০৬। হিশাম থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৫৫০৭। হিশাম থেকে এই সনদেও পূর্বের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ:

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ، إِذَا تَبَرَّزْنَ، إِلَى الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ، يَا سَوْدَةُ! حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأُنْزَلَ [اللهُ عَزَّ وَجَلَّ] الْحِجَابَ.

৫৫০৮। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ পায়খানার জন্য রাত্রে বাইরে বের হতেন এবং মদীনার বাইরে খোলা জায়গায় যেতেন। উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতেন, (পেশাব-পায়খানার জন্য বের হওয়ার বেলায়ও) আপনার স্ত্রীদের পর্দার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতেন না।

এক রাতে এশার সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী সাওদা বিনতে যামআ (রা) বাইরে বের হন। তিনি স্থুলকায় ও দীর্ঘদেহী ছিলেন। উমার (রা) তাকে ডাক দিয়ে বললেন, হে সাওদা! আমরা আপনাকে চিনে ফেলেছি। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন পর্দার হুকুম নাযিল হয়। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাআলা পর্দার হুকুম নাযিল করেন।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৫৫০৯। ইবনে শিহাব থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ৮

অপরিচিতা (মুহরিমা নয় এমন) স্ত্রীলোকের সাথে নির্জনে অবস্থান করা এবং তাদের কাছে যাওয়া হারাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا - هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا! لَا

يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ».

৫৫১০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সাবধান! কোন পুরুষ লোক যেন কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সাথে রাত্রি যাপন না করে। কিন্তু সে যদি তার স্বামী অথবা মুহরিম হয়ে থাকে, তাহলে কোন দোষ নেই।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ».

৫৫১১। উকবা ইবনে আমের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা স্ত্রীলোকদের কাছে যাওয়া থেকে দূরে থাক। এক আনসারী ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দেবর সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন : দেবর তো মৃত্যুতুল্য।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ

عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ يَزِيدَ ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫৫১২। ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ:

وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ، ابْنِ الْعَمِّ وَنَحْوِهِ.

৫৫১৩। ইবনে ওহাব বলেন, আমি লাইস ইবনে সা'দকে বর্ণনা করতে শুনেছি, "দেবর" বলতে স্বামীর ভাই এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন যেমন, চাচাতো ভাই ইত্যাদি বুঝায়।

وَحَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

ابْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَىٰ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذٰلِكَ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذٰلِكَ»، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هٰذَا، عَلَىٰ مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ».

৫৫১৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, বনু হাশিম গোত্রের কয়েক ব্যক্তি আসমা বিনতে উমাইসের কাছে গেলেন। আবু বাক্‌র সিদ্দীকও (রা) আসলেন। আসমা (রা) তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাদের দেখতে পান এবং তাদের আসাটা অপছন্দ করেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন, আমিতো এতে অমঙ্গলের কিছু দেখছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তাআলা তো আসমাকে এর কুফল থেকে পবিত্র রেখেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন : আজ থেকে কেউ যেন কোন স্ত্রীলোকের কাছে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে প্রবেশ না করে। তবে তার সাথে যদি দুই একজন লোক থাকে তাহলে কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদ : ৯

নিজ স্ত্রী কিংবা কোন মুহরিমের সাথে নির্জনে অবস্থানকালে যদি কেউ দেখতে পায়, তাহলে সন্দেহ দূর করার জন্য তাকে বলে দেয়া উত্তম যে, ইনি আমার স্ত্রী কিংবা মুহরিম।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَ إِحْدَىٰ نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ! هٰذِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةُ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ».

৫৫১৫। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীর সাথে ছিলেন। এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাঁকে ডাকলেন। সে আসলে তিনি বললেন : হে অমুক! এ হচ্ছে আমার অমুক স্ত্রী। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি কারো ওপর সন্দেহ করতাম তবে তা আপনার ওপর নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্তের মত প্রবাহিত হয়।

حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ . قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَىٰ رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ» فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا» أَوْ قَالَ «شَيْئًا».

৫৫১৬। সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফে ছিলেন। রাতে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসলাম। আমি তাঁর সাথে কথা বললাম। অতঃপর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। তিনিও আমাকে বিদায় দেয়ার জন্য আমার সাথে দাঁড়ালেন। সাফিয়্যা (রা) তখন উসামা ইবনে যায়েদের (রা) বাড়ীতে বসবাস করতেন। ঐ পথে আনসার সম্প্রদায়ের দু'ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন, দ্রুত চলে যেতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিয়ে বললেন : আস্তে চল। এ হচ্ছে সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন : শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্তের ন্যায় চলাচল করে, আর আমি আশঙ্কা করছি যে, সে যেন তোমাদের মনে খারাপ ধারণার উদ্রেক করতে না পারে।

টীকা : নবী-রাসূলদের সম্পর্কে সন্দেহ করা কুফরী। এজন্য তিনি এ সন্দেহ দূর করে দেন। তিনি তো মু'মিনদের বেলায় অত্যন্ত সদয় ছিলেন। এমতাবস্থায় ডেকে সন্দেহ দূর করে দেয়া উত্তম।

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَزُورُهُ، فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، وَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْلِبُهَا، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ» وَلَمْ يَقُلْ: «يَجْرِي».

৫৫১৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী সাফিয়্যা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মসজিদে দেখা করতে যান। তিনি তখন ই'তেকাফে ছিলেন। আর এটা ছিল রমযানের শেষ দশকের কথা। তিনি কিছু সময় তাঁর সাথে কথা বলেন। অতঃপর চলে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে বিদায় দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন।... হাদীসের বাকি অংশ মা'মার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

এতে উল্লেখ আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শয়তান মানুষের শরীরে রক্তকণার মত ছড়িয়ে পড়ে।

অনুচ্ছেদ : ১০

মজলিশে এসে যদি সামনে জায়গা পাওয়া যায় তাহলে সামনে বসতে হবে অন্যথায় পিছনে বসবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ، عَنْ إِسْحَٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَىٰ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَىٰ فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَىٰ إِلَىٰ اللهِ، فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ».

৫৫১৮। আবু ওয়াকিদ লাইসী (রা) বর্ণনা করেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন এবং সাহাবীরাও তাঁর সাথে ছিলেন, এমন সময় তিন ব্যক্তি আসল। দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল আর এক ব্যক্তি চলে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, যে দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল তন্মধ্যে এক ব্যক্তি মসজিসে খালি জায়গা পেয়ে সেখানে বসে গেল। আরেক ব্যক্তি পিছনে বসে গেল। আর তৃতীয় ব্যক্তি তো চলেই গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অবসর হলেন তখন বললেন : আমি কি তোমাদের আগন্তুক তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলব? এক ব্যক্তি তো আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তো লজ্জাবোধ করে পিছনে বসে গেছে। আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি তো ফিরে গেছে। ফলে আল্লাহ তাআলাও তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحَٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ إِسْحَٰقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ، فِي الْمَعْنَىٰ.

৫৫১৯। ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

অনুচ্ছেদ : ১১

কোন ব্যক্তিকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসা হারাম।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ».

৫৫২০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে।

টীকা : ইমাম নববী বলেন, এটা হারামের পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা, অতএব, যে কেউ মসজিদ ইত্যাদিতে জুমআ কিংবা অন্য কোন দিন কোন জায়গায় গিয়ে বসে তাহলে সে-ই তার অধিকারী।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَٰكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا».

৫৫২১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কেউ যেন কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে। বরং সে বলবে, তোমরা ছড়িয়ে পড় এবং জায়গা প্রশস্ত কর।

وحَدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ:

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ؛ ح: وَحدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ؛ ح: وَحدَّثنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيثِ «وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا» وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا.

৫৫২২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... এ সূত্রেও লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু হাদীসের শেষাংশ "জায়গা করে দাও, জাগয়া প্রশস্ত কর" কথার উল্লেখ নেই। ইবনে জুরাইজ বর্ণিত হাদীসে এতটুকু অতিরিক্ত উল্লেখ আছে যে, আমি বললাম, এটা কি জুমআর দিনের হুকুম? তিনি বলেন : জুমআর দিন হউক কিংবা অন্য কোন দিন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْأَعْلَىٰ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ»، وكَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ، لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ.

৫৫২৩। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "তোমাদের কেউ যেন তার ভাইকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে নিজে না বসে।" ইবনে উমারের (রা) জন্য যদি কেউ স্বেচ্ছায় নিজ জায়গা থেকে উঠে যেত, তাহলে তিনি সেখানে বসতেন না।

وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫৫২৪। মা'মার থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ

أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لِيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلٰكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا».

৫৫২৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জুমআর দিন তোমাদের কেউ যেন তার ভাইকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে নিজে না বসে বরং এতটুকু বলতে পারে যে, জায়গা করে দাও।

অনুচ্ছেদ : ১২

কেউ যদি তার জায়গা থেকে উঠে যাওয়ার পরে পুনরায় ফিরে আসে তাহলে সে-ই এ জায়গার অধিক হকদার।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ»، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

৫৫২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যদি উঠে যায়, আর আবু আওয়ানার বর্ণনায়, যে কেউ তার জায়গা থেকে উঠে যায় এবং পুনরায় ফিরে আসে তাহলে সে-ই ঐ জায়গার অধিক হকদার।

অনুচ্ছেদ : ১৩

অপরিচিত (অমুহরিম) স্ত্রীলোকের কাছে নপুংসক পুরুষ লোকের প্রবেশ করা নিষেধ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا - وَاللَّفْظُ هٰذَا -: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ! إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا

تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلْ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ».

৫৫২৭। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, এক নপুংসক ব্যক্তি তার কাছে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। সে (নপুংসক) উম্মু সালামার ভাইকে বলল, হে আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া! আগামীকাল যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তায়েফের ওপর বিজয় দান করেন তাহলে আমি তোমাদের গাইলানের মেয়ে সম্পর্কে কিছু বলব। তার দেহের সামনের দিকে (পেটে) চার ভাঁজ পড়ে এবং পেছনের দিকে আট ভাঁজ পড়ে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে ফেললেন এবং বললেন : এরা যেন তোমাদের কাছে আর না আসে।

টীকা : ইমাম নববী বলেন, উক্ত মুখান্নাসের নাম ছিল হিব্। প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভিতরে আসতে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন জানতে পেলেন যে, সে নারীদের দেহ সৌষ্ঠব ও চরিত্র সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে থাকে– তখন তিনি তাকে ভিতর বাড়িতে নিষেধ করে দেন। মুখাননাস (খোজা) দু'ধরনের হয়ে থাকে : (১) জন্মগত খোজা। তার কোন গুনাহ নেই। কেননা, সে অপারগ। (২) যে পরে খোজা হয় সে-তো অভিশপ্ত। (নববী, ২য় খণ্ড)

وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّثٌ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أَرَىٰ هَٰذَا يَعْرِفُ مَا هَٰهُنَا، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ» قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ.

৫৫২৮। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের কাছে এক মুখান্নাস (খোজা) আসত। তারা তাকে এমন লোকদের মধ্যে গণ্য করতেন যাদের স্ত্রীলোকের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। তখন সে (মুখান্নাস) তার কোন স্ত্রীর কাছে অন্য একটি স্ত্রীলোকের দেহের বর্ণনা দিচ্ছিল। সে বলছিল, স্ত্রীলোকটি যখন সামনের দিকে যায় তখন তার পেটে চারটি ভাঁজ পড়ে। আর যখন পেছন দিকে যায় তখন (পিঠের দিকে) আটটি ভাঁজ পড়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি দেখছি সে এসব ব্যাপারে সচেতন। সুতরাং তাকে তোমাদের কাছে আসার অনুমতি দিও না। আয়েশা (রা) বলেন, অতএব তারা তার থেকে পর্দা করলেন।

অনুচ্ছেদ : ১৪

পথিমধ্যে কোন অপরিচিত (অ-মুহাররম) মহিলা ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে নিজ বাহনের পিছন দিকে তুলে নেয়া জায়েয।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ، غَيْرَ فَرَسِهِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَكْفِيهِ مُؤْنَتَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُّ النَّوَىٰ لِنَاضِحِهِ، وَأَعْلِفُهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، فَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَىٰ، مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَلَىٰ رَأْسِي، وَهِيَ عَلَىٰ ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، قَالَتْ: فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَىٰ عَلَىٰ رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: «إِخْ إِخْ» لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، قَالَتْ: فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَحَمْلُكِ النَّوَىٰ عَلَىٰ رَأْسِكِ أَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّىٰ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ، بَعْدَ ذٰلِكَ، بِخَادِمٍ، فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي.

৫৫২৯। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবাইর (রা) আমাকে বিয়ে করেন। তার কাছে একটা ঘোড়া ছাড়া তার না ছিল কোন জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ, আর না ছিল কোন দাস-দাসী। আমিই ঘোড়া চড়াতাম, এর ঘাসের ব্যবস্থা করতাম এবং এর তত্ত্বাবধান করতাম, উটের জন্য খেজুরের বীচি চূর্ণ করতাম, উট চড়াতাম, পানি পান করাতাম, চামড়ার বালতি সেলাই করতাম, আটাও পিষতাম কিন্তু রুটি ভাল বানাতে পারতাম না। আমার প্রতিবেশী দু'জন আনসার মহিলা আমাকে রুটি বানিয়ে দিত। তারা ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। আসমা (রা) বলেন, আমি যুবায়েরের জমি থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটি বয়ে আনতাম। এই জমি খণ্ড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দিয়েছিলেন। এটা মদীনা থেকে দু'মাইল দূরে ছিল। একদিন আমি খেজুরের আঁটি মাথায় করে নিয়ে আসছিলাম। পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা হয়ে গেল। একদল সাহাবীও তাঁর সাথে ছিল। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং তাঁর সওয়ারীর পিছনে আমাকে নেয়ার জন্য উট বসালেন। পরে আসমা (রা) (তার স্বামীকে) বলেন, আমি লজ্জা পেলাম এবং আপনার মর্যাদার কথাও চিন্তা

করলাম। তিনি (স্বামী) বলেন, আল্লাহর শপথ! তাঁর সাথে সওয়ার হওয়ার তুলনায় তোমার মাথায় করে খেজুর বীচি বহন করা অধিক ভয়ংকর বোঝা। আসমা (রা) বলেন, অতঃপর আবু বাক্‌র (রা) আমার কাছে এক চাকরানী পাঠিয়ে দেন। সে ঘোড়ার সবকিছু করতে লাগল। সে যেন আমাকে আযাদ করে দিল।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا، جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا، قَالَتْ: كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَأَلْقَتْ عَنِّي مَئُونَةً.

فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبَىٰ ذٰلِكَ الزُّبَيْرُ، فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ، وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ، فَجَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ؟ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَىٰ أَنْ كَسَبَ، فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيهَا لِي، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا.

৫৫৩০। ইবনে আবু মুলাইকা থেকে বর্ণিত। আসমা (রা) বলেন, আমি যুবাইরের (রা) সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করতাম। তার একটা ঘোড়া ছিল, আমি এরও তত্ত্বাবধান করতাম। আমার কাছে ঘোড়ার তত্ত্বাবধানের চেয়ে কষ্টকর কাজ আর ছিল না। আমি এর ঘাসের ব্যবস্থা করতাম এবং এর দেখাশুনা করতাম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি একটা দাসী পেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু বন্দী এলো। তিনি তাকেও একটা দাসী দিলেন। আসমা (রা) বলেন, সে ঘোড়ার সেবা-যত্নের দায়িত্ব গ্রহণ করল এবং আমার ওপর থেকে পরিশ্রমের সব বোঝা নিজের ওপর তুলে নিল। অতঃপর এক ব্যক্তি এসে বলল, হে উম্মু আবদুল্লাহ! আমি একজন গরীব লোক। আমি আপনার ঘরের ছায়ায় দোকান দিতে চাই। আসমা (রা) বললেন, আমি যদি তোমাকে অনুমতি দেই তাহলে যুবাইর অসন্তুষ্টও হতে পারেন। অতএব, তার উপস্থিতিতে তুমি আমাকে একথা বলবে। পরে সে এসে বলল, হে আবদুল্লাহর মা! আমি একজন গরীব মানুষ। আমি আপনার ঘরের ছায়ায় বসে দোকান দিতে চাই। আসমা (রা) বললেন,

মদীনায় তুমি আমার বাড়ী ছাড়া আর কারো বাড়ী পেলে না? যুবাইর (রা) বললেন, আসমা! তুমি একজন গরীব লোককে কেন কেনা-বেচা করতে নিষেধ করছ? অতঃপর সে সেখানে দোকান দিতে লাগল। এমনকি সে মালদার হয়ে গেল। আমি আমার দাসীটি তার কাছে বিক্রি করলাম। যুবাইর (রা) যখন আসলেন, তখন দাসীর বিক্রয়লব্ধ টাকা আমার কাছে ছিল। তিনি বললেন, এ টাকা আমাকে দান করে দাও। আসমা (রা) বললেন, আমি ইতিমধ্যেই সদকা করে দিয়েছি।

অনুচ্ছেদ : ১৫

তিন ব্যক্তির উপস্থিতিতে যে কোন একজনের অনুমতি না নিয়ে দু'জনে পৃথক হয়ে কানকথা বলা নিষেধ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».

৫৫৩১। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন কোথাও তিন ব্যক্তি একত্রিত হবে, এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া দুই ব্যক্তির কানাঘুষা করা ঠিক নয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَىٰ، كُلُّ هَٰؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ مَالِكٍ.

৫৫৩২। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... মালিক বর্ণিত (পূর্ববর্তী) হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ

حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ- وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّىٰ تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ».

৫৫৩৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন তোমরা তিনজন লোক একত্রিত হবে তখন একজনকে রেখে দু'জনে কানাঘুষা করবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের সাথে আরো লোক এসে মিলিত না হয়। কেননা, এতে ঐ ব্যক্তি মনে কষ্ট পেতে পারে।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ - قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ».

৫৫৩৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন তিনজন একত্রিত হবে তখন তোমাদের সংগী একজনকে রেখে দু'জনে কানকথা বলবে না। কেননা, এ কাজ তাকে পেরেশান করে তুলবে।

وحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

৫৫৩৫। আ'মাশ থেকে উল্লিখিত সনদসূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ : ১৬

চিকিৎসা, রোগ এবং ঝাড়-ফুঁকের বর্ণনা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ

النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَقَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلَامُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ.

৫৫৩৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোগাক্রান্ত হতেন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম তাঁকে ঝাড়-ফুঁক করতেন : (এভাবে) "বিসমিল্লাহ তিনিই আপনাকে রোগ-মুক্ত করুন, যে কোন রোগ থেকে সুস্থ করুন, যে কোন শত্রুতা পোষণকারীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং যে কোন কুদৃষ্টির অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।"

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ.

৫৫৩৭। আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন, জিব্রাইল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ? তিনি বলেন, হাঁ। জিব্রাইল আলাইহিস সালাম নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে তাঁকে ঝেড়ে দেন :

بِاسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْعَيْنٍ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ ـ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ - فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا -: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَيْنُ حَقٌّ».

৫৫৩৮। হাম্মাম ইবনে মুনাববিহ আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে কয়েকটা হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বদনযর' সত্য।"

وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ

الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا».

৫৫৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বদ নযর সত্য। যদি কোন কিছু তকদীরকে অতিক্রম করে যেতে পারে তবে তা বদ নযর। বদ নযরের চিকিৎসার জন্য যখন তোমাদের গোসল করতে বলা হয়, গোসল কর।

অনুচ্ছেদ : ১৭

যাদু-টোনা প্রসঙ্গে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ، يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، قَالَتْ: حَتَّىٰ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ، وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ جَاءَنِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ، أَوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُبِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ».

قَالَتْ: فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! وَاللهِ! لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ».

قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ؟ قَالَ: «لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَىٰ النَّاسِ شَرًّا، فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ».

৫৫৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু যুরাইক নামক ইহুদী গোত্রের লাবীদ ইবনুল আসাম নামক এক ইহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যাদু করে। এমনকি তিনি অনুভব করেন যে, সে কিছু একটা করছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সে কিছু করছে না। দিনে কিংবা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেন। তিনবার দোয়া করার পর তিনি বলেন : হে আয়েশা! তুমি কি জান, আল্লাহর কাছে আমি যা বলতে চেয়েছি তিনি তা জানিয়ে দিয়েছেন? আমার কাছে দু'ব্যক্তি এসে একজন আমার মাথার কাছে বসল এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসল। যে ব্যক্তি আমার মাথার কাছে বসেছিল সে পায়ের কাছে বসা ব্যক্তিকে বলল, কিংবা যে ব্যক্তি পায়ের কাছে বসেছিল সে মাথার কাছে বসা ব্যক্তিকে বলল, এ ব্যক্তির কি রোগ হয়েছে? সে বলল, যাদু করা হয়েছে। সে বলল, কে করেছে? অপরজন বলল, লাবীদ ইবনে আসাম। সে বলল, কিসে করেছে? অপরজন বলল, চিরুনী, আঁচড়ানো পরিত্যক্ত চুল এবং খেজুর গাছের খোশায়। সে বলল, এখন তা কোথায়? অপরজন বলল, যি-আরওয়ান নামক কূপের মধ্যে আছে।

আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে কূপের কাছে যান। পরে তিনি বলেন, আয়েশা! আল্লাহর শপথ, কূপের পানি মেহেদীর পানির মত আর সেখানকার খেজুর গাছগুলো শয়তানের মাথার মত দেখাচ্ছিল। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তা জ্বালিয়ে দেননি কেন?

তিনি বলেন : আমাকে তো আল্লাহ সুস্থ করেছেন। অতএব এখন আমি মানুষের মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করা পছন্দ করি না। আমি তা গেড়ে দিতে নির্দেশ করেছি। অতএব তা গেড়ে দেয়া হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَسَاقَ أَبُو كُرَيْبٍ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَقَالَ فِيهِ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبِئْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ، وَقَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَخْرِجْهُ، وَلَمْ يَقُلْ: أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ؟ وَلَمْ يَذْكُرْ «فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ»

৫৫৪১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যাদু করা হল। আবু কুরাইব হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইবনে নুমাইর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। এতে আরো উল্লেখ আছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কূপের কাছে যান এবং সেখানে খেজুরের গাছ দেখতে পান। আয়েশা (রা) বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাকে বহিষ্কার করুন।" এ বর্ণনায় জ্বালিয়ে দেয়ার কথা উল্লেখ নেই। এতে "আমার নির্দেশে তা পুঁতে

দেয়া হয়” কথাটুকুরও উল্লেখ নেই।

টীকা : ইমাম নববী বলেন, উলামাদের সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া উভয়ই হারাম এবং কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম মালিক বলেন, যাদুকর কাফির এবং তার তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী বলেন, যাদু বিদ্যার মধ্যে যদি কথায় কিংবা কাজে কুফরীর কিছু থাকে তবে তা অবশ্যই কুফরী এবং এর প্রয়োগকারী মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যে কেউ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ ধরনের যাদু করবে সেও কাফির হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ : ১৮

বিষ প্রসঙ্গে।

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ، قَالَ: «مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَىٰ ذَاكِ» قَالَ أَوْ قَالَ: «عَلَيَّ» قَالَ قَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৫৫৪২। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, এক ইহুদী নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষ মিশানো বকরীর গোশত নিয়ে আসল। তিনি তা থেকে খেলেন। অতঃপর সেই স্ত্রীলোকটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির করা হল। তিনি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে এই শক্তি দেননি। আলী (রা) কিংবা সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি একে হত্যা করব? তিনি বললেন : না, বর্ণনাকারী বলেন, আমি সবসময়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে এই বিষয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছি।

وحَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سَمًّا فِي لَحْمٍ، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ خَالِدٍ.

৫৫৪৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, এক ইহুদী মেয়েলোক গোশতে বিষ মিশিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসে।... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা খালিদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ১৯
রুগ্ন ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক দেয়া ভাল।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا اشْتَكَىٰ مِنَّا إِنْسَانٌ، مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَقُلَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، ثُمَّ قَالَ: «اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ». قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَىٰ.

৫৫৪৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডান হাত দিয়ে ঝেড়ে দিতেন। অতঃপর নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন :

"হে মানুষের প্রতিপালক! মানুষকে রোগমুক্ত করুন এবং সুস্থতা দান করুন। আপনিই সুস্থতা দানকারী। আপনি ছাড়া আর কেউ সুস্থতা দিতে পারে না। এমন সুস্থতা দান করুন যেন রোগ না থাকে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অসুখ বেড়ে গেল, আমি তাঁর হাত ধরলাম যেন তিনি মানুষের জন্য যেরূপ করতেন তদ্রূপ করেন। তিনি তাঁর হাত টেনে নিলেন অতঃপর নিম্নোক্ত দোয়া পড়লেন : "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

আয়েশা (রা) বলেন, আমি স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম, তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَيْضًا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّ

هَؤُلَاءِ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ.
فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَشُعْبَةَ: مَسَحَهُ بِيَدِهِ، قَالَ وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ: مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، وَقَالَ فِي عَقِبِ حَدِيثِ يَحْيَىٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، بِنَحْوِهِ.

৫৫৪৫। আমাশ থেকে জারীরের সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। হুশাইম এবং শুবা বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাত দিয়ে নিজেকে মলে দিলেন। সাওরী বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, তিনি ডান হাত দিয়ে মলেছেন। অপর একটি সূত্রেও আয়েশা (রা) থেকে এ হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَقُولُ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

৫৫৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন, নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন : "আযহিবিল বাসা রব্বান নাসি আশফিহি আনতাশ শাফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা।"

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: فَدَعَا لَهُ، وَقَالَ: «وَأَنْتَ الشَّافِي».

৫৫৪৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তির কাছে যেতেন তার জন্য এভাবে দোয়া করতেন : হে মানুষের প্রতিপালক! রোগ দূর করে দিন এবং সুস্থতা দান করুন। আপনিই সুস্থতা দানকারী, আপনি ছাড়া আর কেউ রোগমুক্তি দান করতে পারে না। এমন সুস্থতা দান করুন যেন রোগ অবশিষ্ট না থাকে।"

حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - وَمُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ - عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ وَجَرِيرٍ.

৫৫৪৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আবু আওয়ানা ও জারীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْقِي بِهَٰذِهِ الرُّقْيَةِ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ».

৫৫৪৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে ঝাড়-ফুঁক করতেন : "আযহিবিল বাসা রব্বান নাসি বিয়াদিকাশ শিফাউ লা কাশিফা লাহূ ইল্লা আনতা।"

وحَدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ؛ ح: وَحَدَّثنا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫৫৫০। হিশাম থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ، نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي، وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى ابْنِ أَيُّوبَ: بِمُعَوِّذَاتٍ.

৫৫৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিজনদের কারো কোন অসুখ হলে তিনি সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়ে তার ওপর ফুঁক দিতেন। যে রোগে তিনি ইনতেকাল করলেন তাতে আক্রান্ত হয়ে

পড়লে আমি তাঁর ওপর ফুঁ দিতে থাকলাম এবং তাঁর হাত দিয়ে তাঁকে মলে দিতে থাকলাম। কেননা তাঁর হাত আমার হাত অপেক্ষা বরকতময় ছিল।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ يَقْرَأُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

৫৫৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থ হয়ে পড়তেন, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়ে নিজের ওপর ফুঁক দিতেন। যখন তাঁর অসুখ বেড়ে গেল আমি তাঁর ওপর তা পড়তাম এবং বকরতের আশায় তাঁর হাত দিয়ে তার শরীর মলে দিতাম।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ، نَحْوَ حَدِيثِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ: رَجَاءَ بَرَكَتِهَا، إِلَّا فِي حَدِيثِ مَالِكٍ، وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ وَزِيَادٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ نَفَثَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ.

৫৫৫৩। ইবনে শিহাব থেকে মালিকের সনদ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু মালিক ছাড়া আর কারো বর্ণনায় "বরকতের আশায়" কথার উল্লেখ নেই। ইউনুস এবং যিয়াদ বর্ণিত হাদীসে এতটুকু উল্লেখ আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থ হয়ে পড়তেন, নিজেই নিজের ওপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফুঁক দিতেন আর নিজের হাত দিয়ে শরীর মুছে ফেলতেন।

অনুচ্ছেদ : ২০

বদনযর, ফুসকুড়ি, ব্রণ, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদির দংশনে ঝাড়-ফুঁক করানো উত্তম।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ؟ فَقَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فِي الرُّقْيَةِ، مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

৫৫৫৪। আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশার (রা) কাছে ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসার পরিবারের লোকদের যে কোন বিষক্রিয়ায় ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فِي الرُّقْيَةِ، مِنَ الْحُمَةِ.

৫৫৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসার পরিবারের লোকদের বিষক্রিয়ায় ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا - وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا - «بِاسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا».

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ «يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا» وَقَالَ زُهَيْرٌ «لِيُشْفَىٰ سَقِيمُنَا».

৫৫৫৬। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, যখন আমাদের কারো কোন অসুখ কিংবা কেউ আহত হতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শাহাদাত আংগুলি মাটিতে রেখে বলতেন : "বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা বিরীকাতি বা'দিনা লিইউশফা বিহী সাকীমুনা বিইযনি রব্বিনা।"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا -: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

৫৫৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বদনযরের ঝাড়-ফুঁক করার নির্দেশ দিতেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫৫৫৮। মিস'আর থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

৫৫৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বদনযরের ঝাড়-ফুঁক দিতে নির্দেশ দিতেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي الرُّقَىٰ، قَالَ: رُخِّصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ.

৫৫৬০। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, বিষক্রিয়া, ফুসকুড়ি এবং বদনযরে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ يُوسُفَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ.

৫৫৬১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদনযর, বিষক্রিয়া এবং ফুসকুড়িতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন।

حَدَّثَني أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، رَأَىٰ بِوَجْهِهَا سَفْعَةً فَقَالَ: «بِهَا نَظْرَةٌ، فَاسْتَرْقُوا لَهَا» يَعْنِي بِوَجْهِهَا صُفْرَةً.

৫৫৬২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে একটি মেয়ের মুখমণ্ডলে বিশ্রী দাগ দেখতে পান। তিনি বললেন, মেয়েটির বদনযর লেগেছে। তাকে ঝেড়ে দাও। এতে তার মুখমণ্ডল দাগশূন্য হয়ে যাবে।

حَدَّثَني عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ، وَقَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: «مَا لِي أَرَىٰ أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ» قَالَتْ: لَا، وَلٰكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ، قَالَ: «ارْقِيهِمْ» قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «ارْقِيهِمْ».

৫৫৬৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযম পরিবারকে সাপের দংশনে ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি আসমা বিনতে উমাইস (রা)-কে বললেন, আমার ভাই জাফর ইবনে আবু তালিবের সন্তানদের কৃশকায় দেখছি কেন? তারা কি অভাবে পড়েছে? আসমা (রা) বললেন, না বরং তাদের খুব বদনযর লেগে যায়। তিনি বললেন : ঝাড়-ফুঁক কর। আমি তাঁর সামনে (তাদের) উপস্থিত করলাম। তিনি বললেন : তাদের ঝেড়ে দাও।

وحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَرْخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ لِبَنِي عَمْرٍو.

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرْقِي؟ قَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ».

৫৫৬৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আমর গোত্রের লোকদের সর্প দংশনে ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন। আবু যুবাইর বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বর্ণনা করতে শুনেছি : আমাদের একজনকে বিচ্ছু দংশন করল। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। একব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঝেড়ে দেই? তিনি বলেন : তোমাদের যে কেউ তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে সে যেন তা করে।

وحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَرْقِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَمْ يَقُلْ: أَرْقِي.

৫৫৬৫। ইবনে জুরাইজ থেকে উল্লিখিত সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَىٰ، قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَىٰ، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَقَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ».

৫৫৬৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক মামা বিচ্ছুর বিষ ঝাড়তেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়-ফুঁক করতে নিষেধ করেন। তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো ঝাড়-ফুঁক করতে নিষেধ করেছেন। আমি বিচ্ছুর বিষ ঝেড়ে থাকি। তিনি বলেন : তোমাদের যে কেউ তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে সে যেন তার উপকার করে।

وحَدَّثَناه عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫৫৬৭। আমাশ থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَىٰ، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ

كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَىٰ، قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا أَرَىٰ بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ».

৫৫৬৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়-ফুঁক করতে নিষেধ করলেন। 'আমর ইবনে হাযম গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে কিছু মন্ত্র আছে। এ দিয়ে আমরা বিষ ঝেড়ে থাকি। আপনি তো ঝাড়-ফুঁক করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারা মন্ত্রগুলো তাঁর সামনে পেশ করল। তিনি বললেন : এতে খারাপ তো কিছু নেই। তোমাদের যে কেউ তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে সে যেন তা করে।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ:

أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَرَىٰ فِي ذٰلِكَ؟ فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَىٰ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ».

৫৫৬৯। 'আউফ ইবনে মালিক আশজা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে আমরা ঝাড়-ফুঁক করতাম। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন : তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার সামনে পেশ কর। ঝাড়-ফুঁকে যদি শির্কের শব্দ না থাকে তাহলে এতে কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদ : ২১

কুরআন এবং দোয়ার সাহায্যে ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় নেয়া জায়েয।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ [التَّمِيمِيُّ]: أَخْبَرَنَا

هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ، فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ:

حَتَّىٰ أَذْكُرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟» ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ».

৫৫৭০। আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী সফরে ছিলেন। তারা আরবের কোন গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তাদের কাছে আতিথ্য চাইলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। তারা বলল, তোমাদের কেউ কি ঝাড়-ফুঁক জানে? আমাদের এই গ্রামের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে। এক সাহাবী বললেন, হাঁ, আমি ঝাড়-ফুঁক জানি। অতএব, তিনি তাদের সাথে গেলেন এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করে তাকে ঝাড়লেন। সে ভাল হয়ে গেল। তাকে এক পাল বকরী দেয়া হল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না এবং বললেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে নেই। অতএব তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সবকিছু বর্ণনা করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর শপথ! আমি সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কোন মন্ত্র পড়িনি। তিনি মুচকি হেসে বললেন : এটা যে মন্ত্র তা তুমি কিভাবে জানলে? অতঃপর তিনি বললেন : তাদের থেকে বকরী গ্রহণ কর এবং আমাকেও একটা ভাগ দিও।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، كِلَاهُمَا

عَنْ غُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ، وَيَتْفِلُ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ.

৫৫৭১। আবু বিশর থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে বলা হয়েছে : তিনি উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করতে লাগলেন এবং নিজের থুথু একত্রিত করে তা লাগাতে লাগলেন। ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

هٰرُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ، مَعْبَدِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلًا. فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ، لُدِغَ، فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا، مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا، وَسَقَوْنَا لَبَنًا، فَقُلْنَا: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً؟ فَقَالَ: مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُحَرِّكُوهَا حَتَّىٰ نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ

فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ».

৫৫৭২। আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক মনযিলে অবতরণ করলাম। এক মহিলা এসে বলল, গোত্রের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে। তোমাদের কেউ ঝাড়-ফুঁক জানে কি? আমাদের একজন দাঁড়িয়ে গেল। আমরা জানতাম না যে, সে ভাল ঝাড়তে পারে। সে সূরা ফাতিহা পড়ে তাকে ঝেড়ে দিল। সে ভাল হয়ে গেল, তারা তাকে এক পাল মেষ দিল এবং আমাদের দুধ পান করালো। আমরা বললাম, তুমি কি ভাল ঝাড়-ফুঁক জান? সে বলল, আমি তো সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কোন মন্ত্র পড়িনি। আমি বললাম, মেষগুলো সরিয়ে নিওনা যে পর্যন্ত আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে না পৌঁছি। অতএব আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম এবং ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : সে কিভাবে জানলো যে, সূরা ফাতিহা দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা যায়? মেষগুলো ভাগ করে নাও এবং তোমাদের সাথে আমাকেও একটি ভাগ দিও।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا، مَا كُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُقْيَةٍ.

৫৫৭৩। হিশাম থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। ওহাব ইবনে জারীরের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, সেই মহিলার সাথে আমাদের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল। এর আগে আমরা জানতাম না যে, সে ঝাড়-ফুঁক জানে।

অনুচ্ছেদ : ২২

দোয়া পড়ার সাথে সাথে ব্যথার জায়গায় হাত রাখা উত্তম।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَا:
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ: أَنَّهُ شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعًا، يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ، سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

৫৫৭৪। উসমান ইবনে আবুল আস সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি তার শরীরে যে ব্যথা অনুভব করছিলেন সে সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি তোমার হাত ব্যথার জায়গায় রাখ এবং তিনবার "বিসমিল্লাহ" বল এবং সাতবার নিম্নোক্ত দোয়া পড় : "আমি যে ব্যথা অনুভব করছি এবং যে ভয় পাচ্ছি তা থেকে আল্লাহ ও তাঁর কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি" (আউযু বিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু)।

অনুচ্ছেদ : ২৩

নামাযে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي، يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفُلْ عَلَىٰ يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي.

৫৫৭৫। আবুল 'আলা থেকে বর্ণিত। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শয়তান আমার ও আমার নামাযের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং আমার কিরাআতে সন্দেহের উদ্রেক করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ তো শয়তান, যার নাম হচ্ছে খিনযাব। তুমি যখন এর প্রভাব অনুভব করবে, এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে। উসমান (রা) বলেন, আমি এরূপ করলাম। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এ শয়তানকে আমার থেকে দূর করে দেন।

وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ نُوحٍ: ثَلَاثًا.

৫৫৭৬। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন।... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু সালেম ইবনে নূহের বর্ণনায় "তিনবার" কথাটি উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا

سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

৫৫৭৭। উসমান ইবনে আবুল আস সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ২৪

যে কোন রোগেরই ঔষধ আছে এবং চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىٰ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ».

৫৫৭৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সব রোগেরই ঔষধ আছে। রোগ নিরাময়ের জন্য যখন ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, মহান আল্লাহর হুকুমে আরোগ্য লাভ হয়।

টীকা : ইমাম নববী বলেন, বর্ণিত হাদীসের ওপর ভিত্তি করে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ঔষধ সেবন করা মুস্তাহাব। কাযী আয়ায বলেন, ডাক্তারী বিদ্যা যে জায়েয এবং সঠিক এ হাদীসই তার প্রমাণ। আল্লাহ যখন কাউকে আরোগ্য দান করার ইচ্ছা করেন তখনই কেবল ঔষধ প্রয়োগ কার্যকর হয়।

حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فِيهِ شِفَاءً».

৫৫৭৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অসুস্থ মুকান্নাকে দেখতে যান। অতঃপর তিনি বলেন, তোমাকে শিঙ্গা না লাগানো পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : "এটা একটা প্রতিষেধক।"

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ: جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فِي أَهْلِنَا، وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَاحًا، فَقَالَ: مَا تَشْتَكِي؟ قَالَ: خُرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ ائْتِنِي بِحَجَّامٍ، فَقَالَ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ؟ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمًا، قَالَ: وَاللهِ! إِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِي، أَوْ يُصِيبُنِي الثَّوْبُ، فَيُؤْذِينِي، وَيَشُقُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَىٰ تَبَرُّمَهُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ» قَالَ فَجَاءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

৫৫৮০। আসেম ইবনে ‘উমার ইবনে কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আমাদের বাড়ীতে আসেন। বাড়ির একটি লোক তার ক্ষতের রোগের কথা বলল। জাবির (রা) জিজ্ঞেস কলেন, তোমার কি অসুবিধা? সে বলল, ক্ষত হয়েছে যা আমার কাছে অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাবির (রা) বলেন, বৎস! আমার কাছে একজন রক্তমোক্ষক ডেকে নিয়ে এসো। সে বলল, হে আবু আবদুল্লাহ! রক্তমোক্ষক দিয়ে কি করবেন? তিনি বলেন, ক্ষতস্থানে রক্তমোক্ষণ করাতে চাই। সে বলল, আল্লাহর শপথ! মাছি আমাকে উত্যক্ত করবে কিংবা (ক্ষতস্থানে) কাপড় লেগে গেলে আমার কষ্ট হবে। শিংগা লাগানোতে তার অসম্মতি দেখে জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : “ঔষধ হল, (১) শিংগা লাগানো, (২) মধু পান করা এবং (৩) আগুনের টুকরা দিয়ে দাগ দেয়া।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন : আমি ব্যক্তিগতভাবে আগুন দিয়ে দাগ লাগানো পছন্দ করি না। রাবী বলেন, অতঃপর রক্তমোক্ষণকারী আসল এবং তাকে শিংগা লাগালো। এতেই সে আরোগ্য লাভ করল।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح:

وَحَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ] بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ.

৫৫৮১। জাবির (রা) বর্ণনা করেন, উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শিংগা লাগানোর অনুমতি চান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তাইবাকে শিংগা লাগাতে নির্দেশ দেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তাইবাকে এজন্য নির্দেশ দেন যে, তিনি উম্মু সালামার দুধভাই ছিলেন অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْيَىٰ- وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ.

৫৫৮২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাবের (রা) কাছে এক ডাক্তারকে পাঠান। সে তার একটা শিরা কেটে ফেলল, অতঃপর এর ওপর তপ্ত লোহার সেঁকা দিল।

وحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحَٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرَ: فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا.

৫৫৮৩। আমাশ থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এই বর্ণনায় "সে একটি শিরা কেটে ফেলল" কথার উল্লেখ নেই।

وحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَىٰ أَكْحَلِهِ، قَالَ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

৫৫৮৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আহযাবের যুদ্ধে উবাইয়ের (রা) বাহুর মধ্যভাগের শিরায় তীর বিদ্ধ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তপ্ত লোহার সেঁকা দিয়ে দেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ [عَنْ جَابِرٍ]؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ، قَالَ:

فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ.

৫৫৮৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ ইবনে মুআযের (রা) বাহুর মধ্যভাগের শিরায় তীর বিদ্ধ হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে লোহার গরম ফলক দিয়ে তাকে দাগ দেন। তার হাত ফুলে উঠলে তিনি দ্বিতীয়বার দাগ দেন।

حَدَّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ [راجع: ٢٨٨٥].

৫৫৮৬। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ শরীরে শিংগা লাগিয়েছেন এবং রক্তমোক্ষককে তার পারিশ্রমিক দিয়েছেন। তিনি নাকের ছিদ্রেও ঔষধ ঢেলেছেন।

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا- وَكِيعٌ - عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ.

৫৫৮৭। আমর ইবনে আমের আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংগা লাগিয়েছেন। তিনি কারো পারিশ্রমিক আটকে রাখতেন না।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْحُمَّىٰ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

৫৫৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জ্বর হচ্ছে জাহান্নামের তাপের তীব্রতারই অংশবিশেষ। অতএব পানি ঢেলে তা ঠাণ্ডা কর।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ

شِدَّةَ الْحُمَّىٰ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

৫৫৮৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জ্বরের তীব্রতা জাহান্নামের তীব্রতারই অংশবিশেষ। অতএব পানি ঢেলে তা ঠাণ্ডা কর।

وحَدَّثَني هَٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْحُمَّىٰ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِؤُهَا بِالْمَاءِ».

৫৫৯০। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জ্বর হচ্ছে জাহান্নামের তীব্রতার অংশবিশেষ। অতএব পানি ঢেলে তা নিভিয়ে দাও।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هَٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْحُمَّىٰ مِنْ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِؤُهَا بِالْمَاءِ».

৫৫৯১। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জ্বর হচ্ছে জাহান্নামের তীব্রতার অংশবিশেষ। অতএব পানি ঢেলে তা নিভিয়ে দাও।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْحُمَّىٰ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

৫৫৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তীব্রতা থেকে। অতএব, পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর।

وحَدَّثَنَاهُ إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫৫৯৩। হিশাম থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্বরর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَىٰ بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَةِ، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا، وَتَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ»، وَقَالَ: «إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

৫৫৯৪। আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তার কাছে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত এক মহিলাকে নিয়ে আসা হল। তিনি পানি আনতে বললেন এবং তা তার জামার ভিতর দিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পানি দিয়ে একে ঠাণ্ডা করে দাও। তিনি আরো বলেছেন : জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তীব্রতা থেকে।

وحَدَّثَناه أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: صَبَّتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: «أَنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَٰذَا [الْإِسْنَادِ].

৫৫৯৫। হিশাম থেকে উল্লিখিত সনদসূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে নুমাইরের বর্ণনায় "তিনি তার এবং তার জামার খোলা অংশ দিয়ে পানি ছিটিয়ে দিলেন" কথার উল্লেখ আছে এবং আবু উসামার বর্ণনায় "এটা জাহান্নামের তীব্রতার অংশবিশেষ" কথাটুকুর উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْحُمَّىٰ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

৫৫৯৬। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ থেকে। অতএব পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর।

وَحَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحُمَّىٰ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ «عَنْكُمْ» وَقَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ.

৫৫৯৭। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ থেকে। অতএব, পানি দিয়ে তোমরা তা ঠাণ্ডা কর।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ، فَأَشَارَ أَنْ لَا تَلُدُّونِي، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «لَا يَبْقَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غَيْرُ الْعَبَّاسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ».

৫৫৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুখের সময় তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলেছিলাম। তিনি ইশারায় ঔষধ ঢালতে নিষেধ করেন। আমরা বললাম, তিনি অসুস্থতার কারণে ঔষধকে ঘৃণা করছেন। যখন তাঁর হুঁশ ফিরে এল তিনি বললেন, আব্বাস ছাড়া তোমাদের সকলের মুখেই ঔষধ ঢালা হবে। কেননা সে তোমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أُخْتِ عُكَاشَةَ [بْنِ مِحْصَنٍ]، قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

قَالَتْ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنٍ لِي، قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ: «عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَٰذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَٰذَا الْعُودِ

الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنبِ، يُسْعَطُ مِنَ العُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ.»

৫৫৯৯। উকাশা ইবনে মিহসানের বোন উম্মু কায়স বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তখনো সে শক্ত খাবার ধরেনি। সে তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনতে বললেন, অতঃপর তা পেশাবের জায়গায় ছিটিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার আরেক ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তার আলজিভ ফুলে গিয়েছিল। আমি তাতে সেঁক দিলাম। তিনি বললেন : নিজ সন্তানের কণ্ঠনালী এই চাকা দিয়ে কেন দাগ দিচ্ছ? উদ-ই-হিন্দী (ঘৃত কুমারী বা মুসব্বব, চন্দন কাঠও হতে পারে) ব্যবহার কর। কেননা এর মধ্যে সাত প্রকার রোগের নিরাময় রয়েছে। তন্মধ্যে একটা হল, পাঁজরের রোগ। গলাফুলার রোগে এর মিহি গুড়ার ব্যবহার খুবই উপকারী। পাঁজরের রোগে তা মুখে লাগাতে হয়।

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ، أَحَدِ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ - قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ، وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ - قَالَ يُونُسُ: أَعْلَقَتْ: غَمَزَتْ فَهِيَ تَخَافُ أَنْ تَكُونَ بِهِ عُذْرَةٌ - قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلامَهْ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الإِعْلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ يَعْنِي بِهِ الْكُسْتَ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ».

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا، ذَاكَ، بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَىٰ بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا.

৫৬০০। উম্মু কায়স বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রথম মুহাজির দলের সদস্যা ছিলেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হন। তিনি উকাশা ইবনে মিহসানের (রা) বোন ছিলেন। তিনি তার দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যান। তখনো সে শক্ত খাবার ধরেনি। গলাফুলা রোগের জন্য তিনি তার কণ্ঠনালীতে সেঁক দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এভাবে সেঁক দিয়ে নিজের ছেলেকে কেন কষ্ট দিচ্ছ? 'উদ-ই-হিন্দী' ব্যবহার কর। এটা সাত প্রকার রোগের ঔষধ। তন্মধ্যে একটা হল পাঁজরের রোগ। উবায়দুল্লাহ বলেন, উম্মু কায়স আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, শিশুটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে পেশাব করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনতে বলেন। অতঃপর তা পেশাবের জায়গায় ছিটিয়ে দেন। কিন্তু কাপড় ধুইয়ে নেননি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا السَّامَ»، وَالسَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ.

৫৬০১। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : কালো দানা (কালিজিরা) 'সাম' ছাড়া সব রোগেরই ঔষধ। 'সাম' হল, মৃত্যু। আর কালো দানা হল, এক প্রকার কালো বীজ, যা ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَيُونُسَ: الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ. وَلَمْ يَقُلِ: الشُّونِيزُ.

৫৬০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... এ সূত্রেও উকাইল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

সুফিয়ান এবং ইউনুসের বর্ণনায় 'কালো দানার' উল্লেখ আছে কিন্তু এর ব্যাখ্যা উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ [بْنُ سَعِيدٍ]

وَابْنُ حُجرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ دَاءٍ، إِلَّا فِي الْحَبَّةِ السَّودَاءِ مِنهُ شِفَاءٌ، إِلَّا السَّامَ.»

৫৬০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কালো দানার (কালিজিরা) মধ্যে মৃত্যু ছাড়া সব রোগেরই নিরাময় রয়েছে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ [بْنُ خَالِدٍ] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا كَانَتْ، إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذٰلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ».

৫৬০৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাদের পরিবারে যখন কেউ মারা যেত, প্রতিবেশী মহিলারা সান্ত্বনা দেয়ার জন্য সমবেত হত। অতঃপর পরিজন এবং নিকটাত্মীয়রা ছাড়া সকলেই চলে যেত। তখন তিনি একটা পাত্রে 'তালবিনা' (এক প্রকার খানা) পাকাতে নির্দেশ দিতেন। তালবিনা পাকানো হলে 'সারিদ' (গোশতের ঝোলের মধ্যে রুটির টুকরা ভিজানো এক প্রকার খাদ্য) বানানো হত এবং তালবিনা এতে ঢালা হত। অতঃপর তিনি বলতেন, তোমরা খাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : 'তালবিনা' পানে রোগীর মন চাংগা হয় এবং দুশ্চিন্তা অনেকাংশে কমে যায়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْقِهِ عَسَلًا» فَسَقَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ [عَسَلًا] فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا، فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا» فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ» فَسَقَاهُ فَبَرَأَ.

৫৬০৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার ভাইয়ের উদরাময় হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাকে মধু পান করাও সে তাকে মধু পান করালো। অতঃপর এসে বলল, মধু পান করাতে তার রোগ আরো বেড়েছে। এভাবে তিনি তাকে তিন তিনবার মধু পান করাতে বললেন। সে চতুর্থবার এসে একই কথা বলল। এবারও তিনি তাকে মধু পান করাতে বললেন। সে বলল, মধু তো পান করিয়েছি কিন্তু তাতে রোগ আরো বেড়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন বরং তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যে। অতএব সে পুনরায় মধু পান করালে তার ভাই আরোগ্য লাভ করল।

وَحدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي عَرِبَ بَطْنُهُ، فَقَالَ لَهُ: «اسْقِهِ عَسَلًا» بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ شُعْبَةَ.

৫৬০৬। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার ভাইয়ের উদরাময় হয়েছে। তিনি বললেন : তাকে মধু পান করাও।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ শো'বা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ২৫

সংক্রামক ব্যাধি, অশুভ লক্ষণ এবং ভবিষ্যত কথন প্রসংগে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَأَبِي النَّضْرِ، مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطَّاعُونُ رِجْزٌ [أَوْ عَذَابٌ] أُرْسِلَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ».

وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: «لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارٌ مِنْهُ».

৫৬০৭। সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উসামা ইবনে যায়েদকে (রা) জিজ্ঞেস করেন, প্লেগ-মহামারী সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে কি শুনেছেন? উসামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : মহামারী হচ্ছে এক প্রকার প্রাকৃতিক অভিশাপ বা শাস্তি, যা বনি ইসরাইল অথবা (রাবীর সন্দেহ) তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর পাঠানো হয়েছিল। অতএব যখন তোমরা কোন এলাকায় প্লেগ-মহামারীর সংবাদ পাবে, সেখানে যাবে না। আর যদি তোমাদের এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব হয় তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে যাবে না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - وَنَسَبَهُ ابْنُ قَعْنَبٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ، ابْتَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ». هٰذَا حَدِيثُ الْقَعْنَبِيِّ، وَقُتَيْبَةَ نَحْوُهُ.

৫৬০৮। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্লেগ-মহামারী এক প্রকার আযাবের লক্ষণ যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর কতেক বান্দাহকে পরীক্ষা করেছেন। অতএব যখন তোমরা কোন এলাকায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হওয়ার সংবাদ পাবে সেখানে যেও না। আর যখন তোমাদের নিজেদের এলাকায় মহামারী দেখা দেয় এবং তোমরা সেখানে উপস্থিত আছ তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে যাবে না।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هٰذَا الطَّاعُونَ رِجْزٌ سُلِّطَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَوْ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوهَا».

৫৬০৯। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহামারী এক ধনের অভিশাপ যা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর অথবা (রাবীর সন্দেহ) বনি ইসরাইলদের ওপর পতিত হয়েছিল। অতএব যে এলাকায় মহামারী দেখা দেবে সেখান থেকে চলে যেও না, আর যদি কোন এলাকায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয় তাহলে সেখানে যেও না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ عَذَابٌ أَوْ رِجْزٌ أَرْسَلَهُ اللهُ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا».

৫৬১০। আমের ইবনে সাদ (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের (রা) কাছে মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, এ সম্পর্কে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এটা একটা প্রাকৃতিক অভিশাপ বা গযব, যা আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইল বংশের একদল লোকের ওপর অথবা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর নাযিল করেছিলেন। অতএব, যখন তোমরা কোথাও মহামারীর সংবাদ শুনতে পাও, সেখানে যেও না। আর যদি তোমাদের এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব হয় তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে যেও না।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِ ابْنِ جُرَيْجٍ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

৫৬১১। আমের ইবনে দীনার ইবনে জুরাইজের সূত্রে তার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ هَٰذَا الْوَجَعَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالْأَرْضِ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَىٰ، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا، فَلَا يُخْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ».

৫৬১২। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ ব্যাধি এক ধরনের গযব যা তোমাদের পূর্ববর্তী কোন এক

উম্মাতের ওপর এসেছিল। অতঃপর তা পৃথিবীতে অবশিষ্ট রয়ে গেল। ফলে কখনো তা আসে এবং কখনো চলে যায়। অতএব তোমাদের কেউ যদি কোথাও এর প্রাদুর্ভাবের কথা জানতে পারে, তাহলে সে যেন সেখানে না যায়। আর যদি তার নিজ এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব হয় তাহলে সে যেন সেখান থেকে পালিয়ে না যায়।

وحَدَّثَنَاه أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

৫৬১৩। যুহরী ইউনুসের সূত্রে তার বর্ণনার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَبَلَغَنِي أَنَّ الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فَوَقَعَ بِهَا، فَلَا تَخْرُجْ مِنْهَا، وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلْهَا» قَالَ قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالُوا: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهِ، قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالُوا: غَائِبٌ، قَالَ فَلَقِيتُ أَخَاهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: شَهِدْتُ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هَٰذَا الْوَجَعَ رِجْزٌ وَعَذَابٌ أَوْ بَقِيَّةُ عَذَابٍ عُذِّبَ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ قَبْلِكُمْ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوهَا».

قَالَ حَبِيبٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: آنْتَ سَمِعْتَ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَهُوَ لَا يُنْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

৫৬১৪। হাবীব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম। তখন আমি জানতে পারলাম, এবং অন্যরা আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যখন তোমরা এমন কোন দেশে থাক যেখানে মহামারী দেখা দিয়েছে তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে চলে যেও না। আর তুমি যদি জানতে পার কোন এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব হয়েছে তবে সেখানে যেও না।" আমি বললাম, এ হাদীস আপনি কার কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমের ইবনে সা'দের কাছে। আমি তার কাছে গেলাম, সকলে বলল, তিনি বাড়িতে নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তার ভাই ইবরাহীম ইবনে সা'দের সাথে দেখা করলাম। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, উসামা (রা) যখন সাদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেন, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। তিনি

বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : "এ রোগ হচ্ছে একটা আযাব, কিংবা তোমাদের পূর্ববর্তীদের যে আযাব দেয়া হয়েছে তারই অবশিষ্টাংশ। অতএব যে দেশে এ রোগ দেখা দেয় আর তোমরা সে দেশে আছ তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে যেও না। আর যদি কোন দেশে এ রোগ দেখা দেয়ার সংবাদ তোমরা পাও, তাহলে তোমরা সেখানে যেও না।" বর্ণনাকারী হাবীব বলেন, আমি ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি উসামাকে (রা) সা'দের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি অস্বীকার করেননি, বরং হাঁ বলেছেন।

وحَدَّثَناه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ.

৫৬১৫। শো'বা থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই হাদীসের প্রথমে আতা ইবনে ইয়াসার বর্ণিত ঘটনার উল্লেখ নেই।

وحَدَّثَناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَخُزَيْمَةَ ابْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ شُعْبَةَ.

৫৬১৬। সা'দ ইবনে মালিক, খুযাইমা ইবনে সাবিত এবং উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা সবাই বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... এ সূত্রেও শো'বা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ جَالِسَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

৫৬১৭। ইবরাহীম ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা ইবনে যায়েদ এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস একত্রে বসে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... এ সূত্রেও উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

৫৬১৮। ইবরাহীম ইবনে সা'দ ইবনে মালিক তার পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَىٰ الشَّامِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أَهْلُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا نَرَىٰ أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هَٰذَا الْوَبَاءِ، قَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَٰهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هَٰذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَىٰ عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَىٰ ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ! - وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَهُ - نَعَمْ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةٌ وَالْأُخْرَىٰ جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَٰذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا

تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ». قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

৫৬১৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তিনি ‘সারগ’ নামক স্থানে পৌঁছলে ‘আজনাদের অধিবাসীগণ, আবু ‘উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ এবং তার সাথীরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। তারা তাঁকে জানান, সিরিয়ায় মহামারী দেখা দিয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার (রা) আমাকে বললেন, প্রথমে হিজরতকারী মুহাজিরদের আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস। আমি তাদের ডেকে নিয়ে আসলাম। তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করেন এবং তাদেরকে জানান যে, সিরিয়ায় মহামারী দেখা দিয়েছে, তারা এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গিয়ে মতভেদে লিপ্ত হন। কেউ কেউ বলেন, আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে বের হয়েছেন। তা থেকে ফিরে যাওয়া আমরা ঠিক মনে করি না। কেউ কেউ বলেন, আপনার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এবং আরো লোকজন আছেন, এমতাবস্থায় তাদের নিয়ে প্লেগ আক্রান্ত এলাকায় যাওয়া সমীচীন মনে করি না। ‘উমার (রা) বলেন, আচ্ছা! আপনারা চলে যান।

অতঃপর তিনি বললেন, মক্কা বিজয়ের পূর্বে কুরাইশদের যেসব বয়োজ্যেষ্ঠ লোক মুসলমান হয়েছেন তাদের যারা এখানে উপস্থিত আছে তাদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস।

আমি তাদের ডেকে আনলাম। তাদের মধ্যে দু’জন লোকও দ্বিমত পোষণ করেনি। তারা সবাই বলল, আমরা মনে করি, আপনি সকলকে নিয়ে ফিরে যান এবং তাদের নিয়ে মহামারি আক্রান্ত এলাকায় না যান।

পরিশেষে উমার (রা) ঘোষণা করেন, সকালে আমি ফিরে যাওয়ার জন্য সওয়ার হব। অতএব তোমরাও সওয়ার হবে। আবু ‘উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রা) বলেন, আপনি আল্লাহর নির্ধারিত তকদীর থেকে কি পালাচ্ছেন? ‘উমার (রা) বলেন, হে আবু উবায়দাহ, আফসোস! তুমি ছাড়া আর কেউ যদি একথা বলতো। ‘উমার (রা) তার বিরোধিতায় বিরক্তি বোধ করে বলেন, হাঁ, আমরা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর থেকে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের দিকেই পালাচ্ছি। তোমার যদি উট থাকে আর তুমি এমন একটা মাঠে তা চড়াতে যাও, যার একদিক সবুজ এবং অপর দিক শুষ্ক। এমতাবস্থায় তোমার উট যদি সবুজের দিকে চড়াও তাহলে তাও আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী চড়াচ্ছ, আর যদি শুষ্ক দিকে চড়াও তাহলে তাও আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী চড়াচ্ছ। এ সম্পর্কে তুমি কি মনে করো?

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এমন সময় আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) আসেন। তিনি নিজের কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমার কাছে এর প্রমাণ আছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : “কোন দেশ সম্পর্কে যখন তোমরা শুন যে, সেখানে মহামারী দেখা দিয়েছে, তাহলে সেখানে যেও না। আর যদি তোমাদের দেশে মহামারী দেখা দেয় তাহলে সেখান থেকে

পালিয়ে চলে যেও না।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একথা শুনে 'উমার (রা) আল্লাহর প্রশংসা করেন। অতঃপর রওয়ান হন।

টীকা : হেজাজের সীমান্তে সিরিয়ার একটি জনপদের নাম 'সারগ'।

* "আজনাদ" বলতে তৎকালীন সিরিয়ার পাঁচটি শহর বুঝানো হয়েছে ঃ প্যালেস্টাইল, জর্দান, দামেশক, হিমস এবং কিননাসরীন।

وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ وَقَالَ لَهُ أَيْضًا: أَرَأَيْتَ لو أَنَّهُ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخِصْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَسِرْ إِذًا، قَالَ: فَسَارَ حَتَّىٰ أَتَى الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: هٰذَا الْمَحَلُّ أَوْ قَالَ: هٰذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

৫৬২০। মা'মার থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মা'মার বর্ণিত হাদীসে আরো আছে, 'উমার (রা) আবু উবায়দাকে (রা) বলেন, যদি সে সবুজ অংশ ছেড়ে শুষ্ক অংশে উট চড়ায় তাহলে তুমি কি তাকে দোষারোপ করবে? আবু উবায়দাহ (রা) বলেন, হাঁ। 'উমার (রা) বলেন, তাহলে চল। বর্ণনাকারী বলেন, অতএব তিনি রওয়ানা হলেন এবং মদীনায় এসে পৌঁছলেন। অতঃপর বললেন এটাই মনযিল ইনশাআল্লাহ।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

৫৬২১। ইবনে শিহাব থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَىٰ الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» فَرَجَعَ عُمَرُ [بْنُ الْخَطَّابِ] مِنْ سَرْغَ.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ.

৫৬২২। আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবী'আ থেকে বর্ণিত। উমার (রা) সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারেন যে, সিরিয়ায় মহামারী দেখা দিয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ (রা) তাঁকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "তোমরা যখন কোন এলাকায় মহামারীর সংবাদ পাবে, সেখানে যেও না। আর যদি কোন এলাকায় মহামারী দেখা দেয় এবং তোমরা সেখানেই আছ তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে চলে যেও না।" অতঃপর উমার (রা) 'সারগ' থেকে ফিরে আসেন। ইবনে শিহাব থেকে সালেম ইবনে আবদুল্লাহর (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, উমার (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আউফের হাদীস শুনে সকলকে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

অনুচ্ছেদ : ২৬

সংক্রামক ব্যাধি, অশুভ লক্ষণ, হামাহ, সাফার, নাওআ এবং গূল বলতে কিছু নেই। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির সাথে মেলামেশা করবে না।

حَدَّثَني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ - قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدْوَىٰ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ»، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ قَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟». [انظر: ٥٧٩٤]

৫৬২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছোঁয়াচে রোগ, সাফার এবং হামাহ বলতে কিছু নেই। এক বেদুইন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তহালে উটের অবস্থা কি? বালুতে তো হরিণের মত পরিষ্কার থাকে। অতঃপর খোশ পাঁচড়ায় আক্রান্ত একটা উট এসে সুস্থ উটের সাথে মিশে যায় এবং সেগুলোও চর্মরোগে আক্রান্ত হয়। তিনি বললেন : প্রথম উটটিকে কে আক্রান্ত করেছে?

টীকা : 'হামাহ' এক ধরনের পাখি অথবা পশুর নাম। জাহেলী যুগের আরবদের বিশ্বাস ছিল, নিহত ব্যক্তির আত্মা একটি পাখির আকার ধারণ করে এবং মৃত ব্যক্তির কবরের ওপর অভিশাপ দিতে থাকে আর বলতে থাকে, আমাকে রক্ত পান করতে দাও। নিহত ব্যক্তির পরিবার অথবা তার গোত্রের লোকেরা

যতদিন এই হত্যার প্রতিশোধ না নেবে, এই পাখি সারা দিনরাত অভিশাপ দিতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে একটা কুসংস্কার বলে আখ্যায়িত করেন।

টীকা : 'সাফার' শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে। জাহেলী যুগের আরবদের বিশ্বাস ছিল মুহাররম মাস শেষ হলেই মানুষের ওপর প্রাকৃতির দুর্যোগ নেমে আসতে শুরু করে। তাই তারা সফর মাসকেও মুহাররম মাসের অন্তর্ভুক্ত করে এটাকে দীর্ঘতর মাস হিসাবে গণনা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রথারও বিলোপ সাধন করেন। একদল হাদীস বিশারদ বলেছেন, এখানে শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পেটের পোকা'। পেটের মধেকার এই পোকাগুলোর ক্ষুধা লাগলে পেটের অভ্যন্তরভাগে কামড়াতে থাকে এবং এর ফলে মানুষ ক্ষুধা অনুভব করে। জাহেলী আরবদের ধারণা অনুযায়ী এই পোকাগুলো চর্মরোগসহ নানা ধরনের রোগের জন্ম দেয়।

* 'নাওয়া'– ইসলাম পূর্ব যুগের আরবদের বিশ্বাস ছিল, তারকার উদয়াস্ত ও গতিবিধির প্রভাবে বৃষ্টি হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধারণাকে অবাস্তব বলে ঘোষণা করেন।

* 'গূল'– এ শব্দটি দ্বারা এক ধরনের দেবতা, জিন অথবা শয়তানকে বুঝানো হত। জাহেলী যুগের আরবরা বিশ্বাস করত যে, পাপিষ্ঠ আত্মা, জ্বিন, অথবা শয়তানকে গূল বলা হয়। এরা কখনো কখনো মানুষের আকৃতি ধারণ করে লোকদেরকে বিপথগামী করে তাদের ধ্বংস সাধন করে।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَغَيْرُهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ!، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

৫৬২৪। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছোঁয়াচে রোগ, অশুভ লক্ষণ, সাফার এবং হামাহ বলতে কিছু নেই। এক বেদুইন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ!... ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا عَدْوَىٰ» فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِحٍ، وَعَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ».

৫৬২৫। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই। এক বেদুইন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সংক্রামক ব্যাধি, সাফার এবং হামাহ বলতে কিছু নেই।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ» وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحٍّ».

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذٰلِكَ عَنْ قَوْلِهِ «لَا عَدْوَىٰ» وَأَقَامَ عَلَىٰ أَنْ «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحٍّ» قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ -: قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! تُحَدِّثُنَا مَعَ هَٰذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ، قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ، كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدْوَىٰ» فَأَبَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذٰلِكَ، وَقَالَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحٍّ» فَمَارَاهُ الْحَارِثُ فِي ذٰلِكَ حَتَّىٰ غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ، فَقَالَ لِلْحَارِثِ: أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي قُلْتُ: أَبَيْتُ.

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِي! لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ» فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ؟.

৫৬২৬। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। আবু সালাম ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে 'আউফ (রা) তাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই। আবু সালামা (রা) আরো বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "রুগ্ন ব্যক্তি যেন সুস্থ ব্যক্তির সাথে না থাকে।"

আবু সালামা (রা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) এই হাদীস দুটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি "সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই" এই হাদীস বর্ণনা করা ছেড়ে দেন এবং "রুগ্ন ব্যক্তি যেন সুস্থ ব্যক্তির সাথে না থাকে" এ হাদীস বর্ণনা করতে থাকেন। আবু হুরায়রার (রা) চাচাতো ভাই হারিস ইবনে আবু যুবাব (রা) বলেন, হে আবু হুরায়রা! আমি আপনাকে এ হাদীসের সাথে আরো একটি হাদীস আমাদের কাছে বর্ণনা করতে শুনেছি। এখন আপনি ওই হাদীস বর্ণনা

করছেন না। আপনি বর্ণনা করতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই।" আবু হুরায়রা (রা) একথা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, এ হাদীস সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "সুস্থকে (ব্যক্তি বা পশু) অসুস্থের সাথে যেন না রাখা হয়।" হারিস (রা) এ সম্পর্কে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলে তিনি রেগে যান এবং আবিসিনীয় ভাষায় কিছু বলেন। তিনি হারিসকে বলেন, আমি কি বলেছি তা তুমি বুঝতে পেরেছ? হারিস বলেন, না। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বলছি আমি তা অস্বীকার করছি। আবু সালামা (রা) বলেন, আমার জীবনের শপথ! আবু হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই।" অতঃপর আমার জানা নেই যে, আবু হুরায়রা (রা) কি এ হাদীস ভুলে গেছেন, না এক বর্ণনার মাধ্যমে আরেক বর্ণনাকে মানসুখ মনে করেছেন।

টীকা : "সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই" এবং "রুগ্ন ব্যক্তিকে (অথবা পশু) সুস্থ ব্যক্তি থেকে পৃথক রাখা"– বাহ্যত এ দুটি হাদীসের মধ্যে স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। এর সমাধানে একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, প্রথম হাদীসটি দ্বিতীয় হাদীসের দ্বারা মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে। আরেক দল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্রামক ব্যাধিকে সরাসরি অস্বীকার করেননি। বরং তাঁর কথার অর্থ হচ্ছে, রোগ সৃষ্টির জন্য সংক্রমণই কেবল দায়ী নয়। সংক্রমণ ছাড়াও একই রোগের প্রাদুর্ভাব অন্য লোকের মধ্যেও হতে পারে। আর কারো রোগাক্রান্ত হওয়াটাও আল্লাহর তাআলার হুকুমের অধীন। সুতরাং কেবল সংক্রমণের দ্বারাই রোগের বিস্তার ঘটে এরূপ বিশ্বাস করা ঠিক নয়।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ» وَيُحَدِّثُ مَعَ ذَٰلِكَ «لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ» بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

৫৬২৭। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই। তিনি এর সাথে আরো বর্ণনা করেছেন, "রুগ্ন উট যেন সুস্থ উটের কাছে না নেয়া হয়।"

حَدَّثَنَاه عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৫৬২৮। যুহরী থেকে উল্লিখিত সনদসূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ
قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ». [راجع: ٥٧٨٨]

৫৬২৯। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সংক্রামক ব্যাধি, হামাহ, নাওআ এবং সাফার বলতে কিছু নেই।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ:
حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدْوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ وَلَا غُولَ».

৫৬৩০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছোঁয়াচে রোগ, অশুভ লক্ষণ এবং গূল বলতে কিছু নেই।

وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا
بَهْزٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا عَدْوَىٰ وَلَا غُولَ وَلَا صَفَرَ».

৫৬৩১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সংক্রামক ব্যাধি, গূল এবং সাফার বলতে কিছু নেই।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ
عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا عَدْوَىٰ وَلَا صَفَرَ وَلَا غُولَ».
وسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ، أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ: «وَلَا صَفَرَ» فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: الصَّفَرُ: البَطْنُ، وَقِيلَ لِجَابِرٍ: كَيْفَ؟ قَالَ كَانَ يُقَالُ: [إِنَّهَا] دَوَابُّ الْبَطْنِ، قَالَ وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغُولَ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: هَٰذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ.

৫৬৩২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ছোঁয়াচে রোগ, সাফারা এবং গূল বলতে কিছু নেই। ইবনে

জুরাইজ বলেন, আমি আবু যুবাইরকে বর্ণনা করতে শুনেছি, জাবির (রা) 'সাফারা' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। আবু যুবাইর বলেন, 'সাফারা' পেটকে বলা হয়। জাবিরকে (সা) জিজ্ঞেস করা হল, এটা কি করে হতে পারে? তিনি বলেন, সবাই তো পেটের পোকাকে 'সাফারা' বলে। তিনি 'গূল' শব্দের ব্যাখ্যা করেননি। আবু যুবাইর বলেন, গূল হল যা পথিককে মেরে ফেলে।

অনুচ্ছেদ : ২৭

অশুভ লক্ষণ, শুভাশুভের ভবিষ্যদ্বাণীকরণ এবং দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ».

৫৬৩৩। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। শুভ লক্ষণই উত্তম। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নেক ফাল আবার কী? তিনি বলেন : ভাল কথা, যা তোমাদের কেউ শুনে থাকে।

وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ: قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ.

৫৬৩৪। যুহরী থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

৫৬৩৫। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছোঁয়াচে রোগ এবং বদ ফাল বলতে কিছু নেই। ফালটাই আমি পছন্দ করি। তা হল উত্তম বাক্য, পবিত্র বাক্য।

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قَالَ قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

৫৬৩৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছোঁয়াচে রোগ এবং বদ ফাল বলতে কিছু নেই, ফালটাই আমার কাছে পছন্দনীয়। জিজ্ঞেস করা হল, ফাল আবার কী? তিনি বলেন : সুন্দর পবিত্র বাক্য।

وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنِي مُعَلَّى ابْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدْوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ». [راجع: ٥٧٩٨]

৫৬৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছোঁয়াচে রোগ এবং বদ ফাল বলতে কিছু নেই। নেক ফালই আমার কাছে পছন্দনীয়।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَٰرُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدْوَىٰ وَلَا هَامَةَ وَلَا طِيَرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ».

৫৬৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছোঁয়াচে রোগ, হামাহ এবং বদ ফাল বলতে কিছু নেই। আমি নেক ফালকে পছন্দ করি।

টীকা : নেক ফাল সবই ভাল এবং তা ভাল কাজে হয়ে থাকে। আর বদ ফাল খুবই খারাপ এবং তা খারাপ কাজে হয়ে থাকে। বদ ফাল হল শির্‌ক।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ [بْنِ عُمَرَ]، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ».

৫৬৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দুর্ভাগ্য তিনটা জিনিসে হতে পারে : (১) ঘর (২) স্ত্রীলোক (৩) ঘোড়া।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ [بْنُ يَحْيَىٰ] قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ، وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ».

৫৬৪০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছোঁয়াচে রোগ এবং অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। দুর্ভাগ্য তিনটা জিনিসে হতে পারে : (১) স্ত্রী (২) ঘোড়া (৩) ঘর।

وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛[ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ]؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ [بْنِ عُمَرَ]، عَنْ [عَبْدِ اللهِ] ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ [ابْنِ سَعْدٍ]: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ إِسْحَٰقَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الشُّؤْمِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، لَا يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: الْعَدْوَىٰ وَالطِّيَرَةَ، غَيْرُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ.

৫৬৪১। সালেম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। ইয়াযীদ ইবনে ইউনুস ছাড়া আর কারো বর্ণনায় ছোঁয়াচে রোগ এবং বদ ফালের কথা উল্লেখ নেই।

وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعْفرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ يَكُ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ، فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ».

৫৬৪২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দুর্ভাগ্য যদি কোন জিনিসে থেকে থাকে তাহলে ঘোড়া, স্ত্রী এবং ঘর– এ তিনটি জিনিসে থাকতো।

টীকা : এগুলোতেও অশুভ লক্ষণ নেই। একদল আলেম, যেমন ইমাম মালিক প্রমুখ এসব হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে বলেন, আল্লাহ তায়ালা কখনো কখনো এ তিনটি জিনিসকে মানুষের ধ্বংসের কারণ করে দেন। কেউ কেউ এগুলোর অশুভ লক্ষণের অর্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ অসংগতির অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, অশুভ লক্ষণ বলে যদি কিছু থাকতো তাহলে এ তিনটি জিনিসেই হত। এতেও অশুভ লক্ষণ প্রমাণিত না হওয়ায় বর্ণনায় কোনরূপ বিরোধ থাকল না।

وحَدَّثَنِي هَٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: حَقٌّ.

৫৬৪৩। শো'বা থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَٰقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ».

৫৬৪৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দুর্ভাগ্য যদি কোন কিছুতে থাকত তাহলে ঘোড়া, বাড়ী এবং স্ত্রী– এ তিনটি জিনিসেই থাকতো।

وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ كَانَ، فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ» يَعْنِي الشُّؤْمَ.

৫৬৪৫। সাহল ইবনে সাদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি কোন কিছুতে দুর্ভাগ্য থাকত তাহলে স্ত্রী, ঘোড়া এবং বাড়ীতেই থাকতো।

حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৫৬৪৬। সাহল ইবনে সাদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

وحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ، فَفِي الرَّبْعِ وَالْخَادِمِ وَالْفَرَسِ».

৫৬৪৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দুর্ভাগ্য কোন কিছুতে থাকলে তা জমি, খাদেম এবং ঘোড়া এ তিনটি জিনিসে থাকতো।

অনুচ্ছেদ : ২৮
গণনা করানো এবং গণকের কাছে যাওয়া হারাম।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ، قَالَ ﷺ: «فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ» قَالَ قُلْتُ: كُنَّا نَتَطَيَّرُ، قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ». [راجع: ١١٩٩]

৫৬৪৮। মুআবিয়া ইবনে হাকাম সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহেলী যুগে আমরা কিছু কিছু কাজ করতাম। যেমন– গণকের কাছে যেতাম। তিনি বলেন : গণকের কাছে যেও না। আমি বললাম, আমরা অশুভ লক্ষণ নির্ণয় করতাম। তিনি বলেন : এটা তো তোমাদের একটা খেয়াল বা বাতিক। অতএব তা যেন তোমাদের (কোন কাজ থেকে) বিরত না রাখে।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنِي حُجَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ

حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: أَخْبَرَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ عِيسَىٰ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَىٰ حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ ذَكَرَ الطِّيَرَةَ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْكُهَّانِ.

৫৬৪৯। যুহরী থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে ইউনুস বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। মালিক তার বর্ণনায় 'অশুভ লক্ষণ' উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাতে গণকের কথা উল্লেখ নেই।

وحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ».

৫৬৫০। মুআবিয়া ইবনে হাকাম সুলামী (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীরের বর্ণনায় আরো আছে, আমি (মুআবিয়া) বললাম, আমাদের কতক লোক এমনও আছে যারা ভবিষ্যত শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য দাগ টেনে থাকে, এর হুকুম কী? তিনি বলেন : কোন এক নবীও এরূপ দাগ টানতেন। সুতরাং যার রেখা তাঁর রেখার সাথে মিলে যাবে তা অনুমোদনযোগ্য।

টীকা : নবীদের দাগ টানার পদ্ধতি তো কারো জানা নেই। অতএব এর নিষেধাজ্ঞাও গণনা করার নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন দানিয়াল নবী এবং কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন ইদরীস (আ)।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ

الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا

بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كِذْبَةٍ».

৫৬৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গণকেরা কিছু কথা আমাদের কাছে বলে যা সত্য প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন : এ সত্যকে কোন জ্বিন নিয়ে এসে তার বন্ধুর কানে বলে দেয় এবং সে এর সাথে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে বলে।

حَدَّثَني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا الشَّيْءَ يَكُونُ حَقًّا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ. فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ».

৫৬৫২। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলেন : তাদের কোন ভিত্তি নেই। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কোন সময়তো তাদের কথা সত্য বলে প্রমাণিত হতে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এই সত্য কথাগুলো জ্বিন সংগ্রহ করে এবং তার বন্ধুর কানে বলে দেয়, যেমন মোরগ মুরগীকে খাবারের জন্য ডাকে। অতঃপর সে এর সাথে নিজের পক্ষ থেকে আরো অসংখ্য মিথ্যা মিশিয়ে বলে।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْقِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

৫৬৫৩। ইবনে শিহাব থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ حَسَنٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَقَالَ عَبْدٌ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ -: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي

عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَٰذَا؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّهَا لَا يُرْمَىٰ بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَٰكِنْ رَبُّنَا، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ اسْمُهُ، إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَٰذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ، قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا، حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَٰذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَٰكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ».

৫৬৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক আনসারী সাহাবী আমার কাছে বর্ণনা করেন, এক রাতে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় একটা উজ্জ্বল উল্কা নিক্ষিপ্ত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জাহেলী যুগে এরূপ তারকা ছুটে পড়লে তোমরা কি বলতে? তারা বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে ভাল জানেন। তবে আমরা বলতাম, আজ রাতে কোন মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কোন মহান ব্যক্তি মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কারো জন্ম-মৃত্যুতে তারকা ছুটে পড়ে না। বরং আমাদের মহান রব যখন কোন হুকুম করেন আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তাসবীহ পড়তে থাকেন।

অতঃপর তাদের তাসবীহ শুনে তাদের নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশতারাও তাসবীহ পড়েন। এমনকি দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশতাদের পর্যন্ত এ তাসবীহ পৌঁছে যায়। অতঃপর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে তাদের নিকটবর্তী ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের রব কি কি হুকুম করেছেন? অতএব তারা তা বলতে থাকেন। এভাবে প্রত্যেক আকাশের ফেরেশতারা পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেন। এমনকি এ খবর দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ সময় জ্বিনেরা এ খবর শুনে নেয়, অতঃপর এদের বন্ধুদের কাছে এসে বলে দেয়। ফেরেশতারা যখন এদের দেখতে পায়, তখন এদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করতে থাকে। অতঃপর জ্বিনেরা যতটুকু শুনে ততটুকুই যদি বলে তাহলে তা ঠিকই বলে। কিন্তু এরা তার সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ করে

বাড়িয়ে বলে।

টীকা : জিনদের এ ধরনের খবর সংগ্রহ করার উল্লেখ রয়েছে নিম্নলিখিত সূরাগুলোতে : সূরা হিজর-১৬-১৮; সূরা সাফফাত : ৭-১০; সূরা মুলক : ৫ এবং সূরা জ্বিন : ৮-১০ আয়াত।

وحَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ - يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ -، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ يُونُسَ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ «وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ»، وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ «وَلَكِنَّهُمْ يَرْقَوْنَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ» وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ «وَقَالَ اللهُ: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا۟ ٱلْحَقَّ﴾» [سبأ: ٢٣]. وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ كَمَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ «وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ».

৫৬৫৫। যুহরী থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইউনুসের বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন আনসার সাহাবী আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করেন। আওযায়ীর বর্ণনায় আছে, "কিন্তু এই জ্বিনেরা এসব খবরের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ করে বাড়িয়ে বলে।" ইউনুসের বর্ণনায় আছে, "কিন্তু এই জ্বিনেরা এই খবরকে অতিরঞ্জিত করে বাড়িয়ে বলে।" ইউনুসের বর্ণনায় আরো আছে, মহান আল্লাহ বলেন : "যখন তাদের ভয়ভীতি কেটে যায় তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমাদের রব কি হুকুম করেছেন? তারা বলে, "সত্য হুকুম করেছেন"। (সূরা সাবা : ২৩) আর মা'কেলের বর্ণনায় আওযায়ীর বর্ণনার মতই "কিন্তু তারা এর সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ করে বাড়িয়ে বলে" উল্লেখ আছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَىٰ عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».

৫৬৫৬। সাফিয়্যা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় স্ত্রীর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে যায় এবং তাকে কোন বিষয়ে

কিছু জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না।

টীকা : কাযী আইআয বলেন, আরবে তিন ধরনের গণনার প্রচলন ছিল। (১) জ্বিন কিংবা শয়তান আসমানী খবর এনে ভবিষ্যত শুভাশুভ বলে দিত। এ ধরনের গণনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে। (২) তারা পৃথিবীর গোপনীয় এবং দূর-দূরান্তের খবরাখবর বলে দিত। (৩) জ্যোতির্বিদদের সাহায্যে ভবিষ্যতের কথা বলে দেয়া। ভবিষ্যদ্বক্তা (আররাফ) আভাস-ইঙ্গিত দেখে ভবিষ্যত সম্পর্কে বলে থাকে। এর সবগুলোকেই গণকের গণনা বলা হয়। শরীয়ত সবগুলোকেই মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে এবং এদের কাছে যাওয়া, এদের দিয়ে গণনা করানো, এদের কথা বিশ্বাস করা এবং এ ধরনের যাবতীয় কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এসব কাজ সুস্পষ্টরূপেই হারাম।

অনুচ্ছেদ : ২৯
কুষ্ঠরোগীর থেকে দূরে থাকা উচিত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛

ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ».

৫৬৫৭। আমর ইবনে শারীদ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে একজন কুষ্ঠরোগী ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলে পাঠান : "আমরা তোমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছি। অতএব তুমি চলে যাও।"

টীকা : জাবির (রা) বর্ণিত। অপর এক হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুষ্ঠরোগীর সাথে একত্রে বসে খেয়েছেন। এই দুই হাদীসে কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে তাঁর দুই ধরনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। স্ব স্ব স্থানে এই দুই ধরনের ব্যবহারই সঠিক। তিনি আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভর করেই কুষ্ঠরোগীর সাথে একত্রে বসে খাওয়া-দাওয়া করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম ছাড়া অবাধে মেলামেশা করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ যে কোন রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তিনি লোকদের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সাথে সাথে তিনি লোকদের একথাও মনে রাখতে বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলাই মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষাকারী এবং সবকিছুই তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী করতে হবে। কারো মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হওয়া উচিৎ নয় যে, রোগীর সাথে মেলামেশা করলেই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হলে রুগ্ন ব্যক্তির পরিচর্যা করার কেউ থাকবে না।

একচল্লিশতম অধ্যায়

কিতাবু কাতলিল হাইআতি ওয়া গাইরিহা

অনুচ্ছেদ : ১

সাপ ইত্যাদি হত্যা করা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ.

৫৬৫৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডোরাকাটা সাপ মারতে হুকুম করেছেন। কেননা তা দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয় এবং গর্ভপাত ঘটায়।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: الْأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ.

৫৬৫৯। হিশাম থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে লেজকাটা এবং ডোরাকাটা সাপের কথা উল্লেখ আছে।

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ».

قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

৫৬৬০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সাপ মেরে ফেল, বিশেষ করে ডোরাকাটা ও লেজ কাটা সাপ। কেননা, ডোরাকাটা ও লেজকাটা সাপ গর্ভপাত ঘটায় এবং দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে উমার (রা) যে কোন সাপ দেখলেই মেরে ফেলতেন। আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির অথবা যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা) তাকে একটা সাপ তাড়াতে দেখে বলেন, যে সাপ ঘরে থাকে তা মারতে নিষেধ করা হয়েছে।

وحَدَّثنا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، يَقُولُ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَالْكِلَابَ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَىٰ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَنُرَىٰ ذٰلِكَ مِنْ سُمِّهِمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا، فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً، يَوْمًا، مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةَ، وَأَنَا أُطَارِدُهَا، فَقَالَ: مَهْلًا، يَا عَبْدَ اللهِ! فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَىٰ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

৫৬৬১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিতে শুনেছি। তিনি বলতেন, সাপ এবং কুকুর মেরে ফেল, ডোরাকাটা এবং লেজকাটা সাপ মেরে ফেল। কেননা, এগুলো দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়। যুহরী বলেন, সম্ভবতঃ এদের বিষে এরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে, আল্লাহই ভাল জানেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি যে সাপই দেখতাম সাথে সাথেই তা মেরে ফেলতাম। একবার আমি ঘরের একটা সাপের পিছনে ছুটছিলাম। এ সময় যায়েদ ইবনে খাত্তাব অথবা আবু লুবাবা (রা) আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল এবং আমাকে সাপটি তাড়া করতে দেখল। সে বলল, আবদুল্লাহ! একটু থামুন, আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাপ মারতে হুকুম করেছেন। সে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সাপ ঘরে থাকে তা মারতে নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا قَالَ: حَتَّىٰ رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَا: إِنَّهُ قَدْ نَهَىٰ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ» وَلَمْ يَقُلْ «ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ».

৫৬৬২। যুহরী থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু সালেহ তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির ও যায়েদ ইবনে খাত্তাব আমাকে (আবদুল্লাহ) দেখতে পেয়ে বলল, যে সাপ ঘরে থাকে তা মারতে তিনি নিষেধ করেছেন। ইউনুসের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, সাপ মেরে ফেল। কিন্তু এতে ডোরাকাটা ও লেজকাটা সাপের উল্লেখ নেই।

وحَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛

ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِهِ، يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانٍّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: الْتَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: لَا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.

৫৬৬৩। নাফে থেকে বর্ণিত। আবু লুবাবা (রা) ইবনে উমারকে (রা) তার ঘরে একটা দরজা করার জন্য বলেন। তাহলে মসজিদ তাদের কাছে হবে। এমন সময় বালকেরা সাপের একটা খোলস পেল। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, সাপ খুঁজে বের কর এবং মেরে ফেল। আবু লুবাবা (রা) বলেন, তা মেরে ফেল না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সাপ ঘরে থাকে তা মারতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، حَتَّى حَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ.

৫৬৬৪। নাফে বর্ণনা করেন, ইবনে উমার (রা) যে কোন সাপ দেখলেই তা মেরে ফেলতেন। অতঃপর আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির বদরী (রা) আমাদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সাপ ঘরে থাকে তা মারতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি এ সাপ মারা থেকে বিরত থাকেন।

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ.

৫৬৬৫। নাফে বর্ণনা করেন, তিনি আবু লুবাবাকে (রা) ইবনে উমারের (রা) কাছে বর্ণনা করতে শুনেছেন, যে সাপ ঘরে বসবাস করে তা মারতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنَاهُ إِسحَٰقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.

৫৬৬৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আবু লুবাবা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ - فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ، إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ، فَأَرَادُوا قَتْلَهَا، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْهُنَّ - يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ - وَأُمِرَ بِقَتْلِ الأَبْتَرِ وَذِي الطُّفْيَتَيْنِ، وَقِيلَ: هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ أَوْلَادَ النِّسَاءِ.

৫৬৬৭। নাফে বর্ণনা করেন, আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির আনসারীর (রা) বাড়ী কুবা পল্লীতে ছিল। তিনি বসতি তুলে মদীনায় চলে আসেন। একবার আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার সাথে বসা ছিলেন। আবু লুবাবা (রা) ইবনে উমারের (রা) ঘরে একটি জানালা করে দিচ্ছিলেন। তখন একটা সাপ দেখা গেল। সকলে তা মারতে চাইল। আবু লুবাবা (রা) বলেন, এগুলো মারতে নিষেধ করা হয়েছে। তিনি এ কথা দ্বারা ঘরে বসবাসকারী সাপকে বুঝিয়েছেন। আর ডোরাকাটা ও লেজকাটা সাপ মারতে হুকুম করা হয়েছে। কেননা, এ সাপ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয় এবং গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত ঘটায়।

وحَدَّثَنِي إِسْحَٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَهْضَمٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدْمٍ لَهُ، فَرَأَىٰ وَبِيصَ جَانٍّ، فَقَالَ: اتَّبِعُوا هَٰذَا الْجَانَّ فَاقْتُلُوهُ، قَالَ أَبُو لُبَابَةَ الأَنْصَارِيُّ: إِنِّي

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إِلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.

৫৬৬৮। উমার ইবনে নাফে থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার ঘরের বারান্দায় বসা ছিলেন। তিনি একটি সাপের খোলস দেখতে পান। তিনি বলেন, এটাকে খুঁজে বের কর এবং মেরে ফেল। আবু লুবাবা আনসারী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘরে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করতে শুনেছি। কিন্তু তিনি লেজকাটা ও ডোরাকাটা সাপ মারতে বলেছেন। কেননা, এগুলো দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং স্ত্রীলোকদের গর্ভপাত ঘটায়।

حَدَّثَنَا هَٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ؛ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ عِنْدَ الْأُطُمِ الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَرْصُدُ حَيَّةً، بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ.

৫৬৬৯। নাফে বর্ণনা করেন, আবু লুবাবা (রা) ইবনে উমারের (রা) কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি উমার ইবনে খাত্তাবের (রা) বাড়ীর কাছেই একটি সুরক্ষিত বাড়িতে বসবাস করতেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে একটা সাপ দেখছিলেন।... অবশিষ্ট বর্ণনা লাইস ইবনে সাদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَٰقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ - قَالَ يَحْيَىٰ وَإِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿وَالْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا﴾، فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً، إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهَا» فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا، فَسَبَقَتْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا». [انظر: ٥٨٣٨]

৫৬৭০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পাহাড়ের গুহার মধ্যে ছিলাম। তখন তাঁর ওপর 'সূরা মুরসালাত' নাযিল হল। আমরা তাজা তাজা এ সূরা তাঁর মুখে শুনছিলাম। এমন সময় একটা সাপ বের হল। তিনি বলেন : সাপটিকে হত্যা কর। আমরা তা মারতে উদ্যত হলাম। কিন্তু

সাপটি পালিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তাআলা সাপটিকে তোমাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন যেমন সাপটির অনিষ্ট থেকে তোমাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

৫৬৭১। আমাশ থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى.

৫৬৭২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় এক মুহরিম ব্যক্তিকে একটা সাপ মারতে হুকুম করেন।

وحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَارٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ.

৫৬৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি গুহার মধ্যে ছিলাম।... জারীর এবং আবু মুয়াবিয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ صَيْفِيٍّ - وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ افْلَحَ: أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ، مَوْلَىٰ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ، قَالَ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ: أَنِ اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَىٰ بَيْتٍ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرَىٰ هَٰذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ:

فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذٰلِكَ الْفَتَىٰ يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذْ عَلَيْكَ سِلاحَكَ، فَإِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ» فَاخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا بِهِ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّىٰ تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي، فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَىٰ الْفِرَاشِ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرَىٰ أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا، الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَىٰ؟ قَالَ فَجِئْنَا إِلى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ، وقُلْنَا لَهُ: ادْعُ اللهَ يُحْيِيهِ لَنَا، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

৫৬৭৪। হিশাম ইবনে যুহরার (রা) আযাদকৃত গোলাম আবু সায়েব বর্ণনা করেন, তিনি আবু সাঈদ খুদরীর (রা) বাড়ীতে তার সাথে দেখা করতে যান। তিনি বলেন, আমি তাকে নামাযে রত পেলাম। নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি তার অপেক্ষায় বসে থাকলাম। এমন সময় ঘরের কোণে যে কাঠ রাখা ছিল তাতে কিছু নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখি, একটা সাপ। আমি সেটাকে মারতে উদ্যত হলাম। তিনি ইশারায় আমাকে বললেন, বস। আমি বসে গেলাম। নামায শেষে তিনি একটা কোঠার দিকে ইশারা করে আমাকে বললেন, কোঠাটা দেখেছ কি? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, এখানে আমাদের এক নব বিবাহিত যুবক ভাই বসবাস করত। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এ যুবক দুপুরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি নিয়ে বাড়ী আসত। একদিন সে অনুমতি চাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তোমার অস্ত্র নিয়ে যাও। কেননা আমি তোমার ব্যাপারে বনু কুরাইযায় আশংকা করছি। সে অস্ত্র তুলে নিল। যখন সে বাড়ীতে আসল তার স্ত্রীকে দরজার মাঝখানে দাঁড়ানো দেখতে পেল। অবিনীত হয়ে সে তার বর্শা তাকে মারার জন্য উঠলো। স্ত্রী বলল, অস্ত্র সংবরণ কর এবং ভিতরে গিয়ে দেখ কোন জিনিস আমাকে বের করেছে। যুবক ভিতরে গেল এবং একটা বড় সাপ বিছানার ওপর বৃত্তাকারে দেখতে পেল। যুবক সাপের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করল এবং এটাকে বর্শায় গেঁথে ফেলল। অতঃপর সে বাইরে বেড়িয়ে আসল এবং বর্শা ঘরে পুঁতে ফেলল। সাপ তাকে উলট-পালট করে কামড়ালো। কেউ জানে না

যে, সাপ আগে মরেছে, না যুবক। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলাম এবং বললাম, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন তাকে পুনরুজ্জীবিত করে দেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : তোমাদের ভাইয়ের মাগফিরাতের জন্য দোয়া কর। অতঃপর তিনি বলেন : মদীনায় মুসলমান জ্বিন আছে। অতএব, যখন তোমরা কোন সাপ দেখবে তিন দিন পর্যন্ত একে সতর্ক করবে। এরপরেও যদি সেটাকে দেখতে পাও তাহলে মেরে ফেলবে। কেননা, সে শয়তান।

وحَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ - وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ- قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً، فَنَظَرْنَا فَإِذَا حَيَّةٌ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ صَيْفِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِهٰذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ، وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ». وَقَالَ لَهُمْ: «اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ».

৫৬৭৫। আবু সায়েব বর্ণনা করেন, আমরা আবু সাঈদ খুদরীর (রা) বাড়ীতে গেলাম। আমরা বসা ছিলাম। এমন সময় আমরা চৌকির নীচ থেকে নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখি, একটা সাপ।... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ বর্ণনায় আরো আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ ধরনের ঘরে বয়স্ক সাপ থাকে। যখন তোমরা এ ধরনের সাপ দেখবে, তিন দিন পর্যন্ত উৎপাত করবে। যদি এর মধ্যে তা চলে যায় তো ভাল কথা, অন্যথায় তা মেরে ফেল। কেননা, সে কাফের। এ বর্ণনায় আরো উল্লেখ আছে, তিনি তাদেরকে বলেন : তোমরা গিয়ে তোমাদের ভাইকে দাফন কর।

টীকা : ইমাম নববী বলেন, মদীনায় সতর্কীকরণ ছাড়া সাপ মারা ঠিক নয় এবং মদীনার বাইরে সর্বত্রই ঘর হোক কিংবা জংগল সতর্কীকরণ ছাড়া সাপ মারা মুস্তাহাব।

وَحَدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ: حَدَّثَنِي صَيْفِيٌّ عَنْ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَأَىٰ شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ بَدَا لَهُ، بَعْدُ، فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ».

৫৬৭৬। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মদীনায় কতক মুসলমান জ্বিন থাকে। অতএব যে কেউ ঘরে বসবাসকারী কোন সাপ দেখবে, তিনবার সতর্ক করবে। এরপরেও যদি সেটাকে দেখা যায়, তাহলে তা মেরে ফেলবে। কেননা, সে শয়তান।

অনুচ্ছেদ : ২
গিরগিট (টিকটিকি) মারা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: أَمَرَ.

৫৬৭৭। উম্মু শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গিরগিট মারতে হুকুম দিয়েছেন।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّ [سَعِيدَ] بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي قَتْلِ الْوِزْغَانِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا.

وَأُمُّ شَرِيكٍ إِحْدَىٰ نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، اتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ قَرِيبٌ مِنْهُ.

৫৬৭৮। উম্মু শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিরগিট মারার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে গিরগিট মারার অনুমতি দেন। উম্মু শারীক (রা) বনু আমের গোত্রের মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.

৫৬৭৯। আমের ইবনে সা'দ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিট মারার হুকুম দিয়েছেন এবং একে ফুওয়াইসিক (ক্ষতিকর প্রাণী) নামে আখ্যায়িত করেছেন।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ: «الْفُوَيْسِقُ».

زَادَ حَرْمَلَةُ: قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

৫৬৮০। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিটকে ফুওয়াইসিক (ক্ষতিকর প্রাণী) আখ্যায়িত করেছেন। হারমালার বর্ণনায় উল্লেখ আছে, তিনি যে মারতে হুকুম দিয়েছেন তা আমি (আয়েশা) শুনিনি।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الأُولَىٰ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ».

৫৬৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে গিরগিট মারতে পারবে সে এত এত সওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে তা মারতে পারবে সে এত এবং এত সওয়াব পাবে। তবে তা পরিমাণে প্রথম আঘাতের চেয়ে কিছু কম। যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে তা মারতে পারবে সে এত এবং এত সওয়াব পাবে। তবে তা পরিমাণে দ্বিতীয় আঘাতের চেয়ে কিছু কম হবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ، إِلَّا جَرِيرًا وَحْدَهُ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذٰلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذٰلِكَ».

৫৬৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... হাদীসের পরবর্তী বর্ণনা খালিদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু জারীরের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে গিরগিট মারতে পারবে তার আমলনামায় একশত নেকী লেখা হবে, দ্বিতীয় আঘাতে এর চেয়ে কম (অর্ধেক) এবং তৃতীয় আঘাতে এর চেয়েও কম নেকী লেখা হবে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ سُهَيْلٍ: حَدَّثَتْنِي أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً».

৫৬৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্রথম আঘাতে হত্যা করতে পারলে সত্তর নেকী লেখা হবে।

অনুচ্ছেদ : ৩
পিঁপড়া মারা নিষেধ।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟»

৫৬৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : একটা পিঁপড়া কোন এক নবীকে কামড় দিয়েছিল। তিনি পিঁপড়ার বাসা জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। অতএব, তাই করা হল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছে অহী নাযিল করেন, একটা পিঁপড়ার কামড়ের ফলে তুমি এমন একটা জাতিকে ধ্বংস করলে যারা আল্লাহর গুণগান করত।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً».

৫৬৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন এক নবী গাছের নীচে নেমে আসেন। একটা পিঁপড়া তাঁকে কামড় দেয়। তিনি পিঁপড়ার বাসা বের করতে বলেন। গাছের নীচ থেকে বাসা বের করা হল। অতঃপর তিনি তা পুড়িয়ে ফেলতে বলেন। অতএব তা পুড়ে ফেলা হল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছে অহী নাযিল করেন : একটা পিঁপড়াকে কেন মারা হল না?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، وأَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً».

৫৬৮৬। হাম্মাম ইবনে ইবনে মুনাববিহ বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেন তন্মধ্যে একটি হাদীস হচ্ছে এই যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একজন নবী গাছের নীচে এসে অতবরণ করেন। একটা পিঁপড়া তাঁকে কামড় দেয়। তিনি পিঁপড়ার বাসা খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন। গাছের নীচ থেকে বাসা বের করা হল। অতঃপর তিনি তা পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন। অতএব তা পুড়িয়ে ফেলা হল। আল্লাহ তায়ালা তার কাছে অহী নাযিল করেন : একটা পিঁপড়াকে কেন মারা হল না?

অনুচ্ছেদ : ৪

বিড়াল মারা নিষেধ।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ».

৫৬৮৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : একটি বিড়াল মারার কারণে একটি স্ত্রীলোককে আযাব দেয়া হল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। এমনকি বিড়ালটি মারা গেল। এ কারণেই সে জাহান্নামে গেল। যখন সে বিড়ালটিকে আটকে রেখেছিল, তখন সে এটাকে না দিয়েছিল খাবার এবং না দিয়েছিল পানি, আর না এটাকে ছেড়ে দিয়েছিল যে, বাইরে গিয়ে কীট-পতঙ্গ খাবে।

وحَدَّثني نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

৫৬৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَا هَٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِذٰلِكَ.

৫৬৮৯। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ».

৫৬৯০। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : একটি স্ত্রীলোককে বিড়ালের কারণে দোযখের আযাব দেয়া হচ্ছে। সে একটি বিড়ালকে না খানা-পানি দিত এবং না ছেড়ে দিত যে, বাইরে গিয়ে কীট-পতঙ্গ খাবে।

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: «رَبَطَتْهَا»، وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: «حَشَرَاتِ الْأَرْضِ».

৫৬৯১। হিশাম থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

৫৬৯২। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... উরওয়াহ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

৫৬৯৩। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন... এ সূত্রেও পূর্ববর্তী বর্ণনাসমূহের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৫

জীব-জন্তুকে পানাহার করানোর ফযীলত।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَىٰ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّىٰ رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي هَٰذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».

৫৬৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লেগে গেল। কূপ দেখতে পেল। কূপে নেমে সে পানি পান করল। অতঃপর উপরে উঠে আসল। একটা কুকুর জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছিল এবং পিপাসায় কাদামাটি চাটছিল। সে মনে মনে বলতে লাগল, পিপাসায় কুকুরটির এমন অবস্থা হয়েছে যেমন ইতিপূর্বে আমার হয়েছিল। অতএব, সে কূপে নেমে মোজায় পানি ভরল এবং মুখ দিয়ে তা কামড়ে ধরে উপরে উঠে আসল। অতঃপর কুকুরকে পানি পান করালো। আল্লাহ তায়ালা তার এ কাজকে পছন্দ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জীবজন্তুর পানাহার করানোতেও কি আমাদের সওয়াব হয়? তিনি বলেন : যে কোন জীবিত প্রাণীর সেবা-যত্নে সওয়াব হয়ে থাকে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا، فَغُفِرَ لَهَا».

৫৬৯৫। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক বেশ্যা মেয়েলোক একটি কুকুরকে গরমের দিনে একটি কূপের চারপাশে চক্কর দিতে দেখল। পিপাসায় এর জিহ্বা বের হয়ে গিয়ে মুখে ঝুলছিল। সে তার মোজা ভরে পানি তুলে কুকুরটিকে পান করালো। পরিণামে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

وحَدَّثَني أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».

৫৬৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : একটি কুকুর একটা কূপের চারপাশে চক্কর দিচ্ছিল। পিপাসায় কুকুরটি মৃতপ্রায় হয়েছিল। বনি ইসরাইল জাতির এক বেশ্যা মেয়েলোক কুকুরটিকে এ অবস্থায় দেখতে পেল। সে তার মোজা খুলে ফেলল এবং তা দিয়ে কূপ থেকে পানি তুলে কুকুরটিকে পান করালো। এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন।

বিয়াল্লিশতম অধ্যায়

كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها

কিতাবুল আলফাযি মিনাল আদাবি ওয়া গাইরিহা

(যথার্থ শব্দ ব্যবহার করা)

অনুচ্ছেদ : ১

সময়কে গালি দেয়া নিষেধ।

وحَدَّثَني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ».

৫৬৯৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : মহামহিম আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান সময়কে গালি দেয়। অথচ আমিই সময় এবং কাল, রাত-দিন আমারই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

টীকা : "আমিই সময়"-এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন বিশ্বের সময় জ্ঞাপক শক্তি। বরং এর অর্থ হচ্ছে- রাত-দিনের আগমন-নির্গমন, রাতের পিছনে দিন ও দিনের পিছনে রাতের আগমন ঋতুর পরিবর্তন সবকিছুই আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই সময়কে নিয়ন্ত্রণ করেন। এসব কিছুই তাঁর হুকুমের অধীন।

وحَدَّثَنَاهُ إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ- قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ]: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

৫৬৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান যুগ এবং সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। সময় তো আমারই নিয়ন্ত্রণে। রাত-দিনের পরিবর্তন আমিই করে থাকি।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا».

৫৬৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তান "হে হতভাগা সময়" বলে আমাকে কষ্ট দেয়। অতএব তোমাদের কেউ যেন "হে সময়! তোমার জন্য দুঃখ হয়" না বলে। কেননা আমিই সময়। রাত-দিনের আবর্তন-পরিবর্তন আমিই করে থাকি। আমি যখন ইচ্ছা করব দুটোই বিলুপ্ত করে দেব।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ [بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ] عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ».

৫৭০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন "হে সময়-কাল তোমার জন্য আফসোস"– এরূপ না বলে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলাই সময় অর্থাৎ সময় তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ».

৫৭০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সময়কে গালি দিও না। কেননা, আল্লাহ তাআলাই সময়।

অনুচ্ছেদ : ২

আঙ্গুর ফলকে করম বলা নিষেধ।

[٥٨٦٧] ٦-(٢٢٤٧) **وَحَدَّثَنِي** حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ».

৫৭০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ সময়কে গালি দেবে না। কেননা, সময় আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণে। আর তোমাদের কেউ যেন আঙ্গুরকে 'করম' না বলে। কেননা, করম হচ্ছে একজন মুসলিম ব্যক্তি।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: كَرْمٌ؛ فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ».

৫৭০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা (আঙ্গুরকে) করম বলো না। কেননা, করম হচ্ছে, মু'মিনদের অন্তঃকরণ।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ [الرَّجُلُ] الْمُسْلِمُ».

৫৭০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আঙ্গুরকে তোমরা করম বলবে না। কেননা, মুসলিম ব্যক্তিই হচ্ছে করম (সম্মানিত)।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: الْكَرْمُ، فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ».

৫৭০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন (আঙ্গুরকে) করম (সম্মানিত) না বলে। কেননা, করম হল, মুমিনদের অন্তঃকরণ।

وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ، لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ، إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ».

৫৭০৬। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন আঙ্গুরকে করম না বলে। কেননা, মুসলিম ব্যক্তিই হচ্ছে করম (সম্মানিত)।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْحَبْلَةُ» يَعْنِي الْعِنَبَ.

৫৭০৭। আলকামা ইবনে ওয়ায়েল থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আঙ্গুরকে তোমরা 'করম' বলো না বরং 'হাবালাহ' (আঙ্গুর) বল।

টীকা : আরবের লোকেরা আঙ্গুর এবং আঙ্গুর জাতীয় শরাবকে 'করম' বলত। 'করম' অর্থ– শরাফত এবং বুযরগী। শরাব যখন হারাম হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামও নিষিদ্ধ করে দেন।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْعِنَبُ وَالْحَبْلَةُ».

৫৭০৮। ওয়ায়েল হুজর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমরা আঙ্গুরকে 'করম' বলো না বরং 'ইনাব' এবং 'হাবালাহ' বল।

অনুচ্ছেদ : ৩
আবদ, আমাহ্, মাওলা, সাইয়েদ প্রভৃতি শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلَامِي وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ وَفَتَاتِي».

৫৭০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন 'আমার দাস,' 'আমার দাসী' না বলে। তোমরা সকলেই আল্লাহর দাস এবং তোমাদের স্ত্রীলোক সবাই আল্লাহর দাসী। বরং সে যেন বলে, 'আমার চাকর', 'আমার চাকরানী', 'আমার যুবক' এবং 'আমার যুবতী' ইত্যাদি।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا

يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: فَتَايَ، وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي».

৫৭১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন 'আমার বান্দাহ' না বলে। কেননা, তোমরা সকলেই আল্লাহর বান্দাহ। বরং সে যেন বলে, 'আমার চাকর'। আর কোন গোলাম যেন 'আমার রব' না বলে বরং 'আমার মনিব' বলে।

وحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: «وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ». وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: «فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ]».

৫৭১১। আ'মাশ থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু মুআবিয়া এবং ওয়াকী' উভয়ের বর্ণনায় "গোলাম যেন তার মুনিবকে আমার মাওলা না বলে" উল্লেখ আছে। আবু মুয়াবিয়ার বর্ণনায় আরো উল্লেখ আছে, "কেননা তোমাদের সকলের মাওলা হচ্ছেন, মহান আল্লাহ তাআলা।"

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اسْقِ رَبَّكَ، أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّىءْ رَبَّكَ» وَقال: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: رَبِّي، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، ومَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، وَأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ، فَتَاتِي، غُلَامِي».

৫৭১২। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেন তন্মধ্যে একটি হাদীস হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন তার গোলামকে না বলেন, 'তোমার রবকে পানাহার করাও', 'তোমার রবকে ওযু করাও'। তোমাদের কেউ যেন (একজন আরেকজনকে) 'আমার রব' না বলে বরং 'সাইয়্যেদ' (নেতা) অথবা 'মাওলা' (অভিভাবক) বলে। তোমাদের কেউ যেন 'আমার বান্দাহ', 'আমার বান্দী' না বলে বরং 'আমার যুবক', 'আমার যুবতী', 'আমার গোলাম' বলে।

অনুচ্ছেদ : ৪

"আমার আত্মা খারাপ হয়ে গেছে" বলা নিষেধ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي»، هَذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «لَكِنْ».

৫৭১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন এ কথা না বলে, 'আমার আত্মা খারাপ হয়ে গেছে' বরং সে যেন বলে, 'আমার আত্মা অনুতাপশূন্য হয়ে গেছে'।

وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

৫৭১৪। আবু মুয়াবিয়া থেকে উল্লিখিত সনদসূত্রে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي».

৫৭১৫। আবু উমামা ইবনে সুহাইল (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন এ কথা না বলে, 'আমার আত্মা খারাপ হয়ে গেছে' বরং সে যেন বলে, 'আমার আত্মা অনুতাপশূন্য হয়ে পড়েছে।'

অনুচ্ছেদ : ৫

কস্তুরী ব্যবহার করা এবং এটা সর্বশ্রেষ্ঠ সুগন্ধি। সুগন্ধি এবং ফুল ফিরিয়ে দেয়া মাকরূহ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ: حَدَّثَنِي خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ، مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَصِيرَةٌ،

تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٍ مُطْبَقٍ، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا، وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ، فَلَمْ يَعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هٰكَذَا» وَنَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ.

৫৭১৬। আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বনি ইসরাইল জাতির মধ্যে একটি বেঁটে স্ত্রীলোক ছিল। সে দীর্ঘকায় দু'জন স্ত্রীলোকের সাথে চলাফেরা করত। সে পায়ে (উচ্চ গোড়ালী বিশিষ্ট) কাঠের একজোড়া খড়ম এবং হাতে সোনার খোলযুক্ত একটা আংটী পরিধান করল। অতঃপর সে তাতে কস্তুরী ভরলো। কস্তুরী হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সুগন্ধি। অতঃপর সে ঐ দু'জন স্ত্রীলোকের মাঝখানে থেকে পথ চলতে থাকল। কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারল না। সে তার হাত দিয়ে এভাবে ইশারা করল। শো'বা তার হাত নেড়ে স্ত্রীলোকটির হাত নাড়ার বর্ণনা দিলেন।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْمُسْتَمِرِّ قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا، وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ.

৫৭১৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি ইসরাইল জাতির একটি স্ত্রী লোকের কথা বর্ণনা করেন যে, সে তার আংটীতে কস্তুরী ভরেছিল। কস্তুরী হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সুগন্ধি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِىءِ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا [أَبُو] عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِىءُ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ».

৫৭১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কাউকে সুগন্ধিযুক্ত ফুল দেয়া হলে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা তা সহজে বহন করা যায় এবং সুঘ্রাণযুক্ত।

حَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ

وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىٰ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالأَلُوَّةِ، غَيْرَ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ، يَطْرَحُهُ مَعَ الأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

৫৭১৯। নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) যখন সুগন্ধির ধোঁয়া নিতেন তখন সুগন্ধিযুক্ত কাঠের ধোঁয়া নিতেন। তিনি এর সাথে কোন কিছু মিলাতেন না। অবশ্য কাঠে কিছু কর্পূর ছিটিয়ে দিতেন। অতঃপর বলতেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুগন্ধি নিতেন।

টীকা : পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়ের জন্যই সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। তবে পুরুষের সুগন্ধিতে কোনরূপ চাকচিক্য থাকবে না। স্ত্রীলোক যখন মসজিদ কিংবা বাইরে কোথাও যাওয়ার জন্য বের হবে তখন যে কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম। পুরুষের জন্য জুমআ, ঈদ, যিক্‌র ও ইলমের মজলিসে যাওয়ার জন্য সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব।

তেতাল্লিশতম অধ্যায়

كتاب الشعر
কবিতা

অনুচ্ছেদ : ১
কবিতা।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئًا؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هِيهِ» فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: «هِيهِ» ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: «هِيهِ» حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ.

৫৭২০। ইবরাহীম ইবনে মাইসারা আমর ইবনে শারীদ থেকে এবং আমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা শারীদ (রা) বলেছেন : একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (কোনো বাহনের পিঠে) সওয়ার ছিলাম। এমন সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, উমাইয়া ইবনে আবী সালতের কোনো কবিতা কি তোমার মনে আছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন : পড়ো। আমি তার একটি কবিতা পড়লাম। তিনি বললেন : (আর একটি) পড়ো। আমি আর একটি পড়লাম। তিনি বললেন : (আরো) পড়ো। এমনকি এভাবে আমি তার একশোটি কবিতা পড়লাম।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّرِيدِ [قَالَ]: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

৫৭২১। আমর ইবনে শারীদ ও ইয়াকূব ইবনে আসেম শারীদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। (শারীদ রা. বলেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর সাথে সওয়ার করেছিলেন। অতঃপর উভয় রাবী উপরে বর্ণিত হাদীসের ন্যায় একই বর্ণনা দি ছেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛

ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَزَادَ: قَالَ «إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ» وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ: «فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ».

৫৭২২। আমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছ থেকে কবিতা পাঠ করিয়ে শুনেন। অতঃপর তিনি (অর্থাৎ শারীদ) ইবরাহীম ইবনে মাইসারা অনীত হাদীসটির মতো একই বর্ণনা দেন। তবে এখানে এতটুকু বৃদ্ধি করেন যে, তিনি বলেন : সে ইসলাম গ্রহণের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। আর রাবী ইবনে মাহদী বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি বলেন : অবশ্য তার কবিতার মধ্যে সে মুসলিম হবার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন।

حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، جَمِيعًا عَنْ شَرِيكٍ، قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ».

৫৭২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আরবের লোকেরা যে সবচেয়ে ভালো কবিতাটি রচনা করেছে তা হচ্ছে লবীদের এ কবিতাটি– 'জেনে রাখো আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল।'

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ.

وَكَادَ [أُمَيَّةُ] بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ».

৫৭২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কবির কবিতার মধ্যে সবচেয়ে সত্য কবিতা রচনা করেছেন লবীদ

(তিনি বলেছেন) : 'জেনে রাখো আল্লাহ ছাড়া বাকি সবকিছুই বাতিল।' আর ইবনে আবী সাল্‌ত (কবি) ইসলামের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَصْدَقَ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ.

وَكَادَ [أُمَيَّةُ] بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ».

৫৭২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কবির কবিতার মধ্যে সবচেয়ে সত্য কবিতাটি হচ্ছে : 'জেনে রাখো আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুই বাতিল।' আর ইবনে আবী সাল্‌ত ইসলামের নিকটবর্তী ছিল।

টীকা : উমাইয়া ইবনে আবী সাল্‌ত ছিলেন জাহেলী যুগের কবি এবং জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তার কবিতার মধ্যে তওহীদের স্বীকৃতি ও কিয়ামতের ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবিতা পছন্দ করেছেন এবং বার বার তা পাঠ করিয়ে শুনেছেন। তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে তিনি জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করলেও চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে ইসলামের নিকটবর্তী ছিলেন। এ থেকে প্রমাণ হয়, কবিতার মধ্যে যদি অশ্লীল কথাবার্তা না থাকে এবং ইসলামী মূল্যমান, মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শের অনুসরণ যদি কোনো কবিতার মধ্যে হয় তাহলে কোনো অমুসলিম কবির কবিতা হলেও তার স্বীকৃতি দেয়া যায়। আর কবি লবীদ পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করলেও তাঁর যে কবিতাংশটি এখানে উদ্ধৃত হয়েছে এটিও তার জাহেলী যুগের কবিতা। –অনুবাদক

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَتْهُ الشُّعَرَاءُ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ».

৫৭২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কবিরা যে সমস্ত কবিতা বলেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে সত্য কবিতা ছত্রটি হচ্ছে : 'জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُــلُّ شَــيْءٍ مَــا خَــلَا اللهَ بَــاطِــلٌ»،

مَا زَادَ عَلَىٰ ذٰلِكَ.

৫৭২৭। আবদুল মালিক ইবনে উমাইর ইবনে আবু সালমাহ ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিঃসন্দেহে কবি-বাণীর মধ্যে সবচেয়ে সত্য বাণী হচ্ছে লবীদের কবিতার এই ছত্রটি : 'জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া বাকি সবকিছুই বাতিল।' তিনি এর উপর আর কোনো বাড়তি বক্তব্য রাখেননি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِلَّا أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ «يَرِيهِ».

৫৭২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোনো ব্যক্তির পেট কবিতায় ভরে থাকার চাইতে পুঁজে ভরে থাকা ভালো, যে পুঁজ তার যকৃতেও পচন ধরায়। বর্ণনাকারী আবু বাক্‌র বলেন যে, বর্ণনাকারী হাফ্‌স যকৃতে পচন ধরার কথাটি বলেননি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».

৫৭২৯। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কারোর পেট কবিতা দিয়ে ভরার চাইতে পুঁজ দিয়ে ভরা ভালো, যে পুঁজ তার যকৃতে পচন ধরায়।'

টীকা : মুসলিমের ব্যাখ্যাতা ইমাম নববীর (রহ) মতে এই হাদীসের অর্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি কবিতা চর্চার মধ্যে এমনভাবে মশগুল থাকতে পারবে না যার ফলে কুরআন ও হাদীস চর্চার কোনো অবসরই সে না পায়। কুরআন ও হাদীস চর্চার সাথে সাথে যদি সামান্য কবিতা চর্চা করে তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ এক্ষেত্রে তার পেট শুধু কবিতায় ভরা থাকবে না। কোনো কোনো আলেমের মতে কবিতা চর্চা করাই মাকরূহ, তার মধ্যে কোনো অশ্লীল বিষয় না থাকলেও। তবে অধিকাংশ আলেমের

মতে কবিতা চর্চা করা মুবাহ, যদি তার মধ্যে কোনো অশ্লীল বিষয় না থাকে। তাদের মতে, কবিতাও একটি জ্ঞানগর্ভ কথা, তার ভালো অংশ ভালো এবং খারাপ অংশ খারাপ। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবিতা পড়েছেন এবং লোকদের পড়িয়ে শুনিয়েছেন। সাহাবী হাস্‌সান ইবনে সাবিতকে (রা) তিনি কাফিরদের কবিতার মাধ্যমে মিথ্যাচারের জবাবে কবিতা পাঠ করার হুকুম দিয়েছেন। সফরে এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে সাহাবীগণ তার সামনে কবিতা পড়েছেন। খোলাফায়ে রাশেদীন, শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ এবং প্রথম যুগের ইসলামী মনীষীগণ কবিতা পড়েছেন। তাঁরা কেউ কবিতাকে অস্বীকার করেননি। তাই আমাদের মতে কবিতায় যদি যথার্থই কুরআন ও হাদীসের এবং ইসলামী মূল্যমান ও মূল্যবোধের অনুসরণ হয় তাহলে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ বক্তব্যের আওতায় আসবে না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ يُحَنِّسَ مَوْلَىٰ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعَرْجِ، إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ، لَأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا».

৫৭৩০। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা 'আরজে'র মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাচ্ছিলাম। এমন সময় সামনে দিয়ে এক কবি এলো। সে কবিতা পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'এই শয়তানকে ধরো' অথবা 'এই শয়তানকে আটক করো'। 'তোমাদের কারোর পেট কবিতায় ভরার চাইতে পুঁজে ভরে থাকা ভালো'।

টীকা : 'আরজ' একটি পল্লীর নাম। মদীনা থেকে ৭৮ মাইল দূরে এর অবস্থান।

* যে কবিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তান নামে অভিহিত করেছেন সে আসলে অশ্লীল কবিতা পাঠ করে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্য থেকে প্রমাণ হয় যে, অশ্লীল কবিতা পাঠ ও লেখা কেবল অবৈধই নয় বরং ইসলামী রাষ্ট্র এজন্য কবিকে আটক করতে এবং তার অশ্লীল কবিতা লেখা বন্ধ করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী মূল্যমান ও মূল্যবোধ বিরোধী কবিতা চর্চার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

অনুচ্ছেদ : ২
পাশা খেলা হারাম।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ».

৫৭৩১। সুলাইমান ইবনে বুরাইদাহ তাঁর পিতা বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি পাশা খেললো সে যেন শূয়োরের গোশতে ও তার রক্তে রাঙালো।

টীকা : পাশা এক ধরনের খেলা। ইরানের বাদশাহ ইর্‌দ শীর ইবনে বাবক শাহ এ খেলাটির প্রচলন করেন। হাদীসে এ খেলাটিকে বলা হয়েছে 'নির্‌দে শীর'। এটি মূলত একটি ইরানী শব্দ। নির্‌দ বলা হয় খেজুর পাতার তৈরী এক ধরনের ঝুড়িকে, যার মুখটা থাকে নীচের দিকে আর উপরের দিকের তুলনায় নীচের দিকটা একটু বেশী চওড়া হয়। সাতটা কড়ির সাহায্যে এ খেলাটি খেলা হয়। এটা এক ধরনের জুয়া খেলা।

টীকা : ইমাম শাফে'ঈ ও জমহুর উলামার (অধিকাংশ আলেম) মতে পাশা খেলা হারাম। অবশ্য ইসহাক মারওয়াযী এটাকে মাকরূহ বলেন। আর এরই উপর কিয়াস করে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ দাবা খেলাকেও হারাম গণ্য করেছেন। ইমাম মালিক বলেন, দাবা খেলা পাশা খেলার চাইতেও খারাপ। কারণ এ খেলাটি মানুষকে ইবাদাত থেকে গাফেল করে। ইমাম নববী এ খেলাটি মাকরূহ গণ্য করেছেন। আমাদের মতে এ খেলাটি মাকরূহ হবে তখন যখন এটি মানুষকে ইবাদাত ও দ্বীনের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা থেকে গাফেল করে না। তবে ইবাদাত ও দ্বীনের অন্যান্য দায়িত্ব পালন থেকে গাফেল করলে এর হারাম হবার ব্যাপারে আর কোনো দ্বিমত থাকবে না। কারণ এ খেলায় দ্বীন ও দুনিয়ার কোনো ফায়দা নেই, বিপুল পরিমাণ সময় নষ্ট করা ছাড়া। আর সময় হচ্ছে মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। একে ভালো ও লাভজনক কাজে ব্যয় করা উচিত।

চুয়াল্লিশতম অধ্যায়

كتاب الرؤيا
স্বপ্ন

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَىٰ مِنْهَا، غَيْرَ أَنِّي لَا أُزَمَّلُ، حَتَّىٰ لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ».

৫৭৩২। আবু সালামাহ থেকে বর্ণিত। আমি স্বপ্ন দেখতাম। এতে আমার শরীরে জ্বর জ্বর ভাব দেখা দিতো। কিন্তু আমি কাপড় গায়ে দিতাম না। অবশেষে আমি একদিন আবু কাতাদার (রা) সাথে দেখা করলাম। তাঁকে আমার অবস্থা বললাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ভালো স্বপ্ন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই তোমাদের কেউ যখন কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখে সে যেন তার বামদিকে থুথু দেয় এবং তার অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে ঐ স্বপ্ন আর তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَوْلَىٰ آلِ طَلْحَةَ، وَعَبْدِ رَبِّهِ وَيَحْيَى ابْنَيْ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِمْ قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَىٰ مِنْهَا، غَيْرَ أَنِّي لَا أُزَمَّلُ.

৫৭৩৩। আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তাতে আবু সালামার নিম্নোক্ত কথাটি বর্ণনা করেননি– 'এতে আমার শরীরে জ্বর জ্বর ভাব দেখা দিতো, তবে আমি কাপড় গায়ে দিতাম না।'

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: أُعْرَىٰ مِنْهَا: وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: «فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، حِينَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

৫৭৩৪। যুহরী থেকে ঐ একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে 'আমার জ্বর জ্বর ভাব দেখা দেয়' এ কথাটি নেই এবং এ হাদীসে যে বাড়তি অংশটি আছে সেটি হচ্ছে : ঘুম থেকে জাগার সাথে সাথেই তার বাঁদিকে তিনবার থুথু ফেলা উচিত।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلْيَتَعَوَّذْ [بِاللهِ] مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ» فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْ جَبَلٍ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، فَمَا أُبَالِيهَا.

৫৭৩৫। আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এবং খারাপ স্বপ্ন আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই যখন তোমাদের কেউ অপ্রীতিকর কিছু স্বপ্নে দেখে তখন তার নিজের বাঁদিকে তিনবার থুৎকার দেয় এবং তার অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। তাহলে তা আর তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

বর্ণনাকারী আবু সালামাহ বলেন, কখনো আমি এমন স্বপ্ন দেখি যা আমার উপর পর্বতের চাইতেও বেশী ভারী হয়, কিন্তু এ হাদীসটি শোনার পর থেকে আমার আর তার কোনো পরোয়া নেই।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ إِلَىٰ آخِرِ الْحَدِيثِ، وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيثِ: «وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ».

৫৭৩৬। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ উপরোক্ত সুদীর্ঘ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অন্য একজন রাবী আবদুল ওয়াহ্হাব সাকাফীর বর্ণনায় আবু সালামার বক্তব্য– "কখনো আমি এমন স্বপ্ন দেখি..." পাওয়া যায়। কিন্তু লাইস ও ইবনে নুমাইরের বর্ণনায় আবু সালামার এ বক্তব্যটি নেই। তবে ইবনে রুম্হ এই হাদীসটির বর্ণনায় এতটুকুন বৃদ্ধি করেছেন যে, সে যে পাশে শুয়ে ছিল সে পাশ থেকে ফিরে যেন অন্য পাশে শুয়ে পড়ে।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالرُّؤْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَىٰ رُؤْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، لَا تَضُرُّهُ، وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنْ رَأَىٰ رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ، وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ».

৫৭৩৭। আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ভালো স্বপ্ন হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আর খারাপ স্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখার পর তা খারাপ মনে করে সে যেন বামদিকে তিনবার থুৎকার দেয় এবং 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' বলে। তাহলে এই স্বপ্ন আর তার ক্ষতি করবে না। সে যেন এই স্বপ্ন কাউকে না বলে। আর ভালো স্বপ্ন দেখলে তার খুশী হওয়া উচিত এবং যাকে সে ভালোবাসে এমন কোনো ব্যক্তি ছাড়া যেন আর কাউকে না বলে।

টীকা : নিজের কোনো প্রিয়জনকে বললে সে স্বপ্নের ভালো তাবীর বর্ণনা করতে পারে। আর কোনো অপ্রিয়জন বা দুশমনকে বললে সে হয়তো এর খারাপ তাবীর বর্ণনা করতে পারে এবং ফলটাও হয়তো সেই অনুযায়ী হয়ে যেতে পারে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ، فَقَالَ: وَأَنَا إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي، حَتَّىٰ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفِلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ».

৫৭৩৮। আবু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি কখনো এমন স্বপ্ন দেখতাম যার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়তাম। তারপর আমি আবু কাতাদার (রা) সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন : আমার অবস্থাও অনুরূপ ছিল অর্থাৎ অনেক সময় আমিও স্বপ্ন দেখতাম যার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়তাম। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনলাম যে, ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। কাজেই তোমাদের কেউ কোনো পছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে যাকে সে পছন্দ করে তার কাছে ছাড়া কারো কাছে যেন তা বিবৃত না করে। আর কোনো অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে তার বামদিকে যেন তিনবার থুৎকার দেয় এবং শয়তানের ও সেই স্বপ্নের অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এই স্বপ্নের কথা যেন কারোর কাছে ব্যক্ত না করে। তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবে না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح:
وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ».

৫৭৩৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ কোনো অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে সে যেন তার বামদিকে তিনবার থুৎকার দেয় এবং তিনবার 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পড়ে আর যেন পার্শ্ব বদল করে শয়ন করে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ

اللهِ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، فَإِنْ رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ» قَالَ: «وَأُحِبُّ الْقَيْدَ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ» فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ. [انظر: ٥٩١١]

৫৭৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন কাল সমান হয়ে যাবে (অর্থাৎ দিন রাত সমান হয়ে যাবে বা কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে) তখন মুসলমানদের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী সত্যবাদী হবে তার স্বপ্ন সবচেয়ে বেশী সত্য হবে। আর মুসলমানদের স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়াতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্ন তিন ধরনের। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ভালো স্বপ্ন। এটি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুখবর। দ্বিতীয়টি হচ্ছে দুঃখের স্বপ্ন। এটি হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। তৃতীয় স্বপ্নটি হচ্ছে নিজের মনের চিন্তা। এ অবস্থায় তোমাদের কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে সে যেন দাঁড়িয়ে যায়, নামায পড়ে এবং লোকদের না বলে। আর আমি স্বপ্নে লোহার বেড়ী পরা অবস্থায় দেখা ভালো মনে করি তবে ফাঁসির দড়ি পরা অবস্থায় দেখা খারাপ মনে করি। আর লোহার বেড়ী হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে অবিচল থাকার আলামত। রাবী আইউব বলেন : আমি জানি না এ কথাটি হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, না ইবনে সীরীনের বক্তব্য।

টীকা : অন্যান্য বিভিন্ন হাদীসে মুসলমানের ভালো স্বপ্নকে নবুওয়াতের সত্তর ভাগের এক ভাগ, ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ, চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, উনপঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ, পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ, ছাব্বিশ ভাগের এক ভাগ এবং চুয়াল্লিশ ভাগের এক ভাগও বলা হয়। এই ভাগের ক্ষেত্রে বিরোধটা সম্ভবত স্বপ্ন দর্শনকারীর অবস্থার তারতম্যের সাথে জড়িত। মুসলিমের ব্যাখ্যাতা– আল্লামা নববীর মতে, যদি সে ব্যক্তি মুমিন হয় তাহলে তার ভালো স্বপ্ন হবে নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর যদি সে ফাসেক হয় তাহলে তার ভালো স্বপ্ন হবে নবুওয়াতের সত্তর ভাগের এক ভাগ। আর কেউ কেউ বলেন, কঠিন ও জটিল স্বপ্ন নবুওয়াতের সত্তর ভাগের এক ভাগ এবং পরিষ্কার স্বপ্ন ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আল্লামা খাত্তাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ২৩ বছর ধরে অহী নাযিল হয় আর অহী নাযিলের পূর্বে ছয় মাস ধরে স্বপ্নে অহী আসতে থাকে। কাজেই এ হিসেবে স্বপ্ন ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ হয়। আর স্বপ্নে লোহার বেড়ী দেখা ভালো হবার কারণ হচ্ছে এই যে, এর তা'বীর হয় গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা ও শরীয়তের পাবন্দ থাকা। আর ফাঁসির রশি জাহান্নামীদের আলামত।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَيُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

৫৭৪১। আইউব থেকে একই হাদীস বর্ণিত। তবে এ হাদীসটিতে আবু হুরায়রার (রা) বাড়তি বক্তব্য এসেছে। তাতে তিনি বলেন, আমি বেড়ী দেখা পছন্দ করি এবং ফাঁস

অপছন্দ করি। আর বেড়ী অর্থ হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে মজবুতী অর্জন করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুমিনের স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ: **حَدَّثَنَا** أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ النَّبِيَّ ﷺ.

৫৭৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে...। এভাবে পূর্ণ হাদীসটি তিনি বর্ণনা করেন। কিন্তু তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামোল্লেখ করেননি।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، إِلَىٰ تَمَامِ الْكَلَامِ، وَلَمْ يَذْكُرِ: «الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

৫৭৪৩। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কালামটি শেষ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাতে বলা হয়েছে– আমি ফাঁস অপছন্দ করি। তবে 'স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ'– এ কথাটির উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

৫৭৪৪। উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَ ذَٰلِكَ.

৫৭৪৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

৫৭৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুমিনের স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُؤْيَا الْمُسْلِمِ يَرَاهَا أَوْ تُرَىٰ لَهُ»، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

৫৭৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুসলমানের স্বপ্ন সে নিজে দেখুক বা অন্য কেউ তার জন্য দেখুক, আর ইবনে মুসহির বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, ভালো স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

৫৭৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সৎ ব্যক্তির স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৫৭৪৯। ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর থেকে পূর্বোক্ত হাদীসটির অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ.

৫৭৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর তার বাপ থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেন তার অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

৫৭৫১। ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ভালো স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়াতের সত্তর ভাগের এক ভাগ।

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي».

৫৭৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে সে আসলে আমাকে দেখে। কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ، لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي». وَقَالَ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ».

৫৭৫৩। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সালামাহ ইবনে আবদুর রহমান আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো শীঘ্রই সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে অথবা যেন সে জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখলো। শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না। আবু সালামাহ বলেন, আবু কাতাদাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে আমাকে দেখলো সে সত্যই দেখলো।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي عَمِّي، فَذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا بِإِسْنَادَيْهِمَا، سَوَاءً مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ.

৫৭৫৪। যুহরীর ভাইয়ের ছেলে বলেন, তাঁর চাচা (অর্থাৎ যুহরী) তাঁকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ প্রসংগে তিনি ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ দুইটি হাদীস সনদ সহকারে বর্ণনা করেন।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي»، وَقَالَ: «إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرْ أَحَدًا بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ».

৫৭৫৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে নিঃসন্দেহে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে। কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না। আর তোমাদের কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে সে যেন তা কাউকে না বলে, কেননা শয়তান স্বপ্নের মধ্যে তার সাথে খেলা করে।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي».

৫৭৫৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখলো সে নিঃসন্দেহে আমাকে দেখলো। কারণ আমার চেহারা-সুরাত ধারণা করার ক্ষমতা শয়তানের নেই।

টীকা : 'যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে সে যথার্থই আমাকে দেখেছে'– আল্লামা নববী (রহ) বলেন, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে আল্লামা বাকেল্লানী বলেন : এর অর্থ হচ্ছে,

তার স্বপ্ন সত্য। সে যথার্থই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছে। তার দেখাটা কোনো উদ্ভট চিন্তার ফসল নয় বা কোনো শয়তানী ওয়াস্ওয়াসাও নয়।

তবে আমাদের মতে এর আসল অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি তাঁকে তাঁর আসল চেহারা-সুরাতে দেখেছে সে নিঃসন্দেহে তাঁকে দেখেছে। কারণ তাঁর আসল চেহারা-সুরাত ধারণ করার ক্ষমতা শয়তানের নেই। হযরত মুহাম্মাদ ইবন সিরীনও (র) এ হাদীসগুলোর এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ) কিতাবুত তাবীরে তার এ সম্পর্কিত একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসও (রা) এই মত পোষণ করতেন। হাদীসে বলা হয়েছে, শয়তান কখনো আমার রূপ ধারণ করতে পারে না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার বর্ণনা যার জানা নেই, শয়তান অন্য রূপ ধারণ করে এসে তাকে ধোঁকা দিতে পারে। আর হাদীসে শীঘ্রই জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে দেখার যে কথাটি বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, যারা বিশেষ কোনো কারণে হিজরাত করতে পারেনি, মদীনার বাইরে ছিল, তারা তাঁর জামানায় হিজরাত করবে এবং তাকে দেখবে। অথবা এর অর্থ হচ্ছে তারা আখিরাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ [بْنُ سَعِيدٍ]: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ لِأَعْرَابِيٍّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ، فَأَنَا أَتَّبِعُهُ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: «لَا تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ».

৫৭৫৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন গ্রাম্য আরব আসলো। সে বলতে লাগলো, আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে আর আমি তার পেছনে পেছনে যাচ্ছি। তিনি (একথা শুনে) তাকে ধমক দিলেন এবং বললেন, শয়তান তোমার সাথে স্বপ্নে যে খেলা করে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করো না।

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثَرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْأَعْرَابِيِّ: «لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ».

وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدُ، يَخْطُبُ فَقَالَ: «لَا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ».

৫৭৫৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক গ্রাম্য আরব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলো। সে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার

মাথাটা যেন কেটে ফেলা হয়েছে, সেটা গড়িয়ে যাচ্ছে আর আমি তার পেছনে দৌড়ে যাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রাম্য লোকটিকে বললেন : শয়তান তোমার সাথে স্বপ্নে খেলা করে, তার খবর লোকদের দিও না। জাবির (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি যে, এরপর তিনি ভাষণ দিতে গিয়ে বলতেন : শয়তান তোমাদের কারোর সাথে স্বপ্নের মধ্যে যে খেলা করে তা যেন সে কারোর কাছে বর্ণনা না করে।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ، قَالَ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: «إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ، فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ»، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: «إِذَا لُعِبَ بِأَحَدِكُمْ» وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّيْطَانَ.

৫৭৫৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন আমার মাথাটি কেটে ফেলা হয়েছে। জাবির বলেন, একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হাসলেন এবং বললেন : শয়তান তোমাদের কারোর সাথে স্বপ্নে খেলা করলে লোকদেরকে তা জানাবে না। আর আবু বাক্‌র বর্ণিত অন্য এক রেওয়ায়েতে লোকদেরকে না জানাবার কথা বলা হয়েছে কিন্তু শয়তানের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلَا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ [آخَرُ] فَانْقَطَعَ

بِهِ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلَا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَاللهِ! لَتَدَعَنِّي فَلأَعْبُرَنَّهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اعْبُرْهَا»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ: حَلَاوَتُهُ وَلِينُهُ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذٰلِكَ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللهُ بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، فَأَخْبِرْنِي، يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا». قَالَ: فَوَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! لَتُحَدِّثَنِّي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ؟ قَالَ: «لَا تُقْسِمْ».

৫৭৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি রাতে স্বপ্নে এক টুকরো মেঘ দেখেছি তা থেকে ঘি ও মধু টপকাচ্ছে। লোকেরা তা থেকে আঁজলা ভরে ভরে নিচ্ছে। কেউ বেশী নিচ্ছে, কেউ কম। আর আমি দেখলাম আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত একটি রশি ঝুলানো আছে। আপনি সেই রশিটি ধরে উপরে উঠে গেলেন। তারপর আপনার পরে এক ব্যক্তি সেটি আঁকড়ে ধরলো। সেও উপরে উঠে গেলো। তারপর আর এক ব্যক্তি সেটি আঁকড়ে ধরলো। সেও উপরে উঠে গেলো। তারপর তৃতীয় এক ব্যক্তি সেটি আঁকড়ে ধরলো। কিন্তু সেটি ছিঁড়ে গেলো। তারপর সেটি জুড়ে গেলো এবং ঐ ব্যক্তি উপরে উঠে গেলো। একথা শুনে আবু বাক্‌র বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা আপনার ওপর কুরবান হয়ে যাক, আমাকে এর তা'বীর বলতে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি এর তা'বীর বলো। আবু বাক্‌র বললেন : মেঘের টুকরাটি হচ্ছে ইসলাম। ঘি ও মধু থেকে কুরআনের সুমিষ্টতা ও কোমলতা বুঝাচ্ছে। লোকেরা বেশী ও কম নিচ্ছে, এর মানে হচ্ছে কারোর কুরআন বেশী মুখস্থ আছে আর কারোর কম। আর আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত যে রশি ঝুলানো আছে তা হচ্ছে সত্য দ্বীন, যার ওপর আপনি কায়েম আছেন। আল্লাহ তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় আপনাকে তাঁর কাছে ডেকে নেবেন। আপনার পর আর এক ব্যক্তি সেটি আঁকড়ে ধরবে। সেও ঐভাবে ওপরে উঠে যাবে। তারপর আর একজন সেটি আঁকড়ে ধরবে, তারও অবস্থা অনুরূপ হবে। তারপর আর এক ব্যক্তি সেটি আঁকড়ে ধরবে, তাতে কিছুটা বিপত্তি দেখা দেবে। কিন্তু পরে সে বিপত্তি দূর হয়ে যাবে এবং সে ব্যক্তিও উপরে উঠে যাবে। হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাপ ও মা আপনার ওপর কুরবান হয়ে যাক, আমাকে

বলুন, আমি কি ঠিক তা'বীর করেছি, না ভুল তা'বীর করেছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "তুমি কিছুটা ঠিক বলেছো আবার কিছুটা ভুল।" আবু বাক্‌র বললেন : আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন আমি কি ভুল বলেছি। তিনি বললেন : কসম খেয়ো না।

টীকা : ইমাম নববী (রহ) বলেন : হযরত আবু বাক্‌র (রা) তা'বীরে যে ভুল করেছিলেন তা হচ্ছে এই যে : মেঘ থেকে যে ঘি ও মধু টপকাচ্ছিল তার মধ্যে মধু হলো কুরআন এবং ঘি হলো হাদীস। অথবা তৃতীয় ব্যক্তির খিলাফতের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন যে, তাতে কিছু বিপত্তি দেখা দেবে তবে তা দূর হয়ে যাবে এবং হযরত আবু বাক্‌রের (রা) ব্যাখ্যা থেকে মনে হয়েছিল ঐ ব্যক্তি নিজেই সেই বিপত্তি দূর করে দেবেন। কিন্তু এটা যথার্থ ছিল না। বরং হযরত উসমান (রা)-কে জবরদস্তি খিলাফতের আসন থেকে সরিয়ে দেয়া হবে এবং চতুর্থ এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা) আবার সেটি জুড়ে দেবেন।

এ হাদীসটি থেকে আর একটি বিষয় জানতে পারা যায়। তা হচ্ছে এই যে, কসম যদি ফাসাদ সৃষ্টিকারী হয় তাহলে এহেন কসম পূর্ণ করা অপরিহার্য নয়। তাই হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দিক (রা) রাসূলকে কসম দিয়ে বললেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কসম পূর্ণ করলেন না।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ [بْنِ عَبْدِ اللهِ]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ يُونُسَ.

৫৭৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহোদ থেকে ফিরে আসার পর এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এলো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আজ রাতে আমি এক স্বপ্নে দেখেছি। তাতে দেখেছি, এক টুকরা মেঘ থেকে ঘি মধু টপকাচ্ছে... ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসটির মতোই শেষ পর্যন্ত সে বললো।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ أَحْيَانًا يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَحْيَانًا يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً بِمَعْنَىٰ حَدِيثِهِمْ.

৫৭৬২। ইবনে আব্বাস (রা) অথবা আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী আবদুর রাজ্জাক বলেন, মা'মার কখনো কখনো বলতেন ইবনে আব্বাস থেকে আবার কখনো কখনো বলতেন আবু হুরায়রা থেকে। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি আজ রাতে স্বপ্নে এক টুকরো মেঘ দেখেছি... তারপর উপরের হাদীসের মতো সমগ্র ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: «مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصَّهَا أَعْبُرْهَا لَهُ» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ ظُلَّةً، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

৫৭৬৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাহাবাদের বলতেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কোনো স্বপ্ন দেখেছে সে যেন তা বিবৃত করে, আমি তার তা'বীর করে দেবো। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক টুকরো মেঘ দেখেছি... তারপর (রাবী) উপরের বর্ণনার মতো একইভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فِيمَا يَرَىٰ النَّائِمُ، كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ، فَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ، فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ».

৫৭৬৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি এক রাতে দেখলাম এমন অবস্থায়, যেরূপ শায়িত ব্যক্তি দেখে (অর্থাৎ স্বপ্ন)। দেখলাম যেন আমরা উকবাহ ইবনে রাফে'র গৃহে আছি। আমাদের সামনে আনা হলো ভিজা খোরমা, এমন ধরনের ভিজা খোরমা যাকে ইবনে তাবা বলা হয়। আমি এর যা তা'বীর করেছি তা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ায় আমাদের মর্যাদা বুলন্দ হবে এবং আখেরাতে আমরা ভালো পরিণতির সম্মুখীন হবো আর অবশ্যই আমাদের দীন উত্তম ও উৎকৃষ্ট।

টীকা : অবশ্যি এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'বীরের পদ্ধতি বড়ই অভিনব ও চমৎকার। এ স্বপ্নটি তা'বীর করার জন্য শব্দার্থের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁরা গেছেন রাফের পুত্র উকবাহ-এর গৃহে। রাফে-এর অর্থ রফআত বা বুলন্দী। কাজেই দুনিয়ায় বুলন্দ মর্যাদা। আর উকবাহ অর্থ আকিবাত বা আখিরাত। কাজেই আখিরাতেও ভালো পরিণতি। তৃতীয়ত ইবনে তাবা জাতীয় ভিজে খোরমা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। তাবা বা তাইয়েব অর্থ ভালো, উৎকৃষ্ট, উত্তম ইত্যাদি। অর্থাৎ আখিরাতের পরিণতি ভালো ও উত্তম হবে।

শব্দের সাহায্যে এ ধরনের অর্থ গ্রহণ করার রীতিও আরবে প্রচলিত আছে।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ».

৫৭৬৫। নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাঁকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : স্বপ্নে আমার মনে হলো যেন আমি মিসওয়াক করছি। এ সময় দু'জন লোক আমাকে টানলো (অর্থাৎ আমার মিসওয়াক চাইলো।) তাদের একজন অন্যজনের চাইতে বড় ছিল। আমি ছোটজনকে মিসওয়াক দিলাম। আমাকে বলা হলো, বড়জনকে দাও। আমি বড়কে দিলাম।

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ

وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَىٰ أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَٰذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا، فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَىٰ فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرًا، وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ، وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدُ، يَوْمَ بَدْرٍ».

৫৭৬৬। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি হিজরাত করছি মক্কা থেকে এমন একটি ভূখণ্ডের দিকে যেখানে খেজুরের গাছ আছে। এতে আমার ধারণা হয় ইয়ামামাহ্ ও হাজ্‌র-এর ব্যাপারে। কিন্তু তা হয়ে গেলো মদীনা বা ইয়াসরিব।

আমি আমার সেই স্বপ্নে দেখলাম আমি তলোয়ার ঘুরালাম, তা ওপর থেকে ভেঙে গেলো। এর তা'বীর হলো ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের শাহাদাত। তারপর আমি আবার তলোয়ার ঘুরালাম, তাতে সেটি আগের চাইতে আরো ভালো হয়ে গেলো। এর তা'বীর হলো, আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করলেন এবং মুসলমানদের জামায়াত কায়েম হয়ে গেলো। (অর্থাৎ ওহোদের পর খায়বার যুদ্ধ হলো এবং মক্কা বিজয় হলো এবং ইসলামের

সেনাবাহিনী শক্তিশালী হলো।) সেই স্বপ্নে আমি গাভীও দেখলাম (যা কাটা হচ্ছিল) আর আল্লাহ তা'আলাই ভালো, আর সেই লোকেরা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত যারা ওহোদের দিন শাহাদাত লাভ করেছিল। আর ভালো অর্থ হচ্ছে সেই ভালো, যা আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন এর পরে এবং বদরের দিনের পর আল্লাহ আমাদের সত্যতার সওয়াব দান করেছেন।

টীকা : ইয়ামামাহ্ ও হাজ্র আরবের দুটো উর্বর ও শস্যশ্যামল এলাকা। সেখানে খেজুর বাগানের প্রাচুর্য আছে। তাই স্বপ্নের তা'বীর প্রসংগে রাসূলের চিন্তা সেদিকে গিয়েছিল। কিন্তু ইয়াসরিব বা মাদীনাও খেজুর বাগানে সমৃদ্ধ। রাসূলের স্বপ্নও অহী অর্থাৎ সত্য জ্ঞানের একটি অংশ। কাজেই রাসূলের স্বপ্ন সত্য ছিল। কিন্তু কখনো স্বপ্নের তা'বীরে ভুল হয়ে যায়, তাতে আসল সত্য পরিবর্তিত হয় না। নবীর স্বপ্ন শরীয়তে দলীল হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু অ-নবীর স্বপ্ন সত্য বা আংশিক সত্য হলেও তা শরীয়তে দলীল হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং তার ওপর আমল করাও জরুরী নয়। বরং আমল করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ: قال نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، الْمَدِينَةَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ، فَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيدَةٍ، حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ، قَالَ: «لَوْ سَأَلْتَنِي هَٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ أَتَعَدَّىٰ أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ، وَإِنِّي لَأُرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتُ، وَهَٰذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي» ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّكَ أُرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتُ» فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سُوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِي، فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَّ، صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةَ، صَاحِبَ الْيَمَامَةِ».

৫৭৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুসাইলামা কায্যাব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে মদীনায় আসে। সে বলতে থাকে, যদি মুহাম্মদ তাঁর পর তাঁর হুকুমাতে আমাকে শামিল করতেন (অর্থাৎ আমাকে খলীফা বানাতেন)

তাহলে আমি তাঁর আনুগত্য করতাম। মুসাইলামা তার সাথে তার কওমের বহু লোককে সংগে করে আনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে আসেন। তাঁর সাথে ছিলেন সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্‌মাস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ছিল এক খণ্ড লাঠি। মুসাইলামা যেখানে তার লোকদের সমভিব্যাহারে বসেছিল সেখানে তিনি কিছুক্ষণ থামেন। তিনি বলেন : (হে মুসাইলামা!) যদি তুমি আমার কাছে এই কাঠের টুকরাটি চাও তাহলে তোমাকে এটিও দেবো না। আর আমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের বিরোধী কিছুই করবো না। যদি তুমি আমার কথা না মানো তাহলে আল্লাহ তোমাকে হত্যা করবেন। আর তোমাকে আমি তাই জানি যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। এই সাবেত (ইবনে কায়েস) রয়ে গেলো, সে তোমাকে আমার পক্ষ থেকে জবাব দেবে। এরপর তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্যটি সম্পর্কে লোকদের জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি যে বললেন– তোমাকে আমি তাই জানি যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে– এর অর্থ কি? আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি ঘুমের মধ্যে নিজের হাতে দুটো সোনার কঙ্কন দেখলাম। তা আমার খারাপ লাগলো। স্বপ্নে আমাকে হুকুম দেয়া হলো ও দুটির গায়ে ফুঁৎকার দাও। আমি ফুঁৎকার দিলাম। আমার পর যে দুজনে বের হবে তারা হবে মিথ্যাবাদী ভণ্ড। ওদের একজন হচ্ছে সান'আর আনাসি এবং অন্যজন ইয়ামামার মুসাইলামা।

টীকা : মুসাইলামা কায্‌যাব ইয়ামামার অধিবাসী। সে ছিল নবুওয়াতের একজন মিথ্যা দাবীদার। তাই তাকে কায্‌যাব বা মহামিথ্যুক বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর সে তার সাংগপাংগসহ মারা যায়।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، فَوَضَعَ فِي يَدَيَّ أُسْوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرَا عَلَيَّ وَأَهَمَّانِي، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا: صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ».

৫৭৬৮। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ্ আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় আমার কাছে (ঘুমের মধ্যে) জমিনের সমস্ত সম্পদ আনা হলো। আমার হাতে দুটো সোনার কঙ্কন রেখে দেয়া হলো। তখন আল্লাহ আমাকে হুকুম দিলেন, ও দুটোতে ফুঁৎকার দাও। আমি ফুঁৎকার দিলাম। ও দুটি চলে গেলো। আমি এর তা'বীর করলাম : দুই মিথ্যুকের মাঝখানে আমি রয়েছি– একজন সান'আর অধিবাসী এবং অন্যজন ইয়ামামার।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «هَلْ رَأَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا؟».

৫৭৬৯। সামুরাহ ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালের নামাযের পর সাহাবায়ে কিরামদের দিকে ফিরে বলতেন, তোমাদের কেউ কি গত রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছো?

টীকা : এখান থেকে নামাযের পর মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এ ফিরে বসার উদ্দেশ্য হয় মুসল্লীদের সাথে কিছু বলা, তাদের দীনের তা'লীম দেয়া। যে ফরয নামাযের পর আর কোনো সুন্নাত বা নফল নামায নেই সেই নামাযের পর এটা সম্ভব এবং যুক্তিসংগত বলে মনে হয়।

পঁয়তাল্লিশতম অধ্যায়

كتاب الفضائل

কিতাবুল ফাযায়েল

অনুচ্ছেদ : ১

মহানবীর (সা) বংশের ফযীলত।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَهْمٍ، جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ - قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ - حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ ابْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ، وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ»

৫৭৭০। আবু আম্মার শাদ্দাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ওয়াসিলা ইবনে আসকা' (রা)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি "মহান আল্লাহ ইসমাঈলের (আ) আওলাদের মধ্যে কেনানাকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন ও কেনানার আওলাদ থেকে কুরাইশকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন এবং কুরাইশ বংশ থেকে বনি হাশেমকে আর বনি হাশেম থেকে আমাকে সমধিক মর্যাদা দান করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ».

৫৭৭১। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি অবশ্যই ঐ পাথরটাকে চিনি যা মক্কায় আমার প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছিল আমার নবুয়্যত লাভের পূর্বে। আমি নিঃসন্দেহে এখনও তা চিনতে পারব।

টীকা : একবার আবু জাহল এক প্রস্তর খণ্ড হাতে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, তুমি যে আল্লাহর একত্ববাদের কথা বলছ, তোমার নিকট তার কি প্রমাণ আছে? তখন

পাথরের যবান খুলে গেল এবং পাথর থেকে উচ্চারিত হল, “আশহাদু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

অনুচ্ছেদ : ২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব সকল সৃষ্টির উপর।

وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَىٰ أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنَا هِقْلٌ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ».

৫৭৭২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **আমি হব কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এবং আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যার কবর প্রথম খুলে যাবে, আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে।**

অনুচ্ছেদ : ৩

মহানবীর (সা) মু'জিযা।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّأُونَ، فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَىٰ الثَّمَانِينَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَىٰ الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ.

৫৭৭৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পানি চাইলে একটা চওড়া চ্যাপ্টা পাত্র হাযির করা হল। তা থেকে উপস্থিত লোকজন ওযু করতে লাগল। লোকসংখ্যা আমি অনুমান করলাম ষাট থেকে আশির মাঝামাঝি হবে। (সবাই ওযু করল) অতঃপর আমি পানির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অঙ্গুলীর ফাঁক থেকে পানির ফোয়ারা ছুটছে।

وَحَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ

النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّأُوا مِنْهُ قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّىٰ تَوَضَّأُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

৫৭৭৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন সময় দেখলাম যে আসরের নামাযের সময় হয়েছে। তিনি উপস্থিত লোকদের নিকট পানি তালাশ করলে তারা পানি খুঁজে পেল না। একটু পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু ওযুর পানি নিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ পাত্রের মধ্যে নিজ হাতটা স্থাপন করলেন এবং সব লোককে তা থেকে ওযু করতে নির্দেশ করলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি লক্ষ্য করে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অঙ্গুলীর নিচ থেকে পানির ফোয়ারা ছুটছে। উপস্থিত লোকদের সবাই ওযু করল, কেউ অবশিষ্ট ছিল না।

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ - قَالَ: وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا ثَمَّهْ - دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ، فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ: كَانُوا زُهَاءَ الثَّلَاثِمِائَةِ.

৫৭৭৫। কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রা) আমাদেরকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সহচরবৃন্দ 'যাওরা' নামক স্থানে ছিলেন। 'যাওরা' মদীনায় বাজারের নিকটবর্তী একটি স্থান। আর তথায় মসজিদ অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা পাত্র চেয়ে নিলেন যাতে সামান্য পানি ছিল। অতঃপর তিনি তাতে নিজ হাতের তালু স্থাপন করলেন। সাথে সাথে তাঁর অঙ্গুলীর মাঝ থেকে পানির ফোয়ারা বের হতে লাগল। এরপর তাঁর সকল সাহাবীবৃন্দ ওযু করলেন। কাতাদা বলেন, আমি আনাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু হামযা, তাদের সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা প্রায় তিনশ'-এর মত ছিল।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ،

فَأُتِيَ بِإِنَاءِ مَاءٍ لَا يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ، أَوْ قَدْرَ مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَامٍ.

৫৭৭৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'যাওরা' নামক স্থানে ছিলেন। তথায় একটা পানির ভাণ্ড উপস্থিত করা হল। তাতে এতটুকু পানি ছিল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অঙ্গুলী ডুবে না। অথবা এ পরিমাণ পানি যাতে তাঁর অঙ্গুলী ডুবে যায়। এরপর হিশামের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْأُدْمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدْمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتْهُ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «عَصَرْتِيهَا؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا».

৫৭৭৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে মালিক (রা) তাঁর একটা হাড়িতে করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ঘি হাদিয়া পাঠাতেন। এরপর তাঁর সন্তানরা তাঁর কাছে এসে সালুন তালাশ করত, তাদের নিকট কোন সালুন থাকত না। তখন উম্মে মালিক (রা) যে হাড়িতে করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ঘি হাদিয়া পাঠাতেন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হতেন এবং গিয়ে দেখতেন তাতে ঘি রয়েছে। এভাবে প্রায়শঃ তাঁর ঘরে তরকারীর ব্যবস্থা হয়ে যেত। অবশেষে একদিন উম্মে মালিক (রা) হাড়িটা নিংড়ায়ে ফেললে তা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললে মহানবী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তা নিংড়িয়ে ফেলেছ? তিনি বললেন, জী হ্যাঁ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি (না নিংড়িয়ে) পূর্বাবস্থায় রেখে দিতে তবে সদা সর্বদা কিছু মওজুদ থাকত।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا، حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ، وَلَقَامَ لَكُمْ».

৫৭৭৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে খাবার চাইলে তিনি তাকে অর্ধ 'ওয়াসাক' পরিমাণ যব আহার্য হিসাবে দান করলেন। লোকটি তার পাত্র থেকে নিজে, তার স্ত্রী ও উভয়পক্ষের মেহমানসহ একাধারে খেতে থাকল, (তাতেও শেষ হচ্ছে না) অবশেষে লোকটি তা মাপল এবং মহানবীর নিকট এসে ব্যাপারটা জানাল। শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি তা না মাপতে তবে তা থেকে আরও খেতে থাকতে আর তা তোমাদের জন্য মওজুদ থাকত।

টীকা : ওয়াসাক আরব দেশে প্রচলিত একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمًا أَخَّرَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ، عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّىٰ يُضْحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّىٰ آتِيَ»، فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟» قَالَا: نَعَمْ، فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، قَالَ: ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ، قَالَ: وَغَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، أَوْ قَالَ: غَزِيرٍ - شَكَّ أَبُو عَلِيٍّ أَيُّهُمَا قَالَ - فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: «يُوشِكُ، يَا مُعَاذُ! إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، أَنْ تَرَىٰ مَا هٰهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا». [راجع: ١٦٣١]

৫৭৭৯। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমরা তাবুক যুদ্ধের বছর এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম। ঐ সময় তিনি নামায একত্র করতেন। সুতরাং তিনি যোহর ও আসর একসাথে আদায় করলেন এবং মাগরিব ও এশা একসাথে আদায় করলেন। অবশেষে একদিন এমন হল যে, তিনি নামায পিছিয়ে

দিলেন। অতঃপর বের হয়ে যোহর ও আসর একসাথে আদায় করলেন, এরপর ভিতরে প্রবেশ করলেন। এরপর আবার বের হয়ে মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা আগামীকালই ইনশাআল্লাহ তাবুকের জলাশয়ের নিকট পৌঁছে যাবে, তবে তোমরা দিবালোক স্পষ্ট হওয়ার আগে অবশ্যই পৌঁছতে পারবে না। (তোমাদের প্রতি নির্দেশ :) তোমাদের মধ্যে যে কেউ উক্ত জলাশয়ের নিকট পৌঁছবে আমি আসার আগে সে যেন তার পানি মোটেও স্পর্শ না করে। এরপর আমরা উক্ত জলাশয়ে পৌঁছলাম। অবশ্য আমাদের আগেই তথায় দু'ব্যক্তি পৌঁছে গেছে। জলাশয়টা সামান্য কিছু পানির সাথে যেন জুতার ফিতার ন্যায় ঝকমক করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এর পানি কিছুটা স্পর্শ করেছ? তারা বলল, জী হাঁ! শুনে নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বকলেন এবং আল্লাহর যা ইচ্ছে ছিল তাই বললেন। রাবী বলেন, এরপর তারা জলাশয় থেকে হাতের অঞ্জলী ভরে কিছু কিছু পানি উঠাল, যাতে করে একটা পাত্রে কিছু জমা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে নিজ হাত মুখ ধুলেন। অতঃপর ঐ পানি পুনরায় ঐ জলাশয়ে ফেলে দিলেন, যাতে জলাশয়ের পানি তীব্রবেগে বা অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হল। আবু আলী এ ব্যাপারে সন্দিহান যে, এ দুটোর কোনটা বলেছেন। এরপর সব লোক পানি পান করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মুয়ায! যদি তোমার হায়াত আরও কিছুকাল থাকে তবে অচিরেই দেখতে পাবে যে এ জলাশয়ের পানি সব বাগ-বাগিচাকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ [بْنِ سَعْدٍ] السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَىٰ عَلَىٰ حَدِيقَةٍ لِامْرَأَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اخْرُصُوهَا» فَخَرَصْنَاهَا، وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، وَقَالَ: «أَحْصِيهَا حَتَّىٰ نَرْجِعَ إِلَيْكِ، إِنْ شَاءَ اللهُ»، فَانْطَلَقْنَا. حَتَّىٰ قَدِمْنَا تَبُوكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ» فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّىٰ أَلْقَتْهُ بِجَبَلَيْ طَيِّءٍ، فَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ، صَاحِبِ أَيْلَةَ، إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِكِتَابٍ، وَأَهْدَىٰ لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْدَىٰ لَهُ بُرْدًا، ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّىٰ قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَىٰ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا: «كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا؟» فَقَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي مُسْرِعٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِي، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ» فَخَرَجْنَا حَتَّىٰ أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «هَٰذِهِ طَابَةُ، وَهَٰذَا أُحُدٌ، وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ خَيْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي [عَبْدِ] الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ» فَلَحِقَنَا سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ دُورَ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلَنَا آخِرًا، فَأَدْرَكَ سَعْدٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَيَّرْتَ دُورَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْتَنَا آخِرًا، فَقَالَ: «أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ».

৫৭৮০। আবু হুমাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাবুক অভিযানে যাত্রা করে 'ওয়াদীউল কুরা' নামক স্থানে একজন মহিলার বাগানে গিয়ে উপনীত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা এ বাগানের ফল অনুমান (আন্দাজ) কর। আমরা সেটা আন্দাজ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আন্দাজ করে বললেন, দশ 'ওয়াসাক' হতে পারে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাটিকে বললেন, এ বাগানের ফসল হিসাব করে রেখ, খোদা চাহেতো আমরা আবার ফিরে আসব। এরপর আমরা ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে তাবুক পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ রাত্রে তোমাদের উপর একটা প্রবল দমকা হাওয়া প্রবাহিত হবে। এর মধ্যে তোমাদের কেউ যেন বের না হয়। যার উট আছে, সে যেন রশি দিয়ে বেঁধে রাখে। যথাসময়ে প্রবল দমকা হাওয়া প্রবাহিত হলে এক ব্যক্তি ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। বের হলে দমকা হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে 'তাঈ' নামক পর্বতমালায় নিক্ষেপ করল। এরপর 'ইলা' রাজ্যের অধিপতি ইবনুল 'আলমার দূত একখানা চিঠি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শ্বেত বর্ণের একটা খচ্চর উপহার দিল। এর জওয়াবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইলা অধিপতির নিকট পত্র লিখলেন এবং একটা চাদর উপঢৌকন পাঠালেন। অতঃপর আমরা ওখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে আবার 'ওয়াদীউল কুরা'তে পৌছলাম। এখানে পৌছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলাকে তার বাগান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, এর ফল কি পরিমাণ হল? মহিলাটি বলল, দশ 'ওয়াসক'। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে তাড়াতাড়ি মদীনা পৌছতে হবে। অতএব যারা আমার সাথে যেতে চাও তারা শীঘ্র প্রস্তুত হও, আর যারা থাকতে চাও তারা থাক।

অতঃপর আমরা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে) রওয়ানা হয়ে যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছলাম, তখন তিনি বললেন, এই যে মদীনা তাইয়্যেবা, এই উহুদ পাহাড়। এই পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আমরাও তাকে ভালবাসি। এরপর বললেন, আনসারদের গৃহসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম গৃহ বনি নাজ্জারের গৃহ, এরপর বনি আবদুল আশহালের ঘর, এরপর বনি হারেসের ঘর, এরপর বনি সায়েদার ঘর। পক্ষান্তরে আনসারদের প্রতিটি গৃহেই কল্যাণ রয়েছে। একটু পর সা'দ ইবনে উবাদা (রা) এসে আমাদের সাথে শামিল হলেন। তখন আবু উসায়েদ (রা) বললেন, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের গৃহসমূহকে উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন এবং আমাদেরকে সবার শেষে উল্লেখ করেছেন? এ কথা শুনে সা'দ ইবনে উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আনসারদের সব ঘরকেই উত্তম বলেছেন এবং আমাদেরকে সবার শেষে উল্লেখ করেছেন! উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে তোমরাও উত্তমের মধ্যে শামিল আছ?

টীকা : "জাবালাত তাঈ" তাবুকের নিকটবর্তী দুটো পর্বতের নাম। 'আজা' ও 'সালামা' নামক দুটো প্রসিদ্ধ পবর্তমালাকে একত্রে বলা হয়।

* প্রকাশ থাকে যে, উপরোল্লিখিত হাদীসে গৃহের যে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে তার অর্থ বংশ বা গোত্র। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন গোত্রের যে ক্রমিক ধারা বর্ণনা করেছেন তা এ দৃষ্টিকোণ থেকে করেছেন যে যারা ইসলাম গ্রহণ ও উত্তম অবদান রাখার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তাদেরকে আগে উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ؛

ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بِهَـٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَىٰ قَوْلِهِ «وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَحْرِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

৫৭৮১। আ'মর ইবনে ইয়াহ্ইয়া (রা) এ সূত্রে "وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ" একথা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এবং এর পরবর্তী সা'দ ইবনে উ'বাদার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি। আর ওহাইবের বর্ণিত হাদীসে একথাটুকু বাড়িয়েছেন– "فَكَتَبَ لَه رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَحْرِهِمْ" "রাসূলুল্লাহ (সা) তার প্রতি তাদের নগর ও অঞ্চলসহ পত্র লিখলেন"। আর ওহাইবের হাদীসে "فَكَتَبَ اليه رَسُوْلُ الله صلعم" এরূপ উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : ৪

আল্লাহর উপর রাসূলুল্লাহর তাওয়াক্কুল ও মানুষের থেকে খোদায়ী নিরাপত্তা।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَأَدْرَكَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا، قَالَ: وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَأَخَذَ السَّيْفَ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ رَأْسِي، فَلَمْ أَشْعُرْ إِلَّا وَالسَّيْفُ صَلْتًا فِي يَدِهِ، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ، قَالَ: فَشَامَ السَّيْفَ، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ» ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [راجع: ١٩٤٩]

৫৭৮২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নাজদের দিকে যুদ্ধ অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেলাম। গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটা প্রান্তরে পেলাম যেখানে বহু কাঁটাযুক্ত গাছ-গাছড়া ছড়িয়ে আছে। তথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা বৃক্ষের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং নিজ তরবারীখানা এর একটা ডালে ঝুলিয়ে রাখলেন আর অন্যান্য লোকজন প্রান্তরে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। (তারা ফিরে আসলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন এক ব্যক্তি (ইহুদী) আমার নিকট এসে তরবারীখানা হাতে নিল। এ সময় আমি জাগ্রত হয়ে দেখি সে আমার শিয়রে দাঁড়ানো এবং দেখলাম খোলা তরবারী তার হাতে। উন্মুক্ত তরবারী উত্তোলন করে সে আমাকে বলল, তোমাকে আমার থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম 'আল্লাহ'। তিনি বলেন, এরপর সে তরবারীটা খাপের মধ্যে রেখে দিল। দেখ ঐ ব্যক্তিটি এখানে বসে আছে।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছুই করলেন না (কোন প্রতিশোধ নিলেন না)।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ

وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَخْبَرَهُمَا: أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ يَوْما، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَمَعْمَرٍ.

৫৭৮৩। যুহরী (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে সিনান ইবনে আবু সিনান এবং আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান জানিয়েছেন যে, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সাহাবী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী জানিয়েছেন; তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নাজদের দিকে এক যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে মহানবী (সা) যখন প্রত্যাবর্তন করছিলেন তিনিও তাঁর সাথে ছিলেন। পথিমধ্যে একদিন সবাই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।... এরপর ইবরাহীম ইবনে সাদ ও মা'মারের হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ: ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

৫৭৮৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। অবশেষে যখন আমরা 'যাতুর রিকা' নামক স্থানে পৌঁছলাম।... এরপর যুহরীর হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন এবং একথাটুকু উল্লেখ করেননি– "ثُمَّ لَمْ يُعَرِّضْ لَه رَسُوْلُ اللهِ صلعم"।

অনুচ্ছেদ : ৫

মহানবীকে (সা) যে হেদায়েত ও ইলম দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার দৃষ্টান্ত।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ- وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ

أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَىٰ، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ اللهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ».

৫৭৮৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত মেঘমালা সদৃশ, যা কোন ভূখণ্ডে বর্ষিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত ভূখণ্ডের উৎকৃষ্ট এলাকা বারিধারা গ্রহণ করে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাসপাতা তরুলতা জন্মায়। আর এর কিছু অংশ শক্ত নিম্নভূমি, যা বারিধারাকে জমা করে ও রাখে যা দ্বারা আল্লাহ মানুষের উপকার সাধন করেন। তা থেকে মানুষ পান করে অন্যকে পান করায়, পশু পালন করে থাকে। এছাড়া তার অপর একটি অংশ হচ্ছে কঠিন সমতল ভূমি। এ অংশে পানি পৌঁছলে তাতে পানি সঞ্চিতও থাকে না আর তাতে কোন তৃণলতাও জন্মায় না।

ভূমির এ ত্রিবিধ অবস্থা তিন প্রকার মানুষের ন্যায়, যারা আল্লাহর দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকে এবং আল্লাহ আমাকে যে ইলম ও হেদায়েত সহকারে পাঠিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হয়। এতদুদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করে ও অপরকে ইলম শিখায়। আর এ দৃষ্টান্ত ওসব লোকের যারা উক্ত ইলম ও হেদায়েত থেকে কিছুই লাভ করেনি এবং খোদা-প্রদত্ত হেদায়েতকে গ্রহণ করেনি যে হেদায়েত সহকারে আমি প্রেরিত হয়েছি।

অনুচ্ছেদ : ৬

উম্মাতের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মমত্ববোধ এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে তাদেরকে চরম ভীতি প্রদর্শন।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ: - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَىٰ قَوْمَهُ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مُهْلَتِهِمْ، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ،

فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ».

৫৭৮৬। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার ও ঐ বিধানসমূহের দৃষ্টান্ত– যা দিয়ে মহান আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন এমন এক ব্যক্তির ন্যায়, যে ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট এসে বলল, হে আমার দেশবাসী! আমি স্বচক্ষে একটা বাহিনী দেখলাম এবং আমি অবশ্যই বিবস্ত্র (খোলাখুলি সতর্ককারী)। অতএব তোমরা মুক্তি অন্বেষণ কর। একথা শোনার পর স্বজাতি থেকে একদল লোক তাঁর কথা মেনে নিয়ে রাতের প্রথম দিকেই রওয়ানা হয়ে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করল। অপরদিকে তাদের একদল তার কথাকে অবিশ্বাস করে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করল। অবশেষে উক্ত বাহিনী প্রাতঃকালে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে হালাক (ধ্বংস) করে দিল এবং সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিল। এটাই হচ্ছে দু'শ্রেণীর লোকের দৃষ্টান্ত : (১) যারা আমার আনুগত্য করে আমার আনীত বিধানকে অনুসরণ করল, আর (২) যারা আমার অবাধ্যাচরণ করে আমার আনীত সঠিক বিধানকে অস্বীকার করেছে।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَتِ الدَّوَابُّ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهِ، فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهِ».

৫৭৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার ও আমার উম্মাতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালিয়েছে, অতঃপর কীটপতঙ্গ উড়ে এসে তাতে পতিত হতে শুরু করল। অনুরূপভাবে আমি তোমাদের কোমর ধরে (আগুন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি) আর তোমরা জোরপূর্বক আগুনে গিয়ে পতিত হচ্ছো।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَٰذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، قَالَ: فَذٰلِكُمْ

مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، فَتَغْلِبُونِي وَتَقَحَّمُونَ فِيهَا».

৫৭৮৮। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ (রা) বলেন, এই হচ্ছে যা আবু হুরায়রা (রা) আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। এরপর তিনি কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটি এই– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আমার দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির অনুরূপ, যে আগুন জ্বালিয়েছে। অতঃপর যখন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ও আশপাশ আলোকিত হয়ে গেল তখন পতঙ্গরাজী ও আগুনের প্রতি আসক্ত প্রাণীরা তাতে ঝাঁপ দিতে শুরু করল আর ঐ ব্যক্তি তাদেরকে বাধা দিতে লাগল। অবশেষে তারাই ব্যক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে জোরপূর্বক আগুনে পতিত হতে লাগল। অনুরূপই আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত। আমি জাহান্নাম থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কোমর ধারণ করে বলছি, অগ্নিকুণ্ড থেকে ফিরে এসো, অগ্নিকুণ্ড থেকে ফিরে এসো। কিন্তু তোমরা আমার উপর প্রাধান্য লাভ করে (আমাকে অতিক্রম করে) জোরপূর্বক অগ্নিকুণ্ডে পতিত হতে যাচ্ছ।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تُفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي».

৫৭৮৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করেছে। অতঃপর ছোট ছোট কীটপতঙ্গ তাতে পতিত হতে লাগল আর ঐ ব্যক্তি তাদেরকে আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে। অনুরূপ, আমি জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তোমাদের কোমর শক্তভাবে ধারণ করছি। অথচ তোমরা জোরপূর্বক আমার হাত থেকে খসে জাহান্নামের দিকে ছুটে চলেছ।

অনুচ্ছেদ : ৭

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী।

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو [بْنُ مُحَمَّدٍ] النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ

وَأَجْمَلَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ، يَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَحْسَنَ مِنْ هَـٰذَا، إِلَّا هَـٰذِهِ اللَّبِنَةَ، فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ».

৫৭৯০। আবু হুরায়রা (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার ও অন্যান্য নবীদের উদাহরণ এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি একটা প্রাসাদ খুব সুন্দর মনোরম করে তৈরী করেছে। এরপর মানুষ (দলে দলে এসে) তা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল আর সবাই বলাবলি করছে, আমরা এর চেয়ে সুন্দর মনোহর অট্টালিকা দেখিনি। তবে এই ইটটা সবচেয়ে সুন্দরতম। আর আমিই হচ্ছি সেই ইটটি।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَـٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ ابْتَنَىٰ بُيُوتًا فَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ: أَلَّا وُضِعَتْ هَـٰهُنَا لَبِنَةٌ فَيَتِمَّ بُنْيَانُكَ» فَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: «فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةَ».

৫৭৯১। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ (রা) বলেন, এই হচ্ছে যা আবু হুরায়রা (রা) আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। এই বলে তিনি কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন। তার একটি এই : আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের উদাহরণ হচ্ছে এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কতগুলো গৃহ নির্মাণ করেছে এবং সেগুলো অতি চমৎকার-সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ করে তৈরী করেছে। কেবল তাদের এক কোণে একটা ইটের জায়গা খালি রাখা হয়েছে। এরপর মানুষ তা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল এবং অট্টালিকার সৌন্দর্য তাদেরকে বিমোহিত করতে লাগল। অতঃপর তারা বলাবলি করছে, এ খালি স্থানে কেন একটা ইট স্থাপন করলে না? তাহলে তোমার অট্টালিকা পূর্ণাঙ্গ (ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর) হতো। এরপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিই হচ্ছি সেই ইটটি (যার অভাবে সমগ্র ইমারতটা অপূর্ণাঙ্গবোধ হচ্ছিল)।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَثَلِي وَمَثَلُ

الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَىٰ بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ: «فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ».

৫৭৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন- এক ব্যক্তি অতি সুন্দর মনোরম করে একটা প্রাসাদ তৈরী করেছে, কিন্তু প্রাসাদের এক কোণে একটা ইটের জায়গা ফাঁকা রেখেছে। অতঃপর লোকজন তা ঘুরেফিরে দেখতে লাগল এবং দেখে বিস্মিত হচ্ছে এবং বলাবলি করছে এ স্থানের ইটটা স্থাপন করলে না কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমিই সেই ইট (যা দিয়ে প্রাসাদ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে) আর আমি সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী।

حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ» فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৫৭৯৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার ও অন্যান্য নবীদের উদাহরণ... এরপর অনুরূপ উল্লেখ করেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَىٰ دَارًا فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ».

৫৭৯৪। জাবির (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার ও অন্যান্য নবীদের উদাহরণ এরূপ : যেমন এক ব্যক্তি একটা গৃহ নির্মাণ করেছে এবং কেবলমাত্র একটা ইটের জায়গা ছাড়া তা পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণভাবে তৈরী করেছে। এরপর লোকজন তাতে প্রবেশ করতে লাগল এবং এর সৌন্দর্যে বিমোহিত হচ্ছিল আর (আক্ষেপের সাথে) বলছিল, আহা! একটা ইটের জায়গা যদি খালি না থাকতো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ ইটের ফাঁকা জায়গাটুকু আমার স্থান ছিল। আমি আগমন করে (তা পূর্ণ করেছি) ও আম্বিয়ায়ে কেরামদের আগমনধারা সমাপ্ত করেছি।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سَلِيمٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: بَدَلَ - أَتَمَّهَا - أَحْسَنَهَا.

৫৭৯৫। সালিম এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে "اَتَمَّهَا" শব্দের পরিবর্তে "اَحْسَنَهَا" বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৮

আল্লাহ যখন কোন উম্মাতের প্রতি রহমত করতে চান তার পূর্বে তাদের নবীকে উঠায়ে নেন।

وَحُدِّثْتُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ،

وَمِمَّنْ رَوَىٰ ذٰلِكَ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ، قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، عَذَّبَهَا، وَنَبِيُّهَا حَيٌّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ».

৫৭৯৬। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ যখন কোন উম্মাতের প্রতি রহমত নাযিল করার ইচ্ছা করেন, তৎপূর্বে তিনি ঐ উম্মাতের নবীকে উঠায়ে নেন এবং তাঁকে তাদের জন্য অগ্রনায়ক ও তাদের পরবর্তীদের জন্য পূর্বসূরী করে দেন। আর যখন আল্লাহ কোন উম্মাতকে ধ্বংস করতে চান তখন তাদেরকে নবীর জীবিতাবস্থায় শাস্তি দান করেন এবং তাদেরকে এমতাবস্থায় ধ্বংস করেন যে, নবী তাকিয়ে দেখেন। যেহেতু তারা যখন নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল ও তাঁর আদেশকে অমান্য করল তাই তাদের ধ্বংসলীলা তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করবেন এবং চক্ষু স্বীকৃতি দিবে।

অনুচ্ছেদ : ৯

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজ কাউসার ও এর গুণাবলী।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ».

৫৭৯৭। আবদুল মালিক ইবনে উমায়ের বলেন, আমি জুনদুবকে বলতে শুনেছি, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি (হাশরের দিন) হাউজে কাউসারের নিকট অগ্রগামী থাকব।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৫৭৯৮। বিভিন্ন সূত্রের রাবীগণ জুনদুব (রা) থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَارِيَّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ».

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَسَمِعَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَٰذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: هَٰكَذَا سَمِعْتَ سَهْلًا يَقُولُ؟، قَالَ فَقُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فَيَقُولُ: «إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي».

৫৭৯৯। আবু হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহলকে (রা) বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; আমি হাউজে কাউসারের নিকট তোমাদের অগ্রবর্তী থাকব। যে ব্যক্তি তথায় উপনীত হবে উহার পানি পান করবে এবং যে একবার পান করবে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। আমার নিকট কিছু কিছু জনসমষ্টি উপস্থিত হবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব আর তারাও আমাকে চিনবে। এরপর আমার ও তাদের মাঝে আড়াল করে দেয়া হবে। আবু হাযেম বলেন, আমি এ হাদীস বর্ণনাকালে নোমান ইবনে আবু আইয়াশ শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সহলকে (রা) এরূপ বলতে শুনেছ? আমি বললাম, হাঁ! তিনি

বললেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই তাকে আরেকটু বাড়িয়ে বলতে শুনেছি : "তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, এরা তো আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত! তখন বলা হবে, আপনি জানেন না তারা আপনার পরে কিরূপ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে! তখন আমি বলব, যারা আমার (অন্তর্ধানের) পর নিজেদের আমলকে পরিবর্তন করে ফেলেছে তারা আমার নিকট থেকে দূর হও, দূর হও"।

وَحَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَعْقُوبَ.

৫৮০০। প্রথমোক্ত সূত্রে সাহল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এবং দ্বিতীয় সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইয়াকুবের (রা) হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেন।

وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ: حَدَّثَنَا نَافِعُ ابْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا».

قَالَ: وَقَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّىٰ أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ أُنَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ: أَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ وَاللهِ! مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ».

قَالَ: فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللّٰهُمَّ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، أَوْ أَنْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا.

৫৮০১। ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস (রা) বলেছেন, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার হাউজের দৈর্ঘ্য এক মাসের ভ্রমণ পথের সমান হবে এবং তার আশপাশও সেরূপ। এর পানি রৌপ্যের চেয়ে অধিক শুভ্র এবং এর সুগন্ধ মেশক থেকে

অধিক সুবাসিত। এর পেয়ালাসমূহ আকাশের নক্ষত্ররাজির ন্যায় অসংখ্য। যে ব্যক্তি এর পানি একবার পান করবে সে এরপর আর কখনও পিপাসিত হবে না। রাবী বলেন, আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি হাউজে কাউসারের পাশে থাকব, যাতে করে আমি দেখতে পাব যারা তোমাদের মধ্যে আমার নিকট এসে উপনীত হবে। আর কিছু সংখ্যক লোককে আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা তো আমার লোক, এবং আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত! তখন বলা হবে, আপনি কি জানেন তারা আপনার পরে কি সব কার্যকলাপ করেছে? আল্লাহর কসম! আপনার অন্তর্ধানের পর তারা সর্বদা উল্টো পথে চলছিল। রাবী বলেন, এরপর থেকে ইবনে আবু মুলাইকা (রা) এভাবে প্রার্থনা করতেন : হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই, যেন উল্টো পথে ফিরে না যাই, অথবা যেন আমরা দীন থেকে সরে বিভ্রান্তিতে পতিত না হই।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، [أَنَّهُ] سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ [يَقُولُ]، وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ: «إِنِّي عَلَىٰ الْحَوْضِ، أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، فَوَاللهِ! لَيُقْتَطَعَنَّ دُونِي رِجَالٌ، فَلَأَقُولَنَّ: أَيْ رَبِّ! مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ».

৫৮০২। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রা) আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সাহাবীদের সামনে বলতে শুনেছি : আমি হাউজে কাউসারের পাশে অপেক্ষা করতে থাকব কারা তোমাদের মধ্যে আমার নিকট এসে উপনীত হয়। আল্লাহর কসম! কিছু সংখ্যক লোককে আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি চিৎকার করে বলব, হে প্রভু! এরা আমার লোক এবং আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত। উত্তরে আল্লাহ বলবেন, আপনি অবশ্য জানেন না, আপনার পরে তারা যেসব কার্যকলাপ করেছে। আপনার পরে তারা উল্টা পথে ফিরে যাচ্ছিল।

وَحَدَّثَنِي يُونسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُونَ الْحَوْضَ، وَلَمْ أَسْمَعْ ذٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا مِنْ

ذٰلِكَ، وَالْجَارِيَةُ تَمْشُطُنِي، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ!» فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: اسْتَأْخِرِي عَنِّي، قَالَتْ: إِنَّمَا دَعَا الرِّجَالَ وَلَمْ يَدْعُ النِّسَاءَ، فَقُلْتُ: إِنِّي مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ، فَإِيَّايَ لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُّ عَنِّي كَمَا يُذَبُّ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، فَأَقُولُ: فِيمَ هٰذَا؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا».

৫৮০৩। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাধারণ লোকদের মুখে শুনে আসছি তারা হাউজে কাউসারের আলোচনা করছে। তবে একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এখনও শুনিনি। এরপর একদিন এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হল, এ সময় দাসী আমার মাথা আঁচড়াচ্ছিল আর আমি শুনতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, হে লোক সকল! তখন আমি দাসীকে বললাম, আমার থেকে (কিছুক্ষণ) পিছনে সরে দাঁড়াও। দাসী বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে আহ্বান করেছেন, নারীদেরকে ডাকেননি। আমি বললাম, আমি এর মধ্যে শামিল।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি হাউজের নিকট তোমাদের জন্য আগাম অভ্যর্থনাকারী হিসাবে উপস্থিত থাকব। আমার কাছে তোমাদের এমন কেউ যেন না আসে যাকে আমার নিকট থেকে এভাবে তাড়িয়ে দেয়া হবে যেরূপ হারিয়ে যাওয়া উটকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে যখন তাড়িয়ে নেয়া হবে তখন আমি বলব, এরূপ কেন করা হচ্ছে? উত্তরে বলা হবে, আপনি অবশ্য জানেন না, আপনার পরে তারা কি কাণ্ড ঘটিয়েছে। তখন আমি 'সুহকান' বলব অর্থাৎ 'দূর হও'।

وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ - وَهِيَ تَمْتَشِطُ - «أَيُّهَا النَّاسُ» فَقَالَتْ لِمَاشِطَتِهَا: كُفِّي رَأْسِي، بِنَحْوِ حَدِيثِ بُكَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ.

৫৮০৪। আবদুল্লাহ ইবনে রাফে বলেন, উম্মু সালামা (রা) বর্ণনা করতেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন। তিনি চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উপবিষ্ট হয়ে ঘোষণা করছিলেন : হে লোক সকল! শুনে তিনি আঁচড়ানোকারী দাসীকে বললেন, আমার মাথা

আঁচড়ানো বন্ধ কর বা আঁচড়িয়ে ঠিক করে দাও।... কাসেম ইবনে আব্বাস সূত্রে বুকাইরের বর্ণিত হাদীস সদৃশ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّىٰ عَلَىٰ أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي، وَاللهِ! لَأَنْظُرُ إِلَىٰ حَوْضِيَ الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي، وَاللهِ! مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا».

৫৮০৫। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদবাসীদের উপর মৃতের প্রতি যে নামায অনুরূপ নামায (অর্থাৎ জানাযার নামায) পাঠ করলেন। অতঃপর মিম্বারের কাছে গিয়ে বললেন, আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষমান অগ্রযাত্রী। আমি তোমাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী। আল্লাহর শপথ! আমি এখন আমার হাউজের প্রতি তাকিয়ে আছি। নিশ্চয়ই আমাকে যমীনের যাবতীয় ধনভাণ্ডারের কুঞ্জি দান করা হয়েছে অথবা যমীনের কুঞ্জি দান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি তোমার প্রতি এ আশঙ্কা পোষণ করি না যে, তোমরা আমার পরে মুশরিক হয়ে যাবে, বরং আমি তোমাদের সম্পর্কে এ আশঙ্কা করছি যে, তোমরা ধনরাশির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أُحُدٍ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، فَقَالَ: «إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ، إِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلٰكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا، فَتَهْلِكُوا، كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». قَالَ عُقْبَةُ: فَكَانَتْ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ.

৫৮০৬। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধে নিতহদের প্রতি (জানাযার) দোয়া পাঠ করলেন।

অতঃপর মিম্বারে আরোহণ করলেন যেন তিনি জীবিত ও মৃতদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, নিশ্চয়ই আমি হাউজের নিকট তোমাদের অগ্রনায়ক হব। আর এর প্রস্থ 'আইলা' থেকে 'জুহফা'-এর মাঝখানের দূরত্ব সমতুল্য। আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি এ আশঙ্কা করছি না যে, তোমরা আমার পরে মুশরিক হয়ে যাবে বরং তোমাদের প্রতি আশঙ্কাবোধ করছি যে, তোমরা দুনিয়ার প্রতি অধিক আসক্ত হয়ে পড়বে এবং পরস্পর মারামারি-খুনাখুনিতে লিপ্ত হয়ে ঐরূপভাবে হালাক (ধ্বংস) হয়ে যাবে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাত হালাক হয়েছে। উকবা (রা) বলেন, এটাই ছিল সর্বশেষ লগ্ন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে উপবিষ্ট দেখলাম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَلَأُنَازِعَنَّ أَقْوَامًا ثُمَّ لَأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أَصْحَابِي، أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

৫৮০৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি হাউজের পাশে তোমাদের অগ্রবর্তী হব এবং অবশ্যই আমি কতিপয় দলের নিকট দাবী উথাপন করব ও শেষ পর্যন্ত তাদের নিকট হেরে যাব। ঐ মুহূর্তে আমি বলব, হে প্রভু! এরা তো আমার সঙ্গী-সাথী, আমার সঙ্গী-সাথী। তখন তার উত্তরে বলা হবে, আপনি অবশ্যই জানেন না তারা আপনার পরে কি সব নতুন পথ উদ্ভাবন করেছে।

وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ «أَصْحَابِي، أَصْحَابِي».

৫৮০৮। আমাশ থেকে এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি "اصحابى" "اصحابى" এ শব্দদ্বয় উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ.

৫৮০৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাশের হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেছেন। আর মুগীরা সূত্রে বর্ণিত শো'বার হাদীসে আছে : "আমি আবু ওয়ায়েল থেকে শুনেছি"।

وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ وَمُغِيرَةَ.

৫৮১০। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাশ ও মুগীরা বর্ণিত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ».

فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ: «الْأَوَانِي»؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: «تُرَى فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ».

৫৮১১। হারেসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি বলেছেন : তাঁর হাউজ সান্‌আ ও মদীনার মাঝামাঝি দূরত্বের সমান প্রশস্ত। মুস্তাওরাদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি শুনেননি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম الْأَوَانِي শব্দ বলেছেন? তিনি উত্তরে 'না' বললেন। তখন মুস্তাওরাদ বললেন, তাতে নক্ষত্রের ন্যায় অসংখ্য পাত্র দেখা যাবে।

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ ابْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، وَذَكَرَ الْحَوْضَ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الْمُسْتَوْرِدِ وَقَوْلَهُ.

৫৮১২। মাবাদ ইবনে খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হারেসা ইবনে ওহাবকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... এরপর পূর্বের ন্যায় হাউজের উল্লেখ করেছেন। আর এ বর্ণনায় তিনি মুস্তাওরাদ ও নিজের কথা উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ

ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا، مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ».

৫৮১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই তোমাদের সামনে একটা হাউজ রয়েছে। তার দু'প্রান্তের মাঝখানের দূরত্ব 'জারবা' ও 'আযরুহা' এ দু'স্থানের মাঝের দূরত্বের সমান।

টীকা : 'জারবা' ও 'আযরুহা' দুটো স্থানের নাম। পূর্বে 'ইলা' ও 'জারআ' নামক স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। হাউজের দু'প্রান্তের দূরত্বকে আনুমানিক উপরোক্ত স্থানসমূহের দূরত্বের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথবা হাউজের পানপাত্রের সংখ্যাধিক্য বুঝাতে গিয়ে উক্ত স্থানসমূহের বিস্তৃতির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ» - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنَّىٰ: «حَوْضِي».

৫৮১৪। উবাইদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে নাফে ইবনে উমার (রা) থেকে এবং তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে একটা হাউজ রয়েছে যার প্রশস্ততা 'জারবা ও 'আযরুহা'র মাঝখানের দূরত্বসম। ইবনে মুসান্নার রেওয়ায়েতে আছে 'আমার হাউজ'।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: قَرْيَتَيْنِ بِالشَّامِ، بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بِشْرٍ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

৫৮১৫। উবাইদুল্লাহ (রা) এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে একটু বাড়িয়েছেন। উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি তাকে (নাফে) জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন, এ দুটো শাম দেশের দুটো অঞ্চল, যার মাঝখানে তিন রাত্রের পথের সমান দূরত্ব। আর ইবনে বিশরের বর্ণনায় আছে তিন দিন।

وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ.

৫৮১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উবাইদুল্লাহর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَا وَأَذْرُحَ، فِيهِ أَبَارِيقُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا».

৫৮১৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে একটা হাউজ রয়েছে যা 'জারবা' ও 'আযরুহা'র মাঝখানের বিস্তৃতিসম প্রশস্ত হবে। তাতে আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় অসংখ্য পেয়ালা থাকবে। যে তাতে অবতরণ করে একবার পানি পান করবে এরপর আর কখনও সে তৃষ্ণার্ত হবে না।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا، أَلَا! فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَىٰ أَيْلَةَ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ».

৫৮১৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাউজে কাওসারের পেয়ালা কিরূপ? তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, হাউজের পেয়ালাসমূহ আকাশের নক্ষত্র ও তারকারাজির সংখ্যা থেকেও অধিক। মনে রেখ, কৃষ্ণপক্ষের তিমির রাতে পরিদৃষ্ট তারকারাজি বেহেশতের পেয়ালা সদৃশ। যে ব্যক্তি একবার ঐ পেয়ালা থেকে পান করবে সে আর চিরকাল পিপাসিত হবে না। বেহেশত থেকে দুটো ঝর্না হাউজে প্রবাহিত হতে থাকবে। যে ব্যক্তি তা থেকে একবার পান করবে সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। এর প্রস্থ দৈর্ঘ্য সমতুল্য, যার ব্যাপ্তি হবে 'আম্মান' থেকে 'ইলা' পর্যন্ত। এর পানি দুধের চেয়ে অধিক সাদা এবং মধুর চেয়ে অধিক সুমিষ্ট।

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّىٰ يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ»، فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ: «مِنْ مُقَامِي إِلَىٰ عَمَّانَ» وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ، يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ».

৫৮১৯। সওবান (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নবী (মুহাম্মাদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি আমার হাউজের দ্বারপ্রান্তে থাকব এবং ইয়েমেনবাসীদের জন্য বাকী লোকদেরকে (সাময়িকভাবে) দূরে সরিয়ে দেব। আমি লাঠি দিয়ে আঘাত করলে তা তাদের নিকট প্রবাহিত হবে। এ প্রসঙ্গে তাঁকে হাউজের প্রস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমার এ অবস্থান থেকে আম্মান পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এর পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বললেন : তা দুধের চেয়েও অধিকতর শুভ্র এবং মধুর চেয়ে অধিকতর সুমিষ্ট। বেহেশত থেকে দুটো ঝর্না প্রবাহিত হয়ে একে পরিপূর্ণ করে রাখবে। তন্মধ্যে একটা স্বর্ণের ও অপরটা রূপার।

টীকা : ইয়েমেনবাসীদের জন্যে সব লোককে দূরে সরিয়ে দেয়ার তাৎপর্য এই যে, ইয়েমেনবাসীরা ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী ছিলেন। সুতরাং তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে প্রথমেই হাউজে কাউসারের পানি পান করার সুযোগ দেয়া হবে। তাছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য এলাকা থেকেও যারা ইসলামে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তারাও এ মর্যাদার অধিকারী হবে। ইয়েমেন থেকে বেশী সংখ্যক লোক অগ্রে ইসলাম গ্রহণ করায় তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِ هِشَامٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عِنْدَ عُقْرِ الْحَوْضِ».

৫৮২০। শাইবান (রা) কাতাদা (রা) থেকে হিশাম সূত্রে তাঁর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ব্যতিক্রম এতটুকু যে, তিনি বলেছেন, আমি কিয়ামতের দিন হাউজের প্রবেশদ্বারে থাকব।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ ثَوْبَانَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، حَدِيثَ الْحَوضِ، فَقُلْتُ لِيَحْيَ بْنِ حَمَّادٍ: هٰذَا حَدِيثٌ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ، فَقَالَ: وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا مِنْ شُعْبَةَ فَقُلْتُ: انْظُرْ لِي فِيهِ، فَنَظَرَ لِي فِيهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ.

৫৮২১। সওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাউজের হাদীস বর্ণনা করলে আমি ইয়াহইয়া ইবনে হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বললাম, এ হাদীস আমি আবু আওয়ানা (রা) থেকে শুনেছি। তখন তিনি বললেন, আমি এ হাদীস শু'বা (রা) থেকেও শুনেছি। আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন! তিনি অনুগ্রহ করে তা আমাকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَأَذُودَنَّ عَنْ حَوْضِي رِجَالًا كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الْإِبِلِ».

৫৮২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি অবশ্যই কিছু লোককে আমার হাউজ থেকে এভাবে তাড়িয়ে দেব যেভাবে কোন অপরিচিত উটকে নিজ উট থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৫৮২৩। মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ হাদীস ব্যক্ত করেছেন।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَدْرُ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ». [انظر: ٥٩٩٨]

৫৮২৪। ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালিক (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার হাউজের পরিমাপ আনুমানিক এতটুকু যতটুকু ইয়েমেনের আইলা ও সান'আর মাঝখানে দূরত্ব। আর হাউজের মধ্যে এত অসংখ্য পেয়ালা রয়েছে যেরূপ আসমানের তারকারাজি অসংখ্য।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنْ صَاحَبَنِي، حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلَيَّ، اخْتُلِجُوا دُونِي، فَلَأَقُولَنَّ: أَيْ رَبِّ! أُصَيْحَابِي، أُصَيْحَابِي، فَلَيُقَالَنَّ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

৫৮২৫। ওহাইব (রা) বলেন, আমি আবদুল আজীজ ইবনে সুহাইবকে (রা) বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমাদের কাছে আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক হাউজের নিকট এসে উপস্থিত হবে। অতঃপর আমি যখন তাদেরকে দেখতে পাব এবং আমার নিকট পৌঁছবে এমন সময় তাদেরকে আমার সম্মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি ফরিয়াদ করে বলব, হে প্রভু! এরা তো আমার সঙ্গী-সাথী, আমার সঙ্গী-সাথী। এর উত্তরে আমাকে বলা হবে, আপনি অবশ্য জানেন না, আপনার পরে তারা কি কাণ্ড ঘটিয়েছে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، جَمِيعًا عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَٰذَا الْمَعْنَىٰ، وَزَادَ: «آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ».

৫৮২৬। এ সূত্রে আনাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ ভাবার্থসূচক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সাথে এ কথাটুকু বাড়িয়েছেন, 'এর পেয়ালাসমূহ নক্ষত্ররাজির সমসংখ্যক'।

وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ - وَاللَّفْظُ لِعَاصِمٍ -: قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ». [راجع: ٥٩٩٥]

৫৮২৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার হাউজের উভয় প্রান্তের মাঝখান এতটুকু প্রশস্ত যতটুকু সানআ ও মদীনার মাঝখানের দূরত্ব।

وَحَدَّثَنَا هَٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنُ [بْنُ عَلِيٍّ] الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا شَكَّا فَقَالَا: أَوْ مِثْلَ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ «مَا بَيْنَ لَابَتَيْ حَوْضِي».

৫৮২৮। কাতাদা সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেবল তাঁরা (পূর্বোক্ত রাবীদ্বয়) সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, অথবা মদীনা ও আম্মানের মাঝখানের দূরত্ব সমতুল্য।
আবু 'আওয়ানার বর্ণিত হাদীসে আছে– "مَا بَيْنَ لَابَتَيْ حَوْضِي" ।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «تُرَىٰ فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ».

৫৮২৯। কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর নবী (মুহাম্মাদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হাউজের মধ্যে আকাশের নক্ষত্ররাজির ন্যায় অসংখ্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পেয়ালা পরিদৃষ্ট হবে।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: «أَوْ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ».

৫৮৩০। কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ বলেছেন, তবে অতিরিক্ত এতটুকু বলেছেন, 'অথবা আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর চেয়ে অধিক সংখ্যক'।

حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ السَّكُونِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي [رَحِمَهُ اللهُ]: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَىٰ الْحَوْضِ، وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةَ، كَأَنَّ الْأَبَارِيقَ فِيهِ النُّجُومُ

৫৮৩১। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মনে রেখ, আমি হাউজের নিকট তোমাদের জন্য অগ্রবর্তী হব। আর মনে রেখ, হাউজের দু'প্রান্তের মাঝখানের দূরত্ব 'সানআ' ও 'আইলা'র মাঝখানের দূরত্বের সমান হবে। তাতে পেয়ালাসমূহ যেন নক্ষত্রমণ্ডলী (অর্থাৎ নক্ষত্রের ন্যায় অসংখ্য)।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ».

৫৮৩২। আমর ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার গোলাম নাফে মারফত জাবির ইবনে সামুরার (রা) নিকট লিখে পাঠালাম, আমাকে এমন কিছু সম্পর্কে অবহিত করুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। রাবী বলেন, এরপর তিনি আমার কাছে এ কথাটুকু লিখে পাঠালেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমি হাউজের নিকট অগ্রবর্তী হব।

অনুচ্ছেদ : ১০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফেরেশতাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণপূর্বক তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَنْ شِمَالِهِ، يَوْمَ أُحُدٍ، رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بَيَاضٌ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ السَّلَامُ.

৫৮৩৩। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডানে ও বামে সাদা পোশাক পরিহিত দু'ব্যক্তিকে দেখলাম, তাঁদেরকে আগে-পরে আর কখনও দেখিনি। অর্থাৎ জিব্রাইল ও মিকাঈল (আ)-এ ফেরেশতাদ্বয়কে দেখলাম।

টীকা : বদরের যুদ্ধে যে ফেরেশতাগণ অংশগ্রহণ করে মুসলমানদের সাহায্য করেছিলেন তা কুরআনের

আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ উহুদ যুদ্ধেও ফেরেশতাদের উপস্থিতির কথা এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যপরায়ণতা ও মর্যাদা সুপ্রমাণিত হচ্ছে।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا سَعْدٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ، عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَنْ يَسَارِهِ، رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.

৫৮৩৪। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডানে ও বামে সাদা পোশাক পরিহিত দু'ব্যক্তিকে দেখলাম, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে ভীষণ যুদ্ধ করছিলেন, আমি তাদেরকে পূর্বে ও পরে আর কখনও দেখিনি।

অনুচ্ছেদ : ১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বীরত্ব।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ - قَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَاجِعًا، وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَىٰ الصَّوْتِ، وَهُوَ عَلَىٰ فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ: «لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا»، قَالَ: «وَجَدْنَاهُ بَحْرًا، أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ». قَالَ: وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ.

৫৮৩৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর মানুষ, তিনি ছিলেন সবচেয়ে অধিক দানশীল ব্যক্তি, সবচেয়ে বীর পুরুষ। একরাত্রে মদীনাবাসীরা একটা বিকট শব্দ শুনে ঘাবড়ে গেল। কিছু সংখ্যক লোক ঐ শব্দের পানে ছুটে গেল। অতঃপর দেখা গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন অবস্থায় তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন এবং তিনি তাদের পূর্বেই আওয়াজস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এ সময় তিনি আবু তালহার অনাবৃত ঘোড়ার উপর উপবিষ্ট ছিলেন, উহার গর্দানে তলোয়ার ঝুলানো ছিল।

তিনি বলছিলেন, তোমরা ভীত হয়ো না, তোমরা ভীত হয়ো না। রাবী (আনাস) বলেন, আমরা তাকে যথেষ্ট দ্রুতগতিসম্পন্ন দেখতে পেলাম অথবা দেখলাম উহা বেশ দ্রুতগামী। অথচ ইতিপূর্বে সেটা ছিল একটা মন্থর গতির ঘোড়া।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَرَكِبَهُ فَقَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا».

৫৮৩৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মদীনায় একটা ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা গেল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহার জন্য 'মানদুব' নামক একটা ঘোড়া ধার করলেন এবং নিজে তাতে আরোহণ করলেন। (ক্ষণিকের মধ্যে ফিরে এসে) তিনি বললেন, ভীতিপ্রদ কোন কিছু দেখলাম না। যদিও আমরা ঘোড়াটিকে অতিশয় দ্রুতগতিসম্পন্ন দেখতে পেলাম।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: فَرَسًا لَنَا، وَلَمْ يَقُلْ: لِأَبِي طَلْحَةَ، وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ: عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَنَسًا.

৫৮৩৭। উপরোক্ত সূত্রে শো'বা (রা) বর্ণনা করেছেন। ইবনে জাফর বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন : "فَرَسٌ لَنَا" অর্থাৎ আমাদের একটা ঘোড়া। তাতে আবু তালহার ঘোড়া বলেননি। কাতাদা সূত্রে বর্ণিত খালিদের হাদীসে আছে, 'আমি আনাস থেকে শুনেছি'।

অনুচ্ছেদ : ১২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতা।

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ [بْنِ مَسْعُودٍ]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ

رَمَضَانَ، إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فِي رَمَضَانَ حَتَّىٰ يَنْسَلِخَ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

৫৮৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন কল্যাণকর বস্তু দান করার ব্যাপারে সবার চেয়ে অধিক অগ্রসর। আর তিনি সর্বাধিক দানশীলতার পরিচয় দিতেন মাহে রমযানে। জিবরাইল (আ) প্রতি বছর রমযানে তাঁর সাথে মিলিত হতেন, মাসের সমাপ্তি পর্যন্ত (এভাবে নিয়মিত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হতো।) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল (আ)-এর নিকট কুরআন উপস্থাপিত করতেন। যে সময় জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতেন ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবল বেগে প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও অধিক দান করতেন।

حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يُونُسَ؛ ح:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৫৮৩৯। আবদুর রাজ্জাক ও মা'মার উভয়ে যুহরী (রা) থেকে এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্র।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ [بْنِ مَالِكٍ] قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ عَشْرَ سِنِينَ، وَاللهِ! مَا قَالَ لِي: أُفًّا قَطُّ، وَلَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا؟ وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا؟. زَادَ أَبُو الرَّبِيعِ: لَيْسَ مِمَّا يَصْنَعُهُ الْخَادِمُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: وَاللهِ!

৫৮৪০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ খেদমত করলাম। খোদার কসম! তিনি কখনও আমার প্রতি 'আহ্' শব্দ উচ্চারণ করেননি (অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করেননি) অথবা কখনও আমাকে কোন কাজের জন্য এতটুকু বলেননি, কেন এরূপ করেছ? এবং কেন এরূপ করনি? (আমার প্রতি রাগ বা বিরক্তিভাব প্রকাশ করেননি) আবু রাবী' এতটুকু বাড়িয়ে

বলেছেন– এমন কাজ যা সাধারণত খাদেম করে না (বা করা উচিত নয়) তিনি "وَاللهِ" শব্দটি উল্লেখ করেননি।

وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ، بِمِثْلِهِ.

৫৮৪১। সাবেতুল বুনানী (রা) আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ - وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ - قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، وَاللهِ! مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هٰذَا هٰكَذَا؟.

৫৮৪২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তশরীফ আনলেন, তখন আবু তালহা (রা) আমার হাত ধরে আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আনাস একজন চালাক ভৃত্য। অতএব তাকে আপনার খেদমতে নিয়োজিত করলে ভাল হয়। আনাস (রা) বলেন, এরপর আমি সফরে ও গায়র সফরে সর্বত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়োজিত থাকলাম। খোদার কসম! তিনি কখনও আমাকে কোন কাজের জন্য এমন কথা বলেননি যে, তুমি কেন এ কাজটা এভাবে করেছ? অথবা কোন কাজ না করলে বা ঠিকমত আঞ্জাম না দিলে একথা বলেননি 'তুমি কেন এ কাজটা এভাবে করনি?'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تِسْعَ سِنِينَ، فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِي قَطُّ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلَا عَابَ عَلَيَّ شَيْئًا قَطُّ.

৫৮৪৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ নয় বছর যাবৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। (এ দীর্ঘ কালের মধ্যে)

আমি কখনও তাঁকে দেখিনি যে তিনি আমাকে এরূপ বলেছেন : 'তুমি কেন এরূপ করেছ? এরূপ করেছ?' আর কোন ব্যাপারে তিনি কখনও আমাকে দোষারোপ করেননি।

حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ إِسْحٰقُ: قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَا أَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ؛ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ أَمُرَّ عَلَىٰ الصِّبْيَانِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: «يَا أُنَيْسُ! أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ، يَا رَسُولَ اللهِ!.

৫৮৪৪। আনাস (রা) বলেন, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোন কাজে পাঠাতে চাইলে আমি বললাম, দোহাই আল্লাহর, আমি যাব না। অথচ মনে মনে আছে যে আল্লাহর সেরা নবী আমাকে যে কাজের আদেশ করেছেন সে কাজে যাব। এ মনোভাব নিয়ে আমি বের হলাম। যেতে যেতে একদল বালকের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, তারা বাজারে খেলতামাশা করছে। এমন সময় হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছন থেকে আমার ঘাড়ে চেপে ধরলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি হাসছেন। তারপর বললেন, প্রিয় আনাস! আমি তোমাকে যেখানে যাওয়ার আদেশ করেছিলাম সেখানে গিয়েছ কি? আমি বললাম, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ যাচ্ছি। আনাস (রা) বলেন, খোদার শপথ! আমি দীর্ঘ নয় বছর যাবৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমার মনে পড়ে না যে, আমার কোন কাজের জন্যে তিনি কখনও এরূপ বলেছেন– 'তুমি কেন এরূপ করেছ? কেন এরূপ করেছ'? অথবা কোন কাজ না করার জন্যে এরূপ বলেছেন যে, 'তুমি কেন এ কাজটা করলে না? কেন এ কাজটা করলে না'?

টীকা : কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, আনাস (রা) দশ বছর যাবৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। আর কোন রেওয়ায়েতে নয় বছর। প্রকৃতপক্ষে আনাস (রা) নয় বছর কয়েক মাস খেদমতে ছিলেন। যেসব রেওয়ায়েতে দশ বছরের উল্লেখ আছে, তাতে কয়েক মাসকে বছর হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আর যেসব রেওয়ায়েতে নয় বছর উল্লেখ করা হয়েছে উহাতে কতিপয় মাসকে গণ্য করা হয়নি।

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. [راجع: ٦٠١٥]

৫৮৪৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

অনুচ্ছেদ : ১৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا.

৫৮৪৬। ইবনুল মুনকাদির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, জাবির বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কখনও এমন কিছু চাওয়া হয়নি যাতে তিনি 'না' বলেছেন। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এমন দৃষ্টান্ত নেই যে তাঁর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি নিষেধ করে দিয়েছেন; বরং কিছু না কিছু অবশ্যই দান করেছেন। তাঁর কাছ থেকে কেউ কোন দিন বঞ্চিত হয়নি।)

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ، بِمِثْلِهِ، سَوَاءً.

৫৮৪৭। মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে অনুরূপ সমান সমান বর্ণনা করতে শুনেছি।

وَحَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ.

৫৮৪৮। মুসা ইবনে আনাস (রা) তাঁর পিতা (আনাস) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর পিতা (আনাস রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলামের শর্ত

সাপেক্ষে যা কিছু চাওয়া হয়েছে, তিনি অবশ্যই তা দান করেছেন।

আনাস (রা) বলেন, তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে কিছু চাইলে তিনি তাকে এত বিপুল সংখ্যক বকরী দান করলেন, যাতে দু'পাহাড়ের মাঝখান ভরে যাবে। ঐ ব্যক্তি তা নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন উজাড় করে দান করেন যে নিজ অন্নকষ্টের চিন্তাও করেন না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَأَتَىٰ قَوْمَهُ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ! أَسْلِمُوا، فَوَاللهِ! إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ.

فَقَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّىٰ يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

৫৮৪৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে এমন একটা বকরীর পাল চাইল যা দু'পাহাড়ের মাঝখানকে ভরে দিবে। তিনি তাকে তা অকাতরে দান করলেন। ঐ ব্যক্তি নিজ সম্প্রদয়ের নিকট এসে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন উজাড় করে দান করেন যে অভাব-অনটনের কোন পরোয়া করেন না। এরপর আনাস (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি প্রথম যখন ইসলাম গ্রহণ করত তখন দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই ইসলাম গ্রহণ করত, প্রকৃতপক্ষে (আন্তরিকতা দিয়ে) ইসলাম গ্রহণ করত না। (ক্রমশ ইসলাম অন্তরে বদ্ধমূল হলে) অবশেষে ইসলাম তার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ থেকে অধিকতর প্রিয় হয়ে যেত।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ، ثُمَّ مِائَةً، ثُمَّ مِائَةً.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: وَاللهِ! لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّىٰ إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ.

৫৮৫০। ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (৮ম হিজরীতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের অভিযান চালিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তার সঙ্গী মুসলমানদেরকে নিয়ে পুনরায় বের হলেন এবং হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। যাতে মহান আল্লাহ তাঁর দীনকে ও মুসলমানদেরকে বিজয়ী করলেন। ঐদিন (হুনাইনের দিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে প্রথমে একশত বকরী দান করলেন, তারপর আবার একশত বকরী, তারপর আবার একশত বকরী। ইবনে শিহাব (রা) বলেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, সাফওয়ান মন্তব্য করেছে, খোদার কসম! যে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এত পরিমাণ দানে ভূষিত করেছেন তার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন আমার কাছে সবচেয়ে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। তারপর ক্রমাগত দানের পর শেষ পর্যন্ত তিনি হলেন আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ؛ [أَنَّهُ] سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَىٰ الْآخَرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْتُ أَيْضًا عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ الْآخَرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَٰكَذَا وَهَٰكَذَا وَهَٰكَذَا»، وَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، فَقَدِمَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَىٰ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَٰكَذَا وَهَٰكَذَا وَهَٰكَذَا» فَحَثَىٰ أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ لِي: عُدَّهَا، فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ، فَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا.

৫৮৫১। সুফিয়ান (রা) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদিরকে বলতে শুনেছি, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে শুনেছি। সুফিয়ান বলেন, আমি আরও শুনেছি 'আমর ইবনে দীনার মুহাম্মাদ ইবনে আলী থেকে বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে শুনেছি, একে অপরের চেয়ে কিছু বাড়িয়ে বলেছেন। জাবির (রা)

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের কাছে যদি বাহরাইনের ধনরাশি এসে পৌছে, তবে তোমাকে এত এত পরিমাণ দান করব, তিনি সবগুলো হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন। কিন্তু বাহরাইন থেকে ধনরাশি আসার পূর্বেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করলেন। এরপর হযরত আবু বাক্‌রের (রা) খিলাফতকালে উক্ত ধনরাশি এসে পৌছলে তিনি এক ব্যক্তিকে এ ঘোষণা করার জন্য আদেশ করলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কারও কোন প্রতিশ্রুতি বা ঋণ থাকলে সে যেন উপস্থিত হয়।" (এ ঘোষণার পর) আমি গিয়ে বললাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যদি বাহরাইনের ধনরাশি এসে যায়, তবে তোমাকে এত এত পরিমাণ ধন দান করব। একথা শুনে আবু বাক্‌র (রা) এক মুষ্টি অর্পণ করে আমাকে বললেন, এটা গুণে নাও। আমি গুণে দেখলাম পাঁচশত মুদ্রা। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, এর দ্বিগুণ নিয়ে যাও।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنَا، بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

৫৮৫২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করে যান তারপর আ'লা ইবনে মহাযরামীর তরফ থেকে আবু বাক্‌র সিদ্দীকের (রা) কাছে প্রচুর ধনরত্ন এসে পৌছল। অতঃপর আবু বাক্‌র (রা) ঘোষণা করে দিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যদি কারও কোন ঋণ থাকে অথবা ইতিপূর্বে কারও প্রতি কোন প্রতিশ্রুতি থাকে সে যেন এসে হাযির হয়।... ইবনে উয়াইনার হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ১৫

শিশুদের প্রতি ও সন্তানের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ ও তাঁর বিনয়ী ভাব।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ - وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ

غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي، إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -» ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَىٰ أُمِّ سَيْفٍ، امْرَأَةِ قَيْنٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَيْفٍ، فَانْطَلَقَ يَأْتِيهِ وَاتَّبَعْتُهُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ، قَدِ امْتَلَأَ الْبَيْتُ دُخَانًا، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ! أَمْسِكْ، جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَمْسَكَ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّبِيِّ، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ.

فَقَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا، وَاللهِ! يَا إِبْرَاهِيمُ! إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ».

৫৮৫৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আজ রাতে আমার একটা ছেলে সন্তান জন্ম নিয়েছে। আমি তার নাম আমার পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নামানুসারে ইবরাহীম রেখেছি। এরপর তাকে আবু সাইফ নামক জনৈক কর্মকারের স্ত্রী উম্মু সাইফের নিকট হস্তান্তর করা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুত্রের নিকট আসার জন্যে রওয়ানা হলে আমি তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করলাম। অতঃপর আমরা আবু সাইফের নিকট পৌছে দেখি সে তার ভাট্টিতে ফুঁকাচ্ছে যে জন্য সারা ঘর ধূঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি হেঁটে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে পৌছে বললাম, হে আবু সাইফ! ফুঁকানো বন্ধ কর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ এনেছেন। সে ফুঁক বন্ধ করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুটিকে নিয়ে আসা হলে তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং আল্লাহর যা ইচ্ছে ছিল তাই বললেন। আনাস (রা) বলেন, এ সময় আমি শিশুর অবস্থা দেখলাম, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অতি কষ্টে শ্বাস নিচ্ছে (তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে।) (এ করুণ দৃশ্য দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি বললেন, চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে, হৃদয় অস্থির হচ্ছে, তবে আমার প্রভুর যা খুশী তার বিপরীত কিছু বলব না। খোদার কসম! হে ইবরাহীম! তোমার জন্য আমরা সবাই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত।

টীকা : মুমূর্ষু ব্যক্তি অথবা মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করা ও অশ্রু বিসর্জন দেয়াতে কোন দোষ নেই। বরং তা স্নেহ-মমতারই পরিচায়ক যা মানুষের হৃদয়ে জন্মগতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সহজাত প্রবৃত্তিকে রোধ করার ক্ষমতা মানুষের নেই। কারো বিয়োগ বিচ্ছেদ বা মৃত্যুতে একেবারে ভেঙ্গে পড়া, উচ্চস্বরে বিলাপ করা, অধৈর্য প্রকাশ করা, হাত-পা মারা ইত্যাদি কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ। কেননা এহেন কার্যকলাপে আল্লাহর বিধানের প্রতি অবমাননা প্রকাশ পায়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু একজন মানুষ ছিলেন তাই মানবীয় স্বভাব থেকে তিনি

মুক্ত ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন এমন এক আদর্শ মানব যাকে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি ছিলেন দয়ামায়া স্নেহ-মমতার মূর্ত প্রতীক। মানুষের ব্যথায় ব্যথিত হওয়াই ছিল তার জীবনের বৈশিষ্ট্য। অতএব তাঁর একান্ত ঔরসজাত সন্তানের করুণ অবস্থা দৃষ্টে তাঁর হৃদয় বিগলিত হওয়া ও চোখে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ.

قَالَ عَمْرٌو: فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ، وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ».

৫৮৫৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা সন্তানের প্রতি অধিকতর স্নেহশীল আর কাউকে দেখিনি। (তাঁর পুত্র) ইবরাহীম মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দুধপানরত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখার জন্যে যেতেন আর আমরা তাঁর সাথে থাকতাম। তিনি গৃহে প্রবেশ করতেন আর ঘর ধূঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকত। কেননা, তার দুধপিতা ছিল একজন কর্মকার (কামার)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতেন অতঃপর ফিরে আসতেন। 'আমর ইবনে সাঈদ বলেন, যখন ইবরাহীম ইনতিকাল করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবরাহীম আমার পুত্র এবং সে কোলে থাকা অবস্থায় (শৈশবে) মারা গেছে। তার দুধপিতা ও দুধমাতা বেহেশতে তার দুগ্ধপান কার্য সমাপ্ত করবে।

টীকা : পবিত্র কুরআনে শিশুদের পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়ানোর বিধান রাখা হয়েছে। প্রতিটি সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়ানো যেতে পারে। নবীপুত্র ইবরাহীম ১৬ বা ১৭ মাস দুধ পান করে ইনতিকাল করেছেন। আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা রক্ষার্থে তাকে বেহেশতে তার দুধপান সম্পন্ন করাবেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُوا: لَكِنَّا، وَاللهِ! مَا نُقَبِّلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ».

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: «مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ».

৫৮৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি আপনাদের শিশুদেরকে চুম্বন করেন? তাঁরা উত্তরে বললেন, হাঁ! তারা বলল, কিন্তু আল্লাহর কসম, আমরা তো চুম্বন করি না! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ যদি তোমাদের থেকে দয়ামায়া ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন, তবে আমার করার কিছুই নেই। ইবনে নুমাইরের বর্ণনায় আছে– "مِنْ قَبْلِكَ الرَّحْمَةَ" ।

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ».

৫৮৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আকরা' ইবনে হাবেস (রা) একবার দেখলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান (রা)-কে চুম্বন করছেন। দেখে তিনি বললেন, আমার দশটি সন্তান, তাদের একজনকেও চুম্বন করিনি। শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে অন্যকে স্নেহ করে না তার প্রতি কেউ স্নেহ প্রদর্শন করে না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৫৮৫৭। এ সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ جَرِيرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ]».

৫৮৫৮। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ.

৫৮৫৯। পরিবর্তিত বিভিন্ন সূত্রে জারীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'আমাশের হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক লজ্জা-সম্ভ্রম।

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

৫৮৬০। কাতাদা (রা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু উতবা (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে অবস্থিত পর্দানসীন কুমারী থেকেও অধিকতর সম্ভ্রমশীল ছিলেন। আর যখন তিনি কোন কিছু অপছন্দ করতেন তাঁর চেহারায় উহার নিদর্শন আমরা বুঝতে পারতাম।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حِينَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْكُوفَةِ، فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ

فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا».

قَالَ عُثْمَانُ: حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ [إِلَى] الْكُوفَةِ.

৫৮৬১। মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সময় মুয়াবিয়া (রা) কূফা নগরীতে পৌঁছলেন, তখন আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমরের কাছে গেলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা আলোচনা করে বললেন, তিনি কখনও অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করেননি আর কখনও অশ্লীলতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি এবং তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি তারাই যারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী। উসমান বলেন, 'যে সময় আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর মুয়াবিয়ার সাথে কূফায় পৌঁছলেন'।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫৮৬২। উভয় সূত্রের রাবীগণ সবাই এ সূত্রে আ'মাশ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুচকি হাসি ও সদাচরণ।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ، وَيَتَبَسَّمُ ﷺ.

৫৮৬৩। সিমাক ইবনে হারব বলেন, আমি জাবির ইবনে সামুরাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে বসতেন? তিনি বললেন, হাঁ। অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জায়নামাযে ফজরের নামায আদায় করতেন, তা থেকে সূর্য উদয়ের আগ পর্যন্ত উঠে যেতেন না। সূর্য উদিত হলে উঠে যেতেন। সঙ্গীসাথীগণ জাহেলিয়াতের বিষয় উল্লেখ করে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং শব্দ করে হাসতেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি হাসতেন।

অনুচ্ছেদ : ১৮

নারীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়ার্দ্রতা ও তাদের প্রতি সহজ আচরণের নির্দেশ।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَغُلَامٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، يَحْدُو، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَنْجَشَةُ! رُوَيْدَكَ، سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ».

৫৮৬৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন এবং 'আন্‌জাশা' নামক একটা কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম (দাস) ছড়া গান গেয়ে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে আন্‌জাশা! ধীরে চালাও টোটকা বস্তু সদৃশ নারীদেরকে।

টীকা : নারীদেরকে কাঁচের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কাঁচ বা সীসা টোটকা জিনিস। সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তদ্রূপ নারী জাতিও একটু কষ্টে ভেঙ্গে পড়ে ও ধৈর্যহারা হয়ে যায়। ' رُوَيْدَكَ سُوْقًا بِالْقَوَارِيْرَ ' এ কথাটির দু'রকম অর্থ হতে পারে : (১) মন্থর গতিতে চল এবং নারীদের প্রতি যাত্রা সহজ কর, যাতে করে তারা ক্লান্ত না হয়ে পড়ে। (২) তোমার গান বন্ধ কর যাতে করে উট চলার গতি মন্থর হয় এবং নারীদের ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা না থাকে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو كَامِلٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، بِنَحْوِهِ.

৫৮৬৫। আনাস (রা) থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى عَلَىٰ أَزْوَاجِهِ، وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، فَقَالَ: «وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ! رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ».

قَالَ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ.

৫৮৬৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক সফরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ স্ত্রীদের নিকট আসলেন। জনৈক গোলাম তাদেরকে (তাদের উট) দ্রুত

চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তার নাম 'আন্‌জাশা'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, থাম আন্‌জাশা! ধীর গতিতে ঠোটকা বস্তুসমূহ চালিয়ে নাও (অর্থাৎ মহিলাদেরকে ধীরে ধীরে চালিয়ে নিয়ে যাও)।

আবু কালাবা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটা কথা বললেন, যদি তোমাদের কেউ এ ধরনের কথা বলতো, তবে তোমরা তাকে নিয়ে তামাসা করতে।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «أَيْ أَنْجَشَةُ! رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ».

৫৮৬৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সাথে উম্মু সুলাইম ছিলেন। আর একজন চালক ভৃত্য তাদেরকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আন্‌জাশা! ধীর গতিতে এ ঠোটকা বস্তুসমূহ (মহিলা) চালিয়ে নিয়ে যাও (অন্যথায় তারা ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়বে)।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنِي هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «رُوَيْدًا يَا أَنْجَشَةُ! لَا تُكَسِّرِ الْقَوَارِيرَ» يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ.

৫৮৬৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর স্বরবিশিষ্ট একজন গায়ক ছিল। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আন্‌জাশা! ধীরে ধীরে চল। শীশাগুলো ভেঙ্গে ফেল না[১] অর্থাৎ দুর্বল মহিলাদেরকে ক্লান্ত-অবসন্ন করে দিও না।

টীকা : মহিলারা জন্মগতভাবেই পুরুষদের অপেক্ষা লাজুক ও দুর্বল হয়ে থাকে। তারা অধিক পরিশ্রম করতে পারে না। অধিক পরিশ্রম করলে ভেঙ্গে পড়ে। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন এবং যথাসম্ভব তাদের সাথে নরম ব্যবহার করা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করার জন্য পুরুষদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি নারীকে শীশা বা কাঁচের সঙ্গে তুলনা করতঃ বলেছেন, শীশা যেমন সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় অনুরূপ নারী জাতিও শীশার ন্যায় ঠোটকা ও ক্ষণভঙ্গুর। তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করলে বা অধিক চাপ প্রয়োগ করলে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ : حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ .

৫৮৬৯। এ সূত্রে আনাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে "حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ" এ বাক্যাংশ উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : ১৯

মানুষের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ঠতা, উদারতা এবং তাঁর থেকে মানুষের বরকত লাভ।

وَحَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي النَّضْرِ، [قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ] يَعْنِي هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَىٰ بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ، وَرُبَّمَا جَاءَهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا .

৫৮৭০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভোরে ফজরের নামায আদায় করতেন, তখন মদীনার খাদেমগণ পানিভরা পাত্র নিয়ে আসত। কোন পাত্র নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে নিজ হাত ডুবিয়ে দিতেন। অনেক সময় শীতের ভোরে পানির ভাণ্ড নিয়ে আসত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাণ্ডে হাত ডুবিয়ে দিতেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ .

৫৮৭১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা দেখলাম, নাপিত তাঁর মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলছে আর সাহাবীগণ তাঁকে চতুর্দিকে ঘিরে রেখেছে। তাঁরা মনে প্রাণে কামনা করছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক একটি চুল যেন কোন ব্যক্তির হাতে পতিত হয় (একটি চুলও যেন হারিয়ে না যায়)।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: «يَا أُمَّ فُلَانٍ! انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ، حَتَّىٰ أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ» فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّىٰ فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

৫৮৭২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একজন মহিলার আকলে (জ্ঞানে) কিছু বিকৃতি ছিল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা) আপনার কাছে আমার একটা প্রয়োজন আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে অমুকের জননী! তোমার ইচ্ছামত যে কোন রাস্তায় তুমি অপেক্ষা কর যাতে করে তোমার প্রয়োজন পুরা করতে পারি। অতঃপর তিনি কোন একটা জনপথে মহিলাটির সাথে নির্জনে আলাপ করেন এবং মহিলাটি প্রয়োজনমুক্ত হয়।

অনুচ্ছেদ : ২০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুনাহ থেকে দূরে থাকা।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৫৮৭৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন দুটি কাজের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে তখন তিনি অপেক্ষাকৃত সহজটাই গ্রহণ করেছেন, যদি তা গুনাহের কাজ না হতো। আর যদি তা গুনাহের কাজ হতো, তবে তিনি তা থেকে সবচেয়ে দূরে থাকতেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও নিজের জন্য কারোর নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। বরং মহান আল্লাহর হুরমতকে বিনষ্ট করা হলে তার জন্যে যথাবিহিত শাস্তির ব্যবস্থা করতেন।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ،

كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ - فِي رِوَايَةِ فُضَيْلٍ، ابْنِ شِهَابٍ، وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ، مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ ح:
وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ.

৫৮৭৪। উপরোক্ত বিভিন্ন সূত্রের রাবীগণ এ সূত্রে মালিকের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْآخَرِ، إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ.

৫৮৭৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন এমন দু'টি বিষয়ের মাঝে এখতিয়ার প্রদান করা হতো যেগুলোর একটা অপরটা থেকে সহজ। তখন তিনি অপেক্ষাকৃত সহজটাই গ্রহণ করতেন যতক্ষণ গুনাহের সম্ভাবনা না হতো। আর যদি গুনাহের সম্ভাবনা থাকতো তবে তা থেকে তিনি সকল মানুষের চেয়ে অধিক দূরে থাকতেন।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ [جَمِيعًا] عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَىٰ قَوْلِهِ: أَيْسَرَهُمَا، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ.

৫৮৭৬। আবু কুরাইব ও ইবনে নুমায়ের আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়ের থেকে, তিনি হিশাম থেকে এ সূত্রে "أَيْسَرُهُمَا" এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তারা পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَحَارِمِ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৫৮৭৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে কোনদিন নিজ হাতে প্রহার করেননি। এমনকি কোন মহিলা ও খাদেমকেও মারেননি। কেবল আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম। এছাড়া

তার উপর কখনও (ব্যক্তিগতভাবে) কোন আঘাত পৌঁছলে তিনি প্রতিপক্ষ থেকে কখনও প্রতিশোধ নেননি। হাঁ, আল্লাহর বিধানসমূহের কোন বিধানকে লংঘন করলে তিনি কেবল আল্লাহর জন্যেই তার প্রতিশোধ নিতেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ.

৫৮৭৮। উল্লিখিত রাবীদের সবাই হিশাম থেকে এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাদের একে অপর থেকে কিছু বাড়িয়ে বর্ণনা করতেন।

অনুচ্ছেদ : ২১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহের সুগন্ধি ও কোমল স্পর্শ।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ وَهُوَ ابْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْأُولَىٰ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّيَ، قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ.

৫৮৭৯। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দিনের প্রথম নামায (যোহর) আদায় করলাম। অতঃপর তিনি নিজ পরিবারবর্গের নিকট রওয়ানা হয়ে গেলেন, আমিও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। তিনি রওয়ানা হলে কিছু সংখ্যক বালক তাঁর নিকট উপস্থিত হল। তিনি বালকদের প্রত্যেকের গালে এক এক করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। জাবির বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গালেও হাত বুলিয়ে দিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের কোমল স্পর্শ অথবা সুগন্ধি এরূপ অনুভব করলাম যেন তাঁর মোবারক হাতখানা কোন আতর বিক্রেতার আতরদানী থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ

عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَنَسٌ: مَا شَمِمْتُ عَنْبَرًا قَطُّ وَلَا مِسْكًا وَلَا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مَسًّا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৫৮৮০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জীবনে কখনও এমন কোন আম্বর অথবা মেশক অথবা কোন আতরের সুগন্ধি গ্রহণ করিনি যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক সুগন্ধ থেকে উৎকৃষ্ট (বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহের সুগন্ধই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট), আর আমি কখনও কোন রেশম বা রেশমী বস্ত্র বা কোন বস্তু এরূপ স্পর্শ করিনি যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের স্পর্শ থেকে অধিক কোমল ও তুলতুলে (বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতখানা অধিকতর কোমল ও তুলতুলে ছিল)।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ:
حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ، إِذَا مَشَىٰ تَكَفَّأَ، وَلَا مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৫৮৮১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহের রং ফুলের ন্যায় উজ্জ্বল সুন্দর ছিল। তাঁর ঘাম যেন মুক্তা বিন্দু। যখন তিনি হাঁটতেন সামান্য হেলতেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের চেয়ে অধিকতর নরম ও কোমল কোন রেশম বা রেশমী বস্ত্র কখনও স্পর্শ করিনি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক সুগন্ধ অপেক্ষা অধিক সুগন্ধযুক্ত কোন মেশক বা আম্বরের ঘ্রাণ কখনও গ্রহণ করিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতখানা সর্বাধিক কোমল ও তাঁর দৈহিক সুগন্ধ অধিকতর সুবাসিত ছিল)।

অনুচ্ছেদ : ২২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘামের সুগন্ধ ও তা দ্বারা বরকত গ্রহণ।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي
ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ، وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ

الْعَرَقَ فِيهَا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! مَا هٰذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ؟» قَالَتْ: هٰذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ.

৫৮৮২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে পড়লে তিনি ঘেয়ে গেলেন। তা দেখে আমার আম্মা একটা কাঁচপাত্র নিয়ে এসে তাতে ঘাম মুছে নিতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মু সুলাইম! একি করছ? উম্মু সুলাইম বললেন, এ হচ্ছে আপনার ঘাম, তা আমরা আমাদের খুশবুর সাথে মিশাই, আর তা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَىٰ فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ، قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأُتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا: هٰذَا النَّبِيُّ ﷺ نَائِمٌ فِي بَيْتِكِ، عَلَىٰ فِرَاشِكِ، قَالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ، وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَىٰ قِطْعَةِ أَدِيمٍ، عَلَىٰ الْفِرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذٰلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، فَفَزِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَا تَصْنَعِينَ؟ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ!» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا، قَالَ: «أَصَبْتِ».

৫৮৮৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সুলাইমের গৃহে প্রবেশ করে তাঁর বিছানায় তাঁর অনুপস্থিতিতে ঘুমাতেন। আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সুলাইমের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি বাইরে থেকে আসলেন। তিনি আসলে তাঁকে কেউ জানাল "এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার ঘরে আপনার বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন।" অতঃপর তিনি এসে দেখেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাম বিছানার এক টুকরা চামড়ার উপর গড়িয়ে পড়ছে। তা দেখে তিনি তাঁর বাক্স খুলে কাপড় দিয়ে ঐ ঘাম মুছতে লাগলেন এবং তা নিংড়ায়ে কাঁচপাত্রে নিতে লাগলেন। এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মু সুলাইম! এ কি করছ? উম্মু সুলাইম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের ছেলেপেলেদের জন্য এ দ্বারা বরকত লাভ করার আশা পোষণ করছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা ঠিক করেছ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ ابْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا، فَتَبْسُطُ لَهُ نِطَعًا فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ، فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيبِ وَالْقَوَارِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! مَا هَذَا؟» قَالَتْ: عَرَقُكَ أَدُوفُ بِهِ طِيبِي.

৫৮৮৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সুলাইম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে তার কাছে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। উম্মু সুলাইম চামড়ার বিছানা বিছায়ে দিতেন আর তিনি তার উপর শুয়ে পড়তেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাম বেশী ছিল। তাই উম্মু সুলাইম তাঁর নিঃসৃত ঘাম জমা করতেন এবং তা খুশবুতে মিশিয়ে রাখতেন ও কাঁচপাত্রে সংরক্ষণ করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টের পেয়ে জিজ্ঞেস করতেন, হে উম্মু সুলাইম! এ কি? উত্তরে তিনি বলতেন, এ হচ্ছে আপনার ঘাম, তা আমি আমার খুশবুর সাথে মিশাই।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তা এতই মোবারক ও কল্যাণপ্রদ ছিল যে পৃথিবীর মানুষ জীবনের সার্বিক দিক থেকে তার দ্বারা উপকৃত হতো। তার ঘামও মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হতো। উম্মু সুলাইমের গৃহে অবস্থান সম্ভবত পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে ছিল অথবা উম্মু সুলাইম নেকাব পরিহিতা অবস্থায় হুজুরের নিদ্রিতাবস্থায় এহেন কাজ আঞ্জাম দিতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، ثُمَّ تَفِيضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًا.

৫৮৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি শীতের প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হতো, তবুও তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম প্রবাহিত হতো।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُهُ، وَأَحْيَانًا مَلَكٌ فِي مِثْلِ صُورَةِ الرَّجُلِ، فَأَعِي مَا يَقُولُ».

৫৮৮৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হারেস ইবনে হিশাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, কিভাবে আপনার নিকট ওহী আসে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন কোন সময় তা আমার কাছে আসে ঘণ্টার ঠক ঠক শব্দের ন্যায়, আর এটা আমার উপর অধিক কষ্টকর। কিছুক্ষণ পর অবশ্য এ কষ্টকর অবস্থা আমার থেকে দূর হয়ে যায় আর আমি যথারীতি তা মুখস্থ করে ফেলি। আবার কোন কোন সময় কোন ফেরেশতা মানুষের প্রতিমূর্তি ধারণ করে আসে এবং যা কিছু ব্যক্ত করে তা আমি মুখস্থ করে নেই।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، كُرِبَ لِذٰلِكَ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ.

৫৮৮৭। উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন ওহী নাযিল হতো তখন এতে তাঁর বেশ কষ্ট হতো এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ، وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُءُوسَهُمْ، فَلَمَّا أُتْلِيَ عَنْهُ، رَفَعَ رَأْسَهُ.

৫৮৮৮। উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন ওহী নাযিল হতো, তখন তিনি মাথা অবনত করতেন এবং অপর সঙ্গীগণও তাঁদের মাথা নিচু করতেন। অতঃপর যখন তাঁর থেকে এ অস্বাভাবিক অবস্থা দূর হয়ে যেত তখন তিনি মাথা উঁচু করতেন।

অনুচ্ছেদ : ২৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুলের অবস্থা এবং তাঁর গুণগত ও আকৃতিগত অবস্থা।

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ - قَالَ مَنْصُورٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا - إِبْرَاهِيمُ

يَعْنِيَان ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُون رُءُوسَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

৫৮৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ (ইহুদী-নাসারা) তাদের চুল (অবিন্যস্ত অবস্থায়) ছেড়ে রাখত, আর মুশরিকগণ আঁচড়িয়ে রাখত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনির্দেশিত ব্যাপারে আহলে কিতাবদের অনুকরণ পছন্দ করতেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমদিকে কপালে ছড়িয়ে রাখতেন। তারপর পরবর্তী সময়ে আঁচড়িয়ে রাখার নিয়ম অনুসরণ করলেন।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত থেকে জানা যায়, তাঁর মাথার চুল লম্বা ছিল এবং তিনি তা সুবিন্যস্ত করে রাখতেন। অবশ্য প্রথমদিকে আহলে কিতাবদের অনুসরণে বিন্যস্ত করে রাখতেন না। চুল দাড়ি আঁচড়িয়ে সুন্দর ও মার্জিত করে রাখা সুন্নাত বা মুস্তাহাব। অনুরূপ চুলে সিঁথি কাটা জায়েয বরং ইমাম মালিকের নিকট মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে সিঁথি কাটতেন আর মাঝে মাঝে ছেড়ে রাখতেন।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৫৮৯০। ইবনে শিহাব থেকে এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ[مُحَمَّدُ] بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ عليه الصلاة والسلام.

৫৮৯১। শো'বা (রা) বলেন, আমি আবু ইসহাককে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি বারাকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মধ্যম আকৃতি বিশিষ্ট, দু'কাঁধের মাঝখানে কিছুটা দূর, লম্বা কেশধারী, যা কানের নিম্নাংশ পর্যন্ত লম্বিত। তাঁর গায়ে ছিল লালবর্ণের দুটো পোশাক (কামিজ ও তহবন্দ)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা সুন্দর কোন মানুষ (জীবনে) কখনও দেখিনি।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিন রকম চুল রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। (১) লিম্মা) (২) জাম্মা (৩) ওয়াফরা।

কানের লতি পর্যন্ত চুল রাখার নাম 'ওয়াফরা'। তার চেয়ে আরেকটু লম্বা বা ঘাড় পর্যন্ত পৌছে 'জাম্মা' এবং যা কাঁধ পর্যন্ত পৌছে বা কাঁধকে ঢেকে ফেলে তা হচ্ছে 'লিম্মা'।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল সাধারণত ও বেশীরভাগ 'ওয়াফরা' ও 'জাম্মা'– এ দু' প্রকার ছিল। হ্যাঁ, কখনও সময়াভাবে কাটার সুযোগ না পেলে তা কাঁধ পর্যন্ত পৌছে যেত।

উপরোক্ত তিন প্রকার চুল রাখা জায়েয। এর মধ্যে 'ওয়াফরা' উত্তম। এছাড়া মুড়িয়ে ফেলাও জায়েয আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে মাথা মুড়িয়ে ফেলতেন। বিশেষ করে হজ্জ ও উমরার সময় মাথা মুড়িয়ে ফেলতেন।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ. قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: لَهُ شَعَرٌ.

৫৮৯২। বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন কেশধারী লোককে লাল জোড়া পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক সুন্দর দেখিনি। তাঁর মাথার কেশ কাঁধ স্পর্শ করত যা দু'কাঁধের মাঝামাঝি থেকে খানিক দূরে শোভা পেত। তিনি বেশী লম্বাও ছিলেন না, বেশী খাটোও না। আবু কুরাইব বলেন, 'তাঁর কেশ ছিল'।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ.

৫৮৯৩। আবু ইসহাক (রা) বলেন, আমি বারাকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর সুদর্শন চেহারা বিশিষ্ট ও সবচেয়ে সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট। তিনি অতি লম্বাও ছিলেন না, আর বেশী খাটোও ছিলেন না।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ شَعَرًا رَجِلًا، لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا السَّبِطِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

৫৮৯৪। কাতাদা (রা) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশ কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, তাঁর কেশ ছিল মাঝারী ধরনের; বেশী কোকড়ানোও নয় আর ঝুলানোও নয়, যা দু'কান ও কাঁধের মাঝখানে শোভা পেত।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ [بْنُ هِلَالٍ]؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

৫৮৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশ তাঁর কাঁধকে স্পর্শ করত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

৫৮৯৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশ ছিল কানের মধ্যাংশ পর্যন্ত লম্বা।

টীকা : পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে তিন প্রকার চুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে এটা 'ওয়াফ্‌রার' মধ্যে শামিল। তবে "أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ" এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কেশ অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকলে কানের লতির কিছু উপরে পরিদৃষ্ট হয়। এজন্যই রাবী এরূপ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল কানের লতি বরাবর থাকত।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ، أَشْكَلَ الْعَيْنِ، مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ قَالَ: قُلْتُ لِسِمَاكٍ: مَا ضَلِيعُ الْفَمِ؟ قَالَ: عَظِيمُ الْفَمِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شَقِّ الْعَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ؟ قَالَ: قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ.

৫৮৯৭। সিমাক ইবনে হরব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে শুনেছি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন প্রশস্তমুখ, ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট, পাতলা পা। শু'বা বলেন, আমি সিমাককে জিজ্ঞেস করলাম "ضَلِيعُ الْفَمِ" মানে কি? বললেন, বড় মুখ। আমি জিজ্ঞেস করলাম "اشْكَلُ الْعَيْنِ" মানে কি? বললেন, প্রশস্ত চোখের কোঠা। আমি জিজ্ঞেস করলাম "مَنْهُوسُ الْعَقِبِ" মানে কি? বললেন, কম মাংসল পায়ের পাতা।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ

عَبْدِ اللهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ أَبْيَضَ، مَلِيحَ الْوَجْهِ.

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: مَاتَ أَبُو الطُّفَيْلِ سَنَةَ مِائَةٍ وَكَانَ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৫৮৯৮। জুরাইরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু তোফায়েল থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি আবু তোফায়েলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, তিনি ছিলেন বেশ ফর্সা ও লাবণ্যময় চেহারা বিশিষ্ট। মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ বলেন, আবু তোফায়েল একশ' হিজরীতে ইনতিকাল করেছেন। আর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষ ইনতিকাল করেছেন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ رَآهُ غَيْرِي، قَالَ: فَقُلْتُ [لَهُ:] فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا.

৫৮৯৯। জুরাইরী আবু তোফায়েল (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আবু তোফায়েল (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ সময় দেখেছি যখন যমীনের বুকে আমি ছাড়া আর একটি লোকও তাঁকে দেখেনি। (অর্থাৎ আমিই সর্বশেষ তাকে দেখেছি) জুরাইরী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেমন দেখলেন? আবু তোফায়েল বলেন, তিনি ছিলেন বেশ ফর্সা, লাবণ্যময় মধ্যম আকৃতি বিশিষ্ট (অধিক লম্বাও না খাটোও না, মোটাও না, শীর্ণকায়ও না)।

অনুচ্ছেদ : ২৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্ধক্য।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ - قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ [بْنُ مَالِكٍ]: هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَىٰ مِنَ الشَّيْبِ

إِلَّا- قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهُ - وَقَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

৫৯০০। ইবনে সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাসকে (রা) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি খেযাব লাগিয়েছেন? উত্তরে আনাস (রা) বললেন যে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্ধক্য দেখতে পাননি। তবে ইবনে ইদ্রিছ বলেছেন, আনাস (রা) যেন তা নগণ্য মনে করতেন। (তাই উল্লেখ করেননি) আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা) অবশ্য মেহেন্দী ও কাতাম দ্বারা খেযাব (রং) লাগিয়েছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَضَبَ؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ، فقال: كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَخْضِبُ؟ قَالَ فَقَالَ: نَعَمْ، بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

৫৯০১। ইবনে সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি খেযাব লাগিয়েছিলেন? উত্তরে আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেযাব লাগাবার বয়সে পৌঁছেননি। এরপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়িতে কতিপয় সাদা লোম ছিল মাত্র। ইবনে সীরীন বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আবু বাক্‌র (রা) লাগাতেন কি? বললেন হাঁ! মেহেন্দী ও কাতাম দ্বারা খেযাব লাগাতেন।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى ابْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ انسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخَضَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَلِيلًا.

৫৯০২। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেযাব ব্যবহার করেছেন কি? আনাস (রা) উত্তরে বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্ধক্য সামান্যই দেখতে পেয়েছেন।

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ، وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ، وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا.

৫৯০৩। সাবেত (রা) বলেন, আনাসকে (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেযাব সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় যে কতিপয় সাদা চুল ছিল আমি যদি তা গুণতে ইচ্ছে করতাম তবে গুণতে পারতাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেযাব ব্যবহার করেননি। বরং আবু বাক্‌র (রা) মেহেন্দী ও কাতামের সাহায্যে খেযাব লাগিয়েছেন এবং উমার (রা) নির্ভেজাল মেহেন্দীর রং লাগিয়েছেন।

টীকা : বার্ধক্যের কারণে অথবা অন্য কোন কারণে চুল সাদা হয়ে গেলে তাতে খেযাব লাগিয়ে কাল করা সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ। কেননা এতে আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা হয়। তবে মেহেন্দী বা 'কাতাম' নামক পাতার রস দ্বারা রং করা জায়েয আছে। আবু বাক্‌র ও উমার (রা) এরূপ করেছেন।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَالَ: وَلَمْ يَخْضِبْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ، وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ.

৫৯০৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির জন্য তার মাথার চুল ও দাড়ি থেকে সাদা চুল উঠিয়ে ফেলা মাকরূহ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেযাব ব্যবহার করেননি। একমাত্র সাদা চিহ্ন ছিল তাঁর ঠোটের নিম্নাংশে ও কানের উপরিভাগে আর মাথায় ছিটেফোটা কতিপয় চুল সাদা ছিল।

টীকা : সাদা চুল দাড়ি উঠিয়ে ফেলাও সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ। এতে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অবমাননা করা হয়।

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেযাব ব্যবহার করেছেন কিনা এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী রিওয়ায়েত আছে।

আনাসের রিওয়ায়েত অনুসারে বুঝা যায় তিনি কখনও খেযাব ব্যবহার করেননি। এটাই অধিকাংশ ইমাম ও ইমাম মালিকের অভিমত। কিন্তু উম্মু সালমা ও ইবনে উমারের রিওয়ায়েতে খেযাব ব্যবহার করার কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেযাব ব্যবহার করেননি। তিনি একপ্রকার খুশবু ব্যবহার করতেন যার ফলে চুল দাড়ি কিছুটা কাল আকার ধারণ করত। উম্মু সালমা ও ইবনে উমার এটাকেই খেযাব বলে বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّىٰ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ. **وَحَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَهَٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ: سَمِعَ أَبَا إِيَاسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: مَا شَانَهُ اللهُ بِبَيْضَاءَ.

৫৯০৫। খুলাইদ ইবনে জাফর আবু আয়াসের নিকট শুনেছেন, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাসকে (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্ধক্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাঁকে সাদা চুল দাড়ি রূপ দোষে দূষিত করেননি।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَٰقَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، هَٰذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءَ، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ بَعْضَ أَصَابِعِهِ عَلَىٰ عَنْفَقَتِهِ، قِيلَ لَهُ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَبْرِي النَّبْلَ وَأَرِيشُهَا.

৫৯০৬। আবু হুযাইফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে দেখলাম যে তার এ অঙ্গ সাদা। এ সময় যুহায়ের তাঁর একটা অঙ্গুলী ঠোটের নিম্নাংশে স্থাপন করলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, ঐ সময় আপনি কার মত ছিলেন? তিনি বললেন, (যে বয়সে) আমি তীর বানিয়ে তাতে পাখনা লাগাতাম।

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ، كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ.

৫৯০৭। আবু হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম সাদা ফর্সা, যে সময় তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। হাসান ইবনে আলী (রা) তাঁর আকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন।

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ بِهَٰذَا، وَلَمْ يَقُولُوا: أَبْيَضَ قَدْ شَابَ.

৫৯০৮। উভয় সূত্রের রাবীগণ ইসমাঈল থেকে এবং তিনি আবু হুযাইফা থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তার "أَبْيَضَ قَدْ شَابَ" একথা বলেননি।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ [ابْنِ حَرْبٍ] قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ سَمُرَةَ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِذَا لَمْ يَدَّهِنْ رُئِيَ مِنْهُ.

৫৯০৯। সিমাক বলেন, আমি জাবির ইবনে সামুরা থেকে শুনেছি। তাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্ধক্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাথায় তৈল লাগাতেন তখন বার্ধক্যের কোন নিদর্শন দেখা যেতনা। আর যখন তৈলবিহীন অবস্থায় থাকতেন, তখন কিছু সাদা চুল দেখা যেত।

অনুচ্ছেদ : ২৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরে নবুওয়াত এবং তার স্থান।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ، وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، يُشْبِهُ جَسَدَهُ.

৫৯১০। সিমাক থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে সামুরাকে (রা) একথা বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার সম্মুখভাগ ও দাড়ির সামনের অংশ কিছু সাদা হয়েছিল। তিনি যখন তেল লাগাতেন, তখন তা পরিদৃষ্ট হতো না, আর যখন মাথার চুল আলুলায়িত থাকত তখন তা প্রকাশ পেত। আর তাঁর দাড়ির লোম ছিল খুব ঘন। এক ব্যক্তি বলল, তাঁর চেহারা ছিল তলোয়ারের ন্যায় উজ্জ্বল। জাবির বললেন, 'না' বরং তা ছিল চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং চেহারা মোবারক ছিল গোলাকার। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধের নিকট পৃষ্ঠদেশে কবুতরের ডিমের ন্যায় মোহরে নবুওয়াত দেখতে পেয়েছি। তাঁর দেহকে তুলনা করছিলেন।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'কাঁধের মাঝখানে পৃষ্ঠদেশে তাঁর মোহরে নবুওয়াত

চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তিমান হয়ে শোভা পেত। তা তিনি সর্বদা ঢেকে রাখতেন। কদাচিৎ তা উন্মুক্ত করতেন। এটা ছিল খাতেমুন নাবিয়্যিনের বিশেষ নিদর্শন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ خَاتِمًا فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَامٍ.

৫৯১১। সিমাকের বর্ণনা : তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে সামুরাকে (রা) একথা বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠে মোহরে নবুওয়াত এরূপ দেখতে পেলাম যেন কবুতরের ডিমের ন্যায় গোলাকার।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنَاحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৫৯১২। সিমাক থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَىٰ خَاتِمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

৫৯১৩। জা'দ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, আমি সায়েব ইবনে ইয়াযীদকে বলতে শুনেছি : আমি আমার খালাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন খালা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাগিনাটা অসুস্থ। শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। এরপর তিনি ওযু করলে আমি তাঁর ওযুর পানির কিছু অংশ পান করলাম। অতঃপর উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে অবস্থিত মোহরে নবুওয়াত পালঙ্কের বোতামের ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তিমান দেখতে পেলাম অথবা পাখীর ডিমের ন্যায় গোলাকার দেখলাম।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كِلَاهُما عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَامِدُ ابْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -

: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا، أَوْ قَالَ: ثَرِيدًا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكَ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ [محمد: ١٩].

قَالَ: ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ فَنَظَرْتُ إِلَىٰ خَاتِمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ الْيُسْرَىٰ، جُمْعًا، عَلَيْهِ خِيلَانٌ كَأَمْثَالِ الثَّآلِيلِ.

৫৯১৪। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বচক্ষে দেখেছি এবং তাঁর সাথে বসে রুটি ও গোশ্ত খেয়েছি অথবা বলেছেন 'সারীদ' খেয়েছি। আসেম (রা) বলেন, আমি তাঁকে (আবদুল্লাহকে) জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনার জন্য ইস্তেগফার করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, তোমার জন্যও। অতঃপর এ আয়াতটুকু তিলাওয়াত করলেন :

'আপনি নিজ ত্রুটি ও ঈমানদার নরনারীদের গুনাহের জন্য ইস্তেগফার করুন'।

রাবী আবদুল্লাহ বলেন, এরপর আমি ঘুরে তাঁর পিছনে চলে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরে নবুওয়াতের প্রতি তাকিয়ে দেখলাম, যা তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে এবং বাম কাঁধের উঁচু হাড় বা মাংস টুকরার কাছাকাছি বদ্ধমুষ্টির ন্যায় (গোলাকারে) বিদ্যমান ছিল। এর উপর গোলাকার ন্যায় কতিপয় তিলক চিহ্ন শোভা পাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ : ২৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ও তাঁর মক্কায় ও মদীনায় অবস্থানের পরিমাণ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ

مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالْآدَمِ، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ، بَعَثَهُ اللهُ عَلَىٰ رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَىٰ رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

৫৯১৫। রবীয়া' ইবনে আবু আবদুর রহমান (রা) আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আনাসকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না, আর খাটোওনা। অতিরিক্ত ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আর তামাটে বর্ণও না। চুল অধিক কোকড়ানোও নয়, আর বেশী ঝুলানোও না। আল্লাহ তাঁকে চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত দান করেছেন। অতঃপর তিনি মক্কায় দশ বছর ও মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেছেন[১]। আল্লাহ তাঁকে ষাট বছর বয়সে ওফাত দান করেছেন। তাঁর মাথায় ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা ছিল না।

টীকা : এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থিতিকাল মক্কায় দশ বছর ও মদীনায় দশ বছর বর্ণনা করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়সের সময়সীমা ষাট বছর বলা হয়েছে। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে পঁয়ষট্টি বছর বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল তেষট্টি বছর। চল্লিশ বছরে তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হন এবং মক্কায় তের বছর ও মদীনায় দশ বছর অতিবাহিত করার পর তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। এ রিওয়ায়েতই সঠিক ও সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত। অধিকাংশ মুহাদ্দেসীন এ রিওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়েছেন ও সঠিক বলেছেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ابْنُ زَكَرِيَّاءَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، كِلَاهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ [يَعْنِي] ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ [بْنِ أَنَسٍ]، وَزَادَ فِي حَدِيثِهِمَا: كَانَ أَزْهَرَ.

৫৯১৬। বিবিধ সূত্রে আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে মালিকের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে উপরোক্ত রাবীদ্বয় ইসমাঈল ও সুলাইমানের হাদীসে আনাস অতিরিক্ত এতটুকু বলেছেন كَانَ أَزْهَرَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ফুলের ন্যায় উজ্জ্বল প্রস্ফুটিত।

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زَائِدَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

৫৯১৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তেষট্টি বছর বয়সে উপনীত হয়েছেন, তখন তিনি ইনতিকাল করেছেন। অনুরূপ আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। অনুরূপ উমার ফারুক (রা) তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً.
وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، بِمِثْلِ ذٰلِكَ.

৫৯১৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টি বছর বয়সে ওফাত পেয়েছেন। ইবনে শিহাব (রা) বলেন, আমাকে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) এরূপ কথাই শুনিয়েছেন।

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، مِثْلَ حَدِيثِ عُقَيْلٍ.

৫৯১৯। ইবনে শিহাব (রা) থেকে উভয় সূত্রে উকাইলের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: كَمْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْرًا، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ.

৫৯২০। আমর বলেন, আমি উরওয়াকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় কত বছর ছিলেন? তিনি বললেন, দশ বছর। আমি বললাম, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তের বছর।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: كَمْ لَبِثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْرًا، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بِضْعَ عَشْرَةَ، قَالَ فَغَفَّرَهُ وَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ.

৫৯২১। আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উরওয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় কত বছর অবস্থান করেছেন? তিনি বললেন, দশ বছর। আমি বললাম, ইবনে আব্বাস (রা) তো তের বছর বলছেন? উত্তরে উরওয়া বললেন, আল্লাহ তাঁকে মাফ করুন! আর বললেন, তিনি তো এ হিসাব কবির উক্তি থেকে গ্রহণ করেছেন।

টীকা : কবির নাম আবু কায়স 'সারমা' ইবনে আবু আনাস। তিনি জাহেলিয়াত যুগেও মূর্তিপূজা থেকে

বিরত থেকে সাধু জীবন যাপন করতেন। তিনি তাঁর ঘরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাশরীফ আনলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

৫৯২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় (নবুওয়াত লাভের পর) তের বছর অবস্থান করেছেন এবং তিনি তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ [سَنَةً] يُوحَىٰ إِلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً.

৫৯২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নবুওয়াতের পর) মক্কায় তের বছর অবস্থান করেছেন। এ সময় তাঁর কাছে ওহী আসত। আর মদীনায় দশ বছর কাটিয়েছেন। তাঁর বয়স যখন তেষট্টি বছর, তখন ইহলোক ত্যাগ করেন।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَذَكَرُوا سِنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَكْبَرَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، يُقَالُ لَهُ: عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَذَكَرُوا سِنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ [سَنَةً]، وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

৫৯২৪। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আবদুল্লাহ ইবনে উতবার সাথে বসা ছিলাম। উক্ত মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স সম্পর্কে আলোচনা হলে উপস্থিত লোকদের একজন বলল, আবু বাক্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেছেন। তদ্রূপ আবু বাক্‌র (রা)ও তেষট্টি বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, অনুরূপ উমার (রা)ও তেষট্টি বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেছেন। আবু ইসহাক বলেন, এরপর উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে 'আমের ইবনে সা'দ নামক আরেক ব্যক্তি বলতে লাগল, আমাদের নিকট জারীর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা একবার মুয়াবিয়ার (রা) নিকট বসা ছিলাম তথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স সম্পর্কে আলোচনা হলে মুয়াবিয়া (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেছেন। অনুরূপ আবু বাক্‌র (রা) তেষট্টি বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। অনুরূপ উমার (রা) তেষট্টি বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ فَقَالَ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

৫৯২৫। শো'বা (রা) বলেন, আমি আবু ইসহাককে 'আমের ইবনে সা'দ বাজালী থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। 'আমের (রা) জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুয়াবিয়া (রা)-কে ভাষণ দিতে শুনেছেন। ভাষণে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) সবাই তেষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেছেন। আর আমিও তেষট্টি বছর বয়সে উপনীত হয়েছি।

وَحَدَّثَنِي ابْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمَّارٍ، مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَمْ أَتَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ مِثْلَكَ مِنْ قَوْمِهِ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ ذٰلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ النَّاسَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ قَوْلَكَ فِيهِ، قَالَ: أَتَحْسُبُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمْسِكْ أَرْبَعِينَ، بُعِثَ إِلَيْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ، يَأْمَنُ وَيَخَافُ، وَعَشْرَ، مِنْ مُهَاجَرِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

৫৯২৬। বনি হাশেমের আযাদকৃত গোলাম 'আম্মার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন ইনতিকাল করেছেন সেদিন তাঁর বয়স কত হয়েছিল? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তাঁর বংশ থেকে তোমার ন্যায় ব্যক্তি সম্পর্কে আমি একথা ধারণা করতে পারিনি যে, এ বিষয়টা তোমার কাছে অজ্ঞাত বা অস্পষ্ট। 'আম্মার বললেন, আমি বললাম, আমি বিভিন্ন মানুষের নিকট জিজ্ঞেস করেছি, তারা আমার নিকট বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছে। অতএব আমি ইচ্ছা করলাম এ সম্পর্কে আপনার অভিমতটা জেনে নেই। ইবনে আব্বাস জিজ্ঞেস করলেন, এ ধারণাই পোষণ করছ? বললাম, হাঁ। তিনি-বললেন, ধরে নাও চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন। পনর বছর মক্কায় ভয়ভীতি ও আতঙ্কের ভিতর কাটিয়েছেন। বাকী মদীনায় হিজরত করার পর দশ বছর তিনি জীবিত ছিলেন।

টীকা : এ রিওয়ায়েত অনুসারে মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ৬৫ বৎসর হয়। ইবনে আব্বাসের এক বর্ণনায় ৬৩, অপর বর্ণনায় ৬৫ বৎসরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর যে বর্ণনায় ৬৩ বছরের উল্লেখ আছে তা-ই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.

৫৯২৭। শো'বা (রা) ইউনুস (রা) থেকে এ সূত্রে ইয়াযীদ ইবনে যুরাইয়ের হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ.

৫৯২৮। বনি হাশেমের আযাদকৃত গোলাম 'আম্মার বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পঁয়ষট্টি বছর বয়সে উপনীত হয়েছেন, তখন তিনি ইনতিকাল করেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৫৯২৯। এ সূত্রে খালিদ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَيَرَى

الضَّوْءَ، سَبْعَ سِنِينَ، وَلَا يَرَىٰ شَيْئًا، وَثَمَانَ سِنِينَ يُوحَىٰ إِلَيْهِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا.

৫৯৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নবুওয়াতের পর) পনের বছর মক্কায় অবস্থান করেছেন। তন্মধ্যে সাত বছর তিনি কেবল ওহীর বাণী শুনতেন, আর জ্যোতি দেখতে পেতেন। আর কিছু (ফেরেশ্তা) দেখতেন না। বাকী আট বছর তাঁর কাছে সরাসরি ওহী আসতো (ফেরেশ্তা আল্লাহর বাণী নিয়ে সশরীরে হাজির হত), আর দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ২৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের বর্ণনা।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَىٰ بِيَ الْكُفْرُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ»، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ.

৫৯৩১। যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে যুবাইর ইবনে মাত'য়ামকে তার পিতা থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার নাম মুহাম্মাদ, আমার নাম আহমাদ, আমার নাম মাহী (নিশ্চিহ্নকারী)– যার উছিলায় কুফর, শির্ক নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। আমার নাম হাশির (একত্রকারী) যার কদমের নিকট সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে, অথবা যার পশ্চাতে সব মানুষ সমবেত হবে। আমার নাম 'আকিব (শেষ) এবং 'আকিব এমন ব্যক্তি যার পরে আর কোন নবী নেই।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ»، وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَؤُوفًا رَحِيمًا.

৫৯৩২। মুহাম্মাদ ইবনে যুবাইর ইবনে মাত'য়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার অনেক নাম আছে। আমার নাম মুহাম্মাদ, আমার নাম আহমাদ। আমার নাম মাহী (নিশ্চিহ্নকারী) যার উছিলায় আল্লাহ কুফরকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং আমার নাম 'হাশির' (একত্রকারী) যার কদমের পাশে সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে। আর আমার নাম 'আকিব (শেষ) যার পরে আর কোন নবী আসবে না।

এছাড়া আল্লাহ তাঁকে 'অতিশয় দয়ালু' নামে অভিহিত করেছেন।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَمَعْمَرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَفِي حَدِيثِ مُعمر: قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ قَالَ: الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَعُقَيْلٍ: الْكَفَرَةَ، وَفِي حَدِيث شُعَيْبٍ: الْكُفْرَ.

৫৯৩৩। উপরোক্ত বিভিন্ন সূত্রের রাবী যথাক্রমে 'উকাইল, মা'মার ও শু'য়াইব– সবাই এ সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন।

শু'য়াইব ও মা'মারের বর্ণিত হাদীসে এরূপ উদ্ধৃত হয়েছে– 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি'। মা'মারের হাদীসে আছে তিনি বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আকিব' মানে কি? তিনি বললেন, যার পরে কোন নবী আসবে না। মা'মার ও 'উকাইলের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ' اَلْكَفَرَةُ ' আর শু'য়াইবের হাদীসে ' اَلْكُفْرُ '।

وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً، فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ».

৫৯৩৪। আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট নিজেকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করতেন। তিনি বলতেন, আমার নাম মুহাম্মাদ ও আহমাদ (প্রশংসিত), আমি 'মুকফী' (পশ্চাতে আগমনকারী)। 'হাশির' (একত্রকারী), 'নবীউর রাহমাহ্' (রহমতের নবী), 'নবীউত্ তাওবাহ' (তওবার নবী)।

অনুচ্ছেদ : ২৭

আল্লাহ্ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইল্‌ম ও আল্লাহর প্রতি তাঁর চূড়ান্ত ভয়।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ، فَبَلَغَهُ ذَٰلِكَ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ، فَكَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ، فَوَاللهِ! لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

৫৯৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা কাজ করার পর পরবর্তী সময়ে তা শিথিল করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারটা তাঁর সাহাবীদের মধ্য থেকে কিছু লোকের নিকট পৌঁছলে তাঁরা যেন তা একটু অপছন্দ করলেন এবং তা থেকে তাঁরা বিরত থাকলেন। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপারটা বুঝতে পেরে) উঠে ভাষণ দিলেন। ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, কিছু সংখ্যক লোকের কি হল? তাদের কাছে আমার তরফ থেকে একটা বিষয়ের সংবাদ পৌঁছল, যে বিষয়ে আমি নমনীয় ভাব পোষণ করেছি, সে জন্যে তারা তা অপছন্দ করেছে এবং নমনীয়তা থেকে বিরত রয়েছে?

খোদার কসম! আমি অবশ্য অবশ্য তাদের সবার চেয়ে আল্লাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখি এবং আল্লাহকে তাদের সবার চেয়ে অধিকতর ভয় করি।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর যাবতীয় বিধান সম্পর্কে আমি সকল মানুষের চেয়ে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী এবং আমি সবচেয়ে খোদাভীরু। অতএব কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশী অবহিত। গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে আমি সবার চেয়ে অগ্রগামী এবং তাতে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করি না। কিন্তু যে কাজের গুরুত্ব কম, একমাত্র তাতেই আমি নমনীয়তা প্রদর্শন করি। কাজেই এ নমনীয়তা দেখে কারো অপছন্দ করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। বরং সাধারণ লোকদের আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকেই অনুসরণ করা উচিৎ। এর মধ্যেই তাদের কল্যাণ নিহিত।

حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

৫৯৩৬। উভয় সূত্রের রাবী হাফস ইবনে গিয়াস ও ঈসা ইবনে ইউনুস উভয়ে আ'মাশ থেকে জারীর সূত্রে তাঁর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَمْرٍ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ، حَتّٰى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ، فَوَاللهِ! لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

৫৯৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (আল্লাহর পক্ষ হতে) রুখসত (এখতিয়ার) দেয়া হলে কিছু লোক তা থেকে বিরত রইল। এ সংবাদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলে তিনি রাগান্বিত হলেন। এমনকি রাগের ভাবটুকু তাঁর পবিত্র চেহারায় পরিস্ফুট হল। অতঃপর তিনি বললেন, কিছু লোকের কি হল যে, তারা এমন কাজ এড়িয়ে চলছে যে কাজে আমাকে রুখসত বা এখতিয়ার দেয়া হয়েছে? খোদার কসম! আমি অবশ্যই আল্লাহ সম্পর্কে তাদের সবার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখি এবং সবার চেয়ে আল্লাহর প্রতি অধিক ভয়ভীতি পোষণ করি। (অতএব যে কাজে আমি নমনীয়তা অবলম্বন করি তাতে তাদের কোন প্রকার দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়।)

অনুচ্ছেদ : ২৮
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ অনুসরণ ওয়াজিব।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَىٰ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: «اسْقِ، يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَىٰ جَارِكَ» فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ! فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ! اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ! إِنِّي لَأَحْسِبُ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذٰلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [النساء: ٦٥].

৫৯৩৮। 'উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) তাঁকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটেই একটা প্রণালী সম্পর্কে যুবায়েরের (রা) সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হল। প্রস্তর ভূমিতে প্রবাহিত একটা পয়োপ্রণালীকে কেন্দ্র করেই এই ঝগড়া, যা দ্বারা তাঁরা খেজুর বাগানে পানি দিত। আনসার ব্যক্তি বলল, পানি ছেড়ে দিন, প্রবাহিত হোক! কিন্তু যুবায়ের (রা) তাদের কথায় ছাড়তে অস্বীকার করলেন। অতএব তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মোকদ্দমা পেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়েরকে ডেকে বললেন, যুবায়ের, প্রথমে তুমি (নিজ ভূমিতে) পানি সেচন করে তারপর প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও! একথা শুনে আনসারী গোস্বা হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যুবায়ের আপনার ফুফাতো ভাই হওয়ায়? একথা শোনামাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি যুবায়েরকে বললেন, যুবায়ের! বাগানে পানি দেয়ার পর (কিছু সময়) পানি আটকে রেখ, যাতে দেয়ালের নীচ পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়।

যুবায়ের (রা) বলেন, খোদার কসম! আমার একান্ত ধারণা এ আয়াতটুকু ' فَلاَوَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّى يُحَكِّمُوْكَ ' এ ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। আয়াতের অর্থ : আপনার প্রতিপালকের কসম! তারা কখনও প্রকৃত ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত তারা (যাবতীয় ব্যাপারে) আপনাকে বিচারক সাব্যস্ত না করে)।

টীকা : উল্লিখিত ব্যক্তি ছিল একজন মুনাফিক অথবা নবদীক্ষিত মুসলমান। অধিকাংশের মতে এ ব্যক্তি মুনাফিক ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এ দুর্ব্যবহার ও তাঁর সম্পর্কে এরূপ অশালীন উক্তি করার প্রয়াস পেয়েছে। আল্লাহর রাসূলের সাথে এ ধরনের বেয়াদবীর জন্য তাকে কতল করে দেয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু দয়ালু নবী তা করেননি। বরং চরম ধৈর্যের সাথে তা বরদাশ্‌ত করেছেন। বিশেষত তখন ছিল ইসলামের প্রথম অবস্থা। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের থেকেও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। বরং তাদের অনেক অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ এ উদ্দেশ্যে সহ্য করে গেছেন যাতে তারা ইসলামের মাহাত্ম্য ও নবীর মহানুভবতা দেখে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মনে-প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করে।

অনুচ্ছেদ : ২৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও নিষ্প্রয়োজনে তাঁকে অধিক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَا: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا

مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ». [راجع: ٣٢٥٧]

৫৯৩৯। আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান ও সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করতেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন। তিনি এরশাদ করছেন, আমি যা কিছু তোমাদেরকে নিষেধ করছি তা তোমরা পরিহার কর আর যা কিছু তোমাদেরকে আদেশ করছি তা তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী পালন কর। মনে রেখ, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতকে দুটো জিনিস ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে একটা হচ্ছে তাদের নবীদেরকে অধিক প্রশ্ন করা, অপরটা হচ্ছে (ধর্মীয় ব্যাপারে) মতবিরোধ।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَهُوَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ سَوَاءً.

৫৯৪০। এ সূত্রে ইবনে শিহাব থেকে অবিকল একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كُلُّهُمْ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ»، وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ «مَا تُرِكْتُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» ثُمَّ ذَكَرُوا نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৫৯৪১। বিভিন্ন পরিবর্তিত সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। মহানবী বলেন, যা কিছু তোমরা বাদ দিয়েছ তা নিয়ে আমাকে অযথা বিরক্ত করো না, বরং বাদ থাকতে দাও। হাম্মামের হাদীসে আছে ' مَاتُرِكْتُمْ ' অর্থাৎ যে কাজ থেকে তোমরা অব্যাহতি পেয়েছ তা নিয়ে অযথা মাথা ঘামিও না। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি এ কারণে হালাক হয়েছে। অতঃপর

তারা যুহরীর হাদীসের ন্যায়– যা সাঈদ, আবু সালমা ও আবু হুরায়রা বর্ণিত, উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ، مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ».

৫৯৪২। 'আমের ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর পিতা (সা'দ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী ঐ ব্যক্তি, যে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল যা মুসলমানের উপর হারাম বা নিষিদ্ধ ছিল না। অতঃপর তার জিজ্ঞাসাবাদের কারণে তা হারাম করে দেয়া হয়েছে।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: - أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ - الزُّهْرِيُّ: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ عَلَىٰ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ».

৫৯৪৩। সুফিয়ান বলেন, আমি এ সূত্রটুকু এভাবে মনে রেখেছি যেভাবে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' মনে আছে। যুহরী আমের ইবনে সা'দ (রা) থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা (সা'দ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যে এমন কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করল যা হারাম ঘোষিত হয়নি (বরং বৈধ বলেই সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে) কিন্তু অবশেষে উক্ত ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদের কারণে তা হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

টীকা : প্রকাশ থাকে যে, প্রয়োজনীয় বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা মোটেই অপরাধ নয়। কোন বৈধ কাজ যা সমাজে স্বীকৃত, সে সম্পর্কে অযথা জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং এ ব্যাপারে উঠে-পড়ে লাগা অপরাধ। এ কারণে তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তা হচ্ছে বড় অপরাধ। বনি ইসরাঈলের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক। কোন মুসলমানের মধ্যে এরূপ স্বভাব থাকা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। আল্লাহ ও রাসূলের নিকট তা অপছন্দীয়। প্রকৃত মুসলমান আল্লাহ ও রাসূলের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তার উপর বাড়াবাড়ি করবে না।

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي

يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: «رَجُلٌ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَنَقَّرَ عَنْهُ»، وقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدًا.

৫৯৪৪। ইউনুস ও মা'মার উভয়ে যুহরী থেকে এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মা'মারের হাদীসে এ কথাটুকু বাড়িয়েছেন : 'যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ও তৎসম্পর্কে অধিক সওয়াল-জওয়াব করে' আর ইউনুসের হাদীসে 'আমের ইবনে সা'দ বলেছেন যে, তিনি সা'দের নিকট শুনেছেন।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السُّلَمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ اللُّؤْلُؤِيُّ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ-: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ، فَخَطَبَ فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» قَالَ، فَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ، قَالَ، غَطَّوْا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ، قَالَ فَقَامَ عُمَرُ قَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، قَالَ: فَقَامَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فُلَانٌ» فَنَزَلَتْ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١].

৫৯৪৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর সাহাবীদের পক্ষ থেকে কোন (আপত্তিকর) কথা পৌঁছলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, আমার সামনে বেহেশ্‌ত ও দোযখের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ভাল-মন্দের নিদর্শন আজকের ন্যায় আর দেখিনি। আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে অবশ্যই তোমরা খুব কম হাসতে এবং বেশী পরিমাণ কাঁদতে। আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের উপর দিয়ে এর চেয়ে কঠিন দিন আর অতিবাহিত হয়নি। আনাস বলেন, তাঁরা তাদের মাথা ঢেকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিলেন। উমার (রা) দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আমরা প্রভু হিসাবে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, জীবন-বিধান হিসাবে ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট এবং নবী হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সন্তুষ্ট

হয়েছি। এরপর ঐ সমালোচিত ব্যক্তি (আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পিতা অমুক ব্যক্তি (হুযাফা)। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়– "হে ঈমানাদর বান্দাগণ! তোমরা এমন সব ব্যাপারে প্রশ্ন করো না যে, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হয়, তবে তা তোমাদের অসন্তুষ্টির কারণ হবে।"

টীকা : প্রকাশ থাকে যে, জাহেলিয়াত যুগে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফার মায়ের সাথে কারও অবৈধ সম্পর্ক ছিল, যার ফলে আবদুল্লাহর জন্ম হয়। ইসলাম গ্রহণ করার পর হুযাফার সাথে তার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আবদুল্লাহ বড় হলে মানুষ তার সম্পর্কে নানা কথা বলতে লাগল। তারা তাকে হুযাফার পুত্র বলে অভিহিত না করে অন্য কিছু বলত। এতে আবদুল্লাহ লজ্জিত-অনুতপ্ত হতো। তাই সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার পিতা কে'? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন, সে হুযাফার পুত্র। যদিও অবৈধভাবে তার জন্ম হয়ে থাকে, কিন্তু তার মাতা হুযাফার বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর সে হুযাফার পুত্র বলেই গণ্য হবে। কেননা যিনার দ্বারা বংশসূত্র প্রমাণিত হয় না।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فُلَانٌ» وَنَزَلَتْ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ تَمَامَ الْآيَةِ.

৫৯৪৬। মূসা ইবনে আনাস বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমার পিতা অমুক ব্যক্তি। তখন এ আয়াতটুকু নাযিল হয় : "হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা এমন সব ব্যাপারে প্রশ্ন করো না যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হয় তবে তা তোমাদের অসন্তোষের কারণ হবে"।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ، فَوَاللهِ! لَا تَسْأَلُونِّي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هٰذَا».

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذٰلِكَ مِنْ رَسُولِ

اللهِ ﷺ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» بَرَكَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذٰلِكَ، قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْلَىٰ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا، فِي عُرْضِ هٰذَا الْحَائِطِ، فلمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ: مَا سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ أَعَقَّ مِنْكَ؟ أَأَمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَفْضَحَهَا عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ: وَاللهِ! لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسْوَدَ، لَلَحِقْتُهُ.

৫৯৪৭। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আনাস ইবনে মালিক জানিয়েছেন : একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য হেলে পড়লে ঘর থেকে বের হলেন এবং সঙ্গীদেরকে নিয়ে যোহরের নামায আদায় করলেন। যখন সালাম ফিরালেন, মিম্বারের উপর উঠলেন এবং কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। বললেন, কিয়ামতের পূর্বে অনেক বড় বড় ঘটনাবলী রয়েছে। অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চায় আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে। কসম আল্লাহর! তোমরা আমাকে যে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে– যতক্ষণ আমি এ স্থানে থাকব তার উত্তর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।

আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা শুনার পর উপস্থিত লোকজন অধিক পরিমাণে কাঁদতে লাগল আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঘন ঘন বলতে লাগলেন, আমাকে প্রশ্ন কর। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘন ঘন বলতে লাগলেন 'আমাকে প্রশ্ন কর'– উমার (রা) কথা কেটে বলে উঠলেন, আমরা প্রভু রূপে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, দীন হিসাবে ইসলামের উপর সন্তুষ্ট এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সন্তুষ্ট আছি। উমার (রা) যখন একথা বলছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় নীরব রইলেন। আনাস বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার

বলতে শুরু করলেন : আহ! ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, অবশ্যই এইমাত্র আমার সামনে বেহেশ্‌ত ও দোযখ তুলে ধরা হয়েছে এ দেয়ালের এক পার্শ্বে। আজকের ন্যায় ভাল ও মন্দের নিদর্শন আর কখনও দেখিনি।

ইবনে শিহাব বলেন, আমাকে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা জানিয়েছেন, আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফার মা আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফাকে লক্ষ্য করে বলল, আমি তোমার চেয়ে অবাধ্য ছেলের কথা কখনও শুনিনি। তুমি কি বিশ্বাস করেছ যে তোমার মাও জাহেলিয়াত যুগের মহিলাদের ন্যায় কোন অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে? যদি তাই হয় তবে আমাকে লোক চোখে (সমাজে) অপদস্থ করবে। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা বলল, খোদার কসম! আমাকে যদি মানুষ একজন কাল-কুশ্রী গোলামের সঙ্গেও যুক্ত করত, তবুও আমি তার সাথে সংযুক্ত হতাম।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবাদের নিকট প্রশ্ন করলেন, তখন সবাই ঘাবড়ে গেল এবং এই ভেবে কাঁদতে লাগল, যে হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বেশীদিন থাকবেন না। তাই বিদায়ের প্রাক্কালে প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি সবার নিকট প্রশ্ন আহ্বান করছেন।

* হযরত উমার (রা) যখন দেখলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় অবাঞ্ছিত প্রশ্নের দরুন বিরক্ত ও গোস্বা হয়ে আরও প্রশ্ন আহ্বান করছেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরক্তি ও অসন্তুষ্টিকে এড়ানোর উদ্দেশ্যে মাঝখানে এ বাক্য উচ্চারণ করলেন। এটা উমারের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অতিশয় দূরদর্শিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ، مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شُعَيْبًا قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ قَالَتْ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

৫৯৪৮। উপরোক্ত সূত্রদ্বয়ের রাবী মা'মার ও শুয়াইব উভয়ে যুহরী থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি এ হাদীস ও তৎসঙ্গে উবায়দুল্লার হাদীস বর্ণনা করেন। কেবল শুয়াইব তার বর্ণনায় এরূপ বলেন, যুহরী থেকে বর্ণিত। যুহরী বলেন, আমাকে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, তিনি বলেন, আমাকে জনৈক আলেম ব্যক্তি (হাদীসবেত্তা) জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফার মা বলেছে... বাকী ইউনুসের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْأَعْلَىٰ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «سَلُونِي، لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ» فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ الْقَوْمُ أَرَمُّوا وَرَهِبُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ.

قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَأَنْشَأَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يُلَاحَىٰ فَيُدْعَىٰ لِغَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ قَالَ «أَبُوكَ حُذَافَةُ»، ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا، عَائِذًا بِاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، إِنِّي صُوِّرَتْ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَرَأَيْتُهُمَا دُونَ هٰذَا الْحَائِطِ».

৫৯৪৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনবরত প্রশ্ন করতে লাগল। এমনকি প্রশ্নবাণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জর্জরিত করে ফেলল। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে মিম্বারে আরোহণপূর্বক বললেন, তোমরা আমাকে যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার। আর যাকিছু তোমরা প্রশ্ন করবে তার উত্তর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। যখন উপস্থিত লোকের এরূপ ঘোষণা শুনল, সবাই নীরব থাকল এবং এ ভয়ে তারা কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেল না যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে পারেন যা সন্নিকটে উপস্থিত। আনাস (রা) বলেন, আমি ডানে-বামে তাকাতে লাগলাম। তাকিয়ে দেখলাম, প্রত্যেক লোক মাথা কাপড়ে ঢেকে কাঁদছে। আর এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে আসছে, যার সম্পর্কে সমালোচনা হচ্ছিল এবং তাকে বাপ ছাড়া ডাকা হচ্ছিল। সে বলে উঠল, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, হুযাফা। অতঃপর উমার ইবনে খাত্তাব (রা) বলতে শুরু করলেন, আমরা আল্লাহকে প্রভু হিসাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিয়েছি, ইসলামকে জীবন-বিধানরূপে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বরণ করেছি। নানাবিধ ফিৎনার অকল্যাণকারিতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভাল,-মন্দের ব্যাপার আজকের ন্যায় আর কখনও দেখিনি। আমার সামনে বেহেশত ও দোযখের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং আমি এ দেয়ালের সামনে বেহেশত-দোযখের চিত্র দেখতে পেয়েছি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ [الْحَارِثِيُّ]: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ] بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ [ال]نَّضْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ.

৫৯৫০। খালিদ ইবনে হারিস ও ইবনে আবি 'আদি উভয়ে হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন। মু'তামির বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, আমার পিতা ও হিশাম উভয়ে বলেন, আমাদেরকে কাতাদা (রা) আনাস (রা) থেকে এ কাহিনী বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ» فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَىٰ شَيْبَةَ» فَلَمَّا رَأَىٰ عُمَرُ مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَتُوبُ إِلَىٰ اللهِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: قَالَ: مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ، مَوْلَى شَيْبَةَ».

৫৯৫১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কতগুলো ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হল যা তিনি পছন্দ করেননি। যখন ঘন ঘন এ ধরনের প্রশ্ন করা হল, তিনি গোস্বা হলেন। অতঃপর সমবেত লোকদেরকে বললেন, তোমাদের যা ইচ্ছা, আমাকে প্রশ্ন কর। অনুমতি পেয়ে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। একটু পর আরেক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পিতা শায়বার আযাদকৃত গোলাম 'সালেম।' উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় গোস্বার চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমরা আল্লাহর নিকট তওবা করছি। আবু কুরাইবের বর্ণনায় আছে অপর ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পিতা শায়বার আযাদকৃত গোলাম 'সালেম।'

অনুচ্ছেদ : ৩০

শরীয়ত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী পালন অত্যাবশ্যকীয়, পার্থিব ব্যাপারে তা জরুরী নয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ، وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِقَوْمٍ عَلَىٰ رُءُوسِ النَّخْلِ، فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟» فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الأُنْثَىٰ فَتَلْقَحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَٰلِكَ شَيْئًا» قَالَ: فَأُخْبِرُوا بِذَٰلِكَ فَتَرَكُوهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَٰلِكَ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَٰلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا، فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَىٰ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

৫৯৫২। মূসা ইবনে তালহা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যারা খেজুর গাছের মাথায় কার্যরত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি করছে? তারা বলল, এরা গাছে নরকুঁড়ি পরাচ্ছে, অর্থাৎ নর খেজুরের পাপড়ি স্ত্রী খেজুরে প্রবেশ করাচ্ছে যাতে তা ফলবতী হয়। শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার ধারণা এতে কোন কাজ হবে না। তালহা বলেন, তাদেরকে এ সংবাদ দেয়া হলে, তারা একাজ ছেড়ে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, যদি এতে তাদের উপকার হয়, তবে তারা তা করতে পারে। আমি তো আমার ধারণা অনুসারে বলেছি। সুতরাং আমার ধারণার উপরে তোমরা আঁকড়ে বসে থেকো না। তবে আমি যখন তোমাদেরকে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে কোন কথা শুনাই তবে তা তোমরা আঁকড়ে ধরবে। মনে রেখ, মহান আল্লাহর ব্যাপারে আমি কস্মিনকালেও নিরর্থক কথা বলি না।

টীকা : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন খোদা-প্রদত্ত জ্ঞানে অসীম জ্ঞানের অধিকারী। সৃষ্টি জগতে তাঁর জ্ঞানের তুলনা নেই। তিনি নিজে ঘোষণা করেছেন– 'আদি ও অন্তের যাবতীয় ইল্‌ম আমাকে দান করা হয়েছে'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল্লাহর অন্তহীন জ্ঞান-সমুদ্র। তাঁর অনন্ত রহস্য ও যাবতীয় বিধান সম্পর্কে তাঁকেই সর্বাধিক জ্ঞান দান করা হয়েছে। সে জ্ঞান-সমুদ্রে তিনি ডুবে থাকতেন। সুতরাং পার্থিব ব্যাপারে ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা লাভ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেননি। তাই পার্থিব ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা কম থাকাই স্বাভাবিক।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ

وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ، يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ، فَقَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ؟» قَالُوا: كُنَّا نَصْنَعُهُ، قَالَ: «لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا» فَتَرَكُوهُ، فَنَفَضَتْ أَوْ قَالَ فَنَقَصَتْ، قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ».

قَالَ عِكْرِمَةُ: أَوْ نَحْوَ هَذَا. قَالَ الْمَعْقِرِيُّ: فَنَفَضَتْ، وَلَمْ يَشُكَّ.

৫৯৫৩। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাশরীফ আনলেন। এ সময় মদীনাবাসী খেজুর গাছে নরকুঁড়ি লাগাচ্ছিলেন। রাফে' (রা) বলেন, তারা স্ত্রী খেজুর গাছে নরের পাপড়ি ঢুকাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি করছ? তারা বলল, আমরা এরূপ কাজ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সম্ভবত তোমরা এরূপ না করলেই ভাল হতো। রাফে' বলেন, এরপর তারা একাজ ছেড়ে দিল। এতে ফল ঝরে গেল অথবা কমে গেল। রাফে' বলেন, লোকেরা এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমি যখন তোমাদেরকে দীন সম্পর্কে কোন আদেশ করি তখন তোমরা তা যত্ন সহকারে পালন কর, আর যখন আমার ব্যক্তিগত মতামত দ্বারা কোন কিছু পরামর্শ দেই, তখন মনে করবে, আমি একজন মানুষ (মানুষ হিসাবে ভুল হওয়া স্বাভাবিক)। ইকরামা বলেন, হাদীসের রাবী সন্দেহ পোষণ করেছেন نَفَضَتْ বলেছেন নাকি نَفَضَتْ বলেছেন অথবা এরূপ অন্যকিছু। মা'কেরী নিশ্চিতভাবে فَنَفَضَتْ বলেছেন, কোন সন্দেহ পোষণ করেননি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ» قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟» قَالُوا: قُلْتَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ».

৫৯৫৪। আয়েশা (রা) ও সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের নিকট দিয়ে যেতে দেখলেন, তারা খেজুর গাছে নরপাপড়ি সংযোজন করছে। তা দেখে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরূপ না করলে বোধ হয় ভাল হতো! পরে দেখা গেল, খারাপ ফসল হয়েছে। এরপর আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট দিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খেজুরের ফসলের কি হল? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এরূপ বলেছিলেন (তাই আমরা আর পাপড়ি সংযোজন করিনি), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা পার্থিব ব্যাপারে অধিকতর ওয়াকেফহাল।

অনুচ্ছেদ : ৩১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পানে তাকানোর ফযীলত।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ! لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي، ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ».

قَالَ أَبُو إِسْحَٰقَ: الْمَعْنَىٰ فِيهِ عِنْدِي، لَأَنْ يَرَانِي مَعَهُمْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، وَهُوَ عِنْدِي مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ.

৫৯৫৫। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা আমাদেরকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তা এই : এই বলে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তোমাদের কারো নিকট অবশ্যই এমন দিন আসবে যখন কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। অতঃপর তাদের কাছে আমাকে দেখা তাদের নিকট বিদ্যমান পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় বলে প্রতীয়মান হবে।

আবু ইসহাক বলেন, আমার নিকট এর অর্থ এই : আমাকে তাদের কাছে দেখতে পাওয়া তাদের পরিবার ও ধনসম্পদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে হবে। আমার মতে, বাক্যের অন্তর্গত শব্দ আগে-পিছে রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৩২

ঈসা আলাইহিস সালামের ফযীলত।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ

أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، الْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ».

৫৯৫৬। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। আবু সালমা ইবনে আবদুর রাহমান তাঁকে জানিয়েছে যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি হলাম ঈসা ইবনে মরিয়মের সবচেয়ে নিকটবর্তী। নবীগণ পরস্পর (বৈমাত্রেয় ভাই) পিতৃসন্তানতুল্য। আমার ও ঈসা ইবনে মরিয়মের মাঝখানে আর কোন পয়গাম্বর নেই।

টীকা : "নবীগণ পরস্পর পিতৃসন্তানতুল্য"– এ কথার তাৎপর্য এই যে, পিতৃসন্তানদের যেমন একই পিতা ও বিভিন্ন মাতা হয়ে থাকে, অনুরূপ সকল নবীদের মৌলিক কর্মপন্থা একই ধরনের যদিও তাদের ধর্মের নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি বিভিন্ন ছিল। তাওহীদ ও রিসালাত, এতা'য়াত ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে তাদের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না। কেবল ইবাদাতের পদ্ধতি বিভিন্ন ছিল মাত্র।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَىٰ، الْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَىٰ نَبِيٌّ».

৫৯৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি ঈসা আলাইহিস সালামের সবচেয়ে নিকটবর্তী। নীবগণ পরস্পর পিতৃসন্তানতুল্য (বৈমাত্রেয় ভাই)। আমার ও ঈসা (আ)-এর মাঝখানে আর কোন নবী নেই।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ» قَالُوا: كَيْفَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ، وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ».

৫৯৫৮। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা- কিছু আমাদেরকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন তা হচ্ছে এই : এই বলে তিনি কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটা এই– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সবার চেয়ে ঈসা ইবনে মরিয়মের অধিকতর নিকটবর্তী শুরুতেও এবং শেষেও। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ তা কিভাবে? বললেন, নবীগণ পরস্পর 'আল্লাতী ভাই (বৈমাত্রেয় ভাই) যাঁদের পিতা এক ও মাতা বিভিন্ন। অর্থাৎ তাঁদের দীন (ধর্মের মৌলিক বিধান) এক (যদিও খুঁটিনাটি বিষয়ে বিভিন্নতা রয়েছে)। আমি ও ঈসা (আ) আমাদের মাঝে আর কোন নবী নেই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ، إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ»، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِنِّىٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: ٣٦].

৫৯৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, শয়তান তাকে খোঁচা মারে। এ জন্যই শয়তানের খোঁচায় শিশু চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। কিন্তু ঈসা ইবনে মরিয়ম ও তাঁর মাতা এর ব্যতিক্রম। অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) বললেন, তোমরা যদি ইচ্ছে কর পাঠ কর (আয়াত) ' وَإِنِّي أُعِيْذُهَا وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ' (আমি এ কন্যার ও তাঁর সন্তান-সন্ততির জন্যে আপনার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।

টীকা : সব নবী ও রাসূলগণই মাসূম ও নিষ্পাপ ছিলেন এবং শয়তান ও তার চক্রান্ত থেকে মাহফুজ ছিলেন। তবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শয়তানের খোঁচা থেকে সকলে মুক্ত ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। উপরোক্ত হাদীসে কেবল মরিয়ম ও ঈসা ইবনে মরিয়মকেই তা থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য কোন নবীর উল্লেখ নেই। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কথাও উল্লেখ করেননি। প্রকৃতপক্ষে সকল নবী ও রাসূলই শয়তানের খোঁচামুক্ত ছিলেন। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সবার উর্ধ্বে। তার পূতঃপবিত্র সত্তা শয়তানের ছোঁয়া থেকে চিরমুক্ত। এতদসত্ত্বেও আত্মগৌরব থেকে বাঁচার জন্যে তিনি নিজের কথা উল্লেখ করেননি। এছাড়া ঈসা (আ) ও মরিয়মের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাঁদের বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: «يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسَّةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ»، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ «مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ».

৫৯৬০। মা'মার শুয়াইব সবাই যুহরী থেকে এ সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন 'যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন শয়তান তাকে স্পর্শ করে। তাই শয়তানের স্পর্শের কারণে শিশু চিৎকার করে কাঁদে'। শুয়াইবের হাদীসে আছে- مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ ।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ:
حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ سُلَيْمًا مَوْلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا».

৫৯৬১। আমর ইবনুল হারেস জানিয়েছেন, আবু হুরায়রার চাচাতো ভাই আবু ইউনুস সেলিম তাঁকে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি আদম সন্তান মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন তাকে শয়তান স্পর্শ করে থাকে। কেবল মরিয়ম ও তাঁর পুত্র ঈসা তা থেকে মুক্ত।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَىٰ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ: سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ! فَقَالَ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ نَفْسِي».

৫৯৬২। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা- কিছু আমাদেরকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন তা এই– এই বলে তিনি কতিপয় হাদীস উল্লেখ করলেন। তন্মধ্যে একটা হচ্ছে এই– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একবার ঈসা (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে তিনি তাকে বললেন, তুমি চুরি করেছ? লোকটি বলল, কিছুতেই না, ঐ মহান সত্তার কসম, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ বা প্রভু নেই। একথা শুনে ঈসা আলাইহিস্ সালাম বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি আর নিজেকে অবিশ্বাস করেছি।

টীকা : এ কথাটির তাৎপর্য এই যে, মহান আল্লাহর প্রতি আমার অটল বিশ্বাস থাকার পর এ ব্যক্তি যখন সেই মহান সত্তার কসম করে বলছে তা বিশ্বাস করাই উচিত। সে ক্ষেত্রে আমার চোখে দেখা বাস্তবতাকে অস্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। তাই আমি নিজের প্রতি অবিশ্বাস করে লোকটির কথা মেনে নিলাম। আল্লাহর প্রতি সীমাহীন অনুরাগের এটা একটা দৃষ্টান্ত।

অনুচ্ছেদ : ৩৩
ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের ফযীলত।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ

ابْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ».

৫৯৬৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে 'খাইরুল বারিয়্যাহ' (সৃষ্টির সেরা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন, তিনি তো ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম। তাঁকেই এ উপাধিতে ভূষিত করা উচিত।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্য তাঁর অপূর্ব বিনয়ের দৃষ্টান্ত। তিনি নিজের নামে 'খাইরুল বারিয়্যাহ' (সৃষ্টির সেরা) উপাধি পরিহার করে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। অথচ তিনিই ছিলেন সৃষ্টির সেরা মানব। এটা হয়তো বিনয় প্রকাশার্থে অথবা আত্মগৌরব ও আত্মপ্রশংসা থেকে বাঁচার জন্যে। অথবা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। কারও মতে, তিনি নিজ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পূর্বে বলেছেন। তা ঠিক নয়, কেননা তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন– 'আমি আদমের আওলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এটা অহঙ্কার নয়'।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ، مَوْلَىٰ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِمِثْلِهِ.

৫৯৬৪। মুখতার বলেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ!... পূর্বের ন্যায়।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৫৯৬৫। মুখতার বলেন, আমি আনাস (রা) থেকে শুনেছি, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ، [النَّبِيُّ] عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً، بِالْقَدُومِ».

৫৯৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আশি বছর বয়সে 'কাদূম' নামক

স্থানে অথবা করাত দ্বারা নিজ খত্না করিয়েছেন।

টীকা : ইবরাহীম আলাইহিস সালামের খত্না হয়েছিল অধিকাংশের মতে আশি বছর বয়সে। কারও মতে একশ' বিশ বছর বয়সে। এ অভিমত দুর্বল। ১০টি বিষয় 'সুন্নাতে ইবরাহীমী'। তন্মধ্যে খত্না অন্যতম। খতনা উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য অপরিহার্য একটা সুন্নত (সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ) বা অবশ্য পালনীয়। 'কাদূম' সিরিয়ায় অবস্থিত একটা স্থানের নাম। কারও কারও মতে কাঠ চিরার অস্ত্র করাতকে 'কাদূম' বলা হয়। তা দিয়ে তিনি এ কাজ সম্পন্ন করেছেন।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، قَالَ: أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ: بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ». [راجع: ٣٨٢]

৫৯৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম অপেক্ষা সন্দেহ করার অধিকতর উপযোগী হতাম যে সময় ইবরাহীম (আ) বলেছেন, হে প্রভু! তুমি কিরূপে মৃতকে জীবিত কর তা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে দেখিয়ে দাও। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন না? ইবরাহীম (আ) বললেন, নিশ্চয়ই! তবে আমার হৃদয়ের সান্ত্বনার জন্যে (এ আবদার জানাচ্ছি। আর আল্লাহ 'লূত' আলাইহিস সালামের প্রতি রহমত (দয়া) করুন। তিনি অবশ্যই এক মজবুত খুঁটির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতেন। আর ইউসুফ আলাইহিস সালাম যত দীর্ঘকাল পর্যন্ত কয়েদখানায় অবস্থান করেছেন, আমি যদি এতকাল জেলখানায় অবস্থান করতাম, তবে আমি অবশ্যই (মুক্তির) আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিতাম।

টীকা : এ হাদীসে বিশিষ্ট তিনজন পয়গম্বরের তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত পয়গম্বরদের ঈমানের দৃঢ়তা ও সত্যের উপর অবিচলতার উল্লেখ করেন এবং তাঁদের প্রশংসা করে তাঁদেরকে নিজের উপর প্রাধান্য দেন। এটা মহানবীর বিনয় ও মহানুভবতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

হযরত ইবরাহীম (আ) মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে একটা বাস্তব নিদর্শন স্বচক্ষে দেখার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর নিকট আবদার ব্যক্ত করেছেন। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে ইবরাহীমকে প্রশ্ন করলেন 'আপনি কি আমার এ কুদরতকে বিশ্বাস করেন না'? এ প্রশ্ন থেকে ইবরাহীমের (আ) মনে সন্দেহের একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায় যা প্রকৃতপক্ষে তাঁর আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অজানাকে জানার জন্যে অদেখাকে দেখার জন্যে মানুষের মনে যে একটা অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হয়ে থাকে ইবরাহীমের (আ) মনেও এ অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হয়েছিল। মনের এ অবস্থাকে সন্দেহ বা অবিশ্বাসরূপে চিত্রায়িত করা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। এটাকে যদি সন্দেহ বলা হয় তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ ধরনের সন্দেহ (অনুসন্ধিৎসা) আমার মধ্যেও রয়েছে। বরং তাঁর চেয়ে আমার মধ্যে এ আকাংখা আরও তীব্রতর।

* হযরত ইউসুফ (আ) মিশরের বাদশা কর্তৃক দীর্ঘ সাত বছর যাবৎ জেলখানায় আবদ্ধ ছিলেন। দীর্ঘ সাত বছর কারারুদ্ধ থাকার পর মিশরের বাদশা তাকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং একজন কর্মচারী পাঠিয়ে তাঁর মুক্তির পরওয়ানা শুনালেন। দীর্ঘ কারাবাসের পরও তিনি এ সুসংবাদকে স্বাগত না জানিয়ে প্রকৃত রহস্য উদঘাটন না হওয়া পর্যন্ত অন্তরীণ থাকাকেই শ্রেয় মনে করলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সংকল্পের এ দৃঢ়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি এমন অবস্থার সম্মুখীন হলে হয়তো মুক্তির সংবাদকে স্বাগত জানাতাম। এ কথাটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউসুফ (আ)-এর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে সত্য প্রতিষ্ঠায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়েও চরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তিনি যে ধৈর্য দেখিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে বিরল।

وَحَدَّثَنَاهُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

৫৯৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যুহরীর সূত্রে বর্ণিত ইউনুসের হাদীসের সমর্থনে বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَغْفِرُ اللهُ لِلُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ أَوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ».

৫৯৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। মহানবী বলেন, আল্লাহ 'লূত' আলাইহিস সালামকে মাফ করুন, তিনি একটা মজবুত খুঁটিতে আশ্রয় নিয়েছেন।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللهِ، قَوْلُهُ: إِنِّي سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا وَوَاحِدَةً فِي شَأْنِ سَارَةَ، فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ، [وَ]كَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَٰذَا الْجَبَّارَ، إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي، يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ، فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي

وَغَيْرَكِ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ، أَتَاهُ فَقَالَ [لَهُ]: لَقَدْ قَدِمَتْ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُتِيَ بِهَا، فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ لَهَا: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي وَلَا أَضُرُّكِ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الْأُولَى، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذٰلِكَ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي، فَلَكِ اللهَ أَنْ لَا أَضُرُّكِ، فَفَعَلَتْ، وَأُطْلِقَتْ يَدُهُ، وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ، وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ، فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي، وَأَعْطِهَا هَاجَرَ.

قَالَ: فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي، فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْصَرَفَ، فَقَالَ لَهَا: مَهْيَمْ؟ قَالَتْ: خَيْرًا، كَفَّ اللهُ يَدَ الْفَاجِرِ، وَأَخْدَمَ خَادِمًا.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ.

৫৯৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নবী ইবরাহীম (আ) কখনও মিথ্যা বলেননি, কেবল তিনটা কথা। দুটো আল্লাহর ব্যাপারে, যেমন তাঁর কথা– (১) 'আমি রুগ্ন' ও তাঁর কথা (২) 'বরং এ বড় মূর্তিটাই এ কাজ করেছে' আর একটা কথা, 'সারার' ব্যাপারে। সে ব্যাপারটি এই– ইবরাহীম (আ) স্ত্রী 'সারা' কে সঙ্গে নিয়ে এক যালেম বাদশার রাজ্যে পদার্পণ করেছিলেন। 'সারা' ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী রমণী। ইবরাহীম (আ) 'সারা'-কে বললেন, শোন, এ যালেম বাদশা যদি জানে যে তুমি আমার স্ত্রী, তবে সে তোমাকে জোরপূর্বক আমার থেকে ছিনিয়ে নিবে। অতএব সে যদি তোমাকে তোমার পরিচয় জিজ্ঞেস করে, তবে তাকে জানিয়ে দিও যে তুমি আমার বোন। প্রকৃতপক্ষে তুমি ইসলামের দৃষ্টিতে আমার বোনই। আর আমি ও তুমি ছাড়া এ রাজ্যে আর কোন মুসলমান আছে বলে আমার জানা নেই। যখন ইবরাহীম (আ) অত্যাচারী বাদশার রাজ্যে প্রবেশ করলেন, তখন ঐ বাদশার কোন এক সহচর 'সারা'-কে দেখতে পেয়ে বাদশার নিকট গিয়ে বলল, বাদশা! আপনার রাজ্যে এমন এক পরমা সুন্দরী রমণী আগমন করেছে, যে আপনি ছাড়া আর কারো জন্যে শোভা পায় না। এ সংবাদ পেয়ে বাদশা তাঁর জন্যে (সারার জন্যে) লোক পাঠালে তাঁকে রাজার নিকট নিয়ে আসল। এদিকে ইবরাহীম (আ) দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন। 'সারা' (রা) রাজার কাছে গেলে রাজা নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে তাঁর দিকে হাত বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে ভীষণ খিঁচুনী আরম্ভ হল। তখন সে 'সারাকে' বলল, আমার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া কর যেন তিনি আমার হাতের

সঙ্কোচন দূর করে দেন, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। 'সারা' দোয়া করলে তার হাত ঠিক হয়ে গেল। হাত ঠিক হলে সে পুনরায় হাত বাড়াল। এবার প্রথমবারের চেয়ে আরও জোরে খিঁচুনী আরম্ভ হল। এবারও সে সারাকে অনুরূপ অনুরোধ জানাল এবং তিনি দোয়া করলে তার হাত ভাল হয়ে গেল। (হাত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলে) সে পুনরায় হাত বাড়ালে প্রথম দু'বারের চেয়েও আরও ভীষণভাবে হাতের খিঁচুনী শুরু হল। এবারও সে সারাকে বলল, আল্লাহর কাছে দোয়া কর যেন আমার হাতকে খিঁচুনীমুক্ত করে দেন। তোমার পক্ষে আল্লাহ্ আছেন, আমি তোমার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারব না। অতঃপর দোয়া করলে তার হাত মুক্ত করে দেয়া হল। এরপর যে ব্যক্তি সারাকে নিয়ে এসেছিল তাকে ডেকে এনে রাজা বলল, তুমি তো আমার নিকট একটা দৈত্য ধরে নিয়ে এসেছ, এতো মানুষ নয়। অতএব একে আমার রাজ্য থেকে বের কর এবং দাসী হাজেরাকে তার কাছে সোপর্দ কর। 'সারা' ওখান থেকে পায়ে হেঁটে চলে আসলেন। ইবরাহীম (আ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর? তিনি বললেন, ভাল। আল্লাহ পাপিষ্ঠের হাত ফিরিয়ে দিয়েছেন, তদুপরি একজন খাদেমের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, ঐ মহিলাই হচ্ছেন তোমাদের 'মা' হে আসমানের বারিধারাজাত সন্তানগণ!*

টীকা : মিথ্যা বলা মহাপাপ। আম্বিয়ায়ে কেরাম নবুওয়াতের আগে ও পরে সর্বাবস্থায় এ ধরনের পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। এটা সর্বসম্মত অভিমত। তবে সাধারণ লোকের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়েয আছে। যেমন– প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকলে, জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা কোন বড় রকমের ফিৎনার আশঙ্কা হলে মিথ্যা জায়েয। নবীগণ এরূপ অবস্থায়ও মিথ্যা থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন।

এরূপ অবস্থায় 'তাওরিয়া' জায়েয আছে। সরাসরি মিথ্যা না বলে এমনভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলা যাতে শ্রোতাদের নিকট বক্তার প্রকৃত মনোভাব গোপন থাকে– এটাকে 'তাওরিয়া' বলা হয়। 'তাওরিয়া' মিথ্যা নয় বরং মিথ্যার আকারে সত্য। বাহ্যিকভাবে তা মিথ্যার ন্যায় মনে হয়, তাই হাদীসে كِذْبٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) জীবনে তিনবার এ 'তাওরিয়া'র আশ্রয় নিয়েছিলেন বিশেষ কারণে। যেমন– (১) ইবরাহীম (আ) এমন এক পৌত্তলিক সমাজে লালিত-পালিত হয়েছেন যেখানে শিরক থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন ছিল। পুরা সমাজ এমনকি পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন সবাই সম্মিলিতভাবে তাঁকে শির্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছিল। এমতাবস্থায় তিনি শির্ক থেকে বাঁচার জন্যে তাওরিয়ার আশ্রয় নিয়ে বলেছেন 'আমি অসুস্থ'। শির্কে পরিপূর্ণ সমাজের কথা ভেবে তাঁর হৃদয়ে দারুণ অস্বস্তি বিরাজ করছিল। এহেন অস্বস্তিকর অবস্থার কথাই তিনি 'আমি অসুস্থ' বলে ব্যক্ত করেছেন। অতএব কথাটা মোটেই মিথ্যা নয়, বরং ধ্রুব সত্য।

(২) দ্বিতীয়তঃ ইবরাহীম (আ) যখন গোপনে সকল মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন এবং বড় মূর্তির গলায় অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখলেন। অবশেষে সকলে মিলে ইবরাহীমকে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করল। এমতাবস্থায় তিনি বললেন– 'এ কাজ বড় মূর্তিটা করেছে, মূর্তিদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি তারা কথা বলতে পারে'। বাহ্যিকভাবে এ কথাটা মিথ্যা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তা মিথ্যে নয়। কারণ এ কথার দ্বারা তিনি একটা যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যাতে করে তারা শির্ক থেকে বিরত থাকে। এ দ্বারা তিনি একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, এসব মূর্তি মানুষের হাতের তৈরী নির্জীব-নিষ্প্রাণ। এগুলোর কোনই ক্ষমতা নেই। এমনকি কথা বলার ক্ষমতাও নেই। সুতরাং এগুলো কিছুতেই দেবতা ও উপাসনার যোগ্য হতে পারে না। এগুলোর পূজা-অর্চনা করা নিতান্ত বোকামী। এ যুক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই তিনি তাদেরকে জওয়াব দিলেন, যদি এরা কথা বলতে পারে তবে এদেরকেই

জিজ্ঞেস কর কে এ কাণ্ড ঘটিয়েছে? যদি এদের কথা বলার ক্ষমতা থাকত, তবে বড়টাই অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হতো এবং এ কাণ্ড ঘটাতে পারত। তোমাদের ধারণা অনুযায়ী যদি এরা দেবতা হয়ে থাকে তবে মনে কর বড় মূর্তিটাই এ কাজ করেছে। অথচ এদের দেবতা হওয়ারও কোন যুক্তি নেই আর এরূপ কাজও এদের দ্বারা অসম্ভব।

(৩) তৃতীয়তঃ ইবরাহীম (আ) অত্যাচারী বাদশার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে তথা বিবি সারাকে তার বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে 'বোন' অভিহিত করেছেন। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে একথা একান্ত সত্য। সকল মানুষের আদি পিতা ও মাতা আদম ও হাওয়া। আদম ও হাওয়ার সকল সন্তান পরস্পর ভাই-বোন সদৃশ। তাছাড়া 'সকল মুসলমান ভাই ভাই'– এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি বোন বলেছেন।

* 'বনি মাইস্সামাই' দ্বারা আরববাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। অথবা আনসারদেরকে বুঝানো হয়েছে। আরবগণ স্বাভাবিকভাবে উট-বকরী পালন করত এবং এগুলোই তাদের প্রধান জীবিকার উৎস ছিল। যেহেতু উট-বকরী মাঠের ঘাস-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে আর ঘাস পাতা আসমানের বৃষ্টিধারায় জন্মায়, তাই তারা এ উপাধিতে পরিচিত। অথবা আনসারদের পূর্বপুরুষ' আমের ইবনে হারিসের উপাধি ছিল "মাউস সামা"। তাই তার বংশধরগণ 'বনি মাইসসামাই' নামে পরিচিত।

অনুচ্ছেদ : ৩৪
মূসা আলাইহিস সালামের ফযীলত।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ سَوْأَةِ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ! مَا يَمْنَعُ مُوسَىٰ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَىٰ بِأَثَرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي، حَجَرُ! ثَوْبِي، حَجَرُ! حَتَّىٰ نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ سَوْأَةِ مُوسَىٰ، فَقَالُوا: وَاللهِ! مَا بِمُوسَىٰ مِنْ بَأْسٍ. فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ، حَتَّىٰ نُظِرَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ! إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْبُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَجَرِ. [راجع: ٧٧٠]

৫৯৭১। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ্ (রা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে এই– এই বলে তিনি কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটা হচ্ছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনি ইসরাঈলের মধ্যে এ কু-প্রথা ছিল যে তারা উলঙ্গ গোসল করত যাতে একে অপরের লজ্জাস্থান দেখতে পেত। কিন্তু মূসা (আ) সঙ্কোচ বোধ

করে একাকী গোসল করতেন। এতে তারা বলাবলি করতে লাগল যে, মূসা (আ) আমাদের সাথে একসঙ্গে গোসল না করার একমাত্র কারণ এই যে, নিশ্চয়ই তাঁর অণ্ডকোষ ফুলা। এরপর একবার মূসা (আ) একাকী গোসল করতে গেলেন এবং নিজ কাপড়খানা একটা পাথরের উপর রেখে গোসল করছিলেন। ইত্যবসরে পাথরটা তাঁর কাপড় নিয়ে পালাচ্ছিল। মূসা (আ) (এ অবস্থা দেখে) পাথরের পিছনে দৌড়াতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, ওহে পাথর! আমার কাপড়, ওহে পাথর আমার কাপড়। এতে বনি ইসরাঈল, (প্রকাশ্যে) মূসা (আ)-এর গুপ্ত অঙ্গ দেখতে পেল, এরপর তারা পরস্পর বলতে লাগল খোদার কসম! মূসার (আ) দেহে কোন প্রকার খুঁত নেই। অবশেষে পাথর স্থির হলে তিনি উহার প্রতি (ক্রোধভরে) তাকালেন এবং নিজ কাপড়টা নিয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাথরকে মারতে শুরু করলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, খোদার কসম! মূসা (আ)-এর প্রহারের দরুন পাথরের গায়ে ছয়টা বা সাতটা আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

টীকা : বনি ইসরাঈলের মধ্যে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। সম্ভবত এ ঘটনা মূসা (আ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেকার ঘটনা অথবা তখনও এ বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা আসেনি। কিন্তু মূসা (আ) অন্তরে অন্তরে এরূপ অশালীন কাজকে অপছন্দ করতেন। তাই তিনি কখনও প্রকাশ্যে উলঙ্গ হতেন না। তবে নির্জনে একাকী কখনও কখনও উলঙ্গ হয়ে গোসল করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় নির্জনে ও পর্দার আড়ালে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয। ইমাম শাফেঈ, মালিক ও অধিকাংশ ইমামদের এই অভিমত। কেউ কেউ সর্বাবস্থায় নাজায়েয বলেছেন। নির্জনেও লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা উত্তম– এতে কারো দ্বিমত নেই।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا حَيِيًّا، قَالَ: فَكَانَ لا يُرَىٰ مُتَجَرِّدًا، قَالَ: فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ: إِنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُوَيْهٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ حَجَرٍ، فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ يَسْعَىٰ، وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ: ثَوْبِي، حَجَرُ! ثَوْبِي، حَجَرُ! حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَنَزَلَتْ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا۟ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا۟ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا﴾ [الأحزاب: ٦٩].

৫৯৭২। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মূসা (আ) ছিলেন একজন লজ্জাশীল ব্যক্তি। তাকে কখনও উলঙ্গ অনাবৃত দেখা যেত না। অতএব বনি ইসরাঈল বলতে লাগল মূসার অণ্ডকোষ ফুলা। রাবী আবু হুরায়রা বলেন, একবার তিনি একটা ক্ষুদ্র জলাশয়ের নিকট গোসল করতে গিয়ে কাপড়টা একটা পাথরের উপর রেখে দিলেন। পাথরটা খুব আস্তে দৌড়ে যেতে লাগল আর মূসা (আ) তার পিছনে দৌড়ালেন। তিনি নিজ লাঠি দ্বারা তাতে

আঘাত করছিলেন আর বলছিলেন, হে পাথর! কাপড় রেখে যা, হে পাথর! কাপড় রেখে যা। অবশেষে তা বনি ইসরাঈলের একটি দলের নিকট গিয়ে থামল। এ উপলক্ষেই নাযিল হল, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঐ লোকদের মত হয়োনা, যারা মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের সমালোচনা থেকে তাঁকে মুক্ত করলেন। আর তিনি আল্লাহর নিকট সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।"

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -

قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَىٰ عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، قَالَ: فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ، بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ، سَنَةٌ، قَالَ: أَيْ رَبِّ! ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالْآنَ، فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ، لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَىٰ جَانِبِ الطَّرِيقِ، تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ».

৫৯৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মৃত্যুলগ্নে) মূসা (আ)-এর নিকট মালাকুল মউতকে (মৃত্যুর ফেরেশতা) পাঠিয়ে দেয়া হল। মালাকুল মউত তাঁর কাছে আসলে তিনি সজোরে থাপ্পড় মারলেন, যাতে তার চোখ নষ্ট হয়ে গেল। ফেরেশতা তাঁর প্রভুর নিকট ফিরে গিয়ে বলল, হে প্রভু! আপনি আমাকে এমন এক বান্দার নিকট পাঠিয়েছেন যে, মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছুক নয়। মহান প্রভু আল্লাহ তার চক্ষু ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ বান্দার নিকট আবার যাও। গিয়ে বল, মৃত্যু না চাইলে তার হাতটা একটা বলদের পিঠে স্থাপন করলে হাতের নিচে যত পশম ঢাকা পড়ে তার প্রতিটি পশমের বিনিময়ে এক বছর করে আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হবে। মৃত্যুর ফেরেশতা একথা জানালে, মূসা (আ) বললেন, হে প্রভু! তারপর কি হবে? আল্লাহ বললেন, তারপর মৃত্যু। মূসা বললেন, তাহলে এখনই হোক। তিনি আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা জানালেন যেন তাঁর কবরকে বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটে একটা পাথর নিক্ষেপ বরাবর দূরত্বে যেন তৈরি করা হয়। এ বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যদি ওখানে থাকতাম, তবে তোমাদেরকে তাঁর কবর দেখিয়ে দিতাম যা লাল বালুকাস্তূপের নিচে রাস্তার পাশে অবস্থিত।

টীকা : হাদীসে উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে অনেকের কিছুটা দ্বন্দ্ব-সংশয় রয়েছে। তা এ জন্যে যে, মালাকুল মউতকে থাপ্পড় মারা কিরূপে সম্ভব? সম্ভব হলেও কেন থাপ্পড় মারলেন? তা মূসা (আ)-এর জন্যে উচিত হয়েছে কি? এ কারণে কেউ কেউ হাদীসের অর্থ এভাবে করেছেন যে, মূসা (আ) মালাকুল মউতের সাথে

তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, তাতে তিনি মালাকুল মউতের উপর জয়ী হয়েছেন। তাহলে চক্ষু নষ্ট হওয়ার অর্থ হবে তর্কে তাকে হারিয়ে দেয়া ও জব্দ করা। এ ব্যাখ্যা দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল মালাকুল মউতের জন্য পরীক্ষা ও মূসা (আ)-এর বিশেষ মর্যাদার একটা দৃষ্টান্ত।

আল্লাহ পাক মালাকুল মউতকে মানুষের আকৃতিতে পাঠিয়েছিলেন। সে এসে মূসা (আ)-এর অনুমতি ছাড়াই তাঁর রূহ কবজ করতে উদ্যত হয়েছিল। নবী ও রাসূলদের রূহ কবজ করার পূর্বে তাঁদের অনুমতি নেয়া আবশ্যক। ফেরেশতা এ নিয়ম লংঘন করায় মূসা (আ) ক্রোধান্বিত হয়ে এরূপ আচরণ করেছেন। তিনি ভাবলেন, এ ব্যক্তি সত্যিকার মালাকুল মউত হলে নিশ্চয়ই যথারীতি আদবের সাথে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করত। পরে যখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে এসেছে তখন আর তিনি কোন আপত্তি করেননি। আম্বিয়ায়ে কেরাম কখনও বেঁচে থাকার জন্যে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করেননি। তাই প্রত্যেক নবীকে হায়াত ও মউতের মধ্যে এখতিয়ার দেয়ার পর তাঁরা মৃত্যুকেই বরণ করে নিয়েছেন। অনুরূপভাবে মূসা (আ)-কে অতি দীর্ঘ হায়াতের অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুকেই বরণ করে নিয়েছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ، قَالَ: فَلَطَمَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا، قَالَ: فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَىٰ عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي، قَالَ: فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَىٰ عَبْدِي فَقُلِ: الْحَيَاةَ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ مَتْنِ ثَوْرٍ، فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ، فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ، قَالَ: فَالْآنَ مِنْ قَرِيبٍ، رَبِّ! أَمِتْنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، رَمْيَةً بِحَجَرٍ» قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ! لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَىٰ جَانِبِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ».

৫৯৭৪। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন তা এই– এই বলে তিনি কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মালাকুল মউত মূসা (আ)-এর নিকট এসে তাঁকে বলল, আপনার প্রভুর ডাকে সাড়া দিন (অর্থাৎ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন)! একথা শুনে মূসা (আ) মালাকুল মউতের চোখেমুখে জোরে থাপ্পড় মারলেন, যাতে তার চোখ অন্ধ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর মউতের ফেরেশতা মহান আল্লাহর নিকট ফিরে গিয়ে বলল, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার নিকট পাঠিয়েছেন যে মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছুক নয়। দেখুন! আমার চোখ অন্ধ করে

দিয়েছে। মহান আল্লাহ তাকে তার চোখ ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আমার বান্দার নিকট আবার যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, আপনি কি আরও বাঁচতে চান? আপনি যদি আরও হায়াত চান, তবে আপনার হাত একটা গরুর পিঠে স্থাপন করুন। গরুর যতগুলো পশম আপনার হাতের নিচে পড়বে প্রতিটি পশমের বিনিময়ে এক এক বছর করে আপনার আয়ু বৃদ্ধি পাবে। মূসা (আ) জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কি হবে? ফেরেশতা বলল, তারপর মৃত্যু হবে। তখন মূসা (আ) বললেন, তাহলে এখনই অবিলম্বে মৃত্যু হোক। হে প্রতিপালক! আমাকে দয়া করে বাইতুল মুকাদ্দাসের পবিত্র ভূমির নিকট একটা পাথর নিক্ষেপ বরাবর দূরে মৃত্যুদান করুন (ওখানে যেন আমার সমাধি রচিত হয়)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, খোদার কসম! আমি যদি ওখানে থাকতাম তবে তোমাদেরকে তাঁর কবর দেখিয়ে দিতাম যা রাস্তার এক পাশে লাল বর্ণের বালুকাস্তূপের নিকটে অবস্থিত।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا، كَرِهَهُ أَوْ لَمْ يَرْضَهُ - شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ - قَالَ: لَا، وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ! قَالَ: فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ قَالَ: تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟ قَالَ: فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، وَقَالَ: فُلَانٌ لَطَمَ وَجْهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟» قَالَ: قَالَ - يَا رَسُولَ اللهِ! -: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ، وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ: ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَىٰ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، أَوْ فِي أَوَّلِ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ آخِذٌ بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَةِ يَوْمَ الطُّورِ، أَوْ بُعِثَ قَبْلِي، وَلَا أَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ».

৫৯৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ইহুদী তার একটা বস্তু (বিক্রির জন্য) উঠালে তাকে এর পরিবর্তে এমন কিছু বিনিময় প্রদান করা হল যা তার মনঃপূত নয় বা অপছন্দীয় (এ দুয়ের মাঝে আবদুল আজীজের সন্দেহ)। তাই সে বলল : না, ঐ আল্লাহর কসম, যিনি মূসা (আ)-কে মানবকুলের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি একথা শুনে তার চেহারার উপর থাপ্পড় মেরে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে বর্তমান থাকতে তুমি একথা বলছ– "ঐ আল্লাহর কসম, যিনি মূসা (আ)-কে মানবকুলের উপর মর্যাদা দিয়েছেন"। অতঃপর ইহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বলল, হে আবুল কাসেম! আমার নিরাপত্তা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন! অমুক ব্যক্তি আমার চেহারার উপর থাপ্পড় মেরেছে। নালিশ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তার চেহারায় থাপ্পড় মেরেছ কেন? আনসার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের মাঝে বর্তমান থাকতে সে এরূপ বলেছেন– "ঐ সত্তার কসম, যিনি মূসা (আ)-কে মানবকুলের উপর মর্যাদা দিয়েছেন"। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোস্বা হলেন, এমনকি গোস্বার চিহ্ন তাঁর চেহারায় ফুটে উঠল। অতঃপর তিনি বললেন, সাবধান! আল্লাহর নবীদের মাঝে তোমরা একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিও না। শোন, কিয়ামতের সময় সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হলে আসমান ও যমীনের যাবতীয় মাখলুক বেহুঁশ হয়ে পড়বে। কেবল আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছে করেন (তারাই বহাল তবিয়ত থাকবেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর সিঙ্গায় আরেকটা ফুঁক দেয়া হলে আমি সর্বপ্রথম পুনরুত্থিত হব অথবা বলেছেন, যাদেরকে সর্বপ্রথম উঠানো হবে আমি তাদের মধ্যে শামিল থাকব। হঠাৎ নজর করে দেখব মূসা (আ) আরশ ধারণ করে আছেন। তখন আমি বুঝতে পারব না তিনি কি তূর পাহাড়ে সংজ্ঞাহীন হওয়ার পর সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছেন, নাকি আমার পূর্বে পুনরুত্থিত হয়েছেন? আমি তো কখনও বলি না যে ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়েও কেউ শ্রেষ্ঠ!

টীকা : আল্লাহ পাক দুনিয়াতে অসংখ্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের সবার মর্যাদা সমান নয়। মহান আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন "আমি এ রাসূলদের কারো মর্যাদা কারো উপর বাড়িয়ে দিয়েছি"। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো উপর কাউকে প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন। এর কারণ এই যে, মানুষ কাউকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অপরের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে থাকে। কাজেই কারো শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে অপরের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেলে তা আদৌ জায়েয নেই। অথবা নবুওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে সবার মর্যাদা সমান, যদিও কোন কোন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তারতম্য রয়েছে। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের মধ্যে তাঁদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন।

* নবুওয়াতের দৃষ্টিতে ইউনুস (আ)-এর মর্যাদা ও অন্যান্য নবীদের মর্যাদার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদিও তিনি মহান আল্লাহর বিশেষ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তবুও তাঁর মর্যাদা সামান্যও ক্ষুণ্ন হয়নি। অতএব তাঁকে অপর যে কোন নবী থেকে তুচ্ছ ও ছোট মনে করা নাজায়েয ও বেআদবী। আমাদের নবী নবীকুল শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও কোন নবীকে খাটো করে দেখেননি। বরং সকল নবীদেরকে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। এহেন উদারতার জন্যেই তিনি কোন কোন নবীর বিশেষ গুণ প্রকাশ করে তাঁদের সঠিক মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، سَوَاءً.

৫৯৭৬। এ সূত্রে আবদুল আযীয ইবনে আবু সালামা অবিকল পূর্বের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ

قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ، رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ! وَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ! وَقَالَ: فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ، فَذَهَبَ [الْيَهُودِيُّ] إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُخَيِّرُونِي عَلَىٰ مُوسَىٰ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ».

৫৯৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার দু'ব্যক্তি তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হল। এক ব্যক্তি ইহুদী, অপর ব্যক্তি মুসলমান। মুসলমান ব্যক্তি বলল, ঐ সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র সৃষ্টি জগতে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেছেন। অপরদিকে ইহুদী ব্যক্তিও বলল, ঐ সত্তার কসম, যিনি মূসা (আ)-কে সৃষ্টি জগতে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন। এ সময় মুসলমান ব্যক্তি হাত উঠিয়ে ইহুদীর চেহারায় থাপ্পড় মারল। তৎক্ষণাত ইহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তার ও মুসলমানের মধ্যে সংঘটিত ব্যাপার জানিয়ে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমাকে মূসা (আ)-এর উপর প্রাধান্য দিও না। কিয়ামতের সময় সকল মানুষ বেহুঁশিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, তখন আমি সর্বপ্রথম হুঁশপ্রাপ্ত হব। হুঁশ হলে দেখব মূসা (আ) আরশের কিনারা ধারণ করে আছেন। তখন আমি বুঝতে পারব না, তিনি কি বেহুঁশদের মধ্যেই ছিলেন এবং আমার আগে হুঁশপ্রাপ্ত হয়েছেন? নাকি তিনি ওসব বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে ছিলেন, যাদেরকে মহান আল্লাহ বেহুঁশী থেকে মুক্ত রেখেছেন?

টীকা : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর নবীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করে বরং তাঁদের প্রতি

যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উম্মাতের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁকে প্রাধান্য না দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মূসা (আ)-এর মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, আমাকে মূসা (আ)-এর উপর প্রাধান্য দিও না। কিয়ামতের সময় আমি সর্বপ্রথম উঠে দেখব মূসা (আ) আরশ ধারণ করে আছেন। তা দেখে বাহ্যতঃ মনে হবে হয়তো তিনি আমার পূর্বেই উঠেছেন, না হয় তিনি বেহুঁশী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। এটা ছিল আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপূর্ব উদারতা ও শ্রদ্ধাবোধের নিদর্শন। তিনি সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েও মূসা (আ)-কে নিজের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং প্রমাণ স্বরূপ কিয়ামতের অবস্থা তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহকাল পরকাল উভয় জাহানে তিনিই থাকবেন শীর্ষস্থানে। কিয়ামতের সময়ও তিনিই প্রথম উঠবেন ও হুঁশ প্রাপ্ত হবেন। তবে মূসা (আ)-কে আরশ ধারণ অবস্থায় দেখা তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নয়। হতে পারে তখনও তিনি বেহুঁশ অবস্থায় থাকবেন অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেই হুঁশ লাভ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَٰقَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

৫৯৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ও ইহুদী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি পরস্পর গালমন্দে লিপ্ত হল... বাকী ইবনে শিহাব সূত্রে বর্ণিত ইবরাহীম ইবনে সাদের হাদীস সদৃশ।

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوِ اكْتَفَىٰ بِصَعْقَةِ الطُّورِ».

৫৯৭৯। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন ইহুদীর চেহারায় থাপ্পড় মারার পর ইহুদী ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (নালিশ নিয়ে) আসল... বাকী হাদীস যুহরীর হাদীসের সমর্থক। ব্যতিক্রম এই যে, তিনি বলেন, আমি জানিনা, তিনি (মূসা আ) সংজ্ঞাহীনদের মধ্যেই ছিলেন কিনা এবং আমার আগেই সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন? নাকি তিনি কূহেতূরে বেহুঁশীতে আচ্ছন্ন হওয়াই যথেষ্ট হয়েছে?

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو

ابْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيِّ] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ». وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي.

৫৯৮০। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আম্বিয়ায়ে কেরামের মাঝে পরস্পর একে অন্যের উপর প্রাধান্য দিও না।

ইবনে নুমায়েরের হাদীসে আছে, আমর ইবনে ইয়াহইয়া বলেছেন, আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَيْتُ- وَفِي رِوَايَةِ هَدَّابٍ: مَرَرْتُ - عَلَىٰ مُوسَىٰ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ».

৫৯৮১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আসলাম, হাদ্দাবের বর্ণনায় আছে, আমি ঐ রাতে যে রাতে মহাশূন্য পরিভ্রমণ করেছি মূসা আলাইহিস সালামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম অর্থাৎ লাল বালুকাস্তূপের নিকট দিয়ে। এ সময় তিনি তাঁর কবরের মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন।

টীকা : রূহানী জগতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এ চিত্র ফুটে উঠেছিল। কবর হচ্ছে আখেরাতের ঘাঁটিসমূহের প্রথম ঘাঁটি। কবর ইবাদতের স্থান নয়। এতদসত্ত্বেও মূসা (আ)-কে নামাযরত অবস্থায় দেখা নেহায়েত আত্মিক ব্যাপার। মূসা (আ)-এর মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চিত্র তুলে ধরেছেন।

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ». وَزَادَ فِي حَدِيثِ عِيسَىٰ: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي».

৫৯৮২। সুলায়মান তাইমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি (মিরাজে) মূসা

আলাইহিস সালামের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। এ সময় তিনি তাঁর কবরে নামায পড়ছিলেন। ঈসার হাদীসে একথাটুকু বাড়িয়েছেন– 'যে রাতে আমাকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল'।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «قَالَ: - يَعْنِي اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ لِي - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: لِعَبْدِي - أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ، [عَلَيْهِ السَّلَامُ]». قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ.

৫৯৮৩। সা'দ ইবনে ইবরাহীম বলেন, আমি হুমায়েদ ইবনে আবদুর রহমানকে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ বলেছেন, আমার কোন বান্দার উচিত হবে না; ইবনে মুসান্না বলেন, আমার বান্দার কখনও এরূপ বলা উচিত হবে না যে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে আবী শাইবা সূত্রধারা এভাবে বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ ﷺ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ ابْنِ مَتَّىٰ»، وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَبِيهِ.

৫৯৮৪। কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল আলিয়াকে বলতে শুনেছি, আমাকে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন বান্দার এরূপ বলা উচিত নয়, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে উত্তম। তিনি তাঁকে পিতার সঙ্গে যোগ করে দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৫

ইউসুফ আলাইহিস সালামের ফযীলত।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ

وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ [ابْنِ نَبِيِّ اللهِ] ابْنِ خَلِيلِ اللهِ» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِّي؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، إِذَا فَقِهُوا».

৫৯৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে সবচেয়ে অধিক পরহেযগার। সঙ্গীরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সম্পর্কে আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র আল্লাহর নবী ইয়াকূব (আ)-এর পুত্র আল্লাহর নবী ইউসুফ (আ) (সবচেয়ে সম্মানিত)। সঙ্গীরা বলল, এ সম্পর্কেও আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে আরবের খনি সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছ? জাহেলিয়াত যুগে তাদের যারা সেরা ছিল তাঁরা ইসলামেও সেরা যখন তারা ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করল।

টীকা : সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসিত হলে তিনি প্রথমে উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি সবচেয়ে পরহেযগার। এরপর ইউসুফ (আ)-এর উল্লেখ করলেন। এরপর আরবের খনির উল্লেখ করলেন। প্রথমোক্ত উত্তর পবিত্র কুরআনেরই পরিষ্কার ঘোষণা। দ্বিতীয়তঃ ইউসুফ (আ)-কে এ দৃষ্টিতে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন যে, তিনি পুরুষানুক্রমে নবীর বংশধর। এছাড়া তিনি ছিলেন মিসরের অধিপতি, তদুপরি তিনি ছিলেন অতি উন্নত ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী। সবশেষে তিনি আরবের খনির উল্লেখ করে ওসব বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বুঝিয়েছেন যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। যেমন, আবু বাক্র, উমার, উসমান ও আলী (রা)। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে ও ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করে এমন আদর্শ মানবে পরিণত হয়েছিলেন, যারা সমগ্র আরব জাহানের সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন হিসাবে পরিগণিত।

অনুচ্ছেদ : ৩৬

যাকারিয়া আলাইহিস সালামের ফযীলত।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا».

৫৯৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকারিয়া (আ) ছিলেন একজন কাঠ মিস্ত্রী।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকারিয়া (আ)-এর ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁকে কাঠ

মিস্ত্রী হিসাবে পরিচয় দিলেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা যদিও তাঁর সম্মানের পরিপন্থী বলে মনে হয় কিন্তু বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তা তাঁর মর্যাদার স্বাক্ষর বহন করে। কেননা, কোন পেশা অবলম্বন করে হালাল জীবিকা উপার্জন সবযুগেই সম্মানজনক কাজ বলে বিবেচিত হতো। অতএব যাকারিয়া (আ)-এর এ পেশা তাঁর মর্যাদাকে সামান্য পরিমাণও ক্ষুণ্ন করেনি এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

অনুচ্ছেদ : ৩৭
খিযির আলাইহিস সালামের ফযীলত।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يزْعُمُ أَنَّ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ هُوَ مُوسَىٰ عليْهِ السَّلَامُ صَاحِبَ الْخَضِرِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَامَ مُوسَىٰ [عليْهِ السَّلَامُ] خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ: أَنا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَىٰ: أَيْ رَبِّ! كَيْفَ لِي بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فهُوَ ثَمَّ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، فَحَمَلَ مُوسَىٰ عليْهِ السَّلَامُ، حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّىٰ أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَقَدَ مُوسَىٰ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ، حَتَّىٰ خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ، فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّىٰ كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَىٰ أَنْ يُخْبِرَهُ، فلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَىٰ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ لِفَتَاهُ: (آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا)، قَالَ: وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّىٰ جَاوزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، قَالَ: (أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَىٰ الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا

أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا) قَالَ مُوسَىٰ: ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّىٰ أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَىٰ رَجُلًا مُسَجًّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَىٰ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّىٰ بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَىٰ، قَالَ: مُوسَىٰ بَنِي إِسْرائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ، [عَلَيْهِ السَّلَامُ]: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَىٰ يَمْشِيَانِ عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَىٰ لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَىٰ سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَىٰ السَّاحِلِ إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ: أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: وَهَٰذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَىٰ، قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا، فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ - يَقُولُ -: مَائِلٌ، قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ: هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا»، قَالَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَىٰ، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّىٰ يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَتِ الْأُولَىٰ مِنْ مُوسَىٰ نِسْيَانًا»، قَالَ: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّىٰ وَقَعَ عَلَىٰ حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَٰذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ».

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: وَكَانَ يَقْرَأُ: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا، وَكَانَ يَقْرَأُ: وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا.

৫৯৮৭ । সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে (রা) বললাম, নওফুল বিকালী দাবী করছে যে, বনি ইসরাঈলের সাথী যে মূসা আলাইহিস সালাম, তিনি খিযির (আ)-এর সঙ্গী মূসা (আ) নন (দুই মূসা এক নয়)। একথা শুনে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। আমি উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে শুনেছি তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। একদিন মূসা (আ) দাঁড়িয়ে বনি ইসরাঈলের মধ্যে ওয়াজ করছিলেন : তখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল– হে রাসূল! (বর্তমানে) কোন্ লোক সবচেয়ে বড় আলেম? উত্তরে তিনি বললেন, আমি। এ জওয়াবে মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি এজন্য নারায হলেন যে, তিনি আল্লাহর কথা কেন উল্লেখ করলেন না? অতএব আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দিলেন, আমার এক বান্দাহ দুই সাগরের (রোম ও পারস্য উপসাগর) মিলনস্থলে বিদ্যমান, যে তোমার চেয়ে অধিক ইলমের অধিকারী। মূসা (আ) আরয করলেন, হে প্রভু! কিভাবে ঐ ব্যক্তির সন্ধান পাব? আল্লাহর তরফ থেকে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হল, একটা ঝুড়িতে করে একটা মাছ বয়ে নিয়ে যাও। যেখানে মাছটা হারিয়ে যাবে, বুঝবে সেখানেই সেই বান্দার সন্ধান পাওয়া যাবে। এ সংকেত পেয়ে মূসা (আ) রওয়ানা হলেন এবং তাঁর সাথে রওয়ানা হলেন তাঁর যুবক সঙ্গী ইউশা ইবনে নূন। নির্দেশ অনুযায়ী মূসা (আ) একটা ঝুড়িতে একটা মাছ নিয়ে নিলেন এবং তিনি ও তাঁর যুবক সঙ্গী উভয়ে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলেন। যেতে যেতে তাঁরা একটা বড় চওড়া পাথরের নিকট এসে উপনীত হলেন। এখানে পৌঁছে মূসা (আ) ও যুবক উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে ঝুড়ির মাছটা লাফিয়ে ঝুড়ি থেকে বের হয়ে আসল এবং নদীতে পড়ে গেল। আল্লাহ পাক মাছের উপর পানির প্রবাহ স্থির করে দিলেন যাতে উক্ত স্থানে পানি উঁচু টিলার ন্যায় হয়ে গেল এবং মাছের জন্য গোপন পথ হয়ে গেল। আর তা মূসা (আ) ও যুবকের নিকট বিস্ময়কর ব্যাপার মনে হল। তাঁরা জাগ্রত হয়ে অবশিষ্ট দিন ও রাত একাধারে চলতে লাগলেন। এদিকে মূসা (আ)-এর সঙ্গী (ইউশা) তাঁকে ব্যাপারটা জানাতে ভুলে গেল। পরদিন সকাল হলে মূসা (আ) যুবককে লক্ষ্য করে বললেন, আমাদের সকাল বেলার খাবারটা লও তো! আমাদের এ সফরে বেশ ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। (ক্লান্ত হয়ে পড়েছি) রাবী বলেন, (একথা শুনামাত্র) যুবক আর অপেক্ষা না করে উঠে

দাঁড়াল। অবশেষে মনে পড়ল সে ঐ স্থানটা অতিক্রম করে এসেছে, যে স্থানের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছিল। যুবক বলল, আচ্ছা! আপনি লক্ষ্য করেছেন কি? আমরা যখন বড় পাথরটার নিকট বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলাম, তখনই মাছটা হারিয়ে গেছে। আমি তো মাছের কথা ভুলে গেছি আর সম্ভবত শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে, তাই স্মরণ হয়নি। আর এদিকে মাছটা আশ্চর্যজনকভাবে নদীর মাঝে তার পথ করে নিয়েছে।

(একথা শুনে) মূসা (আ) বললেন, এটাই তো আমরা সন্ধান করছিলাম। অতঃপর তাঁরা উভয়ে গল্প করতে করতে আবার তাদের পশ্চাৎ পথে ফিরে চললেন। রাবী বলেন, তাঁরা আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে পিছনের রাস্তা অতিক্রম করতে যাচ্ছিলেন। অবশেষে তাঁরা ঐ বড় পাথরটার নিকট পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি কাপড় ঢাকা দিয়ে বসে আছে। মূসা (আ) গিয়ে তাঁকে সালাম করলেন। খিযির (আ) অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোত্থেকে এসেছেন? আপনার দেশ কোথায়? আপনার প্রতিও সালাম। মূসা (আ) বললেন, আমার নাম মূসা। জিজ্ঞেস করলেন, বনি ইসরাঈলের নবী মূসা? তিনি উত্তর দিলেন জী হাঁ! খিযির (আ) বললেন, আপনি তো আল্লাহর বিশেষ ইলমের অধিকারী, যা আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন, আমি তা জানি না। আর আমি আল্লাহর তরফ থেকে বিশেষ ধরনের ইলমের অধিকারী যা আল্লাহ আমাকে শিখিয়েছেন, আপনি তা জানেন না। মূসা (আ) তাঁর নিকট অনুরোধ জানালেন। আচ্ছা! আমাকে আপনার অনুসরণ করার জন্য অনুমতি দিবেন কি? যাতে অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার প্রতি প্রদত্ত ইলম থেকে কিছু সঠিকভাবে শিখিয়ে দিতে পারেন? খিযির উত্তর করলেন, আপনি তো আমার সাথে চলে ধৈর্য রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না। আর যে বিষয়ে আপনার কোন ধারণাই নেই তাতে আপনি কিভাবে ধৈর্য রক্ষা করবেন? মূসা (আ) বললেন, আল্লাহ চাহেতো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পাবেন আর আমি আপনার কোন কথা অমান্য করব না। অবশেষে খিযির (আ) তাঁকে বললেন, আপনি যদি আমাকে অনুসরণ করেন, তবে আমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করবেন না যে পর্যন্ত আমি নিজে ঐ সম্পর্কে আপনার নিকট ব্যক্ত না করি। মূসা (আ) বললেন, আচ্ছা! এরপর মূসা ও খিযির (আ) উভয়ে সমুদ্রের উপকূল দিয়ে পয়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। কিছুদূর গেলে একটা নৌকা তাঁদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। উক্ত নৌকায় তাদেরকে উঠাবার জন্য তারা নৌকাওয়ালাদের সাথে আলাপ করলে তারা খিযির (আ)-কে চিনতে পেরে তাঁদেরকে বিনা পারিতোষিকেই উঠিয়ে নিল। একটু পর খিযির (আ) নৌকার একটা তক্তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তা আলগা করে ফেললেন। তা দেখে মূসা (আ) বললেন, যেসব লোক আমাদেরকে বিনা পারিতোষিকে নৌকায় উঠিয়ে নিল, আপনি তাদের নৌকাটা খণ্ড বিখণ্ড করতে উদ্যত হয়েছেন? যাতে নৌকার যাত্রীরা পানিতে ডুবে যায়? আপনি তো বড় অবাঞ্ছিত কাজ করতে যাচ্ছেন? খিযির (আ) বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে আপনি আমার সাথে চলতে গিয়ে ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হবেন না? মূসা (আ) বললেন, দয়া করে আমার ভুলের জন্যে আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমার ব্যাপারে দয়া করে বেশী কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। অতঃপর তিনি নৌকা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর আবার উভয়ে সমুদ্র উপকূল দিয়ে হেঁটে রওয়ানা হলেন। সামনে গিয়ে দেখলেন, একজন

তরুণ বালক অপর বালকদের সাথে খেলাধুলা করছে। খিযির (আ) তার টুটি চেপে ধরলেন এবং তাকে ওখান থেকে এক নিমিষে উঠিয়ে এনে কতল করে ফেললেন। মূসা (আ) এ ব্যাপার দেখে তাঁকে বললেন, আপনি একি করলেন? কোন প্রাণীর খুনের বদলা ছাড়াই আপনি একটি নিরপরাধ প্রাণীকে হত্যা করে ফেললেন? আপনি তো বড়ই জঘন্য কাজ করলেন? খিযির (আ) বললেন, আমি কি আপনাকে পূর্বে বলিনি? যে আপনি আমার সাথে চলে ধৈর্য রাখতে সক্ষম হবেন না? মূসা (আ) বললেন, একাজটা পূর্বের কাজ অপেক্ষা অধিকতর কঠিন কাজ। যাক এরপর যদি আর কোন বিষয় সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করি, তবে আর আমাকে সাথে নিবেন না। আমার পক্ষ থেকে তো কিছু ওযর আপত্তি শুনতে পেয়েছেন।

এরপর তারা আবার রওয়ানা হলেন। যেতে যেতে একদল গ্রামবাসীর নিকট গিয়ে পৌছলে তাদের নিকট কিছু খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তাঁরা ঐ গ্রামে দেখতে পেলেন, একটা দেয়াল উপড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। রাবী বলেন, ঝুঁকে পড়েছে। খিযির (আ) নিজ হাত দ্বারা এভাবে ইশারা করলেন। অতঃপর উক্ত দেয়ালটা সোজা করে দিলেন। মূসা (আ) তাঁকে বললেন। যেসব লোকের কাছে আমরা আসলাম তারা তো আমাদের কোন মেহমানদারী করল না, আমাদেরকে কিছু খাওয়ালো না? আপনি ইচ্ছে করলে তো এর বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিকও নিতে পারতেন?

খিযির (আ) বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এটাই হচ্ছে শেষ বিদায়লগ্ন। এ বিদায়লগ্নে আমি অবশ্যই ঐসব বিষয়ের রহস্য আপনাকে জানিয়ে দেব যেসব ব্যাপারে আপনি ধৈর্য রাখতে সক্ষম হননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ)-এর প্রতি দয়া করুন। আমার আকাঙ্ক্ষা জাগে, যদি তিনি ধৈর্য রক্ষা করতেন তবে আমাদের কাছে তাদের বিবরণ ক্রমাগত বর্ণনা করে শুনানো হতো। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, প্রথম বারেই মূসা (আ) থেকে ভুল হয়েছিল। তিনি বলেন, একটা চড়ুই পাখি উড়ে এসে নৌকার এক কিনারায় বসল, অতঃপর সমুদ্রে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। তখন খিযির আলাইহিস সালাম মূসা (আ)-কে বললেন, আমার ইলম ও আপনার ইলম আল্লাহর ইলমের তুলনায় এতই ক্ষুদ্র ও নগণ্য, যেমন বিশাল সমুদ্রের তুলনায় এ পাখির ঠোঁটের পানি যত ক্ষুদ্র ও নগণ্য। সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা) বলেন, উবাই (রা) এভাবে পড়তেন 'তাদের সামনে ছিল এক বাদশা যে কোন ভাল নৌকা ছিনিয়ে নিয়ে যেত'। আর পড়তেন 'নিহত বালকটি, সে ছিল কাফের'।

টীকা : বনি বিকাল গোত্রের অন্যতম ব্যক্তি, যিনি একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী ও বিচারক ছিলেন, দামেশকবাসীদের ইমাম ছিলেন। তাঁর পিতার নাম 'ফুযালা', উপাধি আবু ইয়াযীদ বা আবু রুশ্দ। ইবনে আব্বাস (রা) রাগের বশে তাঁকে 'আল্লাহর দুশমন' বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি অন্তর থেকে এ ইতিকাদ বা ধারণা পোষণ করতেন না। নওফুল বেকালী যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনার বিপরীত উক্তি ও মতামত ব্যক্ত করেছেন, তাই ইবনে আব্বাস (রা) জিদের বশবর্তী হয়ে তাঁকে আল্লাহর দুশমন বলেছেন। ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় একথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, খিযির

আলাইহিস সালামের সাথে যে মূসার সাক্ষাৎ ঘটেছিল তিনিই বনি ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর মূসা (আ)-ই ছিলেন।

* অধিকাংশ আলেমদের মতে খিযির (আ) এখনও জীবিত আছেন। বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনাবলী একথার স্বাক্ষর বহন করে। অবশ্য কারো কারো ধারণা তিনি জীবিত নেই। জীবিত থাকলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর সাক্ষাতের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ যুক্তির বিপক্ষে বলা যায়, হতে পারে অবশ্যই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছদ্মবেশ ধারণ করে সাক্ষাৎ করেছেন সাধারণ্যে তা প্রচারিত হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি নবী বা ওলী হওয়া সম্পর্কেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকের মতে তিনি নবী ছিলেন। বিশিষ্ট তফসীরকারক জীরী ও আবু আমর এ মতের সমর্থক। অপরদিকে ইমাম কুরাইশী ও বহু সংখ্যক আলেমের মতে তিনি একজন বিশিষ্ট ওলী ছিলেন। ইমাম মাওরদী তাঁর তফসীরে তিনটি মতামত উল্লেখ করেছেন (১) নবী ছিলেন, (২) ওলী ছিলেন, (৩) একজন ফেরেশতা ছিলেন। শেষোক্ত মত ঠিক নয়। ইমাম মাযরী বলেন, খিযির (আ) সম্পর্কে সব যুগের আলেমদের মধ্যেই মতভেদ দেখা দিয়েছে। যারা নবী বলেন, তাঁরা তাদের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করছেন, খিযির (আ) বলেছেন 'আমি আমার ইচ্ছামত একাজ করিনি'। একথার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় তিনি নবী ছিলেন এবং যা কিছু করেন ওহীর দ্বারাই করে থাকেন। এছাড়া হাদীসের বর্ণনায় জানা যায়, তিনি মূসা (আ)-এর চেয়েও বড় আলেম ছিলেন। নবী না হলে একজন ওলীর জন্য তা সম্ভবপর ও যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। এছাড়া খিযিরের নাম উচ্চারণ করলে 'আলাইহিস সালাম' বলা হয়। নবী ছাড়া আলাইহিস সালাম বলার নিয়ম নেই।

তফসীরকারক সালাবী (রা) বলেছেন, তিনি একজন দীর্ঘজীবী নবী যিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে বিরাজ করছেন। কেউ কেউ বলেন, শেষ যামানায় যখন কুরআন উঠে যাবে, তখন তাঁর মৃত্যু হবে।

কখন তাঁর জন্ম হয়েছে এ সম্পর্কে ইমাম সালাবী (র) তিনটা 'কওল' উল্লেখ করেছেন– (১) ইবরাহীম (আ)-এর যামানায়, (২) ইবরাহীম (আ)-এর কিছু পরে, (৩) তাঁর বহুকাল পরে।

খিযিরের উপাধি আবুল আব্বাস। প্রকৃত নাম 'বালইয়া'। পিতার নাম 'মালকান' বা 'কালইয়ান'। ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেন, তাঁর নাম হচ্ছে 'বালইয়া' ইবনে 'মালকান'।

তাঁর উপাধি 'খিযির' হওয়া সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেম বলেন, খিযির অর্থ সবুজ। তিনি কোন সাদা যমীনে বসলে তা আল্লাহর হুকুমে সবুজ আকার ধারণ করত। এ জন্য তাকে খিযির উপাধি দান করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি যখন নামায পড়তেন, তখন তাঁর চতুষ্পার্শ্ব সবুজ রং ধারণ করত।

"খিযির (আ) মূসা (আ) অপেক্ষা অধিকতর ইলমের অধিকারী ছিলেন"– একথাটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। অন্যথায় মূসা (আ)ও তৎকালীন বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। খিযির (আ) ছিলেন গোপন তত্ত্ববিদ আলেম। গোপন তত্ত্ব ও রহস্য সম্পর্কে তিনি সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। অপরদিকে জাহেরী ইলমে মূসা (আ)-ই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। মূসা (আ) যেহেতু নিজেকে শ্রেষ্ঠ আলেম বলে পরিচয় দিয়েছেন তাই আল্লাহ তাঁকে কিছু শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে খিযিরের শরণাপন্ন হতে বাধ্য করেছেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ:

حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى الَّذِي ذَهَبَ يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَيْسَ بِمُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: أَسَمِعْتَهُ؟ يَا سَعِيدُ! قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَذَبَ نَوْفٌ.

৫৯৮৮। সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে কেউ বলল, নওফ বিকালী ধারণা পোষণ করে যে, যে মূসা (আ) ইলমের সন্ধানে গিয়েছিলেন, তিনি বনি ইসরাঈলের নবী মূসা (আ) নন। ইবনে আব্বাস (রা) শুনে জিজ্ঞেস করলেন, হে সাঈদ! এ কথা তুমি শুনেছ কি? আমি বললাম, জী হাঁ। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, নওফ মিথ্যা বলেছে।

حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَىٰ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ، وَأَيَّامُ اللهِ: نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ، إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَ أَعْلَمَ مِنِّي، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ، إِنَّ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ! فَدُلَّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدْ حُوتًا مَالِحًا، فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّىٰ انْتَهَيَا إِلَىٰ الصَّخْرَةِ، فَعُمِّيَ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لَا يَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ، قَالَ: فَقَالَ فَتَاهُ: أَلَا أَلْحَقُ نَبِيَّ اللهِ فَأُخْبِرَهُ؟ قَالَ: فَنُسِّيَ، فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: «آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا» قَالَ: وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّىٰ تَجَاوَزَا، قَالَ: فَتَذَكَّرَ قَالَ: (أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَىٰ الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا) قَالَ: (ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا) فَأَرَاهُ مَكَانَ الْحُوتِ، قَالَ: هَٰهُنَا وُصِفَ لِي، قَالَ: فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ مُسَجًّى ثَوْبًا، مُسْتَلْقِيًا عَلَىٰ الْقَفَا، أَوْ قَالَ عَلَىٰ حُلَاوَةِ الْقَفَا، قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَىٰ، قَالَ: وَمَنْ مُوسَىٰ؟ قَالَ: مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: مَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، قَالَ: (إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا) شَيْءٌ أُمِرْتُ [بِهِ] أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا) قَالَ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ

خَرَقَهَا، قَالَ: انْتَحَىٰ عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟). قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غِلْمَانًا يَلْعَبُونَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَىٰ أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ذَعْرَةً مُنْكَرَةً، قَالَ: (أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ هَٰذَا الْمَكَانِ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ مُوسَىٰ - عليه السلام - لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ، قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا، وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ» - قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا - فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ لِئَامًا فَطَافَا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، قَالَ: لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ: هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، قَالَ: سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يَتَسَخَّرُهَا وَجَدَهَا مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا، وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ.

৫৯৮৯। আমাদের কাছে উবাই ইবনে কাব (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– একবার মূসা (আ) নিজ কওমের মধ্যে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কালের ধারা বিবরণী প্রকাশ করে উপদেশ দিচ্ছিলেন। আল্লাহর কালের ধারা বিবরণী হচ্ছে তাঁর নেয়ামত ও বালা মুসীবতের বর্ণনা। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, বর্তমান বিশ্বে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অধিক ইলম সম্পন্ন আর কেউ আছে বলে আমি জানি না। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ মূসা (আ)-এর নিকট ওহী নাযিল করে বললেন, আমি এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত আছি। অথবা

বলেছেন, আমার কাছে কে শ্রেষ্ঠ তা জানা আছে। যমীনের বুকে এক ব্যক্তি আছে যে, তোমার চেয়ে অধিক ইলমসম্পন্ন। মূসা (আ) বললেন, হে প্রভু! তাঁর সন্ধান আমাকে (দয়া করে) জানিয়ে দিন। অতঃপর তাঁকে নির্দেশ দেয়া হল, একটা তাজা মাছ সঙ্গে নিয়ে সফরে বের হও। যেখানে মাছটা হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তার সন্ধান পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর মূসা (আ) ও তাঁর সঙ্গী যুবক যাত্রা করলেন। যেতে যেতে তাঁরা বিরাট চওড়া পাথরের নিকট পৌঁছলে তিনি মাছের কথা ভুলে গিয়ে যুবককে ফেলে রেখেই সামনে রওয়ানা করলেন। এক পর্যায়ে মাছটা লাফিয়ে পানিতে পড়ে গেল। কিন্তু পানি তার গায়ে জড়াতে পারল না বরং তথায় জানালার ন্যায় একটা নিদর্শন স্থাপিত হল। যুবক এ নিদর্শন দেখে বলল, আমি অবশ্যই আল্লাহর নবীর সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে এ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব। কিন্তু সে ব্যাপারটা ভুলে গেল। অতঃপর তাঁরা যখন ঐ স্থান অতিক্রম করে গেল তখন মূসা (আ) যুবককে বললেন, আমাদের সকাল বেলার খাবারটা লও তো, এ দীর্ঘ সফরে আমরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ স্থান অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত তাদের কোন ক্লান্তি বোধ হয়নি। খাবার চাইলে যুবকের বিষয়টা স্মরণ হল, তখন সে বলতে লাগল, আচ্ছা, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন? আমরা যখন বড় পাথরটার নিকট বিশ্রাম গ্রহণ করেছি তখনই মাছটা চমৎকারভাবে সমুদ্রে তার রাস্তা অবলম্বন করেছে। আমি অবশ্যই মাছের কথা ভুলে গেছি। খুব সম্ভব শয়তানই আমাকে ব্যাপারটা ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই তা আমার স্মরণ নেই। মূসা (আ) বললেন, ঐ স্থানটারই আমি সন্ধান করছিলাম। অতঃপর তাঁরা উভয়ে গল্প করতে করতে পিছনের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। উক্ত স্থানে পৌঁছে যুবক তাঁকে মাছের জায়গাটা দেখিয়ে দিল। মূসা (আ) বললেন, এ স্থানটার কথাই আমাকে পূর্বে বলা হয়েছে। অতঃপর খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলেন, খিযির (আ) একটা কাপড় মুড়ি দিয়ে মাথার পশ্চাৎ দিকের উপর অথবা পিছনের মধ্যাংশের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। মূসা (আ) 'আসসালামু আলাইকুম' বলে তাঁকে সালাম করলে তিনি চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে ফেললেন এবং বললেন, ওয়া আলাইকুমুসসালাম। পরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? মূসা (আ) উত্তর দিলেন, আমি মূসা। জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ মূসা? বললেন, বনি ইসরাঈলের নবী মূসা। খিযির (আ) বললেন, কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন? মূসা (আ) বললেন, আমি এ উদ্দেশ্যে এসেছি যে, আপনি (দয়া করে আমাকে) আপনার প্রতি প্রদত্ত সঠিক জ্ঞান থেকে কিছু আমাকে শিখাবেন। খিযির (আ) বললেন, আপনি আমার সাথে চলতে গিয়ে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। যেসব বিষয়ে আপনার আদৌ কোন ধারণা নেই, তাতে আপনি কি করে ধৈর্য ধারণ করবেন? মূসা (আ) বললেন, খোদা চাহে তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পাবেন। আমি আপনার কোন কথা অমান্য করব না। অতঃপর খিযির (আ) বললেন, আচ্ছা, আপনি একান্তই যদি আমাকে অনুসরণ করতে চান, তবে আমাকে কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন করবেন না যতক্ষণ না আমি সে বিষয় আপনার নিকট ব্যক্ত করি। এরপর উভয়ে রওয়ানা হলেন। কিছুদূর গিয়ে যখন তাঁরা

নৌকায় আরোহণ করলেন, নৌকাটা খণ্ডিত করে ফেললেন। রাবী বলেন, তিনি নৌকাটা খণ্ড করতে উদ্যত হলে মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আরে! আপনি নৌকাটা দ্বিখণ্ডিত করে যাত্রীদেরকে ডুবিয়ে দিচ্ছেন। আপনি অবশ্যই একটা মারাত্মক কাজ করলেন। খিযির (আ) বললেন, আমি কি বলিনি, আমার সাথে চলে আপনি কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না? মূসা (আ) বললেন, জনাব! (দয়া করে) আমার ভুলের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমার ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করবেন না। এরপর তাঁরা আবার রওয়ানা হলেন। কিছুদূর গিয়ে তারা কিছু সংখ্যক বালককে খেলাধুলা করা অবস্থায় দেখতে পেলেন। খিযির (আ) তন্মধ্যে একটা বালকের নিকট সরাসরি গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেললেন। এ সময় মূসা (আ) চরমভাবে অস্থির ও ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি করলেন? একটা নিরপরাধ প্রাণীকে কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই কতল করে ফেললেন, আপনি অবশ্যই একটা জঘন্য কাজ করেছেন। এ স্তরে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাদের প্রতি ও মূসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! যদি মূসা (আ) তাড়াহুড়া না করে (ধৈর্য ধারণ করতেন) তবে আরও বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীর (খিযিরের) পক্ষ থেকে তার প্রতি বিশেষ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাই মূসা (আ) বলেছিলেন, এরপর আর কোন বিষয়ে আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি তবে আমাকে আপনার সাহচর্যে থাকতে দিবেন না। আমার পক্ষ থেকে কিছু ওযর আপত্তি আপনি অবশ্য শুনতে পেয়েছেন। মূসা (আ) যদি একটু ধৈর্য ধারণ করতেন, তবে আরও বিচিত্র ঘটনা দেখতে পেতেন।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন নবীর কথা আলোচনা করতেন, তখন তিনি প্রথমে নিজের প্রতি আল্লাহর রহমত কামনা করে এভাবে বলতেন, 'আমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, অনুরূপ আমার ভাইয়ের প্রতিও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক'। এরপর মূসা (আ) ও খিযির (আ) উভয়ে আবার রওয়ানা হলেন। যেতে যেতে তাঁরা একদল অভদ্র গ্রামবাসীদের নিকট পৌঁছলেন। তথায় তাঁরা বিভিন্ন জনসমষ্টির মাঝে ঘুরাফিরা করলেন এবং উক্ত গ্রামবাসীদের নিকট খাবার চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। এরপর তাঁরা (মূসা ও খিযির) ওখানে দেখতে পেলেন, একটা দেয়াল ঝুঁকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। খিযির (আ) মূসা (আ)-কে নিয়ে অতি কষ্টে তা উঠিয়ে সোজা করে দিলেন। মূসা (আ) (এ ব্যাপারেও আপত্তি জানিয়ে) বললেন, ইচ্ছে করলে তো আপনি এ কষ্টের বিনিময়ে কিছু পারিতোষিক নিতে পারতেন। (অথবা এ কষ্টের কি প্রয়োজন ছিল) এবার খিযির (আ) বললেন, এটা হচ্ছে আপনার আমার বিদায়ের লগ্ন। তিনি তাঁর কাপড়টা নিয়ে বললেন, অচিরেই আমি ওসব বিষয়ের রহস্য সম্পর্কে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যেসব ব্যাপারে আপনি ধৈর্য রক্ষা করতে পারেননি। (১) নৌকাটি ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, যারা সমুদ্র পথে (পারাপারের) কাজ করে জীবিকা উপার্জন করে... এরপর যখন ঐ জালেম বাদশা নৌকা হরণ করতে আসল, তখন নৌকাটা ফুটা অবস্থায় দেখে তা এড়িয়ে চলে গেল। এরপর

দরিদ্র ব্যক্তিরা একটা কাঠ দিয়ে তা মেরামত করে নিল।

(২) ভাগ্যলিপি নির্ধারণের সময়ই নিহত বালকটি ছিল কাফের। অথচ তার পিতামাতা তার প্রতি ছিল স্নেহপরায়ণ। বালকটি প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার পিতামাতাকে কুফরী ও খোদাদ্রোহিতার পথে নিয়ে যেত। অতএব আমি এ ইচ্ছে করলাম যেন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে এর পরিবর্তে এমন সন্তান দান করেন, যে সন্তান এ সন্তান অপেক্ষা উত্তম ও অধিকতর স্নেহের পাত্র হবে।

(৩) আর দেয়ালটা ছিল শহরের দুটি ইয়াতীম বালকের (তাদের কিছু ধনরত্ন এর নীচে গচ্ছিত আছে)।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَىٰ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ، بِإِسْنَادِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

৫৯৯০। তাইমির বর্ণনা সূত্রে আবু ইসহাক (রা) থেকে যেভাবে বর্ণিত। এ সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.

৫৯৯১। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'لَاتَّخَذْتَ' এর স্থলে 'لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا' এরূপও পড়েছেন (হামযা উচ্চারণ না করে পড়া বহুল প্রচলিত)।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ تَمَارَىٰ هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَىٰ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ! هَلُمَّ إِلَيْنَا، فَإِنِّي قَدْ تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَٰذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ، فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟، فَقَالَ أُبَيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

يَقُولُ: «بَيْنَمَا مُوسَىٰ فِي مَلَاءٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بَلَىٰ عَبْدُنَا الْخَضِرُ، قَالَ: فَسَأَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّبِيلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا افْتَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَسَارَ مُوسَىٰ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسِيرَ، ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، فَقَالَ فَتَىٰ مُوسَىٰ،عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ سَأَلَهُ الْغَدَاءَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَىٰ الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، فَقَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ: ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ».

إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ: فَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ.

৫৯৯২। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। ' أثَرَ الْحُوْتِ فِي الْبَحْرِ ' একবার তিনি এবং হুর ইবনে কয়েস উভয়ে মূসা (আ)-এর সন্ধানকৃত সঙ্গীর ব্যাপারে তর্ক হলে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তিনি খিযির (আ)। কিছুক্ষণ পর তাঁদের কাছ দিয়ে উবাই ইবনে কাব আনসারী যাচ্ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) তাঁকে দেখে ডেকে বললেন, হে আবু তোফায়েল! একটু আমাদের নিকট আসুন। আমি আর আমার এ সঙ্গী মূসা (আ)-এর ঐ সাথীর ব্যাপারে (যার সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে মূসা (আ) সন্ধানপ্রার্থী হয়েছিলেন), তর্কে লিপ্ত হয়েছি। আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ বিষয়ে কিছু বর্ণনা করতে শুনেছেন? উবাই (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি, তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, একবার মূসা (আ) বনি ইসরাঈলের একদল লোকের মধ্যে ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, হে মূসা! আপনি কি মনে করেন আপনার চেয়ে বড় আলেম কেউ আছে? মূসা (আ) বললেন, না! তৎক্ষণাৎ আল্লাহ মূসা (আ)-এর নিকট ওহী নাযিল করে বললেন, অবশ্যই আছে সে হচ্ছে আমার বান্দাহ খিযির (আ)। একথা শুনে মূসা (আ) তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার উপায় সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য একটা মাছের নিদর্শন কায়েম করে জানিয়ে দিলেন, যখন মাছটা হারিয়ে ফেলবে তখনই পিছনে ফিরে যাবে, ওখানেই তার সাক্ষাৎ পাবে। অতঃপর মূসা (আ) বের হয়ে আল্লাহর যতটুকু ইচ্ছা ভ্রমণ করলেন। অতঃপর ক্লান্ত হয়ে সঙ্গী যুবককে বললেন, সকালের খাবারটা লওতো। মূসা (আ) খাবার চাইলে তাঁর সঙ্গী যুবক বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন? যখন আমরা বড় পাথরটার উপর বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলাম তখনই তা হারিয়েছে। কিন্তু আমি মাছের কথা একেবারেই ভুলে গেছি। আর আমাকে শয়তানই তা ভুলিয়ে দিয়েছে। একথা শুনে মূসা (আ) যুবককে বললেন, এ নিদর্শনটাই

আমি খোঁজ করছিলাম। অতঃপর তাঁরা গল্প করতে করতে পিছন দিকে ফিরে আসলেন। তারপর খিযিরকে পেলেন।... এর পরবর্তী কাহিনী যা আল্লাহ্ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। কেবল ইউনুস বলেন এবং মূসা (আ) সমুদ্রে মাছের চিহ্ন তালাশ করতে ছিলেন।

كتاب فضائل الصحابة

কিতাবুল ফাদাইল (মর্যাদা)

অনুচ্ছেদ : ৩৮

সাহাবাদের ফযীলতের বর্ণনা, আবু বাক্‌র সিদ্দীকের ফযীলত।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حَدَّثَهُ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَىٰ أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا».

৫৯৯৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) জানিয়েছেন যে, আবু বাক্‌র (রা) সিদ্দীক (রা) তাঁকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা যখন (হিজরতের সময়) গারে সূরে (সূর পর্বতের গুহায়) আত্মগোপন অবস্থায় ছিলাম তখন আমাদের মাথার উপর দিয়ে (অনুসন্ধানরত) মুশরিকদের পা দেখতে পেলাম। দেখে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের কেউ যদি তার পায়ের পাতার দিকে নজর করে, তাহলে পায়ের নীচ দিয়ে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু বাক্‌র! আপনি কি দু'জনের কথা ভাবছেন? দু'জনের সাথে তৃতীয় জন আল্লাহ আছেন।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «عَبْدٌ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ» فَبَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ، وَبَكَىٰ، فَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ، لَا تُبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ».

৫৯৯৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উপবিষ্ট হয়ে বললেন : একজন বান্দাকে মহান আল্লাহ দুটি বিষয়ের মাঝে এখতিয়ার (ইচ্ছত্ব স্বাধীনতা) দিয়েছেন, (১) দুনিয়ার চাকচিক্য (প্রাচুর্য) দান করা (২) এবং তাঁর নিজস্ব অবস্থায় বহাল থাকা। অতঃপর সে তার নিজস্ব (সাদাসিদে) অবস্থাই গ্রহণ করে নিয়েছে। তা শুনে আবু বাক্‌র (রা) কেঁদে ফেললেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কাঁদলেন। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমাদের মা-বাপ উৎসর্গ হোক। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সেই এখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দাহ। আবু বাক্‌র (রা) আমাদেরকে একথার তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, সকল মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তির ধন ও সাহচর্য আমার নিকট সবচেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য তিনি হলেন আবু বাক্‌র (রা)। আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম তবে আবু বাক্‌রকে (রা) অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম। তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্বই যথেষ্ট। মসজিদের চতুষ্পার্শ্বে প্রতিটি প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়া হোক। একমাত্র আবু বাক্‌রের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَالِمٍ، أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمًا، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

৫৯৯৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন... মালিকের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي الْهُذَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ، [عَزَّ وَجَلَّ،] صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا».

৫৯৯৬। ইসমাঈল ইবনে রাজা বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু হুযাইলকে আবুল আহওয়াস থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। আবুল আহওয়াস বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম, তবে অবশ্যই আবু বাক্রকে (রা) বন্ধু বানাতাম। তবে তিনি আমার দ্বীনি ভাই ও সাথী। তোমাদের এ সাথীকে স্বয়ং আল্লাহ বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ».

৫৯৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যদি আমার উম্মাতের কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম তবে অবশ্যই আবু কুহাফার পুত্রকে (আবু বাক্রকে) অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا، وَلٰكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللهِ».

৫৯৯৮। আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যদি জগদ্বাসীর কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতাম, তবে অবশ্যই আবু কুহাফার পুত্রের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতাম। তবে তোমাদের এ মহান সাথী স্বয়ং আল্লাহর বন্ধু।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَىٰ كُلِّ خِلٍّ مِنْ خِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خليلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ».

৫৯৯৯। আবুল আহওয়াস আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মনে রেখ। আমি সর্বপ্রকার বন্ধুর বন্ধুত্ব থেকে মুক্ত। আমি যদি কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বন্ধু বাতানাম তবে অবশ্যই আবু বাক্‌রকে (রা) বন্ধু বানাতাম। তোমাদের এ মহান সাথী স্বয়ং আল্লাহর বন্ধু।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بعثَهُ عَلَىٰ جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ» قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «عُمَرُ» فَعَدَّ رِجَالًا.

৬০০০। আবু উসমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমর ইবনুল আস জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যাতুস্ সালাসিল নামক স্থানে একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে পাঠিয়েছেন। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ ব্যক্তি আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা (রা)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পুরুষের মধ্যে কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, তাঁর পিতা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কে? তিনি বললেন, উমার। এরপর কতিপয় মহান ব্যক্তির নাম উল্লেখ করলেন।

টীকা : 'যাতুস সালাসিল' সিরিয়ার এক প্রান্তে অবস্থিত একটা জলাশয়ের নাম। ৮ম হিজরীতে এ যুদ্ধ মাওতার যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وسُئِلَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْلِفًا لَو اسْتَخْلَفَهُ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ، فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: عُمَرُ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟، قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَىٰ هٰذَا.

৬০০১। ইবনে আবী মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) থেকে শুনেছি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি খলীফা নিয়োগ করে যেতেন, তবে কাকে খলীফা মনোনীত করতেন? আয়েশা (রা) বললেন, আবু বাক্‌রকে (রা)। এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আবু বাক্‌রের পরে কে মনোনীত হতো? বললেন, উমার (রা)। আবার জিজ্ঞেস করা হল, উমারের পর কে? বললেন, আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা)। এ পর্যন্ত বলেই তিনি ক্ষান্ত করেছেন।

টীকা : সমস্ত উম্মাত এ বিষয়ে একমত যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা), এরপর উমার ফারুক (রা)। অনুরূপ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আবু বাক্‌র সিদ্দীকই (রা) যোগ্যতম খলীফা হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত। এর পরেই উমারের স্থান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় কাউকে খলীফা মনোনীত করেননি বা অসিয়াত করে যাননি। তবে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে আবু বাক্‌রকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন মসজিদে নববীতে ইমামতের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করেছেন। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তিনিই ছিলেন খিলাফতের জন্য যোগ্যতম ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। এছাড়া মহানবী (সা) অনেক সময় হযরত উমারের রায় ও সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুরআনের একাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। এটাও তাঁর অন্যতম ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার স্বাক্ষর বহন করে।

حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَيْئًا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ؟ - قَالَ أَبِي: كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ - قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ».

৬০০২। মুহাম্মাদ ইবনে যুবায়ের ইবনে মাতয়াম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। একজন মহিলা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন বিষয় জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় আসার জন্যে আদেশ করলেন। তখন মহিলাটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আচ্ছা বলুন, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই? রাবী বলেন, আমার পিতা বলেন, মনে হচ্ছিল যেন মহিলাটি মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করছে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ। আমাকে যদি না পাও তবে আবু বাক্‌রের নিকট এসো।

وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ مُوسَىٰ.

৬০০৩। মুহাম্মাদ ইবনে যুবায়ের জানিয়েছেন যে, তাঁর পিতা যুবায়ের ইবনে মাতয়া'ম তাঁকে জানিয়েছেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে কোন বিষয় সম্পর্কে তাঁর সাথে আলাপ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটা নির্দেশ দান করলেন।... বাকী আব্বাদ ইবনে মূসার হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَٰرُونَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي مَرَضِهِ: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ، وَأَخَاكِ، حَتَّىٰ أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّىٰ مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَىٰ، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ».

৬০০৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অসুখের সময় আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তোমার পিতা আবু বাক্‌রকে (রা) ও তোমার ভাইকে আমার কাছে ডেকে আন, আমি একটা দলিল লিখে দেই। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে এবং কোন ব্যক্তি দাবী করে বসবে যে, আমি অধিকতর হকদার। অথচ স্বয়ং আল্লাহ এবং সব ঈমানদার মুসলমান আবু বাক্‌র (রা) ব্যতীত আর কারো প্রতি রাজী হবে না।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় যে বিষয়টা লিখে দিতে চেয়েছিলেন, তা হচ্ছে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ। অনেকের মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যাপারে স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপস্থিতিতে ইমামত পরিচালনা। সুতরাং আবু বাক্‌র সিদ্দীককে তাঁর অসুস্থাবস্থায় ইমামত পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন। কারো কারো মতে এটা ছিল তাঁর পরে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণের একটা সুস্পষ্ট ঘোষণা। লিখিতভাবে এ দায়িত্ব অর্পণ করার জন্যেই তিনি আবু বাক্‌রকে আহ্বান করেছেন। যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় তা লিপিবদ্ধ করে যাননি, তবুও তাঁর প্রতি ইমামতের দায়িত্ব ন্যস্ত করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে খিলাফতের দায়িত্বও তাঁরই উপর অর্পিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنِ اتَّبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِىءٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ». [راجع: ٢٣٧٤]

৬০০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উপস্থিত লোকদের মাঝে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আজ কে রোযাদার অবস্থায় আছে? আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ জানাযা অনুসরণ করেছে? আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন দরিদ্রকে আহার করিয়েছ? আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন রোগীর সেবা করেছে? আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আমি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তির মধ্যে এসব গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ، قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَٰذَا، وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ»، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! تَعَجُّبًا وَفَزَعًا، أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ، عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ لَهُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي؟» فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِذَٰلِكَ، أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ».

৬০০৬। সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) ও আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন যে, তারা উভয়ে আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একবার এক ব্যক্তি তার একটা গাভীর পিঠে বোঝা বহন করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন গাভীটি তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, আমাকে এ

কাজের জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং আমাকে হালচাষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ একথা শুনে বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে বলল, সুবহানাল্লাহ! গাভীও কি কথা বলতে পারে? শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি একথা বিশ্বাস করি এবং আবু বাক্‌র ও উমারও বিশ্বাস করে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, একবার একজন বকরীর রাখাল তার বকরীর পালের মধ্যে থাকা অবস্থায় একটা নেকড়ে বাঘ পালের উপর আক্রমণ চালিয়ে একটা বকরী নিয়ে গেল। রাখাল অনুসন্ধান করে অবশেষে বাঘের হাত থেকে তা উদ্ধার করে নিল। নেকড়ে বাঘটি রাখালের দিকে তাকিয়ে বলল, সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের দিন পালের রক্ষণাবেক্ষণকারী কে? ঐদিন এ পালের রাখাল আমি ছাড়া আর কেউ নেই। একথা শুনে মানুষ বিস্মিত হয়ে বলল, সুবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি অবশ্যই এ ঘটনা বিশ্বাস করি এবং আমার সাথে আবু বাক্‌র ও উমারও বিশ্বাস করে।

টীকা : মূক ও বাকশক্তিহীন জীব জানোয়ার যদিও কথা বলতে অক্ষম তবুও বিভিন্ন যুগে মূক জানোয়ারের কথা বলার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি ইচ্ছে করলে যে কোন প্রাণীর, এমনকি শুকনো কাঠেরও জবান খুলে দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের মুঠোতে পাথরের টুকরাও তাঁর নবুয়্যতের সাক্ষ্য প্রদান করেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মিম্বারে আরোহণ করে খুতবা পাঠ করতেন, সেই মিম্বারের শুকনো কাঠও তাঁর বিয়োগ বিচ্ছেদে ক্রন্দন করেছিল। উপরোক্ত বাক্যটির আসল তাৎপর্য হচ্ছে, রাখাল ও তার গোত্রীয় লোকেরা সপ্তাহে একদিন উৎসব মেলায় একত্রিত হতো। উৎসবের সময় তারা সাধারণতঃ পালের তেমন দেখাশোনা করত না। বাঘটি তখন ইচ্ছে করলে পাল থেকে যে কোন বকরী নিয়ে পালাতে পারে। বাঘের বক্তব্যে একথাটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

وَحدَّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حدَّثني أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثني عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، قِصَّةَ الشَّاةِ وَالذِّئْبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ.

৬০০৭। উকাইল ইবনে খালেদ এ সূত্রে ইবনে শিহাব থেকে বকরী ও নেকড়ে বাঘের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং গরুর কাহিনী উল্লেখ করেননি।

وَحدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ - وَفِي حَدِيثِهِمَا ذِكْرُ الْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ مَعًا، وَقَالَا فِي حَدِيثِهِمَا: «فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» وَمَا هُمَا ثَمَّ.

৬০০৮। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যুহরী থেকে বর্ণিত ইউনুসের হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের হাদীসে গরু ও বকরীর একসাথে উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা তাঁদের হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

'আমি এ কাহিনী বিশ্বাস করি। অনুরূপ আবু বাক্‌র ও উমারও, অথচ তাঁরা সেখানে ছিল না'।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৬০০৯। শু'বা ও মিসয়ার উভয়ে সা'দ ইবনে ইবরাহীম থেকে, তিনি আবু সালামা থেকে তিনি আবু হুরায়রা থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৯

উমার (রা)-এর ফযীলত।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَا الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَىٰ سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ: فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ، فَتَرَحَّمَ عَلَىٰ عُمَرَ وَقَالَ: مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ، أَنْ أَلْقَى اللهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، مِنْكَ، وَايْمُ اللهِ! إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أُكَثِّرُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ». فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو، أَوْ لَأَظُنُّ، أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَهُمَا.

৬০১০। ইবনে আবী মুলাইকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি। উমার ইবনে খাত্তাবের ওফাতের পর তাঁকে খাটে রাখা হলে লোকজন

তাঁকে কাফন পরিয়ে দিল। কাফন পরিয়ে খাট উঠিয়ে নেয়ার আগে তাঁর প্রতি দোয়া, সানা ও দুরূদ পাঠ করছিল। এ সময় আমিও তাদের সাথে শামিল ছিলাম। ইবনে আব্বাস বলেন, এ সময় এক ব্যক্তি পিছন থেকে হঠাৎ করে আমার ঘাড় চেপে ধরল। পিছনে ফিরে দেখলাম তিনি আলী (রা)। আলী (রা), উমারের (রা) প্রতি করুণা প্রকাশ করে বললেন, ওহে উমার! যাদের আমলের ন্যায় উন্নত আমল নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হতে আমি পছন্দ করি তাদের মধ্যে তোমার চেয়ে অধিকতর পছন্দনীয় ব্যক্তি আমি আর কাউকে তোমার পরে দেখছি না। খোদার কসম! আমি অবশ্যই ধারণা পোষণ করছিলাম যে মহান আল্লাহ তোমাকে তোমার পূর্ববর্তী দুই সাথীর সঙ্গী করে দিবেন। আর এ ধারণা এজন্য যে, আমি অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনতে পেতাম, তিনি বলছেন, 'আমি, আবু বাক্‌র, উমার এসেছি, 'আমি, আবু বাক্‌র ও উমার প্রবেশ করেছি' 'আমি, আবু বাকর ও উমার বের হয়ে এসেছি'। অতএব আমি আশা করছিলাম বা ধারণা করে আসছিলাম যে মহান আল্লাহ তোমাকে তাদের সাথেই শামিল করবেন।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

৬০১১। এ সূত্রে উমার ইবনে সাঈদ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ [بْنُ عَلِيٍّ] الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمْ - قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذٰلِكَ، وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ»، قَالُوا: مَاذَا أَوَّلْتَ ذٰلِكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «الدِّينَ».

৬০১২। আবু উমামা জানিয়েছেন যে, তিনি আবু সাঈদ খুদরীকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একবার আমি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম, মানবকুলকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, তাদের গায়ে বিভিন্ন রকম জামা রয়েছে। কোন কোন জামা বক্ষ পর্যন্ত পৌঁছেছে। কোন কোনটা এর চেয়েও কম পৌঁছেছে। আর উমার ইবনে খাত্তাবকে আসতে দেখলাম তার গায়ে একটা লম্বা চওড়া জামা টেনে টেনে চলছে। সাহাবা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন? তিনি বললেন, এ হচ্ছে দ্বীনের নিদর্শন।

টীকা : জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নের তাৎপর্য হচ্ছে, যার দ্বারা যতটুকু দ্বীনের পরিপূর্ণতা লাভ হয়েছে ততটুকু তার জামা লম্বা পরিদৃষ্ট হয়েছে। উমার (রা) কর্তৃক দ্বীন সর্বাধিক পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে। তাই তাঁর জামা সবচেয়ে লম্বা পরিদৃষ্ট হয়েছে। এটা উমারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এ দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই মাধ্যমে। তবে তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন লাভ করেছে আবু বাক্‌র ও উমারের খিলাফতকালে। বিশেষ করে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উমারের যুগে। এরই চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নের মাধ্যমে।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُتِيتُ بِهِ، فِيهِ لَبَنٌ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّىٰ إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ»، قَالُوا: مَاذَا أَوَّلْتَ ذٰلِكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «الْعِلْمَ».

৬০১৩। হামযা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন স্বপ্নে দেখলাম, আমার কাছে একটা পেয়ালা নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে দুধ আছে। আমি তা থেকে বেশ কিছু পান করলাম। এমনকি আমি দেখতে পেলাম আমার নখের ভিতর দিয়ে দুধের নহর জারী হচ্ছে। অতঃপর আমি অবশিষ্টাংশ উমার ইবনে খাত্তাবকে (রা) প্রদান করলাম। উপস্থিত সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর দ্বারা আপনি কি বুঝাতে চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর মানে হচ্ছে ইলমে দ্বীন।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

৬০১৪। সালেহ থেকে ইউনুস সূত্রে তাঁর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَىٰ قَلِيبٍ، عَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ، ضَعْفٌ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ

غَرْبًا فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَتَّىٰ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ».

৬০১৫। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি আবু হুরায়রকে (রা) বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেন : একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখলাম, আমি একটা কূপের পাশে দাঁড়িয়ে আছি যার উপর একটা বালতি রয়েছে। অতঃপর আমি (ঐ বালতির সাহায্যে) কূপ থেকে আল্লাহর যা ইচ্ছা, পানি উঠিয়েছি। অতঃপর আবু কুহাফার পুত্র (আবু বাক্র) তা আমার থেকে নিয়ে এক ড্রাম অথবা দু'ড্রাম পানি উঠিয়েছে। তাঁর পানি উঠাবার সময় কিছু মন্থর গতি ছিল। আল্লাহ তাঁকে মার্জনা করুন। অতঃপর বালতিটা বিরাট আকার কারণ করল। তা খাত্তাবের পুত্র (উমার) নিয়ে নিল (এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি উঠাল)। আমি কোন হোমরা-চোমরা ব্যক্তিকে উমার ইবনে খাত্তাবের ন্যায় পানি সেচন করতে দেখিনি। এমনকি সকল লোক তাঁদের উটসমূহকে পেট ভরে পানি খাওয়ায়ে আস্তাবলে ফিরিয়ে নিয়ে আসল।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ স্বপ্নের বৃত্তান্ত ইসলামের ক্রমবিকাশ ও প্রসারতা লাভের একটা দৃষ্টান্ত। স্বপ্নে দৃষ্ট কূপটি হচ্ছে ইসলামের উৎসধারা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন এ মহান উৎসধারার ধারকবাহক ও অধিনায়ক। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যতটুকু সম্ভব ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে ইসলামের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি তাঁর স্বল্পকালীন সময়ে প্রধানতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসমাপ্ত কাজগুলো আঞ্জাম দিয়ে কিছুটা অগ্রগতিও সাধন করলেন। আবু বাক্রের পর উমার (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করে পরিপূর্ণভাবে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অদম্য সাহস ও মনোবলের ফলে তাঁর শাসনামলে ইসলামের অভূতপূর্ব উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শৌর্যবীর্য বিকশিত হয়েছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিসীমা বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। একথাটুকুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

৬০১৬। সালেহ থেকে ইউনুস সূত্রে তাঁর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ: قَالَ الْأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ يَنْزِعُ» بِنَحْوِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

৬০১৭। সালেহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাজ ও অন্যান্য ব্যক্তি বলেছে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আবু কুহাফার পুত্রকে দেখলাম পানি সিঞ্চন করছে... যুহরীর হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ وَهْبٍ:

حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيتُ أَنِّي أَنْزِعُ عَلَىٰ حَوْضِي أَسْقِي النَّاسَ، فَجَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرَوِّحَنِي، فَنَزَعَ دَلْوَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضُعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، فَجَاءَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ، فَلَمْ أَرَ نَزْعَ رَجُلٍ قَطُّ أَقْوَىٰ مِنْهُ، حَتَّىٰ تَوَلَّى النَّاسُ، وَالْحَوْضُ مَلْآنُ يَتَفَجَّرُ».

৬০১৮। আবু হুরায়রার চাচাতো ভাই আবু ইউনুস আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখলাম, আমি আমার হাউয্ থেকে পানি উঠিয়ে মানুষকে পানি পান করাচ্ছি। অতঃপর আবু বাক্‌র আমার নিকট এসে আমাকে একটু সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে আমার হাত থেকে বালতিটা নিয়ে নিল এবং দু'বালতি পানি উঠাল। তাঁর পানি উঠানোর মাঝে কিছুটা দুর্বলতা বা ধীরগতি ছিল, আল্লাহ তাঁকে মাফ করুন। এরপর উমার ইবনে খাত্তাব (রা) এসে তাঁর থেকে তা নিয়ে নিল। আমি তার চেয়ে শক্তিশালী কোন মানুষকে কখনও তাঁর ন্যায় পানি উঠাতে দেখিনি। এমনকি সব লোক সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গেল, তখনও হাউয পরিপূর্ণ ও তা থেকে অনবরত পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নের তাৎপর্য নিম্নরূপ : ইসলামের সুন্দর সনাতন জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে পানি ভরা হাউয্ সদৃশ, যা ষোলকলায় পরিপূর্ণ। পানি যেরূপ মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করে ও মানুষের মাঝে শান্তি আনয়ন করে, অনুরূপ ইসলাম মানব জীবনের চাহিদা মিটিয়ে মানব সমাজে পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। তাই বিশ্বনবী জগতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করে মানুষের মাঝে অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে আমরণ সংগ্রাম করেছেন। তাঁর ইহলোক ত্যাগ করার পর আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করে ইহলোক ত্যাগ করেন। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি মাত্র দু'বছর জীবিত ছিলেন। তাই তিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি। একথাটাই মহানবী দু'বালতি পানি উঠানোর সাথে তুলনা করেছেন। এরপর উমার (রা) এ পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল খিলাফতে অধিষ্ঠিত থেকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। সকল মানুষ ইসলামের মাহাত্ম্য

অনুধাবন করে ও ইসলামের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করল। এ চিত্রটুকুই মহানবীর স্বপ্নে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ كَأَنِّي أَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةٍ عَلَىٰ قَلِيبٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، فَنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيفًا، وَاللهُ، [تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ]، يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَقَىٰ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ، حَتَّىٰ رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا الْعَطَنَ».

৬০১৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন সকালবেলা একটা কূপের পাশে দাঁড়িয়ে একটা বালতি দিয়ে পানি সেচন করছি। কিছুক্ষণ পর আবু বাক্‌র (রা) এসে এক ড্রাম বা দু'ড্রাম পানি উঠালেন। তিনি কিছুটা ধীর গতিতে পানি উঠালেন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। অতঃপর উমার (রা) এসে পানি উঠাতে লাগল। এ সময় বালতিটা বিরাট আকার ধারণ করেছে। আমি কোন শক্তিশালী মানুষকে কখনও দেখিনি যে উমারের ন্যায় এমন দুর্বার গতিতে পানি সেচন করতে পারে। সে এত অজস্র পানি উঠাল যে সবলোক পরিতৃপ্ত হয়ে গেল এবং নিজ নিজ উটের পালকে ইচ্ছামত পানি পান করায়ে আস্তাবলে নিয়ে গেল।

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا،] بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

৬০২০। যুহারের বলেন, মূসা ইবনে উকবা (রা) আমাকে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, যা আবু বাক্‌র ও উমারের সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে। উপরোক্ত রাবীদের হাদীস সদৃশ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَا جَابِرًا يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ

الْمُنْكَدِرِ وَعَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا دَارًا أَوْ قَصْرًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ»، فَبَكَىٰ عُمَرُ وَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! أَوَ عَلَيْكَ يُغَارُ؟.

৬০২১। জাবির (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি (স্বপ্নের মাধ্যমে) বেহেশতে প্রবেশ করলাম এবং বেহেশতে একটা মনোরম গৃহ বা প্রাসাদ দেখতে পেলাম। আমি (উপস্থিত লোকদের) জিজ্ঞেস করলাম, এ গৃহটি কার? তারা উত্তর দিল, উমার ইবনে খাত্তাবের। তখন আমি তাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছে করে হঠাৎ তোমার গোস্বার কথা স্মরণ করে আর প্রবেশ করলাম না। একথা শুনে উমার (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতিও কি জিদ প্রকাশ করা যায়?

টীকা : অর্থাৎ আমার জিদ বা গোস্বা বেশী থাকতে পারে। কিন্তু তা কি কোনদিন আল্লাহর রাসূলের সাথে দেখানো সম্ভব? তা অসম্ভব।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرٍ.

৬০২২। বিভিন্ন সূত্রের রাবীগণ ইবনে মুনকাদির থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা) থেকে শুনেছি। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইবনে নুমায়ের ও যুহাইরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَىٰ جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَةَ عُمَرَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَىٰ عُمَرُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا فِي ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! يَا رَسُولَ اللهِ! أَعَلَيْكَ أَغَارُ؟.

৬০২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম হঠাৎ দেখি আমি বেহেশতের মধ্যে রয়েছি। এ সময় দেখলাম একজন মেয়েলোক একটা প্রাসাদের পাশে ওযু করছে। আমি উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলাম এ প্রাসাদটা কার? তারা বলল, উমার ইবনে খাত্তাবের। তখন আমি উমারের জিদের কথা স্মরণ করলাম এবং পিছনে ফিরে আসলাম। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একথা শুনে উমার (রা) কেঁদে ফেললেন, আর ঐ মজলিশে আমরা যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, সবাই কাঁদলাম। এরপর উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর আমার মা-বাপ উৎসর্গ হোক। আপনার প্রতিও কি আমি জিদ করব? (তা অসম্ভব)।

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৬০২৪। ইবনে শিহাব থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ؛ ح: وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ حَسَنٌ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ سَعْدًا قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ» قَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ، يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قُلْنَ: نَعَمْ، أَنْتَ أَغْلَظُ وَأَفَظُّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ».

৬০২৫। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদু হামিদ জানিয়েছেন যে, তাঁকে মুহাম্মাদ ইবনে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) অবহিত করেছেন যে, তাঁর পিতা সা'দ বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কুরাইশ বংশের কতিপয় মহিলা বসে কথাবার্তা বলছিল এবং তারা অধিক সওয়াল জওয়াব করছিল যাতে তাদের গলার আওয়ায উচ্চস্বরে ধ্বনিত হচ্ছিল। এমন সময় উমার (রা) প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। উমার (রা) প্রবেশের অনুমতি চাওয়া মাত্র মহিলারা উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি পর্দা টেনে নিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন আর তিনি হাসতে লাগলেন। উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি জন্যে আল্লাহ আপনাকে হাসালেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এ মহিলাদের কাণ্ড দেখে হাসছি যারা এতক্ষণ আমার নিকট বসা ছিল। তারা যখনই তোমার আওয়ায শুনেছে সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় গা ঢেকে ফেলেছে। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পক্ষে আপনাকে ভয় করাই তো অধিকতর সমীচীন ছিল। অতঃপর উমার (রা) বললেন, একি তাদের অবিচার! আচ্ছা, তোমরা কি আমাকে ভয় করছ? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভয় করছ না? তারা বলল হাঁ! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিকতর কঠোর ও ভীতিপ্রদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, শয়তান কখনও তোমার চলার রাস্তায় তোমার সাথে মিলিত হয়নি। বরং তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় চলে।

حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَدْ رَفَعْنَ أَصْوَاتَهُنَّ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

৬০২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার উমার ইবনে খাত্তাব (রা) এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলেন যখন, তাঁর কাছে কিছু সংখ্যক মহিলা উপস্থিত ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলছিল। যখনই উমার (রা) প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, তারা তাড়াতাড়ি পর্দায় গা ঢাকা দিল... এরপর যুহরীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ [فعمر] فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ». قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: تَفْسِيرُ مُحَدَّثُونَ: مُلْهَمُونَ.

৬০২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের মধ্যে কিছুসংখ্যক গোপন তত্ত্ববিদ মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। আমার উম্মাতের মধ্যে যদি কেউ তেমন তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন থেকে থাকে, তবে সে হচ্ছে উমার ইবনে খাত্তাব (রা)। ইবনে ওহাব (রা) বলেন, مُحَدَّثُوْنَ শব্দের মানে হচ্ছে مُلْهَمُوْنَ - অর্থাৎ যারা গোপন প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত।

টীকা : উপরোক্ত হাদীসে উমারের (রা) বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গোপন তত্ত্ববিদ বা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি রূপে চিহ্নিত করেছেন। এ তত্ত্বজ্ঞানকে আরবীতে ইলহাম বলা হয়। উমার (রা)-কে আল্লাহ পাক এমন সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করেছেন যে, তিনি বিভিন্ন সময় যে মতামত ও সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন সে অনুযায়ী কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তা সঠিক সিদ্ধান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান তিনি মহান আল্লাহর তরফ থেকে গোপন প্রত্যাদেশ স্বরূপ লাভ করেছেন।

ওহী ও ইলহামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে : 'ওহী' আল্লাহর তরফ থেকে প্রত্যক্ষভাবে ফেরেশতা মারফত আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর অবতীর্ণ হতো আর পরোক্ষভাবে আল্লাহর বিশেষ বিশেষ বান্দাদের অন্তরে কোন গুপ্ত রহস্য ঢেলে দেয়ার নাম 'ইলহাম'। ওহী একমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর নাযিল হয়ে থাকে এবং ইলহাম নবী ও গায়রে নবী সবার প্রতি প্রযোজ্য।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৬০২৮। সা'দ ইবনে ইবরাহীম থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عَامِرٍ قَالَ: جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ أَخْبَرَنَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ: فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْحِجَابِ، وَفِي أُسَارَىٰ بَدْرٍ.

৬০২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বলেছেন– আমি আমার প্রভুর সাথে তিনটি বিষয়ে একমত পোষণ করেছি। (১) মাকামে ইবরাহীম, (২) পর্দা ও (৩) বদরের কয়েদীদের সম্পর্কে। (এসব ব্যাপারে আমি যে মত প্রকাশ করেছি সে অনুযায়ী মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছেন)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ فَقَالَ: ﴿ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [التوبة: ٨٠] وَسَأَزِيدُهُ عَلَىٰ سَبْعِينَ» قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ.

فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ﴾ [التوبة: ٨٤].

৬০৩০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল মারা গেল, তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে অনুরোধ জানাল যেন তাকে তাঁর জামা মুবারক এ উদ্দেশ্যে দান করেন যে তা দ্বারা তাঁর পিতার কাফন সম্পন্ন করা হয়। তাঁর অনুরোধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জামা দিয়ে দিলেন। এরপর তার প্রতি জানাযা পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ জানালে তিনি তার জানাযার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। অবস্থা দেখে উমার (রা) উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় চেপে ধরলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার প্রতি জানাযার নামায পড়বেন? অথচ মহান আল্লাহ তার প্রতি জানাযা করতে নিষেধ করেছেন*। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তো আমাকে এখতিয়ার দিয়ে বলেছেন, আপনি তাদের জন্য ইস্তেগফার করুন বা নাই করুন। তাদের প্রতি যদি সত্তর বারও ইস্তেগফার করেন (তবুও তাদের ক্ষমা নেই) তাহলে আমি সত্তর বারের আরো বেশী তা করব। উমার (রা) বললেন, সে তো মুনাফিক। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর জানাযার নামায আদায় করলে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতটুকু নাযিল করলেন– "হে রাসূল! এরপর এদের যে কেউ মারা গেলে তার প্রতি কখনও জানাযা পড়বেন না আর তার কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না।"

টীকা : আবদুল্লাহ ইবনে উবাই একজন কুখ্যাত মুনাফিক ছিল। অবশ্য তার পুত্র আবদুল্লাহ একজন খোদাভীরু মুসলমান ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক হওয়া সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যুর পর তার কাফনের জন্য নিজ জামা মুবারক দান করলেন। তদুপরি তার জানাযা আদায় করলেন। এ বিষয়টা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। তাই প্রশ্ন জাগে কেন তিনি এতটুকু অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন? এর উত্তরে মুহাক্কিকগণ বলেন (১) প্রকৃতপক্ষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি যতটুকু অনুকম্পা দেখিয়েছেন তা একমাত্র তার পুত্র আবদুল্লাহর খাতিরে করেছেন। আবদুল্লাহর অনুরোধ বা আবদার রক্ষার্থেই এতটুকু বদান্যতা দেখিয়েছেন। (২) অথবা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু রাহমাতুললিল আলামীন

ছিলেন, তাই সমগ্র বিশ্বমানবের প্রতি তার দয়া ও সহানুভূতি বিদ্যমান ছিল। তাঁর দয়া থেকে ঈমানদার, কাফির, মুশরিক, মুনাফিক কেউ বঞ্চিত হয়নি। তাই আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতিও এতটুকু সহানুভূতি দেখানো হয়েছে। (৩) অথবা এটা ছিল ঋণ পরিশোধ। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে সত্তর জন কাফির বন্দী হয়েছিল। তন্মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস (রা)ও ছিলেন। শীতের মওসুম ছিল, তাই আব্বাস (রা) শীতে কাঁপতে ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তা দেখে সদয় হয়ে তার একটা জামা তাঁর গায়ে পরিয়ে দিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ঋণ পরিশোধ করণার্থে এতটুকু সহানুভূতি দেখিয়েছেন।

* **টীকা :** দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন হতে পারে মহান আল্লাহ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফির ও মুনাফিকের প্রতি জানাযা, দু'আ ইস্তেগফার করতে নিষেধ করে থাকেন, তবে তিনি কেন তা করলেন? তার উত্তরে বলা যেতে পারে প্রথমে আল্লাহ পাক সরাসরি নিষেধ করেনি। বরং এতটুকু বলেছেন, ইস্তেগফার করা বা না করা তাদের জন্য সমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, তাদেরকে ক্ষমা করা হোক বা না হোক, আমি দয়া ও সহানুভূতির দৃষ্টান্ত কায়েম করি যাতে এ মহত্ত দেখে অন্যান্য কাফির-মুশরিকগণ ইসলামে দীক্ষিত হয়। পরে যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ে সরাসরি নিষেধ এসেছে তখন তিনি আর কখনও এরূপ করেননি।

وَحَدَّثَنَاهُ [مُحَمَّدُ] بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، فِي مَعْنَىٰ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، وَزَادَ: قَالَ: فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ.

৬০৩১। ইবনে মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ বলেন, আমাদের নিকট ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান এ সূত্রে উবায়দুল্লাহ থেকে আবু উসামার হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতিরিক্ত এতটুকু বলেছেন : 'এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (কাফির, মুনাফিকদের) প্রতি জানাযা ও ইস্তেগ্ফার বন্ধ করে দিয়েছেন'।

অনুচ্ছেদ : ৪০
উসমান ইবনে আফফানের ফযীলত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ، يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ كَذَٰلِكَ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَسَوَّىٰ ثِيَابَهُ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَقُولُ ذَٰلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ -

فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ: «أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ».

৬০৩২। ইয়াসারের দুই পুত্র আতা ও সুলায়মান ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ গৃহে রান বা পায়ের নলা খুলে শুয়েছিলেন, এমন সময় আবু বাক্‌র (রা) ঘরে আসার অনুমতি চাইলেন। তিনি আসতে অনুমতি দিলেন, আর তিনি ঐ অবস্থায়ই থেকে তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন। একটু পর উমার (রা) অনুমতি চাইলে তিনি ঐ অবস্থায়ই তাঁকে আসতে অনুমতি দিলেন এবং কথাবার্তা বললেন। এরপর উসমান (রা) আসার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে পড়লেন এবং নিজ কাপড় ঠিকঠাক করলেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবু হারমালা বলেন, আমি একথা বলিনা যে এটা একই দিনে ঘটেছে। উসমান (রা) ঘরে প্রবেশ করলে তিনি তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন। যখন উসমান বের হয়ে গেলেন, তখন আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বাক্‌র (রা) ঘরে ঢুকলে আপনি তার প্রতি অভ্যর্থনা জানাননি এবং তেমন ভ্রুক্ষেপ করেননি। এরপর উমার (রা) প্রবেশ করলেন, তাও অভ্যর্থনা জানাননি, ভ্রুক্ষেপ করেননি। এরপর উসমান (রা) প্রবেশ করলে আপনি বসে গেলেন এবং আপনার কাপড় ঠিক করলেন, কারণ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ঐ ব্যক্তিকে সম্ভ্রম করব না যাকে ফেরেশতারা সম্ভ্রম করে?

টীকা : উসমান (রা) জন্মগতভাবে লজ্জাশীল ছিলেন। অতএব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খাতিরে এতটুকু সম্ভ্রম দেখালেন। হাদীসে রান অথবা পায়ের নলা খোলা ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। তাই মালেকী মাযহাবপন্থীগণ রানকে সতরের মধ্যে গণ্য করেন না। হানাফী মাযহাবে তা অবশ্যই সতরের মধ্যে শামিল। হাদীসে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না যে মহানবী (সা) রানকে খোলা রেখেছেন। যদিও খুলে গিয়ে থাকে তা একান্ত অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে হতে পারে। উসমান (রা) যখন এসেছেন তখন হয়তো তিনি তা লক্ষ্য করেছেন এবং তা যথারীতি কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলেছেন।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَعُثْمَانَ حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، لَابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ كَذَٰلِكَ، فَقَضَىٰ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ فَقَضَىٰ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ عُثْمَانُ: ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ

فَجَلَسَ، وقالَ لِعَائِشَةَ: «اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ» فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِي ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فقالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لِي لَمْ أَرَكَ فَزِعْتَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا،] كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ، وَإِنِّي خَشِيتُ، إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ».

৬০৩৩। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। সাঈদ ইবনে আস (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রা) ও উসমান (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার চাদর পরে বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে আছেন, এমন সময় আবু বাক্র (রা) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি ঐ অবস্থায়ই আবু বাক্রকে ঢুকার অনুমতি দিলেন। তিনি তাঁর প্রয়োজন সেরে চলে গেলেন। একটুপর উমার (রা) এসে অনুমতি চাইলে তাঁকেও ঐ অবস্থায় থেকেই অনুমতি দিলেন। তিনিও তাঁর প্রয়োজন সেরে চলে গেলেন। উসমান (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলে তিনি বসে গেলেন এবং আয়েশাকে বললেন, আয়েশা! তুমি তোমার গায়ে কাপড় টেনে দাওতো। অবশেষে আমি আমার প্রয়োজন সেরে চলে গেলাম। আমি চলে আসলে আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি ব্যাপার? আপনি আবু বাক্র (রা) ও উমারের (রা) জন্য তেমন ব্যস্ততা দেখালেন না যেরূপ উসমানের (রা) জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উসমান একজন লজ্জাশীল ব্যক্তি। অতএব আমার আশঙ্কা হল আমি তাকে এ অবস্থায় অনুমতি দিলে হয়তো সে আমার নিকট যে প্রয়োজনে এসেছিল তা পূরণ হবে না (বরং লজ্জায় সে চলে যাবে)।

حَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ ابْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

৬০৩৪। সাঈদ ইবনে আস (রা) জানিয়েছেন যে, উসমান (রাা) ও আয়েশা (রা) তার নিকট বর্ণনা করেছেন, একদিন আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসার অনুমতি চাইলেন... এরপর যুহরী সূত্রে বর্ণিত উকাইলের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ مُتَّكِىءٌ يَرْكُزُ بِعُودٍ مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، إِذَا اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ، فَقَالَ: «افْتَحْ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» قَالَ: فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، فَقَالَ: ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: «افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» قَالَ: فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلْوَىٰ تَكُونُ» قَالَ: فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: فَفَتَحْتُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: وَقُلْتُ الَّذِي قَالَ: فَقَالَ: اللَّهُمَّ! صَبْرًا، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

৬০৩৫। আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় কোন এক বাগানের মধ্যে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি তাঁর সাথের একটা কাঠ পানি ও মাটির মাঝখানে পুঁতে রাখছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খুলে দাও এবং আগন্তুক ব্যক্তিকে বেহেশতের সুসংবাদ দাও। আবু মূসা বলেন, গিয়ে দেখলাম আবু বাক্‌র (রা)। আমি তাঁকে দরজা খুলে দিলাম এবং বেহেশতের সুসংবাদ শুনিয়ে দিলাম। আবু মূসা বলেন, এরপর আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খুলে দাও এবং তাকেও বেহেশতের সুসংবাদ দাও। আমি খুলতে গিয়ে দেখি উমার (রা)। তখন দরজা খুলে দিলাম এবং তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ জানালাম। কিছুক্ষণ পর আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুমতি চাইল। এবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে পড়লেন এবং বললেন, খুলে দাও এবং তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও, তবে একটা দুর্যোগের শিকার হতে পারে। আবু মূসা (আ) বলেন, আমি গিয়ে দেখলাম তিনি উসমান ইবনে আফফান (রা)। আবু মূসা বলেন, আমি খুলে দিলাম এবং তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ কথাটাও বলে দিলাম, যা মহানবী (সা) বলেছেন। উসমান (রা) একথাটা শুনে বললেন : হে আল্লাহ! ধৈর্যের তৌফিক দাও আর আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ.

৬০৩৬। আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এক বাগানে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে বাগানের দরজা পাহারা দেয়ার জন্য আদেশ করলেন... উসমান ইবনে গিয়াসের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هٰذَا، قَالَ: فَجَاءَ الْمَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: خَرَجَ، وَجَّهَ هٰهُنَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَىٰ إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّىٰ دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ، قَالَ: فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ، حَتَّى قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَىٰ بِئْرِ أَرِيسٍ، وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، فَقُلْتُ: لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، فَقُلْتُ: عَلَىٰ رِسْلِكَ، قَالَ: ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» قَالَ: فَأَقْبَلْتُ حَتَّىٰ قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: ادْخُلْ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ، وَدَلَّىٰ رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ - يُرِيدُ أَخَاهُ - خَيْرًا يَأْتِ بِهِ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: عَلَىٰ رِسْلِكَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: هٰذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» فَجِئْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ: أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْقُفِّ، عَنْ يَسَارِهِ، وَدَلَّىٰ رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: إِنْ

يُرِدِ اللهُ بِفُلاَنٍ خَيْرًا - يَعْنِي أَخَاهُ - يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقُلْتُ: عَلَىٰ رِسْلِكَ، قَالَ: وَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، مَعَ بَلْوَىٰ تُصِيبُهُ» قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: ادْخُلْ، وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ، مَعَ بَلْوَىٰ تُصِيبُكَ، قَالَ: فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِىءَ، فَجَلَسَ وُجَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ.

৬০৩৭। সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবু মূসা আশ‘আরী (রা) জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর ঘরে ওযু করে বের হলেন এবং বললেন, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করব এবং অবশ্যই আজকের দিন তাঁর সঙ্গে থাকব। এ সংকল্প নিয়ে তিনি মসজিদে আসলেন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয় জিজ্ঞেস করলেন। উপস্থিত লোকেরা বলল, তিনি এদিকে গিয়েছেন। আবু মূসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনেই তাঁর খোঁজ জিজ্ঞেস করতে করতে রওয়ানা হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আরিস’ নামক কূপে প্রবেশ করলেন। আবু মূসা বলেন, আমি দরজার নিকট বসে গেলাম। দরজাটি ছিল খেজুরের ডালার। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ প্রয়োজন সেরে ওযু করলেন। আমি উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে দেখি তিনি ‘আরিস’ কূপের উপর বসে আছেন এবং কূপের কিনারার মাঝখানে বসে পায়ের নলা খুলে দিয়েছেন আর নলাদ্বয়কে কূপের ভিতরে ঝুলিয়ে রেখেছেন। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহকে সালাম করলাম। অতঃপর ফিরে এসে আবার দরজার নিকট বসে গেলাম। আর মনে মনে বললাম, আমি আজ অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বাররক্ষক হব। এতক্ষণে আবু বাক্‌র (রা) সেখানে এসে দরজায় আঘাত করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেন, আমি আবু বাকর। আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করুন! অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি আবু বাক্‌র (রা), আনপার নিকট আসার অনুমতি চাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁকে আসতে দাও এবং তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দাও। আবু মূসা বলেন, আমি দরজায় এসে আবু বাক্‌রকে (রা) বললাম, ভিতরে আসুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আবু বাক্‌র (রা) ভিতরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান দিকে কূপের কিনারায় তাঁর সঙ্গে বসে গেলেন এবং নিজ পা দু’খানা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন ও পায়ের নলা খুলে দিয়েছেন। অতঃপর আমি ফিরে এসে আবার বসে গেলাম

এবং আমার ভাইকে এতটুকু সময় দিলাম যাতে ওযু করে আমার সাথে মিলিত হতে পারে। আমি বললাম, আল্লাহ যদি কোন বান্দার কল্যাণ করতে ইচ্ছে করেন, (তাঁর ভাইয়ের অর্থাৎ আবু বাক্‌রের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন) তাঁকে এখানে নিয়ে আসেন। ইতোমধ্যে আরেক ব্যক্তি দরজা নাড়াতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম দরজায় কে? বললেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাব। আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম করলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উমার (রা) এসেছেন ও আপনার নিকট আসার অনুমতি চাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁকে আসতে দাও আর তৎসঙ্গে বেহেশতের সুসংবাদ দাও। আমি উমারের নিকট এসে বললাম, যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আবু মূসা (রা) বলেন, এরপর উমার (রা) ভিতরে এসে কূপের কিনারায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বামদিকে তাঁর সাথে বসে গেলেন এবং তাঁর দু'পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর আমি ফিরে এসে আবার বসে গেলাম আর মনে মনে বললাম, মহান আল্লাহ যদি কোন বান্দার কল্যাণের ইচ্ছে করেন (তাঁর ভাই উমারের প্রতি ইঙ্গিত করে) তাকে এখানে নিয়ে আসেন। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে দরজায় দোলা দিলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, দরজায় কে? উত্তরে বললেন, আমি উসমান ইবনে আফফান। আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করুন! আমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে সংবাদ দিলে তিনি বললেন, তাকে আসতে দাও এবং বেহেশতের সুসংবাদ দাও। তবে তার প্রতি একটু দুর্যোগ নেমে আসবে। আবু মূসা বলেন, আমি এসে বললাম, ভিতরে আসুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে বেহেশতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন, তবে আপনার উপর একটা বিপদ নেমে আসবে। আবু মূসা (রা) বলেন, এরপর উসমান (রা) ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন, কূপের কিনারা পুরা হয়ে গেছে (পাশে আর জায়গা নেই) তাই তিনি তাঁদের সামনে অপর প্রান্তে বসে গেলেন। শারীক বলেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) বললেন, আমি এ কাহিনীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলাম এভাবে যে, এটা তাঁদের কবরের একটা চিত্র।

টীকা : আবু মূসা বর্ণিত এ হাদীসে যে কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে, এতে প্রথম তিন খলিফা আবু বাক্‌র, উমার ও উসমানের শ্রেষ্ঠত্বের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তাঁদের বেহেশতী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তদুপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁদের নিকটতম ও গভীরতম সম্পর্কের বিষয়টি বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর ডানে বামে ও সামনে যথাক্রমে আবু বাক্‌র, উমার উসমানের উপবেশনের মাধ্যমে তাদের নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি সুপ্রমাণিত হচ্ছে।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) এর তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে এ অবস্থাকে তাঁদের কবরের সাথে তুলনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর তাদের কবরও এভাবে রচিত হয়েছে। ডানে আবু বাক্‌র বামে উমার ও সামনে উসমানের কবর বিদ্যমান।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَٰقَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ هَٰهُنَا - وَأَشَارَ لِي سُلَيْمَانُ إِلَىٰ مَجْلِسِ سَعِيدٍ، نَاحِيَةَ الْمَقْصُورَةِ - قَالَ أَبُو مُوسَىٰ: خَرَجْتُ أُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَلَكَ فِي الْأَمْوَالِ، فَتَبِعْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ مَالًا، فَجَلَسَ فِي الْقُفِّ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ يَحْيَى ابْنِ حَسَّانَ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ سَعِيدٍ: فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ.

৬০৩৮। সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) বলেন, আমাকে আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, এ স্থানে (মহলের এককোণে সাঈদের বৈঠকখানার প্রতি নির্দেশ করে আবু মূসা বলেন) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোঁজ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসলাম এবং তাঁকে ধনরাশির (বাগানের) মধ্যে চলা অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করলাম এবং দেখলাম তিনি মালের (বাগানের) মধ্যে ঢুকে পড়েছেন এবং কূপের কিনারায় বসে পায়ের নলাদ্বয় খুলে দিয়েছেন আর নলাদ্বয় কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিয়েছেন... এরপর অবশিষ্ট হাদীস ইয়াহইয়া ইবনে হাসসানের হাদীসের মতোই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তিনি সাঈদের একথাটা উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَٰقَ قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا إِلَىٰ حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ، فَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَتَأَوَّلْتُ ذَٰلِكَ قُبُورَهُمُ اجْتَمَعَتْ هَٰهُنَا، وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ.

৬০৩৯। আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন কোন প্রয়োজনে মদীনার এক বাগানের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। আমিও তাঁর পিছে রওয়ানা হলাম... বাকী হাদীস সুলায়মান ইবনে বিলালের হাদীসের সমঅর্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীসে তিনি একথা উল্লেখ করেছেন : ইবনে মুসাইয়াব বলেন, আমি এর ব্যাখ্যা করেছি তাঁদের কবর। এখানেই তাঁদের তিনজনের কবর একত্রিত হয়েছে। ও উসমানের কবর আলাদা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৪১

আলী ইবনে আবু তালিবের ফযীলত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعُبَيْدُ اللهِ الْقَوَارِيرِيُّ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ يُوسُفَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الصَّبَّاحِ -: حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَٰرُونَ مِنْ مُوسَىٰ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي».

قَالَ سَعِيدٌ: فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَافِهَ بِهَا سَعْدًا، فَلَقِيتُ سَعْدًا، فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ عَامِرٌ، فَقَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ، قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَىٰ أُذُنَيْهِ قَالَ: نَعَمْ، وَإِلَّا، فَاسْتَكَّتَا.

৬০৪০। সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে, তিনি তাঁর পিতা (সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা (সা'দ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে (রা) লক্ষ্য করে বলেন, তুমি তো আমার নিকট তদ্রূপ যেরূপ হারূনের স্থান মূসার নিকট। (তোমার মর্যাদা অপরিসীম) পার্থক্য এতটুকু যে, আমার পরে কোন নবী নেই। সাঈদ (রা) বলেন, এরপর আমি এ রিওয়ায়েত সম্পর্কে সা'দের সাথে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছে করলাম। অতঃপর সা'দ ইবনে ওয়াক্কাসের সাথে সাক্ষাৎ করে আমের (রা) আমাকে যে হাদীসটা বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তা তাঁকে শুনিয়ে দিলাম। শুনে তিনি বললেন, আমিও তা শুনেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি তা শুনেছেন? রাবী বলেন, এ সময় তিনি দুটি অঙ্গুলী দু'কানের উপর রাখলেন (অর্থাৎ জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি নিজ কানে শুনেছেন?) তিনি বললেন, হাঁ! তা না হলে উভয়ে নীরব ভূমিকা পালন করতো।

টীকা : হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন তূর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথোপকথনের উদ্দেশ্যে ৪০ দিনের জন্য চলে গেলেন, তখন হারূন আলাইহিস সালামকে বনি ইসরাঈলের মধ্যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে গেলেন। অনুরূপ তাবুকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে (রা) মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে গেছেন। একথাটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্ত করেছেন। অথবা আলীর (রা) মহান ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করণার্থে তিনি এ উক্তি করেছেন। চরমপন্থী শিয়া সম্প্রদায় আলীর (রা) শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁকে আবু বাক্র ও উমারের উপর প্রাধান্য দিচ্ছে এবং বলছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তিনিই খেলাফতের অধিকারী ছিলেন। আবু বাকর, উমার ও উসমান তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন। এটা হঠকারিতা ও প্রকাশ্য সীমালংঘন; এরূপ উক্তি নিশ্চয়ই গোমরাহী।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا، قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَنْ أَسُبَّهُ، لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَهُ، وَخَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَٰرُونَ مِنْ مُوسَىٰ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ: فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ «ادْعُوا لِي عَلِيًّا» فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَمَّا نَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ، ﴿نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦١] دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَٰؤُلَاءِ أَهْلِي».

৬০৪১। আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) তাঁর পিতা (সা'দ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আমের (রা) বলেন, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) সা'দকে (রা) আমীর নিযুক্ত করে বললেন, হে সা'দ! আবু তুরাবকে (আলীকে) গালি দিতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? উত্তরে সা'দ (রা) বললেন, যতক্ষণ তিনটা কথা, যা তাঁর শানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার স্মরণ থাকবে, আমি কখনও তাঁকে গালি দিতে পারব না। এ তিনটা কথার একটাও আমার জন্যে হওয়া আমার কাছে লাল রংয়ের বহু সংখ্যক পশু অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়।

(১) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর শানে বলতে শুনেছি– কোন এক যুদ্ধে (তাবুক যুদ্ধে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মদীনায় নিজ স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করলে তিনি মহানবীকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে মহিলাদের ও বালক বালিকাদের মধ্যে আপনি স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করলেন? উত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি একথা পছন্দ কর না যে, তুমি আমার নিকট এরূপ স্থান লাভ করবে যেরূপ হারূন আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালামের নিকট স্থান লাভ করেছিল? কেবল পার্থক্য এই যে, আমার পরে নবুয়্যতের কোন স্থান নেই।

(২) আমি খাইবারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে ইসলামের পতাকা দিব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে খুব ভালবাসে। সা'দ (রা) বলেন, (একথা শুনে) আমরা সবাই ঐ পতাকা লাভের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করলাম। অবশেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন, তোমরা আলীকে আমার কাছে ডেকে আন। তাঁকে চক্ষুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় হাযির করা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চোখে নিজ থুথু দিয়ে দিলেন (এতে তিনি ভাল হয়ে গেলেন)। এরপর তিনি তাঁর হাতে ইসলামের ঝাণ্ডা তুলে দিলেন এবং মহান আল্লাহ তাঁর হাতে ইসলামের বিজয় দান করলেন।

(৩) যখন এ আয়াতটুকু نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ নাযিল হল, তখন জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে (রা), ফাতেমা (রা) ও ইমাম হাসান ও হুসাইনকে ডেকে আনলেন, আর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এরা আমার পরিবারস্থ লোক।

টীকা : বাহ্যিকভাবে হাদীসে প্রতীয়মান হয় মুয়াবিয়া (রা) সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে (রা) আলীকে (রা) গালি গালাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। আসলে তা ঠিক নয়। বরং তাঁর কথার তাৎপর্য এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে : তিনি সা'দ (রা) থেকে জানতে চেয়েছেন যে সা'দ (রা) আলীর (রা) প্রতি কতটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করছেন? এবং এ ভক্তি শ্রদ্ধার কি কি কারণ রয়েছে? তা তার মুখে ব্যক্ত হোক একথাটাই তিনি উদঘাটন করতে চেয়েছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَٰرُونَ مِنْ مُوسَىٰ».

৬০৪২। সা'দ ইবনে ইবরাহীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম ইবনে সা'দের নিকট শুনেছি। তিনি সা'দ থেকে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, তুমি কি এটা পছন্দ কর না যে, তুমি আমার কাছে এরূপ মর্যাদাশীল হবে যেরূপ হারূন (আ) মূসার (আ) নিকট মর্যাদা লাভ করেছিল?

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ»، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا

يَوْمَئِذٍ، قَالَ: فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أُدْعَىٰ لَهَا، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: «امْشِ، وَلَا تَلْتَفِتْ، حَتَّىٰ يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ» قَالَ: فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ، فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَىٰ مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: «قَاتِلْهُمْ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ».

৬০৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের দিন বললেন, আমি অবশ্যই এ ঝাণ্ডা এমন এক ব্যক্তিকে প্রদান করব যে, আল্লাহ ও রাসূলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। মহান আল্লাহ তাঁর হাতে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন। একথা শুনে উমার ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, আমি কখনও নেতৃত্ব পছন্দ করিনি কেবল ঐদিন নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহী হয়েছি। তিনি বলেন, আমি এ আশায় যে আমাকে আহ্বান করা হবে, নিজেকে জাহির করে আগ্রহ প্রকাশ করলাম। (পরে দেখা গেল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবনে আবু তালিবকে ডেকে তাঁকে ঝাণ্ডা প্রদান করলেন এবং বললেন, ঝাণ্ডা নিয়ে অগ্রসর হও, ডানে বামে তাকিওনা যে পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান না করেন। রাবী বলেন, আলী (রা) কিছুদূর অগ্রসর হয়ে থেমে গেলেন আর এদিক সেদিক না তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ কথার উপর মানুষের সাথে যুদ্ধ করব? রাসূলুল্লাহ বললেন, যে পর্যন্ত না মানুষ এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল– যুদ্ধ করতে থাক। যখন তারা একাজ করবে, তারা তোমার থেকে তাদের জান ও মালকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। কেবল অনিবার্য হক বাকী থাকবে। আর তাদের হিসাব আল্লাহর নিকট সোপর্দ।

টীকা : তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দানের পর জান ও মাল নিরাপদ হবে বটে, কিন্তু ঈমান আনার পর কোন জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হলে ইসলামী শরীয়ত অনুসারে নির্ধারিত শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এ শাস্তি দৈহিক ও আর্থিক দু'প্রকার হতে পারে। দৈহিক বা আর্থিক এ শাস্তি গ্রহণ করে নেয়া একান্ত অনিবার্য। এটাকেই অনিবার্য হক বলা হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ [بْنُ سَعِيدٍ] - وَاللَّفْظُ هَٰذَا -: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، قَالَ: فَلَمَّا

أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كُلُّهُمْ يَرْجُوا أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟» فَقَالُوا: هُوَ، يَا رَسُولَ اللهِ! يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ، حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا، فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَىٰ رِسْلِكَ، حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ! لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ».

৬০৪৪। আবু হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে সাহল ইবনে সা'দ (রা) জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের যুদ্ধের সময় বলেছিলেন, আমি এ ইসলামের ঝাণ্ডা এমন এক ব্যক্তিকে প্রদান করব যার হাতে আল্লাহ (মুসলমানদেরকে) বিজয় দান করবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে আর তাকেও আল্লাহ ও রাসূল ভালবাসে। সাহল বলেন, (এ ঘোষণার পর) সকল সাহাবী রাতভর উৎকণ্ঠার মাঝে কাটিয়ে দিলেন এ চিন্তায় যে কাকে তা প্রদান করা হয়? সকাল হলে সবলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হল। প্রত্যেকে আশা করছিল তাকে ঝাণ্ডা প্রদান করা হবে। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়? সঙ্গীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তো চক্ষু রোগে ভুগছেন। রাবী বলেন, অতঃপর তাঁরা তাঁর কাছে লোক পাঠালে তাঁকে নিয়ে আসা হল। তিনি উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চোখে একটু থুথু লাগিয়ে তার জন্য দোয়া করলেন তিনি ভাল হয়ে গেলেন, যেন তাঁর কোন ব্যথাই ছিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ঝাণ্ডা প্রদান করলেন। আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাদের সাথে যুদ্ধ করব যাতে তারা আমাদের মত (মুসলমান) হয়ে যায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ধীরগতিতে অভিযান চালিয়ে যাও এবং শত্রু বাহিনীর এলাকায় উপস্থিত হয়ে প্রথমতঃ তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত (আমন্ত্রণ) পেশ করবে এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবে তাদের উপর এ ব্যাপারে আল্লাহর কি কি হক বা অপরিহার্য কর্তব্য রয়েছে? আল্লাহর শপথ! তোমার উছিলায় আল্লাহপাক যদি একটা মানুষকেও হেদায়েত দান করেন তবে তা তোমার জন্য উৎকৃষ্ট ধরনের বহু সংখ্যক উট অপেক্ষাও উত্তম।

টীকা : ইসলামী দাওয়াতের মূলনীতি হচ্ছে, প্রথমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে দাওয়াত পেশ করবে। তা গ্রহণ না করলে 'জিযিয়া' ও আনুগত্যের জন্য বাধ্য করবে। জিযিয়া ও আনুগত্য স্বীকার না করলে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ رَمِدًا، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ! فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللهُ فِي صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ، أَوْ لَيَأْخُذَنَّ بِالرَّايَةِ، غَدًا، رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ قَالَ: يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ» فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ، وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا: هٰذَا عَلِيٌّ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّايَةَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ.

৬০৪৫ । সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাইবারের যুদ্ধে আলী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেছনে রয়ে গেলেন যেহেতু তাঁর চোখে ব্যথা ছিল। পরে তিনি ভাবলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেছনে থাকব? (তা হতে পারে না) অবশেষে আলী (রা) রওয়ানা হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে গিয়ে শামিল হলেন। যেদিন সকাল বেলা মহান আল্লাহ খাইবার দুর্গ মুসলমানদের করতলগত করে দিলেন তার আগের দিন সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (আগামীকাল) আমি অবশ্যই ঝাণ্ডা প্রদান করব এমন ব্যক্তিকে অথবা আগামীকাল অবশ্যই এমন এক ব্যক্তি ঝাণ্ডা গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অত্যন্ত ভালবাসে। অথবা বলেছেন, যে আল্লাহ ও রাসূলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করবেন। এসময় আলী (রা) আমাদের সাথে ছিলেন। (তিনি এসে আমাদের সাথে শামিল হয়েছেন) অথচ আমরা তা আশা করিনি। তাঁকে দেখে সবাই বললেন, আলী (রা) উপস্থিত হয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ঝাণ্ডা প্রদান করলেন এবং আল্লাহ তাঁর হাতে বিজয় দান করলেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -: حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! خَيْرًا كَثِيرًا، رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، وَغَزَوْتَ مَعَهُ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! خَيْرًا كَثِيرًا، حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ! مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! وَاللهِ! لَقَدْ كَبِرَتْ

سِنِّي، وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا، وَمَا لَا، فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ، ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، بِمَاءٍ يُدْعَىٰ خُمًّا، بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ» فَحَثَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي». فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ يَا زَيْدُ! أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

৬০৪৬। ইয়াযীদ ইবনে হাইয়্যান বলেন, একবার আমি হুসাইন ইবনে সবুরা এবং উমার ইবনে মুসলিম যায়েদ ইবনে আরকামের (রা) নিকট গেলাম। যখন তাঁর নিকট বসলাম, তখন হুসাইন (রা) তাঁকে বললেন– হে যায়েদ! আপনি তো অনেক কল্যাণ লাভ করেছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন, তাঁর পিছনে নামায পড়েছেন। হে যায়েদ! আপনি অনেক কল্যাণ লাভ করেছেন। দয়া করে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু শুনেছেন, তা আমাদেরকে বর্ণনা করে শুনান। যায়েদ (রা) বললেন, ভাতিজা! আল্লাহর কসম! আমি বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে গেছি, আমার আয়ুষ্কাল অনেক হয়েছে। তাই কিছু কিছু কথা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে মনে রেখেছিলাম, ভুলে গেছি। অতএব আমি যা কিছু তোমাদেরকে বর্ণনা করে শুনাই তা তোমরা সাদরে গ্রহণ কর। আর যা না বলি, তার জন্য আমাকে বলতে বাধ্য করো না। অতঃপর বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ও মদীনার মাঝখানে অবস্থিত 'খুম' নামক জলাশয়ের নিকট আমাদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণের শুরুতে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, ওয়ায্ করলেন, উপদেশ দিলেন। অতঃপর বললেন, আম্মা বা'দ! ওহে সমবেত জনগণ! আমি তো মানুষই! অচিরেই আমার প্রভুর তরফ থেকে দূত এসে যাবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব। আমি তোমাদের মাঝে দুটি ভারী (মূল্যবান) বস্তু রেখে যাচ্ছি প্রথমটি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) যা হেদায়েত ও নূরে পরিপূর্ণ। অতএব তোমরা আল্লাহর

কিতাবকে ধারণ কর এবং মজবুত করে আঁকড়ে ধর। তিনি আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করলেন ও উৎসাহ প্রদান করলেন। অতঃপর বললেন, দ্বিতীয়তঃ আমার পরিবার। আমি আমার পরিবার সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার পরিবার সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হুসাইন (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারস্থ লোক কারা? তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয় কি? বললেন, হাঁ; তাঁর স্ত্রীগণ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বরং তাঁরাও তাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তাঁর পরে যাদের উপর সাদকা হারাম। হুসাইন জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা কারা? বললেন, তাঁরা হচ্ছে– আলীর বংশধর, উকায়েল ও জাফরের বংশধর এবং আব্বাসের বংশধর। হুসাইন জিজ্ঞেস করলেন, এদের সবাই কি সাদকা থেকে বঞ্চিত? বললেন, হাঁ!।

টীকা : প্রকাশ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের জন্য যাবতীয় সাদকা, মানত, যাকাত ইত্যাদি হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও বংশগত আভিজাত্যের জন্যে তা হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে একমাত্র হাদিয়া ব্যতিত তিনি কখনও কোন সাদকা নিজে ও পরিবারের কাউকে ভোগ করতে দেননি। তবে সাদকার কোন কিছু যদি কেউ তাঁকে হাদিয়া হিসাবে দান করতেন, তবে প্রয়োজনবশতঃ তা গ্রহণ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ زُهَيْرٍ].

[٦٢٢٧] (...) **حَدَّثَنَا** أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: «كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ، مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ، وَأَخَذَ بِهِ، كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ».

৬০৪৭। সূত্রদ্বয়ের রাবী মুহাম্মাদ ইবনে ফুযায়েল ও জারীর উভয়ে আবু হাইয়্যান থেকে এ সূত্রে ইসমাঈলের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। জারীরের হাদীসে একথাটুকু বাড়িয়ে বলেছেন, "আল্লাহর কিতাব যাতে হেদায়েত ও নূর রয়েছে। যে ব্যক্তি তা ধারণ করবে ও মজবুতভাবে আঁকড়ে রাখবে সে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর যে এতে ভুল করবে সে পথভ্রষ্ট হবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ: لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا، لَقَدْ صَاحَبْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ: أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ [عَزَّ وَجَلَّ،] هُوَ حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ»، وَفِيهِ: فَقُلْنَا: مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ نِسَاؤُهُ؟ قَالَ: لَا، ايْمُ اللهِ! إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَىٰ أَبِيهَا وَقَوْمِهَا، أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ، وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ».

৬০৪৮। ইয়াযীদ ইবনে হাইয়্যান থেকে বর্ণিত। তিনি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমরা যায়েদ ইবনে আরকামের নিকট গেলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি তো উত্তম সুযোগ পেয়েছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁর পিছনে নামায পড়েছেন... এরপর আবু হাইয়্যানের হাদীস সদৃশ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ব্যতিক্রম এই যে, তিনি একথা বর্ণনা করেছেন– 'সাবধান! আমি তোমাদের মাঝে দুটো ভারী (মূল্যবান) বস্তু রেখে যাচ্ছি। তার একটি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এটা হচ্ছে আল্লাহর রজ্জু (যোগসূত্র); যে কুরআনকে অনুসরণ করবে সে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর যে তা পরিত্যাগ করবে সে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে।' আর উক্ত বর্ণনায় একথাটুকুও আছে, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর স্ত্রীগণও কি পরিবারের মধ্যে শামিল? তিনি বললেন না, আল্লাহর কসম! নারী তো পুরুষের সাথে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত থাকে। অতঃপর পুরুষ (অনেক সময়) তাকে তালাক দিয়ে দেয়। তখন সে তার পিতা ও স্বগোত্রের নিকট ফিরে যায়। "আহলে বাইত" হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঔরসজাত ও বংশোদ্ভূত ঐসব নিকটতম আত্মীয় যারা তাঁর পরে সাদকা থেকে বঞ্চিত।

টীকা : পরস্পর বিরোধী দুটো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। প্রথমোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু দ্বিতীয় হাদীসে তাদেরকে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দ্বিতীয় হাদীসটিই অধিকতর যুক্তিসম্মত। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের না হলে তাঁরা আহলে বাইতের মধ্যে গণ্য নয়। এতদসত্ত্বেও প্রথম হাদীসে আহলে বাইতের মধ্যে গণ্য করার অর্থ হচ্ছে তারা ঐ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে নিয়ে বসবাস করা হচ্ছে। প্রকৃত আহলে বাইত নয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: اسْتُعْمِلَ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِنْ آلِ مَرْوَانَ، قَالَ: فَدَعَا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتِمَ عَلِيًّا، قَالَ: فَأَبَىٰ سَهْلٌ، فَقَالَ [لَهُ]: أَمَّا إِذَا أَبَيْتَ فَقُلْ: لَعَنَ اللهُ أَبَا

التُّرَابِ، فقَالَ سَهْلٌ: مَا كَانَ لِعَلِيٍّ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي التُّرَابِ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنَا عَنْ قِصَّتِهِ، لِمَ سُمِّيَ أَبَا تُرَابٍ؟ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟» فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ: «انْظُرْ، أَيْنَ هُوَ؟» فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ، فَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: «قُمْ أَبَا التُّرَابِ! قُمْ أَبَا التُّرَابِ!».

৬০৪৯। আবু হাযেম সূত্রে সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ানের বংশ থেকে এক ব্যক্তি মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে সে সাহল ইবনে সা'দকে (রা) ডেকে তাঁকে আদেশ করল যেন তিনি আলী (রা)-কে গালি দেন। আবু হাযেম বলেন, সাহল (রা) গালি দিতে অস্বীকার করলেন। তৎপর সে বলল, যদি তুমি গালি দিতে রাজী না হও, তবে বল, 'আল্লাহ আবু তুরাবের প্রতি লা'নত বর্ষণ করুক'। তখন সাহল (রা) বললেন, আলী (রা)-এর নিকট আবু তুরাব অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় আর কোন নাম ছিল না আর তিনি অত্যন্ত খুশী হতেন যখন তাঁকে এ নামে ডাকা হতো। অতঃপর সে সাহলকে বলল, আমাদেরকে এর ইতিবৃত্ত সম্পর্কে জানিয়ে দাও কেন তাঁকে আবু তুরাব নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে? সাহল (রা) বলতে লাগলেন : একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমার (রা) বাড়ীতে এসে আলীকে (রা) ঘরে পেলেন না। না পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চাচাতো ভাই কোথায়? ফাতিমা (রা) বললেন, আমার ও তাঁর মধ্যখানে কিছুটা (মতানৈক্য) হওয়ায় তিনি আমার প্রতি রাগ করেছেন। (একথা শুনে) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে গেলেন এবং আমার নিকট বিশ্রাম গ্রহণ করলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন : দেখ তো সে কোথায় আছে? ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এসে দেখলেন, তিনি কাত হয়ে শুয়ে আছেন, এক পাশ থেকে চাদরখানা পড়ে গেছে আর তাঁর গায়ে মাটি লেগে আছে। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গা থেকে মাটি মুছে দিতে লাগলেন এবং বললেন, উঠ! হে আবু তুরাব! উঠ! হে আবু তুরাব!

টীকা : সাহল (রা) হযরত আলীকে (রা) গালি দিতে অস্বীকার করলে তাঁকে আবু তুরাবের প্রতি লা'নত করতে আদেশ করল। কিন্তু তিনি সুকৌশলে তাও এড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, এ নামেও লানত করা সম্ভব নয়। এ নাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানে উচ্চারিত। তিনি তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাই এ উপাধি তাঁর নিকট অত্যন্ত প্রিয়।

অনুচ্ছেদ : ৪২
সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের ফযীলত।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ، قَالَتْ وَسَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ هٰذَا؟» قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُ أَحْرُسُكَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ.

৬০৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনিদ্রায় ভুগছিলেন (তাঁর ঘুম আসছিল না)। তখন তিনি বললেন, আমার সাহাবীদের মধ্য থেকে যদি কোন নেক বান্দাহ আজ রাতে আমার পাহারায় থাকত (তবে হয়তো নিশ্চিন্তে ঘুমাতাম)। আয়েশা (রা) বলেন, এমন সময় আমরা হাতিয়ারের আওয়াজ শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : এখানে কে? উত্তর এল, আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এসেছি আপনার পাহারার জন্যে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি ঘুমের ঘোরে আমি তাঁর শ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেলাম।

টীকা : এখানে প্রশ্ন জাগে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজে নিয়েছেন, তাহলে তিনি কেন পাহারাদারের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন? এর বিভিন্ন জওয়াব হতে পারে। একটা জওয়াব হচ্ছে, এরূপ ইচ্ছা কুরআনের আয়াত– وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ . নাযিল হওয়ার পূর্বে প্রকাশ করেছেন। পরে আর কোন দিন করেননি।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَهِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ، لَيْلَةً، فَقَالَ: «لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ» قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ سِلَاحٍ، فَقَالَ: «مَنْ هٰذَا؟» قَالَ: سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا جَاءَ بِكَ؟» فَقَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ نَامَ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: فَقُلْنَا: مَنْ هٰذَا؟.

৬০৫১। আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, মদীনায় তশরীফ আনার পর একরাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেগে রইলেন (তাঁর নিদ্রা আসছিল না)। তখন তিনি বললেন, আমার সাহাবীদের মধ্য থেকে যদি কোন নেককার ব্যক্তি আজ রাত আমাকে পাহারা দিত (তাহলে ভাল হতো এবং কিছুক্ষণ ঘুমাতাম)। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা এরূপ আলোচনায় থাকতেই হাতিয়ারের ঝন্‌ঝনানি শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শব্দ শুনে) জিজ্ঞেস করলে, কে? উত্তর এল, আমি সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন কি দরকারে এসেছ? উত্তরে তিনি বললেন, আমার অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তার ব্যাপারে একটা আশংকা জাগল, তাই আমি পাহারার জন্য এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে তাঁর জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর ঘুমিয়ে পড়লেন। ইবনে রুমহের রিওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, "আমরা জিজ্ঞেস করলাম– এই কে?"

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَرِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ - بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

৬০৫২। আবদুল ওহাব বলেন, আমি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীয়াকে (রা) বলতে শুনেছি, আয়েশা (রা) বলেছেন, একরাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনিদ্রা দেখা দিল... সুলায়মান ইবনে বিলালের হাদীস সদৃশ।

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ، غَيْرَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَإِنَّهُ جَعَلَ يَقُولُ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ: «ارْمِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي!».

৬০৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে মালিক (আবু ওয়াক্কাস) ব্যতীত কারও জন্য নিজ মাতাপিতাকে একত্রিত করেননি। উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, তীর নিক্ষেপ করতে থাক তোমার প্রতি আমার মা-বাপ উৎসর্গ হোক।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৬০৫৪। পরিবর্তিত বিভিন্ন সূত্রে যথাক্রমে শু'বা, ওয়াকী, মিসয়ার, প্রত্যেকে সা'দ ইবনে ইবরাহীম থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে এবং তিনি আলী (রা) থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَىٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

৬০৫৫। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের দিন তাঁর পিতামাতা উভয়কে একসাথে করেছেন (অর্থাৎ উৎসর্গ করেছেন)।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

৬০৫৬। উপরোক্ত সূত্রদ্বয়ে লায়স ইবনে সা'দ (রা) ও আবদুল ওহাব (রা) উভয়ে এ সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (রা) থেকে এক সাথে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ لَهُ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْمِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي!» قَالَ: فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ نَصْلٌ فَأَصَبْتُ جَنْبَهُ فَسَقَطَ، وَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَىٰ نَوَاجِذِهِ.

৬০৫৭। আমের ইবনে সা'দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের দিন তাঁর জন্যে নিজ পিতামাতাকে একত্র করেছেন (উভয়কে তার প্রতি উৎসর্গ করেছেন)। তিনি (সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস)

বলেন, জনৈক মুশরিক ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে অনেক রক্তপাত ঘটালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দকে বললেন, তীর ছুঁড়তে থাক, তোমার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক। সা'দ (রা) বলেন, অতঃপর আমি তাকে লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়তাম, যাতে ফলক নেই। সেটা তার এক পাশে গিয়ে লাগলে সে মাটিতে পড়ে গেল এবং তার লজ্জাস্থান খুলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশীতে হেসে দিলেন যাতে আমি তাঁর সামনের দন্তসমূহ দেখতে পেলাম।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দের প্রতি তাঁর পিতামাতাকে একসাথে উৎসর্গ করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে সা'দের জন্য গৌরবের বিষয় এবং তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া একজন মারাত্মক শত্রুর প্রতি মরণ আঘাত হেনে তাকে খতম করার কৃতিত্ব তিনি অর্জন করেছেন। যে জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই খুশী হয়েছেন। ইসলামের শত্রুকে খতম করাই তার আনন্দের কারণ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: حَلَفَتْ أُمُّ سَعْدٍ أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ أَبَدًا حَتَّىٰ يَكْفُرَ بِدِينِهِ، وَلَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرَبَ، قَالَتْ: زَعَمْتَ أَنَّ اللهَ وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ، فَأَنَا أُمُّكَ، وَأَنَا آمُرُكَ بِهَٰذَا.

قَالَ: مَكَثَتْ ثَلَاثًا حَتَّىٰ غُشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِ، فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ: فَسَقَاهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَىٰ سَعْدٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ- فِي الْقُرْآنِ هَٰذِهِ الْآيَةَ: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَهْدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.

قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنِيمَةً عَظِيمَةً، فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ فَأَخَذْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: نَفِّلْنِي هَٰذَا السَّيْفَ، فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ. فَقَالَ: «رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ» فَانْطَلَقْتُ، حَتَّىٰ [إِذَا] أَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَهُ فِي الْقَبَضِ لَامَتْنِي نَفْسِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَعْطِنِيهِ، قَالَ: فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ: «رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ» قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ﴾ [الأنفال: ١].

قَالَ: وَمَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَانِي، فَقُلْتُ: دَعْنِي أَقْسِمْ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ، قَالَ: فَأَبَىٰ، قُلْتُ: فَالنِّصْفَ، قَالَ: فَأَبَىٰ، قُلْتُ: فَالثُّلُثَ، فَسَكَتَ، فَكَانَ، بَعْدُ، الثُّلُثُ جَائِزًا.

قَالَ: وَأَتَيْتُ عَلَىٰ نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ، فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِيكَ خَمْرًا، وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فِي حُشٍّ -- وَالْحُشُّ: الْبُسْتَانُ - فَإِذَا رَأْسُ جَزُورٍ مَشْوِيٌّ عِنْدَهُمْ، وَزِقٌّ مِنْ خَمْرٍ، قَالَ: فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ، قَالَ: فَذُكِرَتِ الْأَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ، فَقُلْتُ: الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْيَيِ الرَّأْسِ فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ بِأَنْفِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ - يَعْنِي نَفْسَهُ - شَأْنَ الْخَمْرِ: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ﴾ [المائدة: ٩٠]. [راجع: ٤٥٥٦]

৬০৫৮। মুসয়াব ইবনে সা'দ তাঁর পিতা (সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর শানে কুরআনের কতিপয় আয়াত নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের মা কসম খেয়েছে যে, সে সাদের সাথে কখনও কথা বলবে না যে পর্যন্ত তিনি তাঁর ধর্মকে অস্বীকার না করেন এবং খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবে না। তাঁর মা বলল, তুমি তো দাবী করেছ যে, আল্লাহ তোমাকে মাতাপিতার সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। আমি তো তোমার মা! আমি তোমাকে এ সম্পর্কে আদেশ করছি। সাদ (রা) বলেন, এরপর আমি তিনদিন অপেক্ষা করলাম। এমনকি মানসিক যন্ত্রণায় মা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। এ সময় উমারা নামক তার এক ছেলে এসে তাকে পানি পান করাল। (সংজ্ঞা ফিরে আসলে) সে সাদ (রা)-কে অভিশাপ দিতে লাগল। এ সময় মহান আল্লাহ কুরআনের এ আয়াত নাযিল করলেন : "আমি মানুষকে তার পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করার আদেশ করেছি। যদি তাঁরা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার জন্য বাধ্য করে যে সম্পর্কে তোমার কোন ইলম নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। বরং জাগতিক দিক থেকে তাদের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখ"। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ গনিমত এসে পৌছল। তন্মধ্যে দেখলাম একখানা তরবারী। আমি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তরবারীটা আমাকে 'নফল' হিসাবে দিয়ে দিন। আপনি তো আমার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যেখান থেকে নিয়েছ ওখানে ফিরিয়ে দিয়ে আস। আমি রওয়ানা হলাম এবং ইচ্ছে করলাম গনিমত স্তূপে তা ফেলে দিয়ে আসি। কিন্তু আমার মনটা বাধা দিল। পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে তা দিয়ে দিন। তিনি বলেন, এবার তিনি একটু কড়া স্বরেই বললেন, যাও যেখান থেকে নিয়ে এসেছ ওখানে তা ফিরিয়ে দিয়ে এসো। এ সময় মহান আল্লাহ এ আয়াতটুকু নাযিল করেছেন– "তারা আপনাকে আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে"। তিনি বর্ণনা করেন, আমি একবার

মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংবাদ পাঠালাম। তিনি আসলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমার যেখানে ইচ্ছা, আমার যাবতীয় মাল সম্পদ বণ্টন করে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করলেন। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক বণ্টন করে দেই? কিন্তু তাতেও তিনি রাজী হলেন না। আমি বললাম, তাহলে এক তৃতীয়াংশ বণ্টন করি? এবার তিনি নীরব রইলেন। এরপর এক তৃতীয়াংশ (সাদকা করা বা অছিয়্যত করা) জায়েয হয়ে গেল।

তিনি আরও বর্ণনা করেন, একবার আমি আনসার ও মুহাজিরদের সম্মিলিত একটা দলের নিকট গেলাম। আমাকে দেখে তারা বলল, আস, আমরা তোমাকে খাওয়া ও মদ্যপান করাব। এটা মদ, শরাব হারাম হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। তিনি বলেন, আমি একটা বাগিচার মধ্যে তাদের নিকট গেলাম, 'হাস্ব' শব্দের অর্থ হচ্ছে বাগান। গিয়ে দেখি, তাদের নিকট উটের ভূনা মাথা আর শরাবের পেয়ালা। আমি তাদের সাথে পানাহার করলাম। তিনি বললেন, এরপর আমি তাদের নিকট আনসার ও মুহাজিরদের আলোচনা করলাম। এক পর্যায়ে এসে আমি বললাম মুহাজিরগণ আনসার অপেক্ষা উত্তম। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি মাথার একটা হাড় নিয়ে আমাকে সজোরে প্রহার করল যাতে আমার নাক জখম হয়ে গেল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে তাঁকে এ ঘটনা জানালাম। তখনই মহান আল্লাহ আমার ব্যাপারে মদের হুকুম নাযিল করলেন : "নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমূর্তি, ভাগ্য পরীক্ষার তীর– এগুলো নিকৃষ্ট কাজ ও শয়তানের কাণ্ডকীর্তি।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ [أَنَّهُ] قَالَ: أُنْزِلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَنْ سِمَاكٍ - وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: قَالَ فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا، ثُمَّ أَوْجَرُوهَا، وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا: فَضَرَبَ بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ فَفَزَرَهُ، فَكَانَ أَنْفُ سَعْدٍ مَفْزُورًا.

৬০৫৯। মুসয়াব ইবনে সাদ (রা) তাঁর পিতা সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার শানে চারটি আয়াত নাযিল হয়েছে... অবশিষ্ট হাদীস সিমাক থেকে বর্ণিত যুহাইরের হাদীসের সমঅর্থে বর্ণনা করেছেন।

শু'বার হাদীসে এ কথাটুকু বাড়িয়েছেন– তিনি (সাদ) বলেন, তারা যখন মদ খাওয়ার ইচ্ছা করত লাঠি দ্বারা হাড়ির মুখ খুলত, অতঃপর তা বন্ধ করে রাখত। তাঁর হাদীসে একথাও বর্ণিত হয়েছে– তা দিয়ে সাদের নাকে আঘাত করলে নাক আহত হয়। পরেও সাদের নাকে জখমের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ فِي ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ﴾ [الأنعام: ٥٢]. قَالَ: نَزَلَتْ فِي سِتَّةٍ: أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ قَالُوا: لَا تُدْنِي هَؤُلَاءِ.

৬০৬০। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত وَلَاتَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ . সম্পর্কে বলেন, এটা ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যাদের মধ্যে আমি ও ইবনে মাসউদও শামিল আছি। মুশরিকরা বলত, এদের নিকটবর্তী হয়ো না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اطْرُدْ هَؤُلَاءِ لَا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا.

قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ، وَبِلَالٌ، وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ﴾ [الأنعام: ٥٢].

৬০৬১। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা ছয় ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন মুশরিকগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলল, এদেরকে আপনার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিন যাতে তারা আমাদের বিরুদ্ধে দুঃসাহস না করতে পারে। সা'দ (রা) বলেন, এ ছয়জনের মধ্যে আমি ও ইবনে মাসউদ এবং হুযাইল গোত্রের এক ব্যক্তি ও বিলাল– এ চারজন ছিলাম। আরও দু'ব্যক্তি যাদের নাম আমি উল্লেখ করতাম না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে আল্লাহর যা ইচ্ছা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন :

"হে রাসূল! আপনি এদেরকে (আপনার কাছ থেকে) তাড়িয়ে দিবেন না যারা তাদের প্রভুকে সকাল সন্ধ্যায় ডাকে, একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টিই তাদের কাম্য।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَحَامِدُ ابْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ قَالُوا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ

اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ - عَنْ حَدِيثِهِمَا.

৬০৬২। মুতামির ইবনে সুলায়মান বলেন, আমি আমার পিতার নিকট শুনেছি। তিনি আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু উসমান বলেন, যেসব দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করেছেন, এমন একদিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তালহা ও সা'দ ব্যতিত আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। তখন তাদের হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়েছি (অর্থাৎ তারা উভয়ে আমার নিকট এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন)।

অনুচ্ছেদ : ৪৩

তালহা ও যুবায়েরের (রা) ফযীলত।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَدَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ».

৬০৬৩। মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবিরকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের দিন মানুষকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলে যুবায়ের (রা) সর্বপ্রথম ডাকে সাড়া দিলেন। তারপর আবার আহ্বান করলে যুবায়ের (রা) সাড়া দিলেন। আবার আহ্বান করলে যুবায়েরই (রা) সাড়া দিলেন। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেক নবীর বিশেষ সাহায্যকারী ছিল। আমার বিশেষ সাহায্যকারী যুবায়ের।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ ح: وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

৬০৬৪। হিশাম ইবনে উরওয়া ও সুফিয়ান (রা) উভয়ে মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। তিনি জাবির (রা) থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইবনে উয়াইনার হাদীসের সমঅর্থে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ، - قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ، مَعَ النِّسْوَةِ، فِي أُطُمِ حَسَّانَ، فَكَانَ يُطَأْطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ، وَأُطَأْطِئُ لَهُ مَرَّةً فَيَنْظُرُ، فَكُنْتُ أَعْرِفُ أَبِي إِذَا مَرَّ عَلَىٰ فَرَسِهِ فِي السِّلَاحِ، إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: وَرَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا وَاللهِ! لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَوْمَئِذٍ، أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: «فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي!».

৬০৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি ও উমার ইবনে আবু সালামা মহিলাদের সাথে হাসসানের দূর্গে ছিলাম। দূর্গে থেকে কখনও উমার ইবনে আবু সালামা পিঠ ঝুকিয়ে দিত, তখন আমি তাকিয়ে দেখতাম, আর কখনও আমি পিঠ ঝুঁকিয়ে দিতাম, তখন সে তাকিয়ে দেখত। (যুদ্ধ চলাকালে) আমি আমার পিতাকে চিনতে পারতাম যখন আমার পিতা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করে বনি কুরায়যার দিকে এগিয়ে আসতেন।

আলী ইবনে মুসহির বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে উরওয়া (রা) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণনা করে শুনিয়েছন যে, আবদুল্লাহ বলেন, আমি একথা আমার পিতার নিকট উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, প্রিয় বৎস! তুমি কি আমাকে দেখেছ? আমি বললাম, হাঁ! তখন তিনি বললেন, মনে রেখ! আল্লাহর কসম! ঐদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য তাঁর পিতামাতা উভয়কে একত্রিত করেছেন এবং এরূপ বলেছেন, তোমার প্রতি আমার পিতা ও মাতা উভয় কুরবান হোক।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْأُطُمِ الَّذِي فِيهِ النِّسْوَةُ، يَعْنِي نِسْوَةَ النَّبِيِّ ﷺ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ - وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُرْوَةَ فِي الْحَدِيثِ، وَلٰكِنْ أَدْرَجَ الْقِصَّةَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

৬০৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন খন্দকের যুদ্ধ হয়েছিল, সেদিন আমি এবং উমার ইবনে আবু সালামা ঐ শিবিরের মধ্যে ছিলাম যেখানে মহিলাগণ ছিল। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ ছিলেন। এ সূত্রে অবশিষ্ট হাদীস আলী ইবনে মুসহিরের হাদীসের সমঅর্থে বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে উরওয়ার কথা উল্লেখ করেননি। বরং হিশামের হাদীসে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন যা তাঁর পিতা থেকে ও তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

টীকা : আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) এ সময় নাবালেগ ছিলেন। তার বয়স মাত্র তখন চার বছর বা পাঁচ বছর। হিজরাতের সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন আর খন্দকের যুদ্ধ ৪র্থ হিজরী অথবা ৫ম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَلَىٰ حِرَاءٍ، هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اهْدَأْ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ».

৬০৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বাক্‌র, উমার, আলী, উসমান, তালহা ও যুবায়ের (রা) হেরা পর্বতের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন। তখন পর্বত হেলতে আরম্ভ করল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হেরা পাহাড়! স্থির হয়ে যা, তোর উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও কতিপয় শহীদ রয়েছে। (তখন হেরা পাহাড় স্থির হয়ে গেল)।

টীকা : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ হেরা পর্বতের উপর একত্রিত হলে পাহাড়ের গায়ে কম্পন সৃষ্টি হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্থির হতে আদেশ করলেন, তখন স্থির হয়ে গেল। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম মুজিযা। নবী বলতে তিনি নিজেকে ও সিদ্দীক আবু বাক্‌র সিদ্দীককে বুঝিয়েছেন। আর বাকী সাহাবীগণ শহীদের অন্তর্ভুক্ত। আবু বাকরের পর বাকী তিনজন খলিফা পর পর শাহাদাত বরণ করেছেন। অনুরূপ তালহা ও যুবায়েরও (রা) শহীদ হয়েছেন। হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলাকালে তাঁরা যুদ্ধ পরিহার করে সরে পড়েছিলেন। কিন্তু দুস্কৃতিকারীরা তাঁদের পেছনে ধাওয়া করে, পরে দুস্কৃতিকারীদের হাতে তাঁরা শহীদ হন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ وَأَحْمَدُ ابْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَلَىٰ جَبَلِ حِرَاءٍ، فَتَحَرَّكَ، فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ: «اسْكُنْ، حِرَاءُ! فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ» وَعَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ].

৬০৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হেরা' পর্বতের উপর দাঁড়ালে পর্বত হেলতে শুরু করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওরে হেরা পাহাড়! স্থির হয়ে যা, তোর উপরে একজন নবী আছে, না হয় সিদ্দীক, না হয় শহীদ রয়েছে। ঐ সময় এর উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্‌র, উমার, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের ও সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) উপস্থিত ছিলেন।

টীকা : সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে শহীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ তিনি স্বাভাবিক মৃতুবরণ করেছেন। সম্ভবতঃ তা এ জন্যে যে, তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যেরূপ শহীদগণ বিনা হিসাবে বেহেশতের অধিকারী হন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْدَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: أَبَوَاكَ، وَاللهِ! مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ.

৬০৬৯। হিশাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। পিতা বলেন, আমাকে আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমার পিতামাতা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত যারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে আসছে।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: كَانَ أَبَوَاكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ.

৬০৭০। উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আয়েশা (রা) বললেন, তোমার মা বাপ তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করেছে।

অনুচ্ছেদ : ৪৪

আবু উবায়দা ইবনে জাররাহর ফযীলত।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَنَا، أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ، أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الْجَرَّاحِ».

৬০৭১। আবু কালাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক উম্মাতের জন্য একজন আমানতদার (বিশ্বস্ত) ছিল, আর আমার উম্মাতের আমানতদার ব্যক্তি হচ্ছে আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ।

টীকা : আমীন শব্দের অর্থ হচ্ছে আমানতদার, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। এ গুণটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অধিকাংশের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন ব্যক্তিকে বিশেষ গুণে ভূষিত করেছেন। আর উবায়দাকে আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছেন। যেহেতু তাঁর মধ্যে এ গুণটি পরিপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ [وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ] عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمْنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ: «هَٰذَا أَمِينُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ».

৬০৭২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়ামানবাসীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে বলল, হে রাসূল! আমাদের সাথে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিন যিনি আমাদেরকে ইলমে হাদীস ও ইসলাম শিক্ষা দিবেন। আনাস (রা) বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবায়দার হাত ধরে বললেন, এ ব্যক্তি এই উম্মাতের আমীন (অতঃপর তাঁকে পাঠালেন)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا، فَقَالَ: «لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، حَقَّ أَمِينٍ» قَالَ، فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ، قَالَ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ.

৬০৭৩। শু'বা (রা) বলেন, আমি আবু ইসহাককে সিলাহ ইবনে যুফার থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হুযাইফা (রা) বলেন, নাজরানের অধিবাসীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নিকট (দ্বীন শিখাবার উদ্দেশ্যে) একজন বিশ্বস্ত ও

দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট একজন বিশ্বস্ত, মহা বিশ্বস্ত ব্যক্তি পাঠাব। হুযাইফা বলেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আশ্বাস পেয়ে) সবলোক গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করল। অবশেষে তিনি আবু উবায়দা ইবনে জাররাহকে (রা) পাঠালেন।

টীকা : প্রকাশ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ স্বেচ্ছায় কোন দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন না এবং তজ্জন্য লালায়িত হতেন না। যখন আল্লাহ ও রাসূলের তরফ থেকে কোন দায়িত্ব তাঁদের প্রতি অর্পিত হতো, তখনই তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে নিতেন এবং তা যথাযথভাবে পালন করতেন। এটাই হচ্ছে ইসলামী নেতৃত্বের মৌলিক নীতি ও আদর্শ।

এ হাদীসে দ্বীনি তালীমের দায়িত্ব ও প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণের ব্যাপারে সবার মধ্যে যে একটা গভীর আগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা কেবল আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে, নেতৃত্বের মোহে নয়। এ জন্যই নেতৃত্বের ব্যাপারে কখনও তাঁদের মাঝে কোন কোন্দল ও সংঘর্ষ হয়নি। পরবর্তীকালে যেসব দ্বন্দ্ব-কলহ হয়েছে তা একমাত্র ভুলবুঝাবোঝির দরুন হয়েছে। যা মুনাফিকদের দ্বারা সৃষ্ট।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৬০৭৪। এ সূত্রে আবু ইসহাক থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৪৫

ইমাম হাসান ও হুসাইনের ফযীলত।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِحَسَنٍ: «[اللّٰهُمَّ]! إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ».

৬০৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী হাসানের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, আমি তাঁকে ভালবাসি। অতএব তুমিও তাকে ভালবাস এবং যারা তাকে ভালবাসে তাদেরকেও আমি ভালবাসি।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ، لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ، حَتّٰى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، حَتّٰى أَتٰى خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ:

«أَثَمَّ لُكَعُ؟ أَثَمَّ لُكَعُ؟» يَعْنِي حَسَنًا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لِأَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُلْبِسَهُ سِخَابًا، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعَىٰ، حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ».

৬০৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার দিনের কোন এক অংশে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। পথে তিনি আমার সাথে কোন কথাবার্তা বলেননি আর আমিও কথাবার্তা বলিনি। এমতাবস্থায় তিনি বনি কাইনুকা বাজারে আসলেন, তারপর ওখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে ফাতিমার কুটিরে আসলেন এবং এসে জিজ্ঞেস করলেন। এখানে কি শিশু আছে? এখানে কি শিশু আছে? শিশু দ্বারা হাসানকে বুঝিয়েছেন। আমরা ধারণা করলাম, হয়তো তাঁর জননী তাকে গোসল করিয়ে হার পরাবার উদ্দেশ্যে আবদ্ধ করে রেখেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে হাসান দৌড়ে আসলে একে অপরকে কোলাকুলি করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। আর যারা তাকে ভালবাসে, তাদেরকেও তুমি ভালবাস।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَىٰ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ».

৬০৭৭। বারা ইবনে আযিব (রা) বলেন, আমি হাসান ইবনে আলীকে দেখলাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধের উপর। আর তিনি বলছেন, হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালবাসি অতএব তুমি তাকে ভালবাস।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ - قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا - غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاضِعًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ».

৬০৭৮। বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলীকে কাঁধের উপর রেখে বলছেন, হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালবাসি অতএব তুমিও তাকে ভালবাস।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قَالَا: حَدَّثَنَا

عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِيَاسٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللهِ ﷺ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ، حَتَّىٰ أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ، هٰذَا قُدَّامَهُ وَهٰذَا خَلْفَهُ.

৬০৭৯। আয়াস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'শাহ্বা' নামক খচ্চরটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হাসান ও হুসাইন তিনজকে বহন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিল। একজন তাঁর সামনে ও একজন তাঁর পিছনে ছিল।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ، مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣].

৬০৮০। সাফিয়্যাহ বিনতে শায়বা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, একবার সকাল বেলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, তাঁর গায়ে কাল পশমের একটা নক্সী চাদর ছিল। এ সময় হাসান ইবনে আলী (রা) আসলে তিনি তাঁকে চাদরে ঢুকিয়ে নিলেন। একটু পর হুসাইন (রা) আসলে তিনিও তাঁর সাথে শামিল হলেন। কিছুক্ষণ পর ফাতিমা (রা) আসলে তিনি তাঁকেও চাদরে ঢুকিয়ে নিলেন, একটু পর আলী (রা) আসলে তাঁকেও ঢুকিয়ে নিলেন। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আহলে বাইত! নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং সম্পূর্ণরূপে তোমাদেরকে শুদ্ধ ও পবিত্র করতে চান।"

অনুচ্ছেদ : ৪৬

যায়েদ ইবনে হারেসা ও তাঁর পুত্র উসামার ফযীলত।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ،

حَتَّىٰ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ٱدْعُوهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥]. [قَالَ الشَّيْخُ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ الدُّوَيْرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد بِهَٰذَا. الْحَدِيثِ].

৬০৮১। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, আমরা যায়েদ ইবনে হারেসাকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ বলে ডাকতাম। অবশেষে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হল "তোমরা তাদেরকে (পোষ্য পুত্রদেরকে) তাদের পিতার নামে ডাক। তা-ই আল্লাহর নিকট অধিকতর ন্যায়সঙ্গত।"

টীকা : যায়েদ ইবনে হারেসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোষ্যপুত্র ছিলেন। তাই সবাই তাঁকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ ডাকতেন। তৎকালীন আরবে এ প্রথা ছিল। কিন্তু আল্লাহর নিকট তা পছন্দনীয় হয়নি। তাই তিনি আয়াত নাযিল করে এ প্রথা উচ্ছেদ করলেন।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ، بِمِثْلِهِ.

৬০৮২। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَٰذَا مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، بَعْدَهُ».

৬০৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল মুসলিম বাহিনীকে পাঠালেন এবং উসামা ইবনে যায়েদকে (রা) উক্ত বাহিনীর আমীর (অধিনায়ক) নিয়োগ করলেন। অতঃপর মানুষ তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করছ? অনুরূপ তোমরা তাঁর পিতার নেতৃত্ব সম্পর্কেও সমালোচনা করেছ। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, সে নেতৃত্বের পুরোপুরি যোগ্য ছিল; আর সে আমার কাছে অধিকতর প্রিয় ছিল এবং তার পরে এ ব্যক্তিও আমার কাছে অধিকতর প্রিয়।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ - يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَهَا، وَايْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَايْمُ اللهِ! إِنَّ هَٰذَا لَهَا لَخَلِيقٌ - يُرِيدُ أُسَامَةَ [ابْنَ زَيْدٍ] - وَايْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَأَحَبَّهُمْ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِهِ، فَأُوصِيكُمْ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ».

৬০৮৪। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উপবিষ্ট হয়ে বললেন, তোমরা তার নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করছ (উসামা ইবনে যায়েদের প্রতি ইঙ্গিত করে)? ইতোপূর্বে তোমরা তাঁর পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও সমালোচনা করেছ। অথচ আল্লাহর শপথ! সে নেতৃত্বের অবশ্যই যোগ্য ছিল। আল্লাহর কসম, সে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্লাহর কসম! এ ব্যক্তিও (উসামার প্রতি ইঙ্গিত করে) নেতৃত্বের একান্ত যোগ্য এবং আল্লাহর কসম, তার পরে (যায়েদের পরে) এ আমার নিকট অবশ্যই অধিকতর প্রিয়। অতএব আমি তোমাদেরকে এর সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছি। সে অবশ্যই তোমাদের একান্ত নেককার ভাই।

অনুচ্ছেদ : ৪৭
আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের ফযীলত।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ لِابْنِ الزُّبَيْرِ: أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَلَنَا، وَتَرَكَكَ.

৬০৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে বললেন, আপনার কি ঐ সময়ের কথা স্মরণ আছে, যখন আমি, আপনি ও ইবনে আব্বাস (রা) একই সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হলাম? তিনি বললেন, হাঁ (স্মরণ আছে)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দু'জনকে সওয়ারীতে উঠিয়ে নিলেন আর আপনাকে রেখে গেলেন।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَإِسْنَادِهِ.

৬০৮৬। আবু উসামা (রা) হাবীব ইবনে শাহীদ (রা) থেকে ইবনে উলাইয়ার হাদীস ও তার সূত্রের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ، قَالَ، وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ، قَالَ: فَأُدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ، ثَلَاثَةً عَلَىٰ دَابَّةٍ وَاحِدَةٍ.

৬০৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন নিজ পরিবারস্থ কচি বালকদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। একবার তিনি এক সফর থেকে এসে প্রথম আমার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে তাঁর সামনে উঠিয়ে নিলেন। পরে ফাতিমার (রা) পুত্রদ্বয়ের একজনকে হাজির করা হলে তাঁকে পিছনে সওয়ার করালেন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর একই সওয়ারীতে আমরা তিনজন মদীনায় পৌঁছে গেলাম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ: حَدَّثَنِي مُوَرِّقٌ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِنَا، قَالَ: فَتُلُقِّيَ بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَيْنِ، قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ، حَتَّىٰ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ.

৬০৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর বর্ণনা করেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে এলে আমাদেরকে নিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা দেয়া হতো। রাবী বলেন, অতএব আমাকে ও হাসান অথবা হুসাইনকে (রা) নিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা দেয়া হলো। তিনি আমাদের একজনকে (তাঁর সওয়ারীতে) তাঁর সামনে এবং অপরজনকে তাঁর পিছনে তুলে নিলেন।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ

مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا، لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ.

৬০৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, একদিন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিছনে সওয়ারীতে বসালেন এবং আমার কাছে গোপনে একটা কথা বললেন, তা আমি কোন মানুষের নিকট ব্যক্ত করব না।

অনুচ্ছেদ : ৪৮

খাদীজার (রা) ফযীলত।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ - وَاللَّفْظُ حَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ -؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ». قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَأَشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

৬০৯০। আবু উসামা (রা) হিশাম (রা) থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে (রা) বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আলীকে (রা) কূফায় বলতে শুনেছি; আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : "জগতের সেরা নারী মরইয়ম বিনতে ইমরান (রা), জগতের সেরা নারী খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা) আবু কুরাইব বলেন, ওয়াকী (রা) এ হাদীস বর্ণনাকালে আসমান ও যমীনের দিকে ইশারা করেছেন (অর্থাৎ আসমান ও যমীনের বুকের এরা সবচেয়ে সেরা ও মহীয়সী নারী)।

টীকা : এরা তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মহিলা ছিলেন। জ্ঞানে গুনে বংশ মর্যাদায় সর্বদিক থেকে এরা হলেন সবচেয়ে সেরা। অবশ্য হযরত আয়েশা (রা) ও ফাতিমা (রা)ও শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী। আয়েশা (রা) মহানবীর প্রিয়তমা স্ত্রী ও শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ। অনুরূপ ফাতিমা (রা) বেহেশতে সকল মহিলাদের নেত্রী হবেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার সঠিক তাৎপর্য হচ্ছে, জগতের শ্রেষ্ঠতম মহিলাদের মধ্যে এরা হচ্ছে অন্যতম সেরা মহিলা।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَىٰ النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَىٰ سَائِرِ الطَّعَامِ».

৬০৯১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা লাভ করেছেন তবে নারীদের মধ্যে মারইয়াম বিনতে ইমরান ও ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া ব্যতীত অন্য কেউ এতটুকু পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। এছাড়া নারীদের উপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব এরূপ যেরূপ সব খাবারের উপর 'সারীদের' শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

টীকা : এর মানে হচ্ছে আরবদের নিকট যেরূপ 'সারীদ' নামক খাদ্য অপরাপর খাবারের চেয়ে অধিকতর প্রিয় খাদ্য তদ্রূপ আয়েশার শ্রেষ্ঠত্বও সর্বজন স্বীকৃত।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَىٰ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَٰذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا [عَزَّ وَجَلَّ]، وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، [وَ]لَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ، وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: وَمِنِّي.

৬০৯২। আবু যারআ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছি, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে খাদীজা (রা) আপনার নিকট একটা পাত্র সাথে নিয়ে এসেছে যাতে কিছু সালুন বা আহার্য বা পানীয় রয়েছে। এ অবস্থায় তিনি এসেছেন। অতএব আপনি তাঁকে তার প্রভুর তরফ থেকে ও আমার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি সালাম পৌঁছান। তৎসঙ্গে তাঁকে বেহেশতের একটা প্রাসাদের সুসংবাদ দিন যা মুক্তাখণ্ড দ্বারা তৈরী। যাতের কোন হৈ চৈ নেই এবং কোন প্রকার কষ্ট নেই। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শায়বা আবু হুরায়রা (রা) থেকে। তার রিওয়ায়েতে এরূপ বলেছেন। তবে তিনি سَمِعْتُ বলেননি, আর হাদীসে তিনি وَمِنِّي শব্দও বলেননি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ [الْعَبْدِيُّ] عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَشَّرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

৬০৯৩। ইসমাঈল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি খাদীজাকে (রা) বেহেশতের একটা প্রাসাদ সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ! তিনি তাঁকে হীরক খণ্ডে নির্মিত একটা মহলের সুসংবাদ দিয়েছেন, যেখানে কোন প্রকার হট্টগোল নেই, কোন প্রকার কষ্ট নেই।

حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَجَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

৬০৯৪। উপরোক্ত পরিবর্তিত বিভিন্ন সূত্রে যথাক্রমে আবু মুয়াবিয়া, ওয়াকী, জারীর ও সুফিয়ান– সবাই ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে আর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَشَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَدِيجَةَ، [بِنْتَ خُوَيْلِدٍ]، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ.

৬০৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজাকে (রা) বেহেশতের একটা বিশেষ মহলের সুসংবাদ দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَىٰ خَدِيجَةَ، وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ [عَزَّ وَجَلَّ] أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِيهَا إِلَىٰ خَلَائِلِهَا.

৬০৯৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন মহিলার প্রতি এতটুকু ঈর্ষান্বিত হইনি যতটুকু খাদীজার (রা) প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছি। অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিয়ে করার তিন বছর পূর্বে ইনতিকাল করেছেন। এ ঈর্ষার উদ্রেক হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, আমি প্রায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর আলোচনা শুনতে পেতাম। মহান প্রভু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করেছেন যাতে তিনি তাঁকে (খাদীজাকে) বেহেশতে হীরক খণ্ড দ্বারা নির্মিত একটা বিশেষ মহলের সুসংবাদ দেন। এছাড়া তিনি (তাঁর জীবদ্দশায়) বকরী জবাই করে তা তাঁর বান্ধবীদের নিকট হাদিয়া পাঠাতেন।

টীকা : খাদীজা (রা) হযরত আয়েশার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে আসার তিন বছর পূর্বে ইনতিকাল করেছেন এবং তাঁর বিয়ের মাত্র দেড় বছর আগে তাঁর ওফাত হয়েছে। অতএব আয়েশা (রা) এ বিয়ে দ্বারা রাসূলের গৃহে আগমনকে বুঝিয়েছেন।

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَىٰ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَلَىٰ خَدِيجَةَ، وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكْهَا.

قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ: «أَرْسِلُوا بِهَا إِلَىٰ أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ» قَالَتْ: فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ: خَدِيجَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا».

৬০৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের মধ্যে কারো প্রতি এতটুকু ঈর্ষা পোষণ করিনি, যতটুকু খাদীজার (রা) প্রতি পোষণ করেছি। আমি অবশ্য তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করিনি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বকরী জবাই করতেন, তখন বলতেন, এটা খাদীজার বান্ধবীদের নিকট পাঠিয়ে দাও। আয়েশা বলেন, একথা শুনে একদিন আমি গোস্বা হয়ে বললাম, খাদীজার বান্ধবী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) তার ভালবাসা দান করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، إِلَىٰ قِصَّةِ الشَّاةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ بَعْدَهَا.

৬০৯৮। এ সূত্রে হিশাম আবু উসামার (রা) হাদীস সদৃশ বকরীর ঘটনা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। এরপরের অতিরিক্তি অংশ তিনি উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ [لِلنَّبِيِّ ﷺ] عَلَىٰ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا غِرْتُ عَلَىٰ خَدِيجَةَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا، وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ.

৬০৯৯। আয়েশা (রা) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের মধ্যে কারো প্রতি এতটুকু ঈর্ষা পোষণ করিনি, যতটুকু খাদীজার প্রতি পোষণ করেছি। তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক আলোচনাই এর একমাত্র কারণ। আমি অবশ্য তাঁকে কখনও দেখিনি।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ خَدِيجَةَ حَتَّىٰ مَاتَتْ.

৬১০০। আয়েশা (রা) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজার ইনতিকালের পূর্বে কোন বিয়ে করেননি।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، أُخْتُ خَدِيجَةَ، عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاحَ لِذٰلِكَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ» فَغِرْتُ فَقُلْتُ: وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ، خَمْشَاءِ السَّاقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، فَأَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا!.

৬১০১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজার (রা) বোন হালা বিনতে খুওয়াইলিদ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি খাদীজার অনুমতি প্রার্থনার সুর অনুভব করলেন এবং এ জন্যে তাঁর চেহারায় আনন্দের ভাব ফুটে উঠল। তিনি বলে উঠলেন, আয় আল্লাহ! হালা বিনতে খুয়াইলিদ নাকি? আয়েশা (রা) বলেন, এতে আমার ঈর্ষার উদ্রেক হল আর আমি বললাম, আপনি কুরাইশ বংশের বৃদ্ধা রমণীদের মধ্য থেকে একজন বৃদ্ধাকে এতটুকু স্মরণ করছেন? যার মাড়ীগুলো নিছক লাল (দন্তবিহীন) পায়ের নালাদ্বয় ফাটা ফাটা, যিনি বেশ কিছুকাল পূর্বে ইনতিকাল করে গেছেন। আর আল্লাহ আপনাকে তাঁর পরিবর্তে তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।

টীকা : নারীদের জন্মগত স্বভাব হচ্ছে তারা সতীনের অস্তিত্ব ও প্রাধান্য সহ্য করতে পারে না। নবী দম্পতীরাও এ স্বভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন না। কথা ও কাজে তা কখনও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। উপরোক্ত হাদীসে আয়েশার (রা) ব্যঙ্গোক্তি একথারই স্বাক্ষর বহন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় খাদীজার গুণাবলীর কথা আলোচনা করলে ও প্রশংসা করলে আয়েশা (রা)

বিরক্তি বোধ করতেন। এখানে আয়েশার এ উক্তি তাঁর বিরক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথার জবাবে কিছু না বলে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। যদিও কারো পশ্চাতে এ ধরনের সমালোচনা বাঞ্ছনীয় নয়, এতদসত্ত্বেও আয়েশার এ অপরাধ মার্জনীয়। কেননা, এটা ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব। তাছাড়া তিনি ছিলেন একজন অল্পবয়স্কা তরুণী। তাই তখনও তিনি ততটুকু সহনশীলতা অর্জন করতে পারেননি।

অনুচ্ছেদ : ৪৯
আয়েশার (রা) ফযীলত।

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي الرَّبِيعِ -: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، يَقُولُ: هٰذِهِ امْرَأَتُكَ؟ فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ، فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ، يُمْضِهِ».

৬১০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তিনরাত তোমাকে স্বপ্নে দেখলাম। ফেরেশতা তোমাকে এক টুকরা রেশমের বস্ত্র জড়িয়ে আমার নিকট নিয়ে এসেছে। এসে বলছে, এইটি আপনার স্ত্রী, অতএব তার চেহারার আবরণ খুলে ফেলুন। দেখলাম, সেই স্বপ্নে দেখা মহিলাটি তুমিই। আমি মনে মনে বললাম, যদি এটা আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে যেন আল্লাহ তা করে দেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৬১০৩। উভয় সূত্রের রাবীগণ সবাই হিশাম থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَىٰ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ؟ قَالَ «أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا، وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَىٰ، قُلْتِ:

لَا، وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ» قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ، وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ.

৬১০৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আয়েশা! আমি অবশ্যই জানি কখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক আর কখন তুমি আমার প্রতি নারাজ হও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা আপনি কিভাবে জানেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক তখন তুমি এরূপ বল, 'মুহাম্মাদের (সা) প্রভুর কসম, আর যখন তুমি অসন্তুষ্ট হও তখন বল, 'ইবরাহীমের (আ) প্রভুর কসম'! আমি বললাম, জী হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ, খোদার শপথ! (রাগের সময়) আমি কেবল আপনার নামটাই বাদ দেই।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ [بْنِ عُرْوَةَ] بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَىٰ قَوْلِهِ: لَا، وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ! وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

৬১০৫। আবদা এ সূত্রে হিশাম থেকে ' لَاوَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ ' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এবং পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ.

৬১০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কন্যাদের নিয়ে খেলা করছিলেন। তিনি বলেন, আমার নিকট আমার সঙ্গীনীরা আসত আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারণে (লজ্জা সংকোচের দরুন) আত্মগোপন করত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন।

حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللُّعَبُ.

৬১০৭। আবু উসামা, জারীর ও মুহাম্মাদ ইবনে বিশর সবাই এ সূত্রে হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন। জারীরের হাদীসে তিনি এরূপ বর্ণনা করেছেন : আমি কন্যাদের নিয়ে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে খেলা করছিলাম। আর এগুলো হচ্ছে খেলনা।

টীকা : উপরোক্ত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, আয়েশা (রা) কন্যাদের নিয়ে খেলা করতেন। এ কন্যা দ্বারা খেলার পুতুলকে বুঝান হয়েছে। কচি বয়সে বালক বালিকারা পুতুল দিয়ে বর কনে সাজিয়ে খেলা করে থাকে। তাতে কোন দোষ নেই। বরং এতে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সংসার জীবন ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও ধারণা লাভ হয়ে থাকে। আয়েশা (রা)ও এ ধরনের খেলনা নিয়ে খেলা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার শৈশব সুলভ এসব ক্রিয়া কলাপে বিরক্তি প্রকাশ না করে বরং পরোক্ষভাবে কথা ও কাজের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করতেন। এটা নাজায়েয নয়। পুতুল সম্পর্কে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে যে কোন ধরনের পুতুল তৈরী করা ও বেচাকেনা নিষিদ্ধ কেননা এগুলো প্রতিমার সদৃশ। অধিকাংশের মতে, যেসব পুতুল প্রতিমার ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট তা নিষিদ্ধ এবং আকারবিহীন নিছক খেলনার উপকরণ জায়েয। আয়েশা (রা) এ ধরনের খেলনা দিয়ে খেলা করেছেন। তা আকৃতি বিশিষ্ট ছিল না। ছোটদের চিত্তবিনোদনের জন্যে এ ধরনের খেলনা প্রচলিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং যথাসম্ভব তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করতেন তাই মাঝে মাঝে তাকে কিছু খেলাধুলার সুযোগ প্রদান করতেন। বিশেষতঃ তাঁর বয়সও খুব কম ছিল। তাই শৈশবসুলভ আচরণ তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুকোমল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও স্ত্রীর প্রতি অনুপম স্নেহ ও ভালবাসার দৃষ্টান্ত।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِذٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৬১০৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মানুষ আয়েশার বিয়ের দিন নিজ নিজ হাদিয়াসমূহ উপস্থিত করছিল এবং তা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি কামনা করত।

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، وَأَنَا سَاكِتَةٌ، قَالَتْ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْ بُنَيَّةُ! أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟» فَقَالَتْ: بَلَىٰ، قَالَ: «فَأَحِبِّي هٰذِهِ». قَالَتْ: فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَجَعَتْ إِلَىٰ أَزْوَاجِ

رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ، وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْنَ لَهَا: مَا نُرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ، فَارْجِعِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاللهِ! لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتْقَىٰ للهِ، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَىٰ اللهِ [تَعَالَىٰ]، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا، تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ. قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا، عَلَىٰ الْحَالِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا. فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ وَقَعَتْ بِي، فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ، وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ، هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا، قَالَتْ: فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّىٰ عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ، قَالَتْ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا حِينَ أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَبَسَّمَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ».

৬১০৯। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীবর্গ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমাকে (রা) (বিশেষ উদ্দেশ্যে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। ফাতিমা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইল। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার চাদর পরে আমার সাথে কাৎ হয়ে শুয়ে ছিলেন। তিনি ফাতিমাকে ঘরে আসার অনুমতি দিলেন। ঘরে ঢুকে ফাতিমা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীগণ আমাকে আপনার কাছে একটা কথা নিয়ে পাঠিয়েছেন। তা হচ্ছে, তাঁরা আবু কুহাফার কন্যার (আয়েশার) ব্যাপারে আপনার নিকট ইনসাফ (সম অধিকার) প্রার্থনা করছে। আমি এ সময় নীরব রইলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উত্তরে বললেন, প্রিয় কন্যা! আমি যা পছন্দ করি তা কি তুমি পছন্দ কর না? ফাতিমা বলল, নিশ্চয়ই পছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে একে (আয়েশার প্রতি ইঙ্গিত করে) আমার জন্য পছন্দ কর। ফাতিমা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা শুনার পর উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের নিকট চলে গেল এবং তাদেরকে সব কথা জানাল, যা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যা কিছু বলেছেন। এসব শুনে বিবিগণ বললেন, আমাদের ধারণা তুমি আমাদের কোন উপকারই করনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবার ফিরে যাও এবং তাঁকে গিয়ে বল, আপনার স্ত্রীরা আল্লাহর দোহাই দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছে যেন আবু কুহাফার কন্যার ব্যাপারে ইনসাফ করা হয় (সমান ব্যবহার করা হয়)। তখন ফাতিমা বলল, খোদার কসম, আমি এ ব্যাপারে আর কখনও আলোচনা করব না। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ তাঁর স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশকে পাঠালেন। তিনিই একমাত্র মহিলা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আত্মসম্মান ও আভিজাত্যে আমার সমকক্ষতার দাবী করত। এছাড়া আমি কখনও কোন মহিলাকে এরূপ দেখিনি যে ধর্মপরায়ণতায় যয়নাব থেকে উত্তম, খোদাভীরুতায় তার ন্যায় খোদাভীরু, তার চেয়ে অধিক সত্যবাদী, আপনজনের প্রতি অধিক দরদী, অধিক দানশীলা, নেককাজে অধিকতর মন সংযোগকারী যাতে পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করত ও যদ্বারা আল্লাহর নৈকট লাভ করার চেষ্টা করত। কেবলমাত্র তার মাঝে কিছুটা রুক্ষ মেজাজ বিদ্যমান ছিল যা ক্ষাণিকপর তার থেকে চলে যেত। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর যয়নাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার (রা) চাদর জড়িয়ে আয়েশার সাথে বিশ্রাম করছিলেন। ঠিক অবস্থায়ই ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করেছিলেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেছেন। (প্রবেশ করে) যয়নাব বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার স্ত্রীগণ একটা কথা নিয়ে আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তা হচ্ছে– তাঁরা আপনার কাছে আবু কুহাফার কন্যার (আয়েশার) ব্যাপারে ইনসাফ বা সমঅধিকার প্রার্থনা করেছে। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর সে আমার উপর চেপে বসল এবং আমাকে মিঠে কড়া কথা শুনাতে লাগল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করছি এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছি দেখি তিনি আমাকে এ ব্যাপারে (কথা বলার) অনুমতি দেন কিনা? আয়েশা বলেন, যয়নাব একাধারে বলেই চলেছে। শেষ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন প্রতিশোধ নিলে নারাজ হবেন না (তখন জওয়াব দিতে লাগলাম)। যখন আমি তার সাথে লেগে গেলাম, তখন আর তাকে সুযোগ না দিয়ে তার উপর একচোট নিয়ে নিলাম। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকী হেসে বললেন, এতো আবু বাক্‌রের (রা) কন্যা (অতএব তার পাল্লা উপরেই থাকবে)।

টীকা : প্রকাশ থাকে যে, একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা বিধান করা শরীয়তে ওয়াজিব। ভরণপোষণ, সদাচরণ ও রাত্রিযাপন– এ কয়টি বিষয়ে সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য। সহবাস ও অন্তরের টান সমান

হওয়া জরুরী নয়। দিলের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে। এতে বান্দাহ অক্ষম। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের টান ও অনুরাগ আয়েশার প্রতি বেশী ছিল, যা অন্য বিবিগণ সহ্য করতে পারেননি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমঅধিকারের দাবী জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে তাদের প্রতি পূর্ণ সমতা বিধান করেছেন। এতে কোন প্রকার ব্যতিক্রম করেননি।

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ فِي الْمَعْنَىٰ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَثْخَنْتُهَا غَلَبَةً.

৬১১০। এ সূত্রে যুহরী (রা) থেকে অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে যুহরী এরূপ বর্ণনা করেছেন, আমি যখন তার সাথে তর্কে লিপ্ত হলাম, তখন আর বলার সুযোগ দেইনি এবং তাকে হারিয়ে দিয়ে একদম চুপ করিয়ে দিলাম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ: «أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟» اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي.

৬১১১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অনুপস্থিতিতে বলতেন, আজ আমি কোথায়? কাল আমি কোথায়? আয়েশার পালার তারিখ বিলম্বিত মনে করে এরূপ বলতেন। আয়েশা বলেন, যখন আমার পালার তারিখ আসল তখন আল্লাহ তাঁকে আমারই বুক ও পাঁজরের মাঝে কেড়ে নিয়ে গেলেন (মৃত্যু দান করলেন)।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকালের পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়লে অসুস্থ অবস্থায় আয়েশার গৃহে অবস্থান করার অভিপ্রায় জানালে সকলে সম্মত হল, তাই তিনি ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত আয়েশার গৃহেই অবস্থান করেছেন এবং তাঁর কোলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালাক্রমে বিবিদের নিকট অবস্থান করার যে নিয়ম পালন করতেন সে নিয়ম অনুসারে তাঁর শেষ মুহূর্তটি আয়েশারই পালা ছিল। তাই আয়েশা (রা) এরূপ উক্তি করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَىٰ صَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ».

৬১১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন। তিনি ইনতিকালের কিছু পূর্বে আয়েশার বুকে হেলান অবস্থায় ও আয়েশা তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়া অবস্থায় একথা বলছিলেন। তিনি এভাবে প্রার্থনা করছিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে মার্জনা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে পরম বন্ধুর সাথে শামিল কর।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৬১১৩। বিভিন্ন সূত্রের রাবীগণ সবাই হিশাম থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ نَبِيٌّ حَتَّىٰ يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ، يَقُولُ: ﴿مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].

قَالَتْ: فَظَنَنْتُهُ خُيِّرَ حِينَئِذٍ.

৬১১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনতাম যে, কোন নবী ঐ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেননা, যে পর্যন্ত তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া না হয়। আয়েশা বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অসুখে ইনতিকাল করেছেন ঐ অসুখাবস্থায় যখন তাঁর উর্ধশ্বাস আরম্ভ হয়ে গেছে তিনি বলছিলেন–

"আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালেহীন যাদের প্রতি আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন তাদের সহিত, তারাই হচ্ছে উত্তম বন্ধু।"

আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি ধারণা করলাম, এ সময় তাঁকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৬১১৫। ওয়াকী ও শু'বা সা'দ (রা) থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[٦٢٩٧] ٨٧-(...) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ [بْنِ سَعْدٍ]: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ «إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ، حَتَّىٰ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَأْسُهُ عَلَىٰ فَخِذِي، غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ، ثُمَّ قَالَ: «اللّٰهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ». قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَرَفْتُ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ: «إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّىٰ يُرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ».

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْلَهُ: «اللّٰهُمَّ! الرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ».

৬১১৬। ইবনে শিহাব বলেন, আমাকে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব ও উরওয়া ইবনে যুবায়ের কতিপয় আহলে ইলমের উপস্থিতিতে জানিয়েছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ অবস্থায় বলতেন, কোন নবীর রূহ ঐ পর্যন্ত কবয করা হয়না, যে পর্যন্ত তিনি তাঁর বেহেশতের ঠিকানা দেখতে না পান। বেহেশতের ঠিকানা দেখার পর তাঁকে (জীবন ও মৃত্যুর মাঝে) এখতিয়ার দেয়া হয়। আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ কবযের সময় এসে গেল, তখন কিছুক্ষণ তিনি বেহুঁশ অবস্থায় রইলেন। এ সময় তাঁর শির আমার রানের উপর ছিল। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে আসলে তিনি ছাদের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! হে মহান বন্ধু! আয়েশা বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এ সময় তিনি আমাদেরকে পছন্দ করছেন না। তিনি বলেন, আমার ঐ হাদীসটুকুও জানা আছে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ অবস্থায় আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে একথাটা রয়েছে যে, কোন নবীর রূহ কখনও কবয করা হয়না যে পর্যন্ত তাঁর বেহেশতের ঠিকানা পরিলক্ষিত না হয়। বেহেশত পরিলক্ষিত হওয়ার পর তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে এখতিয়ার দেয়া হয়। আয়েশা বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ বাণী যা তিনি উচ্চারণ করেছেন, তা ছিল তার একথাটুকু "হে আল্লাহ হে পরম বন্ধু (আপনার সান্নিধ্যই কাম্য)"।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ - قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا خَرَجَ، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ، سَارَ مَعَ عَائِشَةَ، يَتَحَدَّثُ مَعَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ؟ قَالَتْ: بَلَىٰ، فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَىٰ بَعِيرِ حَفْصَةَ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَىٰ بَعِيرِ عَائِشَةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ جَمَلِ عَائِشَةَ، وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا، حَتَّىٰ نَزَلُوا، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَغَارَتْ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، رَسُولُكَ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا.

৬১১৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (সফরে) বের হতেন, তখন তিনি নিজ স্ত্রীদের মাঝে লটারীর ব্যবস্থা করতেন। একবার এভাবে লটারী ধরলে তা আয়েশা ও হাফসার নামে উঠল এবং তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। রাত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার সাথে হাঁটাচলা করতেন এবং কথাবার্তা বলতেন। একদিন হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, আস আজ রাতে তুমি আমার উটে আরোহণ করবে আর আমি তোমার উঠে আরোহণ করব। অতঃপর কিছু সময় তুমি অপেক্ষা করবে আর আমিও অপেক্ষা করব। আয়েশা বললেন, আচ্ছা! অতঃপর আয়েশা (রা) হাফসার (রা) উটে আরোহণ করল আর হাফসা আয়েশার উটে আরোহণ করলেন। একটু পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার উটের নিকট এসে দেখেন উটের উপর হাফসা উপবিষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম করলেন, অতঃপর হাফসার সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন, আর সবলোক বিশ্রাম গ্রহণ করলো। এদিকে আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজে না পেয়ে খুব গোস্বা হলেন। যখন সবলোক বিশ্রাম গ্রহণ করল, তখন তিনি 'ইযখার' নামক ঘাসের মাঝে পা রেখে বলতে লাগলেন, হে প্রভু! আমার উপর কোন বিচ্ছু বা সাপকে দংশন করার জন্য নিয়োগ কর। তিনি তোমার প্রিয় রাসূল, তাঁকে কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই।

টীকা : এ হাদীস থেকে কেউ কেউ অভিমত পোষণ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের উপর স্ত্রীদের মাঝে সমান ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। এ অভিমত ঠিক নয়। অধিকাংশের মতে, সমব্যবহার ওয়াজিব ছিল আর তিনি তার ব্যতিক্রম করেননি। আন্তরিকতা ও ভালবাসার ক্ষেত্রে সমতা জরুরী নয়। তাই তিনি কোন কোন স্ত্রীকে অপেক্ষাকৃত অধিক ভালবাসতেন। বিশেষ করে আয়েশাকে (রা) অধিক ভালবাসতেন এবং তাঁর সাথে কৌতুক ও রসালাপ করতেন। এ কারণে আয়েশাও (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অত্যধিক আসক্তা ও অনুরক্তা ছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতি সহ্য করতে পারতেন না। উল্লিখিত কাহিনীতে হাফসা (রা) যে কৌশল অবলম্বন করেছেন, এ কৌশলের মাধ্যমে কিছু সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধুর সাহচর্য লাভে সক্ষম হয়েছেন। এ সময়টুকু তাদের প্রতি বণ্টনকৃত সময়ের অতিরিক্ত ছিল। আয়েশা (রা) তা সহ্য করতে না পেরে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন এবং নিজেকেই অভিশাপ দিতে লাগলেন। এটা তাঁর জন্মগত স্বভাব ছিল, তাই তা মার্জনীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে বাদ দিয়ে হাফসার নিকট অবস্থান করার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। (১) ইতিপূর্বে বিভিন্ন সফরে আয়েশার সহিতই বেশী সময় ব্যয় করেছেন। তাই এবার কিছু সময় হাফসার সহিত কাটিয়ে তাঁর মনসন্তুষ্টি রক্ষা করেছেন। (২) এছাড়া এসময়টা বণ্টনকৃত সময়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (৩) তাছাড়া তিনি ভেবেছেন হাফসা যখন আয়েশার উটে উপবিষ্ট, হয়তো আয়েশা এতে নারাজ হবে না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَىٰ سَائِرِ الطَّعَامِ».

৬১১৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। সকল নারী জাতির উপর আয়েশার মর্যাদা ঠিক এরূপ যেরূপ সকল খাদ্যের উপর সারীদের মর্যাদা (বেশী)।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ - وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.

৬১১৯। উপরোক্ত সূত্রদ্বয়ের রাবী ইসমাঈল ও আবদুল আযীয উভয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে এবং তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাদের হাদীসে একথাটুকু নেই "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি।" আর ইসমাঈলের হাদীসে আছে তিনি আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে শুনেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ.

৬১২০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জানিয়েছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তোমার প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন। আয়েশা বলেন, আমি উত্তরে বললাম তাঁর প্রতিও সালাম ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

حَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

৬১২১। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) জানিয়েছেন যে, আয়েশা (রা) তাকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন... উপরোক্ত রাবীদ্বয়ের হাদীস সদৃশ।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

৬১২২। আসবাত ইবনে মুহাম্মাদ যাকারিয়া (রা) থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشُ! هٰذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ» فَقَالَتْ [فَقُلْتُ]: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ. قَالَتْ: وَهُوَ يَرَىٰ مَا لَا أَرَىٰ.

৬১২৩। যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, মহানবীর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তোমার প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন। এর উত্তরে আয়েশা বলেছেন, "ওয়াআলাইহিস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ"। আয়েশা বলেন, আমি যা দেখিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَىٰ- وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ -: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا.

قَالَتِ الْأُولَىٰ: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَىٰ رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ، لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَىٰ، وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَىٰ.

قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ.

قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ.

قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لَا حَرٌّ، وَلَاقُرٌّ، وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ. قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ.

قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ، لِيَعْلَمَ الْبَثَّ.

قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ، أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ.

قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي، الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ، وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ.

قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ.

قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ.

قَالَتِ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، وَمَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي

فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلاَ أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ.

أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ.

ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ.

بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا.

جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لاَ تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلاَ تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلاَ تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا.

قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِّيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ.

فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ».

৬১২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এগারজন মহিলা বসে পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ ও চুক্তিবদ্ধ হল যে তাঁরা তাঁদের স্বামীদের তথ্যাদি কিছুই গোপন করবে না। প্রথম মহিলাটি বলল, আমার স্বামী জীর্ণশীর্ণ উটের গোশতের ন্যায় যা দুর্গম পর্বত শৃঙ্গের উপর অবস্থান করে, যা এরূপ সমতল নয় যাতে আরোহণ করা যেতে পারে আর এমন মোটাতাজা নয় যার মগজ বের করে নেয়া যায় (অর্থাৎ সে অত্যন্ত দুর্বল হীনকায় শুকনো)।

দ্বিতীয় মহিলাটি বলল, আমার স্বামী এরূপ যে, আমি তার বিবরণ প্রচার ও প্রসার করতে পারব না। আমার আশংকা হচ্ছে এতে আমি তার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলব। আমি তার বিষয় আলোচনা করলে তার দোষ ত্রুটিই আলোচনা করতে হবে (অর্থাৎ তার মাঝে বিভিন্ন দোষ ত্রুটি রয়েছে)।

তৃতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী দীর্ঘকায় (লম্বা)। (এছাড়া তার মাঝে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন গুণ নেই, রুক্ষ মেজাজ)। আমি যদি তার সমালোচনা করি তবে আমাকে

তালাক দেয়া হবে আর কথা না বলে চুপচাপ থাকলেও আমাকে ঝুলিয়ে রাখা হবে (অর্থাৎ আমার সাথে মেলামেশা করবে না)।

চতুর্থ মহিলা বলল, আমার স্বামী তেহামার রাতের ন্যায় (নাতিশীতোষ্ণ) গরমও নয় ঠাণ্ডাও নয়, ভয়ভীতিও নেই বিরক্তিও নেই (অর্থাৎ তার মেজাজ মোটামুটি শান্ত, তাতে ভীরুতা ও খিটখিটে স্বভাব নেই)।

পঞ্চম মহিলা বলল, আমার স্বামী যখন ঘরে প্রবেশ করে, ভালুকের ন্যায় (শান্ত ও নীরব) থাকে, আর যখন বেরিয়ে পড়ে ব্যাঘ্রের রূপ ধারণ করে। তদুপরি তার আয়ত্তাধীন কোন বস্তু (মাল সম্পদ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে না।

ষষ্ঠ মহিলা বলল, আমার স্বামীর স্বভাব হচ্ছে, খেতে বসলে সাবাড় করে ফেলে, পান করলে নিঙড়িয়ে ফেলে, শুলে কাপড় দিয়ে নিজেকে আবৃত করে, আর নিজের ব্যথা বেদনা প্রকাশ করার জন্যে নিজ হাত ব্যথা স্থানে প্রবেশ করে না (বরং যথাসম্ভব নিজ ব্যথা-বেদনাকে চাপা দিয়ে রাখে)।

সপ্তম মহিলা বলল, আমার স্বামী বিভ্রান্ত দিশাহারা অথবা বন্ধ্যা বা খোযা অথবা সহবাসে অক্ষম, আহাম্মক, কথা বলতে অপরাগ, সব রকম ব্যাধিগ্রস্ত; সে হয়তো তোমাকে মাথায় আঘাত করবে না হয় গায়ে, অথবা উভয় প্রকার আঘাত দিবে (এরূপ অপদার্থ স্বামী নিয়ে কালাতিপাত করছি)।

অষ্টম মহিলা বলল, আমার স্বামীর দেহ 'যরনব' নামক সুগন্ধে সুবাসিত ও হাতের স্পর্শ খরগোশের স্পর্শের ন্যায় কোমল (অর্থাৎ তার যাবতীয় আচার ব্যবহার চলাফেরা ভদ্রোচিত)।

নবম মহিলা বলল, আমার স্বামী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বা উচ্চ বংশীয়, দীর্ঘকায় বড় বড় চুলবিশিষ্ট, যার ঘর জনসমাবেশের অতি নিকটবর্তী।

দশম মহিলা বলল, আমার স্বামী অর্থ সম্পদের অধিকারী এবং কোন অর্থাধিকারী তার চেয়ে উত্তম নেই। তার বহু সংখ্যক উট প্রায়ই বাধা থাকে ও কচিৎ মাঠে বিচরণ করে। যখন তারা সারিন্দার আওয়াজ শ্রবণ করে তখন তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে তাদেরকে বলি দেয়া হবে।

একাদশ মহিলা বলল, আমার স্বামীর নাম আবু যারা। আবু যারা কতই না ভাল। সে অলঙ্কার দিয়ে আমার উভয় কান ঝুলিয়ে দিয়েছে, আমার উভয় বাহু মাংসপেশীতে ভরে দিয়েছে। আমাকে আনন্দ দান করেছে অতএব আমি মনে মনে আনন্দ উপভোগ করেছি। (বিয়ের সময়) সে আমাকে পাহাড়ের পাদদেশে বকরীর ছোট একটা পাল বিশিষ্ট পরিবারে পেয়েছে। অবশেষে সে আমাকে ঘোড়া ও উট বিশিষ্ট পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। যে পরিবারে মই ও চালনী দিয়ে প্রচুর খাদ্যশস্য মাড়িয়ে ও ঝেড়ে পুছে লওয়া হয়। তার কাছে আমি কোন কথা বললে খারাপ মনে করা হয় না। শুইলে সকাল পর্যন্ত শুয়ে থাকি, পান করলে তৃপ্তি মিটায়ে পান করি।

আবু যারার মা কতইনা ভাল! তার খাদ্য সামগ্রীর ভাণ্ড-বাসন বেশ বড় বড়, তার ঘর

বেশ প্রশস্ত। আবু যারার পুত্র কতই না উত্তম! তার শয্যা এরূপ নরম তুলতুলে যেন খেজুর গাছের খসানো ছাল। বকরীর পাঁজরের গোশত তাকে পরিতৃপ্ত করে। আবু যারার কন্যা কতই না ভাল! তার পিতা ও মাতার অনুগতা বাধ্যগতা, পোষাক পরিচ্ছদে মানানসই, তার সঙ্গীনীদের ঈর্ষার বস্তু। আবু যারার দাসী কতই ভাল! সে আমাদের কথা বাহিরে প্রচার করে না, আমাদের খাদ্যদ্রব্য বিনষ্ট করে না বা ছড়িয়ে রাখে না। আর আমাদের ঘরটা পাখীর বাসার ন্যায় ময়লা আবর্জনায় পরিপূর্ণ করে রাখে না। মহিলাটি বলল, একবার আবু যারা বের হল, তার পানপাত্রগুলো পরিপূর্ণ। বের হলে একজন মহিলার সাথে দেখা হল, তার সাথে ব্যাঘ্র শাবকের ন্যায় দুটো ছেলে যারা তার কোমরের নীচ দিয়ে দুটি আনার ফল নিয়ে খেলছে। অতঃপর আবু যারা আমাকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করল। তার পরে আমি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিয়ে করলাম যে উৎকৃষ্ট ঘোড়ায় আরোহণ করেছে ও 'খাত' অঞ্চলের তৈরী উৎকৃষ্ট ধরনের বর্শা হাতে নিয়েছে এবং আমাকে প্রচুর ধন সম্পদ ও গৃহপালিত পশু দান করল। আমাকে প্রতিটি দ্রব্য থেকে একজোড়া প্রদান করে বলল, হে উম্মু যারা! তুমি নিজে খাও ও তোমার আত্মীয় স্বজনকে দান কর। সে আমাকে যা কিছু দান করেছে প্রতিটি বস্তু আমি যদি জমা করতাম, তবুও আবু যারার ক্ষুদ্রতম ভাণ্ডের সমপরিমাণ হবে না।

আয়েশা (রা) বলেন, আমাকে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার জন্যে ঠিক এরূপ যেরূপ আবু যারা উম্মু যারার প্রতি ছিল (অর্থাৎ বদান্যতার ক্ষেত্রে আমি আবু যারার ন্যায় উদার)।

টীকা : আরবের লোক সাধারণতঃ অধিক অতিথিপরায়ণ। তারা মেহমানদের উদ্দেশ্যে উট, ভেড়া, বকরী সবসময় সংরক্ষিত রাখত। কোন মেহমানের আগমন সূচিত হলে তারা সারিন্দা বাজিয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাত, আর তাদের জন্য উট, মেষ বা বকরী জবাই করত। দীর্ঘকাল যাবৎ এরূপ প্রচলন চলে আসছে। তাই উট, মেষ, বকরী সারিন্দার আওয়াজ শুনলে নিশ্চিতভাবে জানত যে তাদের মরণ অত্যাসন্ন। একটু পরই তাদেরকে জবাই করে মেহমানদের আহারের ব্যবস্থা করা হবে। দশম মহিলার স্বামীর চরিত্রও ছিল তদ্রূপ।

وَحَدَّثَنِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ، وَلَمْ يَشُكَّ، وَقَالَ: قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، وَقَالَ: وَصِفْرُ رِدَائِهَا، وَخَيْرُ نِسَائِهَا، وَعَقْرُ جَارَتِهَا، وَقَالَ: وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَقَالَ: وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذِي رَائِحَةٍ زَوْجًا.

৬১২৫। সাঈদ ইবনে সালমা, হিশাম ইবনে উরওয়া (রা) থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ব্যতিক্রম এতটুকু যে তিনি ' عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ ' বলেছেন এবং কোন সন্দেহ করেননি এবং ' قَلِيْلَاتُ الْمُسَارِح ' বলেছেন। আর বলেছেন, 'হলদে রংয়ের চাদর বিশিষ্ট ও সেরা মহিলা এবং সঙ্গীনীদের (গোস্বায়) ফেটে পড়ার কারণ। আর

বলেছেন, সে আমাদের খাদ্যদ্রব্য বৃথা নষ্ট করে না'। আর বলেছেন– 'প্রত্যেক উপাদেয় বস্তু থেকে আমাকে একজোড়া প্রদান করেছে।'

অনুচ্ছেদ : ৫০

ফাতিমার (রা) ফযীলত।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ - قَالَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ-: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ؛ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

৬১২৬। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে উপবিষ্ট অবস্থায় একথা বলতে শুনেছেন, হিশাম ইবনে মুগীরার আওলাদগণ আমার কাছে এ অনুমতি চেয়েছে যে তারা তাদের কন্যাকে আলী ইবনে আবু তালিবের নিকট বিয়ে দিবে কিনা? আমি কখনও তাদেরকে এ অনুমতি দিবনা, কখনও এ অনুমতি দিব না, কখনও এ অনুমতি দিব না। হাঁ, যদি আলী ইবনে আবু তালিব আমার কন্যাকে তালাক দিয়ে তাদের কন্যাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হয় (তবেই তা সম্ভব) কেননা, আমার কন্যা আমার কলিজার টুকরা, তার কলঙ্ক আমারই কলঙ্ক এবং তার কষ্ট আমারই কষ্ট।

وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

৬১২৭। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফাতিমা আমারই কলিজার টুকরা, তার প্রতি যা কষ্টকর তা আমার প্রতিও কষ্টদায়ক।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا]، لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ إِلَيَّ [مِنْ] حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا؟ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: لَا، قَالَ لَهُ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللهِ! لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا، حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِي. إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَىٰ فَاطِمَةَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذٰلِكَ، عَلَىٰ مِنْبَرِهِ هٰذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا».

قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ، قَالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَأَوْفَىٰ لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ، وَاللهِ! لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا».

৬১২৮। ইবনে শিহাব (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইবনে হুসাইন (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, হুসাইন ইবনে আলীর শাহাদাতের বছর তাঁরা যখন ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার নিকট থেকে মদীনায় পৌঁছলেন, তখন তাঁর সাথে (আলী ইবনে হুসাইনের সঙ্গে) মিসওয়ার ইবনে মাখরামা দেখা করলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি আমার কাছে কোন কাজ আছে? তাহলে আমাকে আদেশ করতে পারেন। আলী ইবনে হুসাইন বলেন, আমি উত্তর দিলাম, না (কোন কাজ নেই)।

মিসওয়ার তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারিটা আপনি কি আমাকে দিবেন? আমার খুবই আশঙ্কা হচ্ছে বিরোধী দল তা জোরপূর্বক আপনার থেকে ছিনিয়ে নিবে। খোদার কসম! তা যদি আমাকে দিয়ে দেন, তবে তা সহজে কিছুতেই নিতে সক্ষম হবে না। পরিশেষে আমার মনে পড়ল যে, একবার ইবনে আবু তালিব ফাতিমার উপর আবু জেহেলের কন্যার জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অতঃপর এ মিম্বারের উপর এ বিষয়ে লোকসমক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাষণ দিতে শুনেছি। ঐ সময় আমি বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জেনে রাখ, ফাতিমা আমারই অংশ। আমি আশঙ্কা বোধ করছি যে ফাতিমা এমতাবস্থায় তার দীন সম্পর্কে বিভ্রান্ত হবে। রাবী বলেন, অতঃপর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি আবদে শামস গোত্রের তাঁর এক জামাতার (আবুল আস) উল্লেখ করে তার জামাতা সুলভ আচরণের প্রশংসা করলেন। তিনি তার সুনাম করে বললেন, সে আমার সাথে কথাবার্তা বললে সত্য সত্য বলেছে, আমার সাথে ওয়াদা করলে তা পুরা করেছে। আমি অবশ্য হালালকে হারাম মনে করি না এবং হারামকে হালাল জানিনা। তবে, খোদার কসম! আল্লাহর রাসূলের কন্যা ও আল্লাহর দুশমনের কন্যা একই স্থানে কখনও একত্র হতে পারে না।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে শরীয়তের বিধানকে স্পষ্ট তুলে ধরে নিজের আন্তরিক অভিব্যক্তিটুকু প্রকাশ করেছেন। কাফেরের ছেলে মেয়েও যদি ঈমানদার হয় তবে শরীয়ত অনুসারে তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। যেমন আবুল আস কাফেরের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও তিনি যয়নাবকে তার কাছে বিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজে উম্মুল মুমেনীন সাফিয়্যাকে ইহুদীর মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করেছেন। কিন্তু শরীয়তে বাধা না থাকলেও যেখানে মানসিক অশান্তি, বিভ্রান্তি ও মান সম্মানের প্রশ্ন আছে সেখানে তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। বিশেষ করে খাতুনে জান্নাত ফাতিমার মর্মপীড়ার যেখানে একান্ত আশঙ্কা, সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নারাজীর যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

[٦٣١٠] ٩٦-(...) **حَدَّثَنِي** عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ؛ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذٰلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهٰذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ.

قَالَ الْمِسْوَرُ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّي، وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا، وَإِنَّهَا، وَاللهِ! لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا».

قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ.

৬১২৯। আলী ইবনে হুসাইন (রা) জানিয়েছেন যে, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) তাকে খবর দিয়েছেন একবার আলী ইবনে আবু তালিব (রা) আবু জেহেলের কন্যার বিয়ের প্রস্তাব করে ছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা) বিদ্যমান ছিলেন। ফাতিমা (রা) যখন এ সংবাদ শুনলেন, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন, আব্বা! আপনার জাতি আলাপ আলোচনা করছে যে, আপনি নাকি আপনার কন্যাদের প্রতি রাগ করেন না। অথচ আপনার জামাতা আলী আবু জেহেলের কন্যাকে

বিয়ে করতে যাচ্ছে। মিসওয়ার (রা) বলেন, একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেন, আমি তাঁকে শাহাদাত পাঠ করতে শুনেছি। অতঃপর তিনি বললেন, আম্মাবাদ! আমি আবুল আস ইবনে রাবীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছি। সে আমার সাথে কথাবার্তা বলেছে এবং সত্য বলেছে। আর ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ আমারই দেহের একটুকরা। তাকে বিভ্রান্তিতে ফেলা আমি কিছুতেই পছন্দ করি না। আর খোদার কসম! মনে রেখ, আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহর দুশমনের কন্যা একই ব্যক্তির নিকট কখনও একত্র হতে পারে না। এরপর আলী (রা) বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

৬১৩০। জারীর বলেন, আমি নোমান ইবনে রাশেদকে যুহরী থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَسَارَّهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِفَاطِمَةَ: مَا هَٰذَا الَّذِي سَارَّكِ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ سَارَّكِ فَضَحِكْتِ؟ قَالَتْ: سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي بِمَوْتِهِ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ مَنْ يَتْبَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ، فَضَحِكْتُ.

৬১৩১। উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) তাঁকে একথাটা বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয়তমা কন্যা ফাতিমাকে (রা) ডেকে তাঁর সাথে গোপনে কিছু কথা বললে তিনি কেঁদে ফেললেন। এরপর আবার গোপনে কিছু আলাপ করলে তিনি হাসলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা বলুন তো, সে কোন কথা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার সাথে গোপনে বলার পর আপনি কেঁদে ফেলেছেন? তারপর আবার গোপনে আলাপ করলে হাসলেন? ফাতিমা (রা) বললেন, তিনি প্রথমে আমার সাথে গোপনে আলাপ করে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন তখন আমি কেঁদে ফেলেছি। এরপর তিনি গোপনে আলাপ করে আমাকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর পরিবারের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর পিছনে থাকব। একথা শুনে আমি হেসেছি।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ:

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ، لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي، مَا تُخْطِىءُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي» ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَىٰ جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ؟ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ أُفْشِي عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ، بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ، لَمَّا حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: أَمَّا الْآنَ، فَنَعَمْ، أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ، فَأَخْبَرَنِي: «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنِّي لَا أُرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ». قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَىٰ جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ! أَمَا تَرْضَيْ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ؟» قَالَتْ: فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ.

৬১৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁর নিকটে ছিলেন। তাদের একজনকেও তিনি পশ্চাতে রাখেননি। এমন সময় ফাতিমা (রা) পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসলেন, তাঁর হাঁটা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটার মাঝে কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে স্বাগতম জানালেন এবং বললেন, প্রিয় কন্যা তোমাকে মুবারকবাদ! অতঃপর তিনি তাঁকে নিজ ডানে অথবা বামে বসালেন এবং তাঁর সাথে গোপন আলাপ করলেন। আলাপ শুনলে ফাতিমা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর অস্থির অবস্থা দেখলেন, তখন আবার তাঁর সাথে গোপনে আলাপ করলেন। এবার ফাতিমা হাসতে লাগলেন। তখন আমি ফাতিমাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের মধ্য থেকে একমাত্র আপনাকে বিশেষ করে গোপন আলোচনায় শরীক

করেছেন, এরপরও আপনি কাঁদছেন? যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গেলেন, তখন আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন? ফাতিমা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন কথা ফাঁস করতে পারি না। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকাল হয়ে গেল, আমি বললাম, আপনার উপর আমার যে অধিকার আছে সে অনুযায়ী আপনাকে খোদার দোহাই দিয়ে বলছি আপনি আমাকে জানিয়ে দিন যা কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে বলেছেন। তখন ফাতিমা (রা) বললেন, হাঁ এখন বলতে পারি। প্রথমবার যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে গোপন আলাপ করলেন, তখন তিনি আমাকে একথা জানিয়েছেন যে, ইতোপূর্বে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম প্রতি বছর একবার বা দু'বার তাঁর নিকট পবিত্র কুরআন তুলে ধরতেন, আর এ মুহূর্তে তিনি দু'বার তা তুলে ধরেছেন। আরও জানিয়েছেন, আমার একান্ত ধারণা আমার মৃত্যু সন্নিকটে। অতএব আল্লাহকে ভয় কর ও ধৈর্য ধারণ কর। মনে রেখ আমিই তোমার সর্বোত্তম পূর্বসূরী (পরপারের যাত্রী)। ফাতেমা বলেন, একথা শুনে এরূপ ক্রন্দন করলাম যা আপনি দেখলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এরূপ ব্যাকুলাবস্থা দেখলেন, তখন পুনরায় তিনি গোপনে আমাকে বললেন, হে ফাতিমা! তুমি কি একথা পছন্দ কর না যে, তুমি হবে (পরকালে) সকল ঈমানদার মহিলাদের সর্দার (নেত্রী) অথবা বলেছেন এ উম্মাতের মহিলা সম্প্রদায়ের নেত্রী। ফাতিমা বলেন, একথা শুনে আমি হাসলাম যা আপনি দেখেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي» فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهَا - ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ أَيْضًا، فَقُلْتُ لَهَا مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَقُلْتُ لَهَا حِينَ بَكَتْ: أَخَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَدِيثِهِ دُونَنَا ثُمَّ تَبْكِينَ؟ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ؟ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِي: «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ

عَامٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ» فَبَكَيْتُ لِذٰلِكَ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِي فَقَالَ: «أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ؟» فَضَحِكْتُ لِذٰلِكَ.

৬১৩৩। আয়েশা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল স্ত্রীগণ একত্রিত হলেন। তাদের মধ্যে কেউ অনুপস্থিত ছিল না। এ সময় ফাতিমা (রা) পায়ে হেঁটে এসে উপস্থিত। তাঁর চলার ভঙ্গী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই অনুরূপ ছিল। তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আস! অতঃপর তিনি তাকে নিজ ডান পাশে বা বামপাশে বসিয়ে তাঁর কাছে গোপনে কোন কথা বললেন। ফাতিমা তা শুনে কেঁদে ফেললেন। অতঃপর পুনরায় গোপনে কিছু বললে তিনি হাসলেন। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন তথ্য প্রকাশ করব না। আমি মনে মনে বললাম, আমি তো আজকের ন্যায় এরূপ বেদনা মিশ্রিত আনন্দ আর দেখিনি। তাই তিনি কাঁদলে আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বাদ দিয়ে আপনাকে বিশেষ করে একটা কথা বললেন তবুও আপনি কাঁদছেন! তিনি কি বলেছেন, তা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন তথ্য ফাঁস করতে পারি না। অবশেষে তাঁর ওফাতের পর আমি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনি আমার নিকট প্রকাশ করেছিলেন যে, জিব্রাঈল (আ) প্রতি বছর একবার তাঁর কাছে পবিত্র কুরআন তুলে ধরতেন। আর এ বছর দু'বার তুলে ধরেছেন। আর আমার একান্ত ধারণা, আমার মৃত্যু সন্নিকটে। আরও বলেছেন মনে রেখ! তুমিই আমার পরিবারে সর্বপ্রথম আমার সাথে এসে মিশবে। আর আমি তোমার সর্বোত্তম পূর্বসূরী। এজন্যই আমি কেঁদেছি। এরপর তিনি আমার সাথে আবার চুপে চুপে বললেন, হে ফাতিমা! তুমি কি পছন্দ কর না যে তুমি (পরকালে) সকল ঈমানদার মহিলাদের নেত্রী হবে? অথবা এরূপ বলেছেন, এ উম্মাতের সকল নারীদের নেত্রী হবে। একথা শুনে আমি হেসেছি।

অনুচ্ছেদ : ৫১

উম্মু সালামার মর্যাদা।

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ - قَالَ ابْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: لَا تَكُونَنَّ، إِنِ اسْتَطَعْتَ، أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ

مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ.
قَالَ: وَأُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] أَتَىٰ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ - قَالَ -: فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ: «مَنْ هٰذَا؟» أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَتْ: هٰذَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ - قَالَ -: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: ايْمُ اللهِ! مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّىٰ سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ يُخْبِرُ خَبَرَنَا، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا؟ قَالَ: مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

৬১৩৪। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমার পক্ষে সম্ভব হলে তুমি বাজারে প্রথম প্রবেশকারী এবং সবশেষে বেরিয়ে আসা ব্যক্তি হয়ো না। কেননা বাজার হচ্ছে শয়তানের যুদ্ধক্ষেত্র। সে এখানে নিজ পতাকা উত্তোলন করে। রাবী বলেন, আমি অবহিত হয়েছি যে, জিবরাঈল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। এ সময় উম্মু সালামা (রা) তাঁর কাছে ছিলেন। রাবী বলেন, তিনি (জিবরাঈল) কথাবার্তা বললেন, অতঃপর উঠে (চলে) গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সালামাকে জিজ্ঞেস করলেন : এ ব্যক্তি কে? অথবা তিনি এ ধরনের কিছু জিজ্ঞেস করেছেন। তিনি জবাবে বললেন, ইনি দিহয়াতুল কালবী (রা)। রাবী বলেন, উম্মু সালামা (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি আগন্তুককে দিহয়াতুল কালবী বলেই ধারণা করছি। এমনকি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তৃতা শুনলাম– তিনি আমাদের খবর বলছিলেন। অথবা এ জাতীয় কথা বলছিলেন। অধস্তন রাবী সুলাইমান বলেন, আমি আবু উসমানকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এটা কার কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, উসামা ইবনে যায়েদের কাছে শুনেছি।

অনুচ্ছেদ : ৫২

উম্মুল মুমিনীন যয়নাবের মর্যাদা।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أَبُو أَحْمَدَ:
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ: أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي، أَطْوَلُكُنَّ يَدًا». قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا. قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.

৬১৩৫। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর স্ত্রীদের) বললেন : তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে বেশী

লম্বা সে-ই আমার সাথে সবার আগে মিলিত হবে। রাবী বলেন, স্ত্রীদের সবাই নিজ নিজ হাত পরিমাপ করে দেখতে লাগলেন কার হাত অধিক লম্বা। রাবী বলেন, আমাদের মধ্যে যয়নাবের হাতই ছিল সর্বাধিক লম্বা। কেননা সে নিজ হাতে কাজ করত এবং দান-খয়রাত করত।

অনুচ্ছেদ : ৫৩

উম্মু আইমানের মর্যাদা।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُرِدْهُ، فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ.

৬১৩৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু আইমানের (রা) কাছে গেলেন। আমিও তার সাথে গেলাম। তিনি তাঁর জন্য একটি পানপাত্রে করে শরবত নিয়ে আসলেন। রাবী বলেন, তিনি রোযা ছিলেন কিনা তা আমি জানতাম না। তিনি তা ফেরত দিলেন। ফলে উম্মু আইমান (রা) রাগে ও ক্ষোভে চিৎকার দিলেন।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لِعُمَرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ. فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا.

৬১৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্র (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর উমারকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে উম্মু আইমানের সাথে সাক্ষাত করতে যেতেন– চলো আমরাও তদ্রূপ তার সাথে সাক্ষাত করে আসি। (রাবী বলেন,) আমরা যখন তার কাছে পৌঁছলাম– তিনি কাঁদতে লাগলেন। আবু বাক্র ও উমার (রা) তাকে বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন।

আল্লাহর কাছে তো তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কল্যাণকর জিনিসই রয়েছে। তিনি উত্তরে বললেন, আমি এজন্য কাঁদছিনা যে, আল্লাহর কাছে তাঁর রাসূলের জন্য কি রয়েছে তা আমি জানিনা। বরং আমি এজন্যই কাঁদছি যে আসমান থেকে অহী আসা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। (রাবী বলেন,) তার একথায় তাদের দু'জনেরও কান্না এসে গেলে এবং তারাও তার সাথে কাঁদতে লাগলেন।

অনুচ্ছেদ : ৫৪

আনাসের মা উম্মু সুলাইম এবং বিলালের মর্যাদা।

حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِ، إِلَّا أُمَّ سُلَيْمٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي».

৬১৩৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্ত্রীলোকের সাথে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে সাক্ষাত করতে যেতেন না। কিন্তু উম্মু সুলাইম (আনাসের মা) এর ব্যতিক্রম ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার (স্বামীর অনুপস্থিতিতেও তার) সাথে সাক্ষাত করতে যেতেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন : তার প্রতি আমার যথেষ্ট দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে। তার ভাই আমার সাথে (যুদ্ধে গিয়ে) নিহত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَٰذَا؟ قَالُوا: هَٰذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ، أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ».

৬১৩৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি বেহেশতে প্রবেশ করে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এ কে? তারা (ফেরেশতা) বলল, ইনি হচ্ছেন মিলহানের কন্যা এবং আনাস ইবনে মালিকের মা গুমাইসা (রা)।

حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ [بْنُ]

الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ، ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي، فَإِذَا بِلَالٌ».

৬১৪০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমাকে বেহেশত দেখানো হল। আমি আবু তালহার স্ত্রীকে (আনাসের মা) দেখতে পেলাম। আমি আমার সামনের দিক থেকে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে বিলালকে দেখতে পেলাম।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ:

حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّىٰ أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ، قَالَ: فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً، فَأَكَلَ وَشَرِبَ - قَالَ -: ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا، قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ، فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ - قَالَ -: فَغَضِبَ فَقَالَ: تَرَكْتِنِي حَتَّىٰ تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتِنِي بِابْنِي! فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا» قَالَ: فَحَمَلَتْ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ، لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا، فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، فَاحْتُبِسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - قَالَ -: يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ! إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتُبِسْتُ بِمَا تَرَىٰ، قَالَ: تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَبَا طَلْحَةَ! مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، قَالَ: وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَنَسُ! لَا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّىٰ تَغْدُوَ بِهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ فَوَضَعَ الْمِيسَمَ، قَالَ:

وَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ، فَلاكَهَا فِي فِيهِ حَتَّىٰ ذَابَتْ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا - قَالَ -: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْظُرُوا إِلَىٰ حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ» قَالَ: فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ. [راجع: ٥٦١٢]

৬১৪১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহার একটি পুত্র সন্তান মারা গেল। এটি উম্মু সুলাইমের গর্ভজাত সন্তান ছিল। তিনি তার পরিবারের লোকদের বললেন, আবু তালহাকে আমি না বলা পর্যন্ত তোমরা তার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিও না। রাবী বলেন, আবু তালহা বাড়িতে আসলে তিনি তাকে রাতের খাবার পরিবেশন করলেন। তিনি পানাহার করলেন। রাবী বলেন, তিনি খুব সুন্দররূপে সাজলেন। ইতোপূর্বে তিনি এরূপ সাজগোজ করেননি। আবু তালহা তার সাথে সংগমও করলেন। তিনি যখন দেখলেন, আবু তালহা পরিতৃপ্ত হয়েছেন, তখন বললেন, হে আবু তালহা! কোন লোক যদি তার কোন জিনিস কাউকে ধার চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ধার দেয়; অতঃপর তা পুনরায় ফেরত চায়– তাহলে ধারকারী তা ধার প্রদানকারীকে ফেরত না দিয়ে পারবে? তোমার কি মত? তিনি বললেন, না। উম্মু সুলাইম বললেন, তাহলে তোমার ছেলের ব্যাপারে সওয়াবের আশা কর (সে মারা গেছে)।

রাবী বলেন, এ খবর শুনে আবু তালহা রাগান্বিত হয়ে বললেন, তুমি আমাকে খবর দিলে না অথচ আমি নাপাক হয়ে পড়েছি। আর এখন তুমি আমাকে পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনাচ্ছ! তিনি বের হয়ে পড়লেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে যা ঘটেছে তা শুনালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বিগত রাতে আল্লাহ তোমাদের উভয়কে বরকত দান করেছেন। রাবী বলেন, তিনি গর্ভবতী হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন উম্মু সুলাইমও তাঁর সফর সংগী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে এসেই রাতের বেলা মদীনায় প্রবেশ করতেন না। লোকেরা যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছল, উম্মু সুলাইমের প্রসব বেদনা শুরু হল। আবু তালহা তার কাছে থাকলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে আসলেন। রাবী বলেন, আবু তালহা বলছিলেন, হে প্রভু! তুমি জান আমি তোমার রাসূলের সাথেই বের হওয়া এবং প্রবেশ করা পছন্দ করি। তুমি জান আমি কি কারণে এবার আটকা পড়ে গেছি। রাবী বলেন, উম্মু সুলাইম বললেন, হে আবু তালহা! পূর্বের ন্যায় আমি আর অত বেদনা অনুভব করছি না। চলো যাই। অতএব আমরা চলে আসলাম। মদীনায় ফিরে আসার পর পুনরায় তার প্রসব বেদনা দেখা দিল। তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন।

মা আমাকে বললেন, হে আনাস! তুমি ভোরবেলা একে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ একে দুধ পান করাবেনা। ভোর হলে

আমি তাকে তুলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তাঁর হাতে উট দাগানোর একটি যন্ত্র দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, খুব সম্ভব উম্মু সুলাইম এই বাচ্চা প্রসব করেছে। আমি বললাম, হাঁ। রাবী বলেন, তিনি দাগানোর অস্ত্রটি রেখে দিলেন। আমি শিশুটিকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁর কোলে রেখে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার বিখ্যাত উজওয়া খেজুর আনতে বললেন। তিনি তা নিজের মুখে দিয়ে চিবালেন। তা নরম হয়ে গলে গেলে তিনি তা বাচ্চার মুখে পুরে দেন। বাচ্চা তা চুষতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন : দেখ! খেজুরের প্রতি আনসাদের কত আকর্ষণ। তিনি তার মুখমণ্ডলে হাত বুলালেন এবং এর নাম রাখলেন আবদুল্লাহ।

حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

৬১৪২। এ সনদেও পূর্বের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبِلَالٍ، [عِنْدَ] صَلَاةِ الْغَدَاةِ: «يَا بِلَالُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ، عِنْدَكَ، فِي الْإِسْلَامِ مَنْفَعَةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ». قَالَ قَالَ بِلَالٌ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً، مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًّا، فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُورِ، مَا كَتَبَ اللهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ.

৬১৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ার পর বিলালকে (রা) বললেন : হে বিলাল! আমাকে বলতো তুমি ইসলাম গ্রহণ করার পর কোন কাজটি থেকে ফায়দা পাওয়ার সর্বাধিক আশা রাখ? কেননা এ রাতে জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। রাবী বলেন, বিলাল (রা) বললেন, আমি ইসলামে এমন কোন কাজ করিনি যা থেকে ফায়দা পাওয়ার সর্বাধিক আশা পোষণ করতে পারি। তবে রাত অথবা দিনের যে কোন সময়ই ভালভাবে ওযু করি– তখনই আল্লাহ যতটুকু তৌফিক দেন নামায পড়ি।

অনুচ্ছেদ : ৫৫

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং তাঁর মায়ের মর্যাদা।

•

حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسَهْلُ ابْنُ عُثْمَانَ وعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - قَالَ سَهْلٌ وَمِنْجَابٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟﴾ [المائدة: ٩٣] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمْ».

৬১৪৪। আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল : "যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছে, সেজন্য কোনরূপ পাকড়াও করা হবে না; অবশ্য তারা যদি ভবিষ্যতে হারাম জিনিসগুলো থেকে দূরে সরে থাকে এবং ঈমানের ওপর অটল থাকে এবং ভাল কাজ করে। অতঃপর যেসব কাজ নিষিদ্ধ করা হবে তা থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিবে এবং তাঁর ভয় সহকারে সৎ নীতি অবলম্বন করবে। আল্লাহ নেক আচরণশীল লোকদের ভালবাসেন"। (সূরা মায়েদা : ৯৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : আমাকে বলা হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।

حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا - يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَكُنَّا حِينًا وَمَا نُرَىٰ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ.

৬১৪৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই ইয়ামন থেকে (মদীনায়) আসি। আমরা অনেক দিন যাবত ইবনে মাসউদ (রা) ও তার মাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের সদস্য বলেই মনে করতাম। এর কারণ তারা তাঁর বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত করতেন এবং তাঁর কাছে অবস্থান করতেন।

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَسْوَدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَىٰ يَقُولُ: لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ - فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

৬১৪৬। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি আসওয়াদকে বলতে শুনেছেন, আমি আবু মূসাকে বলতে শুনেছি : আমি এবং আমার ভাই ইয়ামন থেকে পদার্পণ করি।... পরবর্তী অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أُرَىٰ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ نَحْوِ هَٰذَا.

৬১৪৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসি। আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম। অথবা অনুরূপ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا مُوسَىٰ وَأَبَا مَسْعُودٍ، حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَتُرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؟ فَقَالَ: إِنْ قُلْتَ ذَاكَ، إِنْ كَانَ لَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا، وَيَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا.

৬১৪৮। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল আসওয়াদকে বলতে শুনেছি : ইবনে মাসউদ (রা) যখন মারা যান তখন আমি আবু মূসা (রা) এবং আবু মাসউদের (রা) কাছে উপস্থিত ছিলাম। তাদের একজন অপরজনকে বললেন, তুমি কি মনে কর আবদুল্লাহর সমকক্ষ এখন কেউ আছে? অপরজন বললেন, তুমি তো একথা বলছ– অবস্থা এমন ছিল যে, তাকে যখন (নবীর কাছে প্রবেশের) অনুমতি দেয়া হত আমাদের তখন বিরত রাখা হত। আর আমরা যখন অনুপস্থিত থাকতাম– সে উপস্থিত থাকত।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا قُطْبَةُ [هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ]، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَىٰ مَعَ

نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي مُصْحَفٍ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ بَعْدَهُ أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ هٰذَا الْقَائِمِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا، وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا.

৬১৪৯। আবুল আহওয়াস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহর কয়েকজন সাথীর সাথে আবু মূসার বাড়িতে উপস্থিত ছিলাম। তারা কুরআনের একটি খণ্ড দেখছিলেন। আবদুল্লাহ (রা) দাঁড়ালে আবু মাসউদ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবে এই দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে অধিক পারদর্শী কাউকে রেখে গেছেন বলে আমার জানা নেই। আবু মূসা (রা) বললেন, তুমি যদি একথা বল তবে– আমরা যখন অনুপস্থিত থাকতাম তখন সে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে) উপস্থিত থাকত এবং আমাদের যখন (তাঁর কাছে প্রবেশে) বাধা দেয়া হত তখন তাকে অনুমতি দেয়া হত।

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ [هُوَ ابْنُ مُوسَىٰ] عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا مُوسَىٰ فَوَجَدْتُ عَبْدَ اللهِ وَأَبَا مُوسَىٰ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَىٰ - وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَحَدِيثُ قُطْبَةَ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ.

৬১৫০। যায়েদ ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযাইফা (রা) এবং আবু মূসার (রা) সাথে বসা ছিলাম।... এ সনদেও পূর্বের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١] ثُمَّ قَالَ: عَلَىٰ قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَقْرَأَ؟ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ.

قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي حِلَقِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرُدُّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ، وَلَا يَعِيبُهُ.

৬১৫১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পাঠ করলেন : "আর যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করবে, সে কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকৃত বস্তুসহ হাযির হতে বাধ্য হবে"। (সূরা আলে ইমরান : ১৬১) অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা আমাকে কার কিরাআতের মত কুরআন পড়তে নির্দেশ দিচ্ছ? আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সত্তরেরও অধিক সূরা পাঠ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ নিশ্চিতই জানেন যে, আমি আল্লাহর কিতাবকে তাদের তুলনায় অধিক বেশী জানি। আমি যদি জানতে পারতাম কোন ব্যক্তি (আল্লাহর কিতাবকে) আমার চেয়ে অধিক ভাল জানে তাহলে আমি তার কাছে চলে যেতাম। শাকীক বলেন, আমি অনবরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের বৈঠকসমূহে বসেছি। কিন্তু আমি তাদের কাউকে ইবনে মাসউদের এ দাবী প্রত্যাখ্যান করতে অথবা তাকে দোষারোপ করতে শুনিনি।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا قُطْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ! مَا مِنْ كِتَابِ اللهِ سُورَةٌ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ، وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّي، تَبْلُغُهُ الإِبِلُ، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

৬১৫২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই সত্তার শপথ যিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই! আল্লাহর কিতাবে এমন কোন সূরা নাই যে, তা কোথায় নাযিল হয়েছে সেটা আমার জানা নেই এবং এমন কোন আয়াতও নাই যে, তা কি উপলক্ষে নাযিল হয়েছে সেটা আমার জানা নাই (অর্থাৎ আমি ভাল করেই জানি কুরআনের কোন সূরা এবং কোন আয়াত কোথায় এবং কি উপলক্ষে নাযিল হয়েছে)। আমি যদি জানতে পারতাম কোন ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব আমার চেয়ে অধিক ভাল জানে এবং তার কাছে উট পৌঁছাও সম্ভব তাহলে আমি উটে সওয়ার হয়ে তার কাছে যেতাম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو فَنَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ - وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: عِنْدَهُ - فَذَكَرْنَا يَوْمًا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَقَدْ ذَكَرْتُمْ رَجُلًا لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ،

وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ».

৬১৫৩। মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমরের (রা) কাছে যাতায়াত করতাম এবং তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। একদিন আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) কথা উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তির কথা স্মরণ করেছ যাকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে একটি হাদীস শুনার পর থেকে ভালবেসে আসছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা চার ব্যক্তির কাছ থেকে কুরআন শিক্ষা কর : ইবনে উম্মু আবদ (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ), তিনি তার নামই প্রথম উল্লেখ করলেন, মুআয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব এবং আবু হুযাইফার মুক্ত গোলাম সালেম (রা)।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا عَنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَذَكَرْنَا حَدِيثًا عَنْ [عَبْدِ اللهِ] بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَمِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمِنْ سَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ». وَحَرْفٌ - لَمْ يَذْكُرْهُ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ - قَوْلُهُ: يَقُولُهُ.

৬১৫৪। মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমরের (রা) কাছে উপস্থিত ছিলাম। আমরা ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে একটি হাদীস উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি হাদীস বলতে শুনার পর থেকেই তাকে ভালবেসে আসছি। তাঁকে আমি বলতে শুনেছি : তোমরা চার ব্যক্তির কাছ থেকে কুরআন শিখে নাও : ইবনে উম্মু আবদ, তিনি তার নামই প্রথমে বললেন, উবাই ইবনে কাব, আবু হুযাইফার মুক্ত দাস সালেম এবং মুআয ইবনে জাবালের কাছ থেকে। যুহাইর ইবনে হারবের বর্ণনায় 'ইয়াকূলুহু' শব্দটি উল্লেখ নাই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَوَكِيعٍ - فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ أُبَيٍّ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ، أُبَيٌّ قَبْلَ مُعَاذٍ.

৬১৫৫। এ সূত্রেও একই হাদীস বর্ণিত। তবে এ সূত্রে উল্লেখিত হাদীসে আবু বাক্‌রের বর্ণনায় মুআযকে (রা) উবাইর (রা) আগে এবং আবু কুরাইবের বর্ণনায় উবাইকে (রা) মুআযের (রা) আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِمْ، وَاخْتَلَفَا عَنْ شُعْبَةَ فِي تَنْسِيقِ الْأَرْبَعَةِ.

৬১৫৬। এ সনদেও একই হাদীস বর্ণিত। কিন্তু চার সাহাবীর নামের ক্রমধারায় পার্থক্য হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ذَكَرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ: ذٰلِكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ، بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اسْتَقْرِءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ».

৬১৫৭। মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা আবদুল্লাহ ইবনে আমরের (রা) সামনে ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি তার সম্পর্কে একটি হাদীস শুনার পর থেকেই তাকে ভালবেসে আসছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা ইবনে মাসউদ, আবু হুযাইফার মুক্ত দাস সালেম, উবাই ইবনে কা'ব এবং মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে কুরআন শিখে নাও।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: بَدَأَ بِهٰذَيْنِ، لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا بَدَأَ.

৬১৫৮। এখানে শুধু সনদ উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস পূর্ববত।

অনুচ্ছেদ : ৫৬

উবাই ইবনে কা'ব (রা) এবং একদল আনসারের মর্যাদার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: جَمَعَ الْقُرْآنَ، عَلَىٰ عَهْدِ

رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ.

قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي.

৬১৫৯। কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে চার ব্যক্তি কুরআন সংকলন করেছেন। তারা সবাই ছিলেন আনসারদের অন্তর্ভুক্ত। তারা হচ্ছেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা), উবাই ইবনে কা'ব (রা), যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) এবং আবু যায়েদ (রা)। কাতাদা বলেন, আমি আনাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, আবু যায়েদ (রা) কে? তিনি বললেন, আমার চাচাদের অন্তর্ভুক্ত।

حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَىٰ أَبَا زَيْدٍ.

৬১৬০। কাতাদা বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কে কে কুরআন সংকলন করেন? তিনি বললেন, চার ব্যক্তি এবং তাদের সবাই আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা হচ্ছেন, উবাই ইবনে কা'ব (রা), মুআয ইবনে জাবাল (রা), যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) এবং আনসারদের মধ্যকার এক ব্যক্তি। তার ডাকনাম ছিল আবু যায়েদ (রা)।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأُبَيٍّ: «إِنَّ اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ] أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ» قَالَ: آللّٰهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «اللهُ سَمَّاكَ لِي» قَالَ: فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِي. [راجع: ١٨٦٤]

৬১৬১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাইকে (রা) বললেন : কুরআন পড়ে তোমাকে শুনানোর জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ তাআলা কি আমার নাম উল্লেখ করে আপনাকে বলেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ তিনি তোমার নাম উল্লেখ করে আমাকে বলেছেন। রাবী বলেন, আবেগের বশবর্তী হয়ে উবাই (রা) কাঁদতে লাগলেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: «إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾» [البينة: ١] قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَبَكَىٰ.

৬১৬২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'বকে (রা) বললেন : 'লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারূ' সূরাটি পাঠ করে তোমাকে শুনানোর জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। উবাই (রা) বললেন, তিনি আমার নাম ধরে বলেছেন? তিনি বললেন : হাঁ! রাবী বলেন, তিনি কেঁদে ফেললেন।

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأُبَيٍّ، بِمِثْلِهِ.

৬১৬৩। কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাসকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাবকে (রা) বলেছেন... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ৫৭

সা'দ ইবনে মুআযের (রা) মর্যাদা।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ: «اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ».

৬১৬৪। আবু যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, সা'দ ইবনে মুআযের (রা) জানাযা তাদের সামনে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তার জন্য দয়াময় আল্লাহর আরশ তরঙ্গায়িত হচ্ছে।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ، لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ».

৬১৬৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সা'দ ইবনে মুআযের (রা) মৃত্যুতে দয়াময় রহমানের আরশ তরঙ্গায়িত হয়েছিল।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ، وَجِنَازَتُهُ مَوْضُوعَةٌ- يَعْنِي سَعْدًا - «اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ».

৬১৬৬। কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রা) আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দের জানাযা উপস্থিত থাকা অবস্থায় বললেন : তার জন্য করুণাময় রহমানের আরশ তরঙ্গায়িত হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمِسُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَٰذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنْهَا وَأَلْيَنُ».

৬১৬৭। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআকে (রা) বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক জোড়া রেশমী বস্ত্রের (হুল্লা) উপঢৌকন আসল। তাঁর সাহাবাগণ এটা স্পর্শ করতে লাগল এবং এর মসৃণতা তাদেরকে আকৃষ্ট করল। তিনি বললেন, তোমরা এর মসৃণতা দেখে আশ্চর্য হচ্ছ! অবশ্য বেহেশতে সা'দ ইবনে মুআযের তোয়ালে এর চেয়ে অনেক উন্নত এবং মোলায়েম হবে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَنْبَأَنِي أَبُو إِسْحَٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَوْبِ حَرِيرٍ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ هَٰذَا أَوْ بِمِثْلِهِ.

৬১৬৮। আবু ইসহাক বলেন, আমি বারাআ ইবনে আযিবকে (রা) বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক জোড়া রেশমী কাপড় দেয়া হল।... অতঃপর হাদীসের বাকী অংশও বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবদা বলেন, আমাদেরকে আবু

দাউদ অবহিত করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে শো'বা অবহিত করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে কাতাদা বলেছেন, তিনি আনাস ইবনে মালিকের সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ هَٰذَا الْحَدِيثَ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، كَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ.

৬১৬৯। শো'বা থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جُبَّةٌ مِنْ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا. قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فِي الْجَنَّةِ، أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا».

৬১৭০। কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক (রা) আমাদের অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি রেশমী জুব্বা উপঢৌকন আসল। তিনি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। লোকেরা এ জুব্বাটি দেখে আশ্চর্য বোধ করল। তিনি বললেন : সেই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! জান্নাতে সা'দ ইবনে মুআযের তোয়ালে এর চেয়েও অধিক সুন্দর হবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةِ الْجَنْدَلِ أَهْدَىٰ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةً - فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنِ الْحَرِيرِ.

৬১৭১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। দুমাতুল জান্দাল (ওয়াদীয়ে ফাতিমা) এলাকার রাজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এক জোড়া রেশমী বস্ত্র উপঢৌকন পাঠালো।... পরবর্তী অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে 'তিনি রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করতেন' এ কথাটুকু উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ : ৫৮

আবু দুজানাহ সিমাক ইবনে খারাশার মর্যাদা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: «مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هٰذَا» فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا، أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟» فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ.

قَالَ: فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ.

৬১৭২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তরবারী তুলে নিয়ে বললেন, এটা আমার কাছ থেকে কে নিতে চাও? প্রতিটি লোক 'আমি আমি' বলে নিজেদের হাত প্রসারিত করে দিল। তিনি পুনরায় বললেন, এর হক আদায় করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে কে এটা নিতে চাও। একথা শুনে লোকেরা পিছু হটে গেল। আবু দুজানাহ সিমাক ইবনে খারাশা (রা) বললেন, আমি এর হক আদায় করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এটা গ্রহণ করতে চাই। রাবী বলেন, তিনি তরবারীটি নিয়ে নিলেন এবং তা দিয়ে মুশরিকদের মাথা দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন।

অনুচ্ছেদ : ৫০

জাবিরের (রা) পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আ'মর ইবনে হারামের (রা) মর্যাদা।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ [بْنَ عَبْدِ اللهِ] يَقُولُ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، جِيءَ بِأَبِي مُسَجًّى، وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ - قَالَ -: فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي، [ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي]، فَرَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَرُفِعَ، فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكِيَةٍ أَوْ صَائِحَةٍ، فَقَالَ: «مَنْ هٰذِهِ؟» فَقَالُوا: بِنْتُ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو، فَقَالَ: «وَلِمَ تَبْكِي؟ فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّىٰ رُفِعَ».

৬১৭৩। জাবির (রা) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন আমার পিতার লাশ কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে আসা হল। তার লাশ বিকৃত করে দেয়া হয়েছিল। আমি তার কাফনের কাপড় খুলে দেখতে চাইলাম। কিন্তু লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা উঠালেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি উঠাতে নির্দেশ দিলেন এবং তা তোলা হল। তিনি এক ক্রন্দনকারিণীর অথবা চিৎকারকারিণীর আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এই মহিলা! লোকেরা বলল, আমরের কন্যা অথবা

(রাবীর সন্দেহ) বোন। তিনি বললেন, সে কেন কাঁদছে। ফেরেশতারা সর্বদা তার ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে– এ অবস্থায় তাকে তুলে নেয়া হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي، وَجَعَلُوا يَنْهَوْنِي، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَنْهَانِي، قَالَ: وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَبْكِيهِ، أَوْ لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، حَتَّىٰ رَفَعْتُمُوهُ».

৬১৭৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের দিন আমা পিতা শহীদ হন। আমি তার মুখমণ্ডলের কাপড় সরিয়ে দেখতাম আর কাঁদতাম। লোকেরা আমাকে নিষেধ করত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করেননি। রাবী বলেন, আমরের কন্যা (আমার ফুফু) ফাতিমাও কাঁদতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কাঁদো অথবা না কাঁদো– ফেরেশতাগণ তার ওপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছিল। এ অবস্থায় তোমরা তাকে তুলে নিয়ে এসেছ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ الْمَلَائِكَةِ وَبُكَاءِ الْبَاكِيَةِ.

৬১৭৫। জাবির (রা) থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সূত্রে বর্ণিত ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় ফেরেশতা এবং ক্রন্দনকারিণীর ক্রন্দনের কথা উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ ابْنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ مُجَدَّعًا، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ - فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

৬১৭৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন আমার পিতার বিকৃত লাশ নিয়ে আসা হল। তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখা হল।... অবশিষ্ট অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।